Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

6
1/253
LIBRARY 2/182
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীঅরবিন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/182

8/22

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
BHADAINI, VARANASI-1

No. 2/182

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ...[illegible] 2/182
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

2/182

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

পঞ্চম খণ্ড

[শ্রীঅরবিন্দের **Essays on the Gita** হইতে অনূদিত]

শ্রীঅরবিন্দ

কলিকাতা
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক—
শ্রীগোপালদাস মজুমদার
ডি, এম, লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

অনুবাদক :
শ্রীঅনিলবরণ রায়

প্রথম সংস্করণ—জুন, ১৯৪৮

মূল্য ৪৲ টাকা

পণ্ডিচেরী,
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম প্রেসে মুদ্রিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. 2/182
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

সূচীপত্র

১।	ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ	১
২।	গুণাতীত	২২
৩।	পুরুষত্রয়	৪৩
৪।	অধ্যাত্ম কর্ম্মের পরিপূর্ণতা	৬৫
৫।	দেব ও অসুর	৮৫
৬।	গুণ, শ্রদ্ধা ও কর্ম্ম	১০৬
৭।	গুণ, মন ও কর্ম্ম	১৩২
৮।	স্বভাব ও স্বধর্ম্ম	১৫৫
৯।	পরম রহস্যের পথে	১৮৪
১০।	পরম রহস্য	২০৫
১১।	গীতা-শিক্ষার সারমর্ম্ম	২৩৯
১২।	গীতার বাণী	২৫৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

পঞ্চম খণ্ড

পরম রহস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীঅরবিন্দের গীতা

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

গীতা শেষ ছয় অধ্যায়ে জীবের পক্ষে নীচের প্রকৃতি হইতে দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উঠিবার পন্থাটি সুস্পষ্ট ও সম্পূর্ণ জ্ঞানের উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য, গুরু ইতিপূর্ব্বেই অর্জুনকে যে-শিক্ষা দিয়াছেন সেইটিই অন্য প্রকারে বর্ণনা করিয়াছে। মূলতঃ ইহা সেই একই জ্ঞান, কিন্তু বিশেষ অংশ ও সম্বন্ধগুলিকে পরিস্ফুট করা হইয়াছে এবং তাহাদের সম্পূর্ণ মর্ম্ম বুঝান হইয়াছে, যে-সকল চিন্তা ও সত্য কেবল প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা হইয়াছিল অথবা অন্য উদ্দেশ্যের অনুসরণে সাধারণভাবে ব্যক্ত করা হইয়াছিল সেইগুলিকে বিবৃত করিয়া তাহাদের সম্পূর্ণ সার্থকতা দেখান হইয়াছে। যথা, প্রথম ছয় অধ্যায়ে অক্ষর আত্মার সহিত প্রকৃতিতে বদ্ধ জীবাত্মার প্রভেদ করিবার জন্য যে-জ্ঞান প্রয়োজন সেইটিকে পূর্ণ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। পরম আত্মা, পরমপুরুষের কথা সংক্ষেপেই উপলক্ষিত হইয়াছে, পরিস্ফুট করা হয় নাই; জগতে কর্ম্মের সার্থকতা বুঝাইবার জন্য তাঁহার অস্তিত্ব ধরিয়া লওয়া হইয়াছে এবং তাঁহাকেই জীবনের অধীশ্বর বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে, কিন্তু ইহা ছাড়া এমন আর কিছুই নাই যাহা হইতে বুঝা যায় যে তিনি কি, এবং তাঁহার সহিত অন্যান্যের সম্বন্ধ কি তাহার ইঙ্গিতও করা হয় নাই, পরিস্ফুট করা ত দূরের কথা। এই যে জ্ঞানকে অপ্রকট রাখা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছিল, অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে সেইটিকেই সুস্পষ্ট আলোকে প্রকাশ করা হইয়াছে এবং বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ঈশ্বর, উর্দ্ধতন ও নিম্নতন প্রকৃতির প্রভেদ, প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত সর্বস্রষ্টা সর্বাধার ভগবান, সকল সত্তার মধ্যে একমেবাদ্বিতীয়ম্ —পরবর্ত্তী ছয় অধ্যায়ে (৭—১২) জ্ঞানের সহিত কর্ম্ম ও প্রেমের মূল ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য এই তত্ত্বগুলির উপরেই বিশেষ জোর দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এখন প্রয়োজন পরম পুরুষ, অক্ষর আত্মা ও জীবের সহিত কর্ম্মময়ী ও গুণময়ী প্রকৃতির সঠিক সম্বন্ধটি আরও সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা। সেইজন্য অর্জুনকে দিয়া এমন একটি প্রশ্ন করান হইল যাহার উত্তরে এই সকল অস্পষ্ট বিষয়গুলি আরও স্পষ্ট হইতে পারে। তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন; ক্ষেত্র কি, ক্ষেত্রজ্ঞ কি, জ্ঞান কি, জ্ঞেয় কি জানিতে চাহিলেন।* এইখানেই নিহিত রহিয়াছে আত্মা ও জগৎ সম্বন্ধে সমুদয় জ্ঞান; জীবকে যদি প্রাকৃত অজ্ঞান দূর করিতে হয় এবং জ্ঞানের, জীবনের, কর্ম্মের যথাযথ ব্যবহার করিয়া এবং এই সকল জিনিষে ভগবানের সহিত নিজেরই সম্বন্ধের যথাযথ ব্যবহার করিয়া নিশ্চিত পদবিক্ষেপে জগতের শাশ্বত আত্মার সহিত সত্তাগত একত্বের মধ্যে উঠিতে হয়, তাহা হইলে এখনও এই জ্ঞানেরই প্রয়োজন রহিয়াছে।

গীতার চিন্তাধারার শেষ পরিণতির পূর্বাভাস স্বরূপ এই সকল বিষয়ে গীতাশিক্ষার মূলতত্ত্ব ইতিপূর্বেই কতক পরিমাণে পরিস্ফুট করা হইয়াছে; কিন্তু গীতারই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ের প্রসঙ্গে আমরা সে-সবের পুনরুল্লেখ করিতেছি।

---

* প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চ কেশব ॥ ১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মকে যদি স্বীকার করা হয়, জগতে ভগবদিচ্ছার যন্ত্র স্বরূপ আত্মজ্ঞানের সহিত সম্পাদিত দিব্য কর্ম্ম (ঐ কর্ম্ম আভ্যন্তরীণভাবে পরম পুরুষের উদ্দেশে ভক্তির সহিত যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করা হইলে) যদি ব্রাহ্মীস্থিতির সহিত সম্পূর্ণ অবিরোধী বলিয়া এবং ভগবদ্‌মুখী সাধনার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মানিয়া লওয়া হয়, তাহা হইলে এই পন্থা কার্য্যতঃ কি ভাবে অধ্যাত্মজীবনের মহান উদ্দেশ্য সাধনে, নিম্নতন প্রকৃতি হইতে ঊর্দ্ধ্বতন প্রকৃতিতে আরোহণে সহায় হইবে? সমস্ত জীবন, সমস্ত কর্ম্ম হইতেছে পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে আদান প্রদান। সেই আদান প্রদানের আদি স্বরূপ কি? অধ্যাত্মবিকাশের চরম সীমায় উহা কিসে পরিণত হয়? যে জীব নিম্নতর ও বাহ্যতর প্রেরণাসকল হইতে মুক্ত হইয়া অন্তরে অন্তরে আত্মার উচ্চতম স্থিতিতে এবং জগতে ইহার শক্তির কর্ম্মের গভীরতম প্রেরণায় বিকশিত হইয়া উঠে—তাহাকে এই পন্থা কোন্ সিদ্ধির মধ্যে লইয়া যাইবে? এই সকল প্রশ্ন এখানে নিহিত রহিয়াছে (অন্য প্রশ্নও আছে, গীতা সে সবের উত্থাপন বা মীমাংসা করে নাই, কারণ সেই যুগের মানবমনের নিকট সে-সকল প্রশ্ন তীব্র হইয়া উঠে নাই), এবং জগৎ সম্বন্ধে বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগের শিক্ষার যে উদার সমন্বয়ে গীতার সমগ্র চিন্তা-ধারার আরম্ভ তাহারই আলোকে এই সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

যে জীবাত্মা এখানে প্রকৃতির মধ্যে দেহধারী রূপে আবির্ভূত হয় তাহার আত্ম-অভিজ্ঞতায় আছে তিনটি সত্য। প্রথমতঃ সে হইতেছে একটি অধ্যাত্ম সত্তা, দৃশ্যতঃ অজ্ঞানের দ্বারা প্রকৃতির বাহ্য ক্রিয়ার বশীভূত এবং তাহার গতিশীলতার মধ্যে সক্রিয়, চিন্তাশীল, ক্ষর ব্যক্তিরূপে, প্রকৃতির সৃষ্ট একটি জীবরূপে, অহংরূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিভাত। পরে যখন সে এই সব কর্ম্ম ও গতির পিছনে সরিয়া দাঁড়ায় তখন সে তাহার নিজের উচ্চতর সত্তাকে দেখিতে পায় এক শাশ্বত নির্ব্যক্তিক আত্মা ও অক্ষর অধ্যাত্ম সত্তারূপে সে নিজের উপস্থিতির দ্বারা এই কর্ম্ম ও গতির ধারাকে সমর্থন করা ব্যতীত ইহাতে কোনরূপ যোগদান করে না, শুধু উদাসীন সমতা-পূর্ণ সাক্ষিরূপে ইহাকে অবলোকন করে। আর শেষতঃ যখন সে এই দুইটি বিরোধী সত্তারই ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখে, সে এক মহত্তর অনির্বচনীয় সত্যের সন্ধান পায়, যাহা হইতে উভয়েরই উৎপত্তি, সেই শাশ্বত সত্তা আত্মার আত্মা এবং সকল প্রকৃতি ও সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, এবং শুধুই অধীশ্বর নহেন পরন্তু বিশ্বমধ্যে তাঁহার শক্তির এই সকল ক্রিয়ার তিনিই আদি এবং অধ্যাত্ম আধার ও ক্ষেত্র, এবং শুধুই আদি ও আধার নহেন পরন্তু সকল শক্তি, সকল বস্তু, সকল সত্তার মধ্যে অধ্যাত্ম অধিবাসী, এবং শুধুই অধিবাসী নহেন পরন্তু এই যে তাঁহার সত্তার এই শাশ্বত শক্তিকে আমরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করি ইহার যাবতীয় বিকাশের দ্বারা তিনি নিজেই সকল তেজ ও শক্তি, সকল বস্তু, সকল সত্তা হইয়াছেন। এই প্রকৃতিও দুই প্রকার, একটি উৎপন্ন ও অপরা, অপরটি মূল ও পরা। বিশ্ব-যন্ত্র পরিচালনের এক নিম্নতন প্রকৃতি আছে, তাহার সহিত সংযোগে প্রকৃতিস্থ জীব মায়া-সম্ভূত একটা অজ্ঞানের মধ্যে (ত্রৈগুণ্যময়ী মায়া) বাস করে, সে নিজেকে দেহগত প্রাণ ও মন লইয়া গঠিত অহং বলিয়া ধারণা করে, প্রকৃতির গুণত্রয়ের শক্তির অধীনে কর্ম্ম করে, মনে করে যে, সে বদ্ধ, দুঃখময়, ব্যক্তিত্বের দ্বারা সীমাবদ্ধ, পুনর্জন্ম ও কর্ম্মের চক্রে শৃঙ্খলিত, বাসনাময় বস্তু, নশ্বর, আপন প্রকৃতির ক্রীতদাস। এই নিম্নতন বিশ্বশক্তির ঊর্দ্ধে রহিয়াছে জীবের নিজের প্রকৃত সত্তার এক উচ্চতম ভাগবত ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্ম প্রকৃতি, সেখানে সে চিরকাল শাশ্বত পুরুষ ভগবানের সচেতন অংশ, আনন্দময়, মুক্ত বিবর্ত্তনের ছদ্মবেশের উর্দ্ধে, মৃত্যুহীন, অবিনাশী, ভগবানেরই একটি শক্তি। এই উর্দ্ধতন প্রকৃতির দ্বারা, অধ্যাত্ম বিশ্বভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত দিব্য জ্ঞান, প্রেম ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া শাশ্বতের মধ্যে উঠা—ইহাই পূর্ণ অধ্যাত্মমুক্তির মূল সূত্র। এতটুকু সুস্পষ্ট করিয়াই বলা হইয়াছে; এখন আমাদিগকে আরও সবিস্তারে দেখিতে হইবে এই রূপান্তর সম্বন্ধে আরও কি সব বিবেচ্য রহিয়াছে, বিশেষতঃ এই দুই প্রকৃতির প্রভেদ কি এবং আমাদের মুক্তির দ্বারা আমাদের কর্ম্মে, আমাদের অধ্যাত্ম স্থিতিতে কি পরিবর্ত্তন হয়। সেই উদ্দেশ্যে গীতা উচ্চতম জ্ঞানের যে কতকগুলি অংশ এতক্ষণ পর্য্যন্ত পিছনে রাখিয়াছিল সেই গুলির বিশদ আলোচনা আরম্ভ করিতেছে। বিশেষ করিয়া সত্তা (Being) ও বিবর্ত্তনের (Becoming) মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে সম্বন্ধ, গুণত্রয়ের ক্রিয়া, উর্দ্ধতম মুক্তি, ভাগবত পুরুষের নিকট মানবাত্মার উদারতম পূর্ণতম আত্ম-সমর্পণ, এই বিষয়গুলির আলোচনা করা হইয়াছে। শেষের এই ছয় অধ্যায়ে গীতা যাহা কিছু বলিয়াছে সে-সবের মধ্যে পরম প্রয়োজনীয় অনেক জিনিষ আছে, কিন্তু যে শেষ তত্ত্ব লইয়া গীতা পরিসমাপ্ত হইয়াছে সেইটিই হইতেছে পরম রহস্যময়; কারণ তাহারই মধ্যে আমরা পাইব গীতা-শিক্ষার মূল কথাটি, মানবাত্মার প্রতি ইহার মহাবাক্য এবং ইহার শ্রেষ্ঠতম বাণী।

প্রথমতঃ, সমগ্র জগৎকে দেখিতে হইবে প্রকৃতির মধ্যে পুরুষের সৃষ্টি ও কর্ম্মের ক্ষেত্র বলিয়া। গীতা "ক্ষেত্র" শব্দের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলিয়াছে, এই দেহকেই আত্মার ক্ষেত্র বলা হয়, এবং এই দেহের মধ্যেই এমন একজন আছেন যিনি এই ক্ষেত্রকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জানেন, প্রকৃতির বেত্তা, ক্ষেত্রজ্ঞ।* যাহাই হউক, পরে যে-সব সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কেবল এই স্থূল দেহটিই ক্ষেত্র নহে, পরন্তু এই দেহ যাহা কিছুর আধার, প্রকৃতির ক্রিয়া, মন, আমাদের সত্তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ স্বাভাবিক কর্ম্ম, এই সবও ক্ষেত্র। এই ব্যাপকতর শরীরও শুধু ব্যষ্টিগত ক্ষেত্র; ঐ একই ক্ষেত্রজ্ঞের ইহা অপেক্ষা এক বৃহত্তর, সর্বগত, বিশ্বশরীর বিশ্বক্ষেত্র আছে। কারণ প্রত্যেক দেহধারী জীবেই রহিয়াছেন এই একই ক্ষেত্রজ্ঞ; প্রত্যেক সত্তায় তিনি প্রধানতঃ ও মূলতঃ এইটিকেই ব্যবহার করেন, (তাঁহার প্রকৃতির শক্তির একটি মাত্র বাহ্য ফলস্বরূপ এইটিকে তিনি তাঁহার বাসের জন্য গড়িয়া তুলিয়াছেন, ঈশা বাস্যম্ সর্বম্ যৎকিঞ্চ), তাঁহার গতিময় শক্তির প্রত্যেক স্বতন্ত্র সংহত কেন্দ্রকে তাঁহার বিকাশমান ছন্দসকলের প্রথম ভিত্তি ও ক্ষেত্র করেন। প্রকৃতিতে তিনি জগৎকে সেই ভাবেই জানেন যে-ভাবে উহা এই এক সীমাবদ্ধ দেহের চৈতন্যের উপর ক্রিয়া করে এবং ইহার মধ্যে প্রতিফলিত হয়; আমাদের এক একটি মন যে-ভাবে জগৎকে দেখে, আমাদের পক্ষে জগৎ তাহাই,—আর পরিশেষে, এই ক্ষুদ্র বলিয়া প্রতীত দেহাশ্রিত চৈতন্যও নিজেকে এমন ভাবে প্রসারিত করিতে পারে যে সে নিজের মধ্যেই সমগ্র বিশ্বকে ধারণ করে, আত্মনি বিশ্বদর্শনম্। কিন্তু স্থূলতঃ, এইটি হইতেছে এক বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড (a microcosm in a macrocosm) এবং ঐ বৃহৎ

---

* ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১৩।২
ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্জ্ঞানং মতং মম ॥ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মাণ্ডটিও একটি শরীর ও ক্ষেত্র, তাহার মধ্যে অধ্যাত্ম ক্ষেত্রজ্ঞ বাস করিতেছেন।

ইহা স্পষ্ট হইয়াছে যখন গীতা অতঃপর আমাদের সত্তার এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দেহের স্বরূপ, প্রকৃতি, উৎপত্তি, বিকার ও শক্তিগুলি বর্ণনা করিয়াছে।* আমরা তখন দেখিতে পাই যে, ক্ষেত্র বলিতে নিম্নতন প্রকৃতির সমগ্র ক্রিয়াকেই বুঝাইতেছে। সেই সমগ্রই হইতেছে এখানে আমাদের মধ্যে অবস্থিত দেহধারী আত্মার কর্ম্মক্ষেত্র, এই ক্ষেত্রেই সে ক্ষেত্রজ্ঞ। এই প্রাকৃত জগতের মূল কর্ম্মপদ্ধতি অধ্যাত্মদৃষ্টিতে যেরূপ দেখা যায় সে-সম্বন্ধে বহুমুখী ও বিস্তারিত জ্ঞানের জন্য গীতা বেদ ও উপনিষদের দ্রষ্টা প্রাচীন ঋষিগণ কর্ত্তৃক গীত বিবিধ ছন্দের এবং ব্রহ্মসূত্রেরও উল্লেখ করিয়াছে; বেদ ও উপনিষদের মধ্যে আমরা পাই ব্রহ্মকর্ত্তৃক স্বষ্ট এই সব বস্তু সম্বন্ধে অনুপ্রেরিত ও সক্ষাৎদৃষ্টিমূলক বর্ণনা এবং ব্রহ্মসূত্রের মধ্যে পাই যুক্তিসম্মত দার্শনিক বিশ্লেষণ।† গীতা শুধু সাংখ্য মনীষিগণের ভাষায় আমাদের নিম্নতন প্রকৃতির সংক্ষিপ্ত কার্য্যকরী বর্ণনা দিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছে। প্রথমেই নির্বিশেষ অব্যক্ত শক্তি; তাহার পর, ইহা হইতেই বাহ্যজগতের, পঞ্চ মহাভূত অর্থাৎ জড়ের পাঁচটি মূল অবস্থার বিকাশ; তাহার পর, অন্তর্জগতের ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও অহংকারের বিকাশ; পরিশেষে পাঁচটি ইন্দ্রিয়গোচর বিষয় অর্থাৎ জগৎকে ইন্দ্রিয়ের

---

* তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু॥ ৪

† ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ॥ ৫
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকং চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ। ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা অনুভব করিবার পাঁচটি বিভিন্ন প্রণালী, বিশ্বপ্রকৃতি বাহ্যজগতের উপাদান পঞ্চভূত হইতে যে সব বস্তু সৃষ্টি করিয়াছে তাহাদের সহিত ব্যবহারের জন্য এই সকল শক্তির বিকাশ করিয়াছে,—এই সকল ইন্দ্রিয়-সম্বন্ধের ভিতর দিয়া ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি-সমন্বিত অহং বিশ্বের পদার্থ-সকলের উপর ক্রিয়া করে। ইহাই হইতেছে ক্ষেত্রের গঠন। তাহার পর হইতেছে এক সাধারণ চৈতন্য, তাহা বিশ্বপ্রকৃতিকে তাহার কর্ম্মে প্রথমে অনুপ্রাণিত করে এবং পরে জ্ঞানালোকিত করে; ঐ চৈতন্যের এক বৃত্তি আছে, তাহার দ্বারা প্রকৃতি বস্তুসকলের সম্বন্ধগুলিকে একত্র ধরিয়া রাখে, সংঘাত; আমাদের চৈতন্যের নিজ বিষয়-সকলের সহিত যে সব আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সম্বন্ধ তাহাদেরও আছে ধৃতি।* এই গুলিই হইতেছে ক্ষেত্রের আবশ্যকীয় শক্তি; এই সবই হইতেছে একই সঙ্গে মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির সাধারণ এবং সবর্গত শক্তি। সুখ ও দুঃখ, রাগ ও দ্বেষ, এইগুলিই ক্ষেত্রের প্রধান বিকার। বেদান্তের দিক হইতে আমরা বলিতে পারি যে, সুখ ও দুঃখ হইতেছে প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের বিকার, আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দ যখন নিম্নতন প্রকৃতির ক্রিয়ার সংস্পর্শে আসে তখন তাহা এই ভাবেই বিকৃত হয়। আর ঐ দিক হইতেই বলিতে পারি যে, রাগ ও দ্বেষ হইতেছে অনুরূপ মানসিক বিকার, আত্মা তাহার যে ইচ্ছাশক্তির প্রতিক্রিয়ার দ্বারা প্রকৃতির স্পর্শে সাড়া দেয়, প্রকৃতি তাহাকে এই ভাবেই বিকৃত করিয়া দেয়। এই সকল বিপরীত ভাবের দ্বন্দ্বের ভিতর দিয়াই নিম্নতন প্রকৃতির অহংরূপী আত্মা জগৎকে ভোগ করে। অভাবাত্মক যথা—যন্ত্রণা, বিরাগ, দুঃখ, দ্বেষ এইগুলি হইতেছে বিকৃত প্রতিক্রিয়া অথবা

---

* ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি খুব ভাল হয় ত অজ্ঞানসম্ভূত বিপরীত প্রতিক্রিয়া ; ভাবাত্মক যথা—অনুরাগ, সুখ, হর্ষ, আকর্ষণ, এই সব হইতেছে অনিয়মিত প্রতিক্রিয়া অথবা যদি খুব ভাল হয় ত অপর্যাপ্ত এবং সত্য অধ্যাত্ম অনুভূতির প্রতিক্রিয়ার তুলনায় স্বরূপতঃ নিকৃষ্ট।

প্রাকৃতজগতের সহিত আমাদের যে প্রথম কারবার তাহার মূল স্বরূপ এই সকল জিনিষ লইয়াই গঠিত, কিন্তু ইহাই যে আমাদের জীবনের সম্যক বর্ণনা নহে তাহা সুস্পষ্ট ; ইহা আমাদের বাস্তব জীবন কিন্তু ইহাই আমাদের সকল সম্ভাবনার সীমা নহে। উর্দ্ধের এক বস্তুকে জানিবার আছে, জ্ঞেয়ম্, আর যখন ক্ষেত্রজ্ঞ ক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইহার মধ্যে অবস্থিত আপনাকেই জানিতে চায় এবং ইহার বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে যাহা কিছু রহিয়াছে সবকেই জানিতে চায় তখনই আরম্ভ হয় প্রকৃত জ্ঞান, জ্ঞানম্,—যেমন ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে প্রকৃত জ্ঞান তেমনই ক্ষেত্র সম্বন্ধেও প্রকৃত জ্ঞান। এই যে অন্তর্মুখী হওয়া, কেবল ইহাই অজ্ঞান হইতে মুক্তি আনিয়া দেয়। কারণ যতই আমরা ভিতরের দিকে অগ্রসর হই, ততই আমরা বস্তুসকলের মহত্তর ও পূর্ণতর সত্যকে আয়ত্ত করিতে পারি এবং যেমন ভগবান ও জীব সম্বন্ধে তেমনিই জগৎ ও জাগতিক ব্যাপার সম্বন্ধে পূর্ণ সত্যটিকে প্রণিধান করিতে পারি। অতএব দিব্য-গুরু বলিলেন, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ উভয়েরই যে জ্ঞান, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং, আত্ম-জ্ঞান এবং জগৎ-জ্ঞানের সংযোগ, এমন কি সমন্বয়-সাধন, এইটিই প্রকৃত আলোক এবং একমাত্র সত্য জ্ঞান। কারণ জীবাত্মা ও প্রকৃতি উভয়েই ব্রহ্ম, কিন্তু প্রাকৃত জগতের প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হইতে পারে কেবল সেই মুক্ত জ্ঞানী পুরুষের দ্বারা যিনি আত্মার সত্যটিকেও আয়ত্ত করিয়াছেন। এক ব্রহ্ম, আত্মা ও প্রকৃতিতে এক অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, ইহাই সকল জ্ঞানের লক্ষ্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার পর গীতা অধ্যাত্মজ্ঞান কি, তাহাই বর্ণনা করিয়াছে, অথবা সেই জ্ঞানের জন্য কি কি জিনিষ প্রয়োজন, যে-মানুষের আত্মা আভ্যন্তরীণ জ্ঞানের অভিমুখী হইয়াছে তাহার চিহ্ন কি, লক্ষণ কি তাহাই বলিয়াছে। এই সব লক্ষণ জ্ঞানীর স্বরূপ বলিয়া আবহমান কাল হইতে সুপরিচিত,—বাহ্যিক ও ঐহিক জিনিষ-সকলের প্রতি আসক্তি হইতে তাঁহার হৃদয়ের ঐকান্তিক নিবৃত্তি, তাঁহার অন্তরমুখী ও ধ্যানরত ভাব, তাঁহার অচঞ্চল মন ও শান্ত সমতা, মহত্তম অন্তরতম সত্য-সকলের উপর, বাস্তব ও নিত্য পদার্থ-সকলের উপর তাঁহার চিন্তা ও সঙ্কল্পের দৃঢ় অভিনিবেশ। প্রথমেই হইতেছে একটা নৈতিক অবস্থা, প্রাকৃত সত্তার সাত্ত্বিক নিয়ন্ত্রণ।* তাঁহার মধ্যে দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সাংসারিক গর্ব ও দম্ভের সম্পূর্ণ অভাব, সরলতা, ক্ষমাশীল ধৈর্য্যশীল হিতৈষী হৃদয়, মন ও শরীরের শুচিতা, শান্ত স্থৈর্য্য, আত্মসংযম এবং নিম্নতন প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব, এবং আচার্য্যের প্রতি হৃদয়ের অর্ঘ্য অর্পণ, সে আচার্য্য অন্তরস্থিত দিব্য-গুরুই হউন অথবা দিব্য জ্ঞানের মূর্ত্ত বিগ্রহ মানব-গুরুই হউন,—কারণ গুরুকে যে ভক্তি করা হয় ইহাই তাহার তাৎপর্য্য। তাহার পর হইতেছে পূর্ণ অনাসক্তি ও সমতার মহত্তর ও মুক্ততর ভাব, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়সকলের প্রতি প্রাকৃত সত্তার আকর্ষণ দৃঢ়তার সহিত অপনোদন করা, যে নিত্য অশান্ত অহং বোধ, অহং জ্ঞান, অহং প্রেরণা সাধারণ মানুষকে উৎপীড়িত করে তাহার দাবি-সকল হইতে পূর্ণ মুক্তিলাভ, তখন আর পুত্র দারা গৃহাদিতে আসক্ত বা মগ্ন থাকিবার প্রবৃত্তি থাকে না। এই সকল প্রাণিক

---

* অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও পশুসুলভ প্রবৃত্তির পরিবর্তে থাকে আসক্তিশূন্য সঙ্কল্প ও ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, লক্ষ্যহীন ও যন্ত্রণাপূর্ণভাবে জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধির অধীন যে সাধারণ জীবন প্রাকৃত মানব যাপন করে তাহার দোষময় স্বরূপের সুতীব্র অনুভূতি, সকল ইষ্ট বা অনিষ্ট ঘটনার প্রতি সর্বদা সমচিত্ততা (কারণ আত্মা অন্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে, বাহ্য ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত তাহাকে স্পর্শও করিতে পারে না),* আর থাকে জনতা এবং মানবীয় সভা সমিতির বৃথা গোলমাল হইতে নিবৃত্ত, নির্জনতার দিকে আকৃষ্ট ধ্যানপরায়ণ মন। পরিশেষে হইতেছে, যে-সকল জিনিষ বাস্তবিকই প্রয়োজনীয় ভিতরে দৃঢ়তার সহিত সেইগুলির অভিমুখ হওয়া, জগতের প্রকৃত অর্থ ও প্রধান তত্ত্ব-সকল সম্বন্ধে দার্শনিক অনুভূতি, আভ্যন্তরীণ জ্ঞান ও জ্যোতির শান্ত নিরবচ্ছিন্নতা, অব্যভিচারী ভক্তিযোগ, ভগবৎপ্রেম, বিশ্বব্যাপী সনাতন ভাগবত সত্তার প্রতি হৃদয়ের গভীর ও নিরবচ্ছিন্ন অনুরাগ।†

অধ্যাত্মজ্ঞাননিষ্ঠ মনকে যে একমাত্র জ্ঞেয়ের অভিমুখী হইতে হইবে তাহা হইতেছে অনাদি ব্রহ্ম, তাহাতে নিবিষ্ট হইলে যে-জীবাত্মা এখানে মেঘাবৃত এবং প্রকৃতির কুহেলিকায় আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে সে তাহার স্বাভাবিক ও মূল অমৃতচৈতন্য এবং লোকো-

---

* ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৯
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥১০

† ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জ্জনসংসদি ॥১১
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্তরতা ফিরিয়া পায় এবং উপভোগ করিতে পারে।* অনিত্য বস্তুতে নিবিষ্ট থাকা, বাহ্যদৃশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা—ইহাই মৃত্যুকে স্বীকার করা, নশ্বর জিনিষ-সকলের মধ্যে তাহাই হইতেছে নিত্য সত্য যাহা আভ্যন্তরীণ ও অক্ষর। জীব যখন নিজেকে প্রকৃতির বাহ্য দৃশ্যাবলীর দ্বারা অভিভূত হইতে দেয় তখন সে নিজেকে হারাইয়া ফেলে এবং তাহার দেহসকলের জন্ম ও মৃত্যু-চক্রে ঘুরিতে থাকে। সেখানে ব্যক্তিত্ব ও ব্যক্তিগত অনুরাগ-সকলের অন্তহীন পরিবর্ত্তন আবেগের সহিত অনুসরণ করিতে করিতে সে আর নিবৃত্ত হইয়া তাহার নির্ব্যক্তিক ও অজাত আত্ম-সত্তাকে লাভ করিতে সমর্থ হয় না। তাহা করিতে সমর্থ হওয়ার অর্থ নিজেকে পাওয়া এবং নিজের প্রকৃত সত্তায় ফিরিয়া যাওয়া। সেই সত্তাই বিভিন্ন রূপে জন্মগ্রহণ করে, কিন্তু তাহার বিভিন্ন রূপ-সকলের বিনাশে নিজে বিনষ্ট হয় না। জন্ম ও মৃত্যু যে আনন্ত্যের পক্ষে বাহ্যিক ঘটনামাত্র তাহা উপভোগ করাই জীবের পক্ষে প্রকৃত অমৃতত্ব ও লোকোত্তরতা। সেই অনন্ত বা সেই আনন্ত্যই ব্রহ্ম। ব্রহ্ম হইতেছে তৎ, বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বব্যাপী সত্তা; ব্রহ্ম সেই মুক্ত অধ্যাত্ম পুরুষ যিনি সম্মুখে প্রকৃতির সহিত জীবাত্মার খেলাকে ধরিয়া থাকেন এবং পশ্চাতে তাহাদের অবিনশ্বর একত্বের ভিত্তিস্বরূপ হন; ব্রহ্ম একই সঙ্গে ক্ষর অক্ষর দুইই, এক হইয়াও সর্ব। তাঁহার উচ্চতম বিশ্বাতীত পদে ব্রহ্ম হইতেছেন তূরীয় অনন্ত, অনাদি ও অপরিবর্ত্তনীয়; এই যে সৎ অসৎ, নিত্য অনিত্যের প্রাতিভাসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে বাহ্যজগৎ চলিতেছে, ব্রহ্ম এ-সবেরই উর্দ্ধে। কিন্তু একবার

---

* জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বাঽমৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে॥ ১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি জগৎকে এই অনন্তের সত্তায় ও আলোকে দর্শন করা যায় তাহা হইলে মন ও ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে জগৎ যেমন প্রতিভাত হইতেছে তাহা হইতে তাহা ভিন্ন হইয়া পড়ে; কারণ তখন আমরা বিশ্বকে দেখি আর মন প্রাণ ও জড়ের ঘূর্ণাবর্ত্ত নহে, শক্তি ও সত্তার বিভিন্ন রূপের সমবায় মাত্র নহে, পরন্তু এই অনন্ত ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। যিনি এই সর্ব জগৎকে নিজ সত্তার দ্বারা অমিতভাবে পূর্ণ ও বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছেন (বস্তুতঃ এই জগৎলীলাও তিনিই), যিনি সকল সসীম বস্তুর উপরেই তাঁহার অসীমতার জ্যোতি নিক্ষেপ করিতেছেন, অদেহী ও সহস্র দেহসম্পন্ন যে-পুরুষের শক্তিময় হস্তসকল, দ্রুতগামী পাদসকল আমাদের চতুর্দ্দিকে রহিয়াছে, আমরা যে-দিকেই ফিরি না কেন অসংখ্য রূপের মধ্যে আমরা যাঁহার শীর্ষ ও চক্ষু ও মুখমণ্ডল দেখিতে পাই, যাঁহার শ্রবণ সর্বত্র শাশ্বতের নীরবতা ও জগৎ-সমূহের সঙ্গীত শ্রবণ করিতেছে, তিনিই হইতেছেন সেই বিশ্বময় বিশ্বপুরুষ যাঁহার আলিঙ্গনের মধ্যে আমরা বাস করিতেছি।*

পুরুষের সহিত প্রকৃতির সকল সম্বন্ধই ব্রহ্মের আনন্ত্যের অন্তর্বর্ত্তী ঘটনা; ইন্দ্রিয় ও গুণ, তাহাদের প্রকাশক ও উপাদান, এ-সবই হইতেছে এই পরম পুরুষের কৌশল, তাঁহার নিজেরই শক্তি বস্তুসকলের মধ্যে যে-সব কর্ম্মধারাকে নিরন্তর গতিময় করিয়া তুলিতেছে এই সব কৌশলের দ্বারাই তাহারা সম্মুখে প্রতিভাত হয়।† তিনি নিজে ইন্দ্রিয়সকলের সীমার অতীত, তিনি সকল

---

* সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪

† সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিনিষকে দেখেন কিন্তু স্থূল চক্ষু দিয়া নহে, সকল জিনিষ শ্রবণ করেন কিন্তু স্থূল কর্ণ দিয়া নহে, সকল জিনিষ অবগত হন কিন্তু খণ্ডতাসাধক মনের দ্বারা নহে—মন কেবল আভাস দিতে পারে কিন্তু সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কোন গুণের দ্বারা তিনি সীমাবদ্ধ নহেন, নিজ সত্তার মধ্যে তিনি সকল গুণকে ধারণ করেন, নিয়ন্ত্রিত করেন এবং তিনি নিজেরই প্রকৃতির গুণময়ী ক্রিয়া উপভোগ করেন। তিনি কিছুতেই আসক্ত নহেন, কিছু দ্বারা বদ্ধ নহেন, তিনি যাহাই করুন কিছুতেই লিপ্ত হন না; প্রশান্ত তিনি, এক উদার ও অবিনশ্বর মুক্তির মধ্যে তিনি তাঁহার বিশ্বময়ী শক্তির সকল কর্ম্ম ও গতি ও আবেগকে ধরিয়া থাকেন। বিশ্বে যাহা কিছু আছে তিনিই সে-সব হইয়াছেন; আমাদের অন্তরে যাহা আছে সব তিনি, আমাদের বাহিরে যাহা কিছু আমরা প্রত্যক্ষ করি সে-সবও তিনি।* অন্তর বাহির, দূর ও নিকট, স্থাবর ও জঙ্গম, তিনি একই সঙ্গে এই সব হইয়াছেন। তিনি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, আমাদের জ্ঞানের অগোচর; আবার শক্তি ও সত্তার যে ঘনীভূত অবস্থা আমাদের মন ধারণা করিতে পারে তাহাও তিনি। তিনি অবিভাজ্য এবং অদ্বিতীয়, অথবা নানা রূপে, নানা জীবে নিজেকে বিভক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, এই সকল ভিন্ন ভিন্ন সত্তারূপে তিনি প্রতিভাত হন।† সকল বস্তুই তাঁহার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে, আত্মার মধ্যে তাহাদের স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার অবিভাজ্য ঐক্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে। সবই নিত্য

* বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ১৬

† অবিভক্তং চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ॥ ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহা হইতে প্রসূত, তাঁহার আনন্ত্যে বিধৃত, নিত্য তাঁহার ঐক্যের মধ্যে পুনর্গৃহীত। তিনি সকল জ্যোতির জ্যোতি, এবং আমাদের সকল অজ্ঞান অন্ধকারের অতীত জ্যোতির্ম্ময় পুরুষ।* তিনি জ্ঞান, তিনি জ্ঞেয়। যে অধ্যাত্ম অতিমানস জ্ঞান প্রদীপ্ত মনকে পরিপ্লাবিত করে এবং তাহাকে রূপান্তরিত করিয়া দেয়, এই অধ্যাত্ম পুরুষই হইতেছেন সেই জ্ঞান, যে মায়া-অন্ধ জীবকে তিনি প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে পাঠাইয়াছেন তাহার সম্মুখে জ্যোতি রূপে তিনি নিজেকেই প্রকট করেন। এই শাশ্বত জ্যোতি প্রত্যেক জীবেরই হৃদয়ে অধিষ্ঠিত; তিনিই ক্ষেত্রের গোপন জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ; এই ক্ষেত্রের এবং তাঁহার অভিব্যক্ত সম্ভূতি ও ক্রিয়ার এই সমুদয় রাজ্যের অধিষ্ঠাতা রূপে তিনি সকল বস্তুর হৃদয়ে বিরাজ করেন। মানুষ যখন নিজের মধ্যে এই শাশ্বত ও বিশ্বময় ভগবানকে দেখিতে পায়, যখন সে সকল বস্তুর অন্তরপুরুষকে জানিতে পারে এবং প্রকৃতির মধ্যে আত্মার সন্ধান পায়, যখন সে উপলব্ধি করে যে সমগ্র বিশ্ব এই শাশ্বতের মধ্যে একটি তরঙ্গের ন্যায় উত্থিত হইতেছে, যাহা কিছু আছে সবই হইতেছে এক অদ্বিতীয় সত্তা, তখন সে ভগবানের জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে এবং প্রকৃতির জগৎ-সকলের মধ্যে মুক্ত হইয়া দাঁড়ায়।† দিব্য জ্ঞান এবং ভক্তির সহিত পূর্ণভাবে এই ভগবানের অভিমুখী হওয়া, ইহাই মহান অধ্যাত্ম মুক্তির নিগূঢ় রহস্য। মুক্তি, প্রেম এবং অধ্যাত্ম জ্ঞান আমাদিগকে মর প্রকৃতি হইতে অমৃতত্বের মধ্যে উত্তোলিত করে।

* জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্ব্বস্য বিষ্ঠিতম্॥ ১৮

† ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ ও প্রকৃতি শাশ্বত ব্রহ্মের দুইটি দিকমাত্র, এই আভাসিক দ্বৈতভাবই তাঁহার বিশ্বলীলার ভিত্তিস্বরূপ।* পুরুষ অনাদি ও শাশ্বত, প্রকৃতিও অনাদি ও শাশ্বত; কিন্তু প্রকৃতির গুণসমূহ এবং আমাদের সচেতন উপলব্ধিতে প্রকৃতি যে যে-সব নিম্নতন রূপ লইয়া প্রতিভাত হয়, পুরুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ হইতেই ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা প্রকৃতি হইতেই উদ্ভূত; কার্য্য ও কারণ, কর্ম্ম ও কর্ম্মের ফল, শক্তি ও শক্তির ক্রিয়া—এই যে তাহাদের বাহ্য শৃঙ্খলা ইহা প্রকৃতি কর্ত্তৃকই সৃষ্ট; এখানে যাহা কিছু অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল সবই আসিতেছে প্রকৃতি হইতে। অনবরত তাহারা পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষ ও প্রকৃতিও পরিবর্ত্তিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু স্বরূপতঃ এই দুইটি শক্তিই শাশ্বত এবং সকল সময়ে একই রহিয়াছে। প্রকৃতি সৃষ্টি করে, কর্ম্ম করে, তাহার সেই সৃষ্টি ও কর্ম্ম উপভোগ করে পুরুষ; কিন্তু তাহার ক্রিয়ার এই নিম্নতন রূপে প্রকৃতি এই উপভোগকে মোহগ্রস্ত ও ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ ভোগে পরিণত করে। জীব বা ব্যক্তিগত পুরুষ প্রকৃতির গুণাত্মক ক্রিয়া-সকলের দ্বারা বলপূর্ব্বক আকর্ষিত হয় এবং প্রকৃতির গুণসমূহের এই আকর্ষণ তাহাকে অবিরত নানা জন্মের মধ্যে টানিয়া লইয়া যায়, সেখানে তাহাকে নানা পরিবর্ত্তন ও অবস্থাবিপর্য্যয়, প্রকৃতির মধ্যে জন্মগ্রহণের শুভ ও অশুভ

---

* প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্॥ ২০

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে॥ ২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভোগ করিতে হয়।* কিন্তু ইহা হইতেছে পুরুষের কেবল বাহ্যিক অনুভূতি, আর ক্ষর প্রকৃতির সহিত সঙ্গের ফলে পুরুষ ক্ষরভাবাপন্ন হয়। এই দেহের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন প্রকৃতির ও আমাদের ভগবান, পরমাত্মা, পরমপুরুষ, প্রকৃতির মহান ঈশ্বর, তিনি প্রকৃতির কার্য্য সাক্ষিরূপে দর্শন করেন, তাহার ক্রিয়ায় অনুমতি দেন, সে যাহা কিছু করে তাহা সমর্থন করেন, তাঁহার বিচিত্র সৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত করেন, প্রকৃতি যে তাঁহার নিজেরই সত্তার নানা রূপ সৃষ্টি করিয়া খেলা করিতেছে, নিজের বিশ্বগত আনন্দ দিয়া তিনি তাহা উপভোগ করেন।† এই যে আত্মজ্ঞান, আমাদের মনকে ইহাতে অভ্যস্ত করিয়া তুলিতে হইবে, তবেই আমরা নিজে-দিগকে সনাতন ভগবানের সনাতন অংশ বলিয়া প্রকৃতভাবে জানিতে পারিব।‡ একবার যদি এই আত্ম-জ্ঞান সুদৃঢ় হয়, তাহা হইলে আমাদের অন্তরপুরুষ প্রকৃতির সহিত ব্যবহারে বাহ্যতঃ যে-ভাবেই চলুক, দৃশ্যতঃ সে যাহাই করুক বা ব্যক্তিকতা ও কর্ম্ম-শক্তি ও দেহধারী অহংয়ের যে-কোন রূপই গ্রহণ করুক, সে থাকে নিজ সত্তায় মুক্ত, আর জন্মান্তর-চক্রে বদ্ধ নহে, কারণ আত্মার নির্ব্যক্তিকতায় সে আভ্যন্তরীণ অজাত অধ্যাত্মসত্তার সহিত এক হইয়া যায়। বিশ্বে যাহা কিছু আছে সে-সবের যে অহমিকাশূন্য পরম অহং, তাহার সহিত আমাদের মিলন হইতেছে ঐ নির্ব্যক্তিকতা।

---

* পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২২

† উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২৩

‡ য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জ্ঞান আইসে আভ্যন্তরীণ ধ্যানের দ্বারা, তাহার ভিতর দিয়া শাশ্বত আত্মা আমাদের আত্ম-সত্তার মধ্যেই আমাদের নিকট প্রকট হয়।* অথবা ঐ জ্ঞান আইসে সাংখ্য-যোগের দ্বারা, পুরুষ প্রকৃতির ভেদ সাধনের দ্বারা। অথবা উহা আইসে কর্ম্ম-যোগের দ্বারা, মন ও হৃদয় ও আমাদের সমস্ত কর্ম্মশক্তিকে ভগবানের দিকে উন্মুক্ত করায় ব্যক্তিগত সঙ্কল্প ও ইচ্ছা লুপ্ত হইয়া যায়, প্রকৃতিতে আমাদের সমুদয় কর্ম্মের ভার ভগবান স্বয়ং গ্রহণ করেন। আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মারই প্রেরণায় যে-কোন যোগ, ঐক্য সাধনের যে-কোন পন্থা ধরিয়া অধ্যাত্মজ্ঞান প্রবুদ্ধ হইতে পারে। অথবা আমরা এই জ্ঞান লাভ করিতে পারি অন্যের নিকট হইতে সত্যটি শ্রবণ করিয়া এবং মন শ্রদ্ধা ও একাগ্রতার সহিত যাহা শ্রবণ করে তাহারই মর্ম্ম অনুযায়ী মনকে গঠিত করিয়া।† কিন্তু যে-ভাবেই লাভ করা যাউক, ইহা আমাদিগকে মৃত্যুর পারে অমৃতত্বে লইয়া যায়। জ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দেয় প্রকৃতির নশ্বরতার সহিত পুরুষের পরিবর্ত্তনশীল ব্যাপার-সকলের ঊর্দ্ধ্বে অবস্থিত আমাদের ঊর্দ্ধ্বতম আত্মাকে, তিনিই প্রকৃতির সকল কর্ম্মের পরম অধীশ্বর, সকল বস্তু সকল জীবের মধ্যে তিনি এক এবং সম, দেহ গ্রহণ করিয়াও তিনি জাত হন না, এই সকল দেহের ধ্বংস হইলেও

---

* ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে॥ ২৫

† অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ॥ ২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মৃত্যুর অধীন হন না।* এইটিই সত্য দর্শন, আমাদের মধ্যে যাহা শাশ্বত ও অবিনশ্বর তাহারই দর্শন। যত আমরা সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত এই আত্মাকে দর্শন করি ততই আমরা আত্মার সেই সমতায় প্রতিষ্ঠিত হই; যতই আমরা এই বিশ্বময় সত্তার মধ্যে বাস করি ততই আমরা নিজেরাও বিশ্বময় সত্তা হইয়া উঠি; যতই আমরা এই শাশ্বত পুরুষকে অবগত হই ততই আমরা নিজেদের শাশ্বতভাব পরিগ্রহ করি এবং চিরন্তন হই। আমরা নিজেদিগকে আত্মার শাশ্বতভাবের সহিত এক করিয়া দিই, আর আমাদের মানসিক ও দৈহিক অজ্ঞানতার খণ্ডতা ও দুর্দ্দশার সহিত নহে। তখন আমরা দেখিতে পাই যে, আমাদের সকল কর্ম্মই প্রকৃতির ক্রমবিবর্ত্তন ও প্রক্রিয়া, আমাদের যে প্রকৃত আত্মা সে কর্ম্মকর্ত্তা নহে, পরন্তু সে হইতেছে ঐ কর্ম্মের মুক্ত সাক্ষী ও ঈশ্বর ও অনাসক্ত ভোক্তা।† বিশ্বলীলার এই যে বাহিরের দিক, এই সমস্তই হইতেছে এক শাশ্বত পুরুষের সত্তার মধ্যে ভূতসমূহের পৃথক পৃথক ভাব, বিশ্বশক্তি সেই পুরুষের গভীরতায় নিহিত নিজ বিজ্ঞানের বীজসমূহ হইতে এই সমুদয় বিস্তৃত করিয়াছে, প্রকট

---

* যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৭
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৮
সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৯

† প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥ ৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছে, মেলিয়া দিয়াছে ; * কিন্তু যদিও পরমাত্মা আমাদের এই শরীরে প্রকৃতির ক্রিয়াসকল পরিগ্রহ করেন, উপভোগ করেন, তথাপি ইহার নশ্বরতা তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, কারণ তিনি জন্ম মৃত্যুর অতীত শাশ্বত, তিনি প্রকৃতির মধ্যে যে বহু রূপ গ্রহণ করেন সে-সবের দ্বারা সীমাবদ্ধ হন না কারণ তিনি এই সকল ব্যক্তরূপের এক অদ্বিতীয় পরম আত্মা, তিনি গুণসকলের পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হন না কারণ তিনি নিজে গুণাত্মক নহেন, তিনি কর্ম্মের মধ্যেও কর্ম্ম করেন না, কর্ত্তারমপি অকর্ত্তারম্, কারণ তিনি প্রকৃতির কর্ম্মকে ধরিয়া থাকেন আত্মায় সেই কর্ম্মের ফলসকল হইতে সম্পূর্ণ ভাবে মুক্ত থাকিয়া, বস্তুতঃ তিনিই সকল কর্ম্মের মূল, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতির লীলা দ্বারা তিনি কোনরূপেই পরিবর্ত্তিত বা বিকৃত হন না।† যেমন সর্ব্বব্যাপী আকাশ বহু রূপ পরিগ্রহ করিয়াও তাহাদের দ্বারা বিকৃত বা পরিবর্ত্তিত হয় না, পরন্তু সকল সময়েই এক শুদ্ধ, সূক্ষ্ম, মৌলিক পদার্থরূপেই বিদ্যমান থাকে, ঠিক তেমনিই এই আত্মা যাহা কিছু সম্ভব সকল কর্ম করিয়া সকল রূপ ধরিয়াও সে-সকলের মধ্যে সেই এক শুদ্ধ অক্ষর সূক্ষ্ম অনন্ত সত্তারূপে বিদ্যমান থাকে।‡ সেইটিই জীবের পরা গতি, সেইটিই দিব্য সত্তা, দিব্য ভাব, মদ্‌ভাব ; এবং যে-কেহ অধ্যাত্ম জ্ঞান লাভ করে সে-ই শাশ্বতের সেই পরম অমৃতত্বের মধ্যে উঠিতে পারে।

---

* যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩১

† অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩২

‡ যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ব্রহ্ম, আপন প্রাকৃত বিবর্তনের ক্ষেত্রের এই অধ্যাত্ম জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ, আর তাঁহারই চিরন্তনী শক্তি এই যে প্রকৃতি নিজেকে সেই ক্ষেত্ররূপে পরিণত করিতেছে, মর প্রকৃতির মধ্যেই আত্মার এই অমৃতত্ব,--এই সব জিনিষকে লইয়াই আমাদের জীবনের সমগ্র সত্য। আমাদের আভ্যন্তরীণ আত্মার দিকে যখন আমরা ফিরি তখন তাহা তাহার জ্যোতির্ম্ময় সত্যের দ্বারা প্রকৃতির সমগ্র ক্ষেত্রটিকে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে।* সেই জ্ঞান-সূর্য্যের আলোকে আমাদের মধ্যে জ্ঞানচক্ষু খুলিয়া যায় এবং আমরা সেই সত্যের মধ্যেই বাস করি, আর এই অজ্ঞানের মধ্যে নহে। তখন আমরা উপলব্ধি করি যে, আমাদের বর্তমান মানসিক ও শারীরিক প্রকৃতির মধ্যে আমাদের যে সীমাবদ্ধতা সেটা অন্ধকারের ভ্রান্তি মাত্র, তখন আমরা নিম্নতন প্রকৃতির ধর্ম্ম হইতে, মন ও দেহের ধর্ম্ম হইতে মুক্ত হই, আমরা আত্মার পরম পদে প্রতিষ্ঠিত হই।† সেই মহিমময় সমুচ্চ পরিবর্তনই হইতেছে শেষ রূপান্তর, দিব্য ও অনন্ত সম্ভতি, মর-প্রকৃতিকে পরিহার করা, এক অমৃতময় জীবন পরিগ্রহ করা।

---

* যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৪

† ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণাতীত

গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের শ্লোকগুলিতে কয়েকটি নিশ্চয়াত্মক বিশেষণের দ্বারা পুরুষ ও প্রকৃতির যে-সব ভেদ দেখান হইয়াছে, তাহাদের পৃথক শক্তি এবং ক্রিয়ার কয়েকটি সংক্ষিপ্ত কিন্তু গূঢ়ার্থব্যঞ্জক লক্ষণ বলা হইয়াছে, বিশেষতঃ যে দেহধারী জীবাত্মা প্রকৃতির গুণসকলকে ভোগ করার দরুন তাহার অধীন হইয়া পড়ে এবং যে পরমাত্মা গুণসকলকে ভোগ করে কিন্তু তাহার অধীন হয় না কারণ সে নিজে তাহাদের অতীত, এই দুয়ের মধ্যে যে ভেদ করা হইয়াছে—এই গুলিই হইতেছে ভিত্তি যাহার উপর গীতার সাধর্ম্যের সমগ্র আদর্শটি, মুক্ত পুরুষ তাহার সত্তার সজ্ঞান ধর্মে ভগবানের সহিত কেমন করিয়া এক হয় সেই আদর্শটি প্রতিষ্ঠিত। সেই মুক্তি, সেই একত্ব, সেই দিব্য প্রকৃতিলাভ, সাধর্ম্য, ইহাকেই গীতা অধ্যাত্মমুক্তির সারতত্ত্ব বলিয়া, অমৃতত্বের পূর্ণ মর্ম বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে। এই যে সাধর্ম্যকে পরম সার্থকতা দেওয়া, এইটিই গীতার শিক্ষার প্রধান কথা।

অমৃতত্ব বলিতে প্রাচীন অধ্যাত্ম শিক্ষায় কখনই শরীরের মৃত্যুর পর কেবল ব্যক্তিগত অস্তিত্ব থাকা বুঝায় নাই ; সে অর্থে সকল সত্তাই অমর, কেবল রূপেরই ধ্বংস হয়। যে-সকল জীব মুক্তিলাভ করে না, তাহারা যুগবিবর্তনের ধারায় জীবন যাপন করিয়া চলে ; ব্যক্ত জগৎ-সকলের প্রলয় হইলে সকলেই ব্রহ্মের মধ্যে লীন বা গুপ্ত থাকে, নূতন কল্পারম্ভে আবার তাহারা জন্মগ্রহণ করে। প্রলয় হইতেছে এক কল্পের অন্ত, তাহাতে একটি বিশ্বরূপের সাময়িক ভাবে ধ্বংস হয় এবং তাহার সহিত যত ব্যষ্টিরূপ ঘুরিতেছে তাহাদেরও ধ্বংস হয়, কিন্তু তাহা হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটা সাময়িক বিরতি মাত্র, একটা নীরব অবকাশের পরে আবার প্রকটিত হয় নূতন সৃষ্টি, নূতন সমাহার, পুনর্গঠন, তাহাতে তাহারা পুনরায় আবির্ভূত হইয়া তাহাদের প্রগতির প্রেরণাশক্তি ফিরিয়া পায়। আমাদের দৈহিক মৃত্যুও একটা প্রলয়, গীতা এখনই ঐ শব্দটিকে এই মৃত্যুর অর্থেই ব্যবহার করিবে, প্রলয়ম্ যান্তি দেহভৃৎ, দেহধারী জীব প্রলয়প্রাপ্ত হয়। জড়ের যে রূপকে অজ্ঞানের বশে সে নিজ সত্তা বলিয়া মনে করিয়াছে, এবং এখন যাহা পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে তাহারই প্রলয় হয়। কিন্তু জীবাত্মা নিজে বর্তমান থাকে এবং কিছুকাল পরে ঐ পঞ্চভূত হইতেই নির্ম্মিত নূতন দেহ ধারণ করিয়া পুনরায় জন্মজন্মান্তর চক্রে ঘুরিতে থাকে, ঠিক যেমন বিশ্ব-পুরুষ কিছুকাল বিশ্রাম ও বিরতির পর আবার কালচক্রে তাঁহার অন্তহীন আবর্তন আরম্ভ করেন। কালচক্রের আবর্তনে এই যে অমরত্ব ইহা সকল দেহধারী আত্মারই আছে।

গভীরতর অর্থে যে অমরত্ব তাহা এইরূপ মৃত্যুর পরেও উদ্বর্তন এবং পুনঃ পুনঃ আবর্তন হইতে পৃথক জিনিষ। অমরত্ব হইতেছে সেই পরমপদ যাহাতে আত্মা জানে যে, সে জন্ম মৃত্যুর অতীত, নিজের প্রকাশনের স্বরূপের দ্বারা সে সীমাবদ্ধ নহে, সে অনন্ত, অক্ষয়, অপরিবর্তমান শাশ্বত,—অমর, কারণ সে কখনও জন্মায় নাই, তাই কখনও মরে না। ভাগবত পুরুষোত্তম, তিনি পরম ঈশ্বর এবং পরমব্রহ্ম, তিনি অমর শাশ্বততার চির অধিকারী, শরীর গ্রহণ করিলে বা অনবরত নানা বিশ্বরূপ বিশ্বশক্তি পরিগ্রহ করিলেও তাঁহার কোনও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না, কারণ তিনি সর্বদা এই আত্মজ্ঞানে বাস করেন। তাঁহার স্বরূপই হইতেছে নিজের শাশ্বততা সম্বন্ধে অবিক্রিয় ভাবে সচেতন থাকা ; তাঁহার যে আত্মজ্ঞান তাহার আদি নাই, অন্ত নাই। তিনি এখানে সকল দেহেরই দিব্য অধিবাসী, কিন্তু প্রত্যেক দেহে তিনি অজাত, সে-আবির্ভাবের দ্বারা তাঁহার চৈতন্যে তিনি সীমাবদ্ধ হন না, তিনি যে দৈহিক প্রকৃতি পরিগ্রহ করেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার সহিত এক হইয়া পড়েন না ; কারণ সেইটি গৌণ ঘটনা মাত্র। পুরুষোত্তমের এই যে নিত্য-সচেতন শাশ্বত সত্তা ইহার মধ্যে বাস করাই মুক্তি, অমৃতত্ব।* কিন্তু এখানে এই মহত্তর অধ্যাত্ম অমৃতত্ব লাভ করিতে হইলে দেহধারী জীবকে নিম্নতর প্রকৃতির ধর্ম অনুসারে জীবন যাপন করা বন্ধ করিতেই হইবে ; ভগবানের যে পরম জীবন ধারা তাহারই ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, বস্তুতঃ সেইটিই তাহার নিজের মূলসত্তার প্রকৃত ধর্ম। যেমন তাহার নিগূঢ় আদি সত্তায় তেমনি তাহার জীবনের অধ্যাত্ম বিকাশ ধারাতেও তাহাকে ভগবানের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠিতে হইবে।

এই যে মহান্ সিদ্ধি, মানব প্রকৃতি হইতে ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠা, ইহা আমরা পারি কেবল ভগবদ্‌মুখী জ্ঞান, এষণা ও ভক্তির প্রয়াসের দ্বারা। কারণ যদিও জীব পরম ভগবান কর্ত্তৃক নিজের সনাতন অংশ রূপে, নিজের অমর প্রতিভূরূপে বিশ্ব প্রকৃতির কর্মধারার মধ্যে প্রেরিত তথাপি সে এই কর্মধারাসকলের ধর্মের দ্বারা বাধ্য হইয়া, অবশম্ প্রকৃতের্বশাৎ, নিজেকে বাহ্য চেতনায় প্রকৃতির বন্ধনসকলের সহিত এক করিয়া দেখে ; সে নিজেকে যে প্রাণ মন দেহ বলিয়া দেখে তাহারা তাহাদের আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য এবং অনস্যূত ভগবদ্ সত্তা সম্বন্ধে আত্মবিস্মৃত।

---

* গীতায় কোথাও কোনরূপ আভাস দেওয়া হয় নাই যে, অব্যক্ত অনির্দ্দেশ্য বা কৈবলাত্মক ব্রহ্মের মধ্যে ব্যষ্টিগত অধ্যাত্ম সত্তার লয় সাধনই অমৃতত্বের প্রকৃত অর্থ, প্রকৃত অবস্থা অথবা যোগের প্রকৃত লক্ষ্য। পক্ষান্তরে গীতা পরে বলিয়াছে যে, ঈশ্বরের যে পরম পদ তাহার মধ্যে বাস করাই অমৃতত্ব, ময়ি নিবসিষ্যসি, পরং ধাম, এবং এখানে অমৃতত্বকে বলিয়াছে সাধর্ম্ম্য, পরাম্ সিদ্ধিম্, পরমেশ্বরের সহিত সত্তা ও প্রকৃতির ধর্ম্মে এক হওয়া, তখনও আপন সত্তায় অক্ষুণ্ণ থাকা এবং বিশ্ব ধারা সম্বন্ধে সচেতন থাকা, কিন্তু ইহার উর্দ্ধে থাকা. যেমন সকল মুনিরা এখনও রহিয়াছেন, মুনয়ঃ সর্ব্বেঃ, তাঁহারা সৃষ্টিকালে জন্মের অধীন হন না, প্রলয় কালেও ব্যথাপ্রাপ্ত হন না, সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞানে ফিরিয়া যাওয়া, পুরুষের সহিত প্রকৃতির আপাতদৃশ্য সম্বন্ধের নহে পরন্তু প্রকৃত সম্বন্ধের জ্ঞান লাভ করা, ভগবানকে, নিজেদিগকে এবং জগৎকে অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারা জানা, আর শুধু ভৌতিক ও বাহ্যিক অনুভূতির দ্বারা নহে, আভ্যন্তরীণ চৈতন্যের গভীরতম সত্যের ভিতর দিয়া, ইন্দ্রিয়ানুগ মন এবং বহির্মুখী বুদ্ধির বিভ্রান্তকারী প্রাতিভাসিক জ্ঞানের ভিতর দিয়া নহে—ইহাই এই সিদ্ধিলাভের অপরিহার্য্য পন্থা। আত্মজ্ঞান ও ভগবদ্ জ্ঞান ব্যতীত, আমাদের প্রাকৃত জীবনের দিকে অধ্যাত্ম দৃষ্টিপাত ব্যতীত সিদ্ধি আসিতেই পারে না, এবং এই জন্যই প্রাচীন ঋষিগণ জ্ঞানের দ্বারা মুক্তির উপর এত জোর দিয়াছিলেন,—সে জ্ঞান শুধু বিচারবুদ্ধির দ্বারা বস্তুসকলকে জানা নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে মনোময় জীব মানুষের এক মহত্তর অধ্যাত্মচৈতন্যে গড়িয়া উঠা। জীব পূর্ণতা লাভ না করিলে, ভাগবত প্রকৃতিতে গড়িয়া না উঠিলে জীবের মুক্তি হইতেই পারে না; নিরপেক্ষ ভগবান হঠাৎ খেয়ালের বশে বা তাঁহার কৃপার খামখেয়ালী সনদের দ্বারা তাহা আনিয়া দিবেন না। দিব্য-কর্মসকল মুক্তির জন্য ফলপ্রদ হয় কারণ তাহারা আমাদের জীবনের আভ্যন্তরীণ অধীশ্বরের সহিত ক্রমবিকাশমান একত্বের দ্বারা আমাদিগকে এই সিদ্ধির দিকে এবং আত্মা ও প্রকৃতি ও ভগবানের জ্ঞানের দিকে লইয়া যায়। ভগবদ্ প্রেম ফলপ্রদ হয় কারণ ইহার দ্বারা আমরা আমাদের ভক্তির একমাত্র পরম পাত্রের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠি এবং পরম ভগবানের প্রেমকে প্রতিদানরূপে নামাইয়া আনি, তাহা আমাদিগকে তাঁহার জ্ঞানের জ্যোতিতে এবং তাঁহার শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তার উন্নয়নকারী শক্তি ও পবিত্রতায় প্লাবিত করিয়া দেয়। সেই জন্যই গীতা বলিল যে এইটিই পরম জ্ঞান, জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্, কারণ ইহা পরম সিদ্ধি ও পরম অধ্যাত্ম-পদে লইয়া যায় এবং জীবকে ভগবানের সাধর্ম্যে লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসে।* ইহাই সনাতন জ্ঞান, মহান অধ্যাত্ম উপলব্ধি, ইহার দ্বারা সকল মুনি পরম সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, পরম ভগবানের সহিত সত্তার ধর্মে এক হইয়া উঠিয়াছেন, এবং তাঁহার শাশ্বততার মধ্যে অনন্ত কালের জন্য বাস করিতেছেন, সৃষ্টিকালেও জন্মগ্রহণ করেন না এবং বিশ্বপ্রলয়ের ব্যথাতেও ব্যথিত হন না। তাহা হইলে এই যে সিদ্ধি ও এই যে সাধর্ম্য —ইহাই অমৃতত্বের পন্থা এবং সেই অপরিহার্য্য বিধান যাহা ব্যতীত জীব শাশ্বতের মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে পারে না।

মানবাত্মা যদি নিজ গুহ্য মূল সত্তায় ভগবানের সহিত অক্ষয়ভাবে এক না হইত এবং তাঁহার ভাগবতত্বের অঙ্গ ও অংশ না হইত তাহা হইলে সে ভগবানের সাদৃশ্যে গড়িয়া উঠিতে পারিত না; যদি সে কেবল মানসিক প্রাণিক ও দৈহিক প্রকতিরই জীব হইত, তাহা হইলে সে অমর হইত না বা কখনও অমর হইতে পারিত না। সমস্ত সৃষ্টিই ভাগবত সত্তার প্রকটন, এবং আমাদের অভ্যন্তরে যাহা রহিয়াছে তাহা শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তারই অংশ। অবশ্য আমরা নিম্নতর জড় প্রকৃতির মধ্যে আসিয়াছি এবং আমরা ইহার প্রভাবের অধীন, কিন্তু আমরা সেখানে আসিয়াছি পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতে; এই অধঃস্থ অপূর্ণ অবস্থা আমাদের আপাতদৃশ্য সত্তা, কিন্তু অন্যটিই আমাদের প্রকৃত সত্তা। শাশ্বত ভগবান আত্মসৃষ্টিরূপে এই-সব বিশ্বধারাকে প্রকটন করিয়াছেন। তিনি একই সঙ্গে এই বিশ্বের পিতা ও মাতা†; মহৎ ব্রহ্ম, বিজ্ঞান, হইতেছে যোনি, তাহাতে তিনি তাঁহার

* পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ।
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ॥ ১৪।১,২

† মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবং সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥১৪।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মসৃজনের বীজ নিক্ষেপ করেন।* অধি-আত্মা (the Over-Soul) রূপে তিনি বীজ নিক্ষেপ করেন ; মাতারূপে, তাঁহার চেতনাময় তেজে পরিপূর্ণ চিৎশক্তি, প্রকৃতি-আত্মা (Nature-Soul) রূপে তিনি সেই বীজকে তাঁহার অপরিমিত অথচ আত্মপরিমিত বিজ্ঞানে পরিপূর্ণ এই অনন্ত সারসত্তার মধ্যে গ্রহণ করেন। তিনি এই মহতের গর্ভে সেই দিব্য বীজকে গ্রহণ করেন এবং সেইটিকে আদি ভাবময় সৃষ্টিতে উৎপন্ন মন ও দেহের রূপে গড়িয়া তোলেন। আমরা যাহা কিছু দেখিতে পাই সে-সমুদয়ই ঐ সৃষ্টিক্রিয়া হইতে উৎপন্ন ; কিন্তু এখানে যাহা জন্মিতেছে তাহা অজাত অনন্তের কেবল সসীম ভাব ও রূপ। অধ্যাত্ম সত্তা হইতেছে শাশ্বত, তাহার সকল প্রকাশের ঊর্দ্ধে ; অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে শাশ্বত অনাদি প্রকৃতি অন্তহীন সৃষ্টি এবং সমাপ্তি-হীন প্রলয়ের ভিতর দিয়া চিরকাল কল্প কল্পান্তের ছন্দে অগ্রসর হইতেছে। প্রকৃতির মধ্যে যে-পুরুষ নানা রূপ গ্রহণ করিতেছে সেও প্রকৃতি অপেক্ষা কম শাশ্বত নহে, অনাদি উভৌ অপি। এমন কি প্রকৃতির মধ্যে যখন সে অবিরাম কল্পের চক্রে ঘুরিতেছে, তখনও সে যে শাশ্বত হইতে ইহাদের মধ্যে আসিয়াছে সেই শাশ্বত সত্তায় জন্ম ও মৃত্যুর চক্রের ঊর্দ্ধে চির-বিরাজমান, এমন কি এখানে তাহার আপাত-দৃশ্য চৈতন্যেও সে সেই সত্তাগত ও নিত্য লোকত্তরতা সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারে।

তাহা হইলে এই প্রভেদটি কেমন করিয়া হয়, কেমন করিয়া পুরুষ জন্ম ও মৃত্যু ও বন্ধনের প্রতিভাসের মধ্যে আসিয়া পড়ে,—কারণ ইহা খুবই স্পষ্ট যে এটা শুধুই প্রতিভাস (appearance) ? ইহা হইতেছে চৈতন্যের একটি নিম্নতর ক্রিয়া বা অবস্থা, এই নীচের প্রবর্ত্তনার সঙ্কীর্ণ

---

* সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥১৪।৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সীমাবদ্ধ ক্রিয়ায় প্রকৃতির গুণসকলের সহিত, এবং মন, প্রাণ, দেহের আত্ম-পরায়ণ অহংভাবে বদ্ধ কর্মগ্রন্থির' সহিত নিজেকে আত্মবিস্মৃতির বশে এক করিয়া দেখা। যদি আমরা নিম্নতর ক্রিয়ার মোহকরী-শক্তি হইতে সরিয়া আমাদের পূর্ণ ভাবে চৈতন্যময় সত্তার মধ্যে ফিরিয়া যাইতে চাই, এবং আত্মার মুক্ত প্রকৃতি ও তাহার শাশ্বত অমৃতত্ব লাভ করিতে চাই তাহা হইলে প্রকৃতির গুণসমূহের উর্দ্ধে উঠা, ত্রৈগুণ্যাতীত হওয়া অপরিহার্য্য। সাধর্ম্মোর সেই অবস্থাটিই অতঃপর গীতা পরিস্ফুট করিতে অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্বেকার একটি অধ্যায়ে গীতা ইহার উল্লেখ করিয়াছে এবং একটু জোর দিয়া সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছে; কিন্তু এখন আরও যথাযথভাবে দেখাইয়া দিতে হইবে এই সব গুণ কি, কেমন করিয়া তাহারা পুরুষকে বদ্ধ করিয়া রাখে এবং অধ্যাত্ম মুক্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখে; এবং গুণসকলের অতীত হওয়ার অর্থ কি।

প্রকৃতির গুণগুলি সবই মূলতঃ গুণাত্মক (qualitative) এবং সেই জন্যই সে-সবকে প্রকৃতির গুণ বলা হয়। বিশ্বের যে-কোন অধ্যাত্ম পরিকল্পনায় এই রকমই হইতে বাধ্য, কারণ অধ্যাত্ম সত্তা ও জড়ের মধ্যে যোগসূত্র হয় চৈত্য শক্তি (psyche or soul power) এবং মূল ক্রিয়াটি হয় চেতনাত্মক ও গুণাত্মক, ভৌতিক বা পরিমাণাত্মক নহে; কারণ গুণই বিশ্বশক্তির সকল ক্রিয়ায় অভৌতিক তত্ত্ব, অধিকতর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব, তাহার আদ্যা গতিশক্তি। জড় বিজ্ঞানের প্রাধান্য আমাদিগকে প্রকৃতি সম্বন্ধে একটা বিভিন্ন ধারণায় অভ্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে, কারণ সেখানে প্রথমেই যে-জিনিষটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেইটি হইতেছে তাহার কর্ম্মসমূহের পরিমাণের দিকের প্রধান্য এবং তাহার রূপসৃষ্টির জন্য পরিমাণ অনুযায়ী যোগাযোগের উপর নির্ভরতা। এমন কি সেখানেও আবিস্কৃত হইয়াছে যে, জড় হইতেছে শক্তিরই সত্তা বা ক্রিয়া, শক্তি স্ব-প্রতিষ্ঠ জড়সত্তার সম্প্রেরণা মাত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে অথবা জড়ের অন্তর্নিহিত একটা ক্রিয়া মাত্র নহে, আর এই আবিষ্কার বিশ্বপ্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাচীন ব্যাখ্যার কতকটা পুনরাবির্ভাবের সূচনা করিয়াছে। প্রাচীন ভারতীয় মনীষীগণের বিশ্লেষণ প্রকৃতির পরিমাণাত্মক ক্রিয়া, মাত্রা, স্বীকার করিয়াছিল; কিন্তু তাঁহাদের মতে সেইটি প্রকৃতির অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ও স্থূল নিয়মানুগত কার্য্যসম্পাদন ধারারই বৈশিষ্ট্য; কিন্তু যে অন্তর্গূঢ় ভাবাত্মক কর্মসম্পাদনশক্তি বস্তুসকলকে তাহাদের গুণ ও স্বভাব অনুযায়ী সুবিন্যস্ত করে, সেইটিই প্রধান নিশ্চয়াত্মক শক্তি এবং সকল বাহ্যিক পরিমাণাত্মক বিন্যাসের মূলে রহিয়াছে। স্থূল জগতের মূলে ইহা দৃষ্টিগোচর হয় না এই জন্য যে, অন্তর্নিহিত চেতনাত্মক সত্তা, মহদ্ ব্রহ্ম, সেখানে জড়বস্তু ও জড়শক্তির ক্রিয়ায় আচ্ছাদিত এবং লুক্কায়িত। কিন্তু স্থূল জগতেও একই গুণসম্পন্ন বস্তুসকলের বিভিন্ন মিশ্রণ ও পরিমাণের যেরূপ আশ্চর্য্যজনক বিভিন্ন ফল হয়, তাহার কোন যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যাই সম্ভব হইত না যদি না গুণ-পরিবর্ত্তন সাধক এক শ্রেষ্ঠতর শক্তি না থাকিত; সেই শক্তি এই সকল স্থূল বিন্যাসকে কৌশলরূপে ব্যবহার করিতেছে। অথবা একেবারেই বলা ভাল যে, বিশ্বশক্তির এক নিগূঢ় চেতনাময় ক্ষমতা আছে, বিজ্ঞান, (যদিই আমরা ধরিয়া লই যে, শক্তি এবং তাহার ভাবাত্মক যন্ত্র, বুদ্ধি, উভয়েই স্বরূপতঃ জড়, mechanical) তাহা এই সকল বাহ্যিক যোগাযোগের গণিতিক পরিমাণ ঠিক করিয়া দেয় এবং তাহাদের ক্রিয়াফল নির্দ্ধারণ করে। অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে সেই সর্বশক্তিমান বিজ্ঞানই এই সকল কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করিতেছে। আর প্রাণিক ও মানসিক জীবনে গুণ একেবারেই প্রকাশ্যভাবে প্রধান শক্তিরূপে দেখা দেয়, সেখানে শক্তির পরিমাণ গৌণ। কিন্তু বস্তুতঃ মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক সকল জীবনই গুণের সীমার অধীন, সকলেই ইহার নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত যদিও জীবনের ক্রমপর্য্যায়ে যতই আমরা নীচের দিকে যাই ততই সে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য বেশী বেশী অস্পষ্ট হইয়া যায়। কেবল অধ্যাত্ম সত্তা নিজের ভাবময় সত্তা ও ভাবময় শক্তি, মহৎ ও বিজ্ঞানের বলে এই সকল বিধান নিরূপণ করে, সে নিজে ঐ ভাবে গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না, গুণ বা পরিমাণ কিছুরই সীমার অধীন নহে কারণ তাহার অপরিমেয় এবং অনির্দ্দেশ্য আনন্ত্য এই সব গুণ ও পরিমাণের অতীত, এ-সবকে সে নিজের সৃষ্টিকার্য্যের জন্য বিকাশ ও ব্যবহার করে।

কিন্তু আবার প্রকৃতির যে গুণাত্মক ক্রিয়া সূক্ষ্মতায় ও বৈচিত্র্যে এইরূপ অনন্ত জটিলতাময়, সে-সমুদয়ই তিনটি সাধারণ গুণের ছাঁচে ঢালা, সে তিনটি গুণ সর্বত্র বিদ্যমান, পরস্পরের সহিত সংগ্রথিত, প্রায় অচ্ছেদ্য—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ। মানুষের চেতনার উপর এইসব গুণের যে ক্রিয়া গীতায় কেবল তাহারই বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে, অথবা সেই প্রসঙ্গে খাদ্য প্রভৃতি দ্রব্যে তাহাদের যে ক্রিয়ার দ্বারা তাহারা মানুষের মন বা প্রাণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাহারও বর্ণনা করা হইয়াছে। যদি আমরা অধিকতর ব্যাপক সংজ্ঞা চাই তাহা হইলে আমরা বোধ হয় তাহার কিছু ইঙ্গিত পাইব ভারতীয় ধর্মের সেই রূপকাত্মক পরিকল্পনায় যাহা এই গুণত্রয়ের এক একটি গুণকে বিশ্বদেবত্রয়ীর এক একটি দেবতার গুণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে, রক্ষাকর্তা বিষ্ণুর গুণ সত্ত্ব, সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মার গুণ রজঃ, সংহারকর্তা রুদ্রের গুণ তমঃ। এই পরিকল্পনার পশ্চাতে এই ত্রিবিধ বিশেষণের যুক্তিবত্তার সন্ধান করিলে আমরা গুণত্রয়কে বিশ্বশক্তির ক্রিয়ার বিভিন্ন ভাবরূপে গ্রহণ করিয়া বলিতে পারি যে, তাহারা প্রকৃতির তিনটি নিত্য সহচারী ও অবিচ্ছেদ্য শক্তি,—সাম্য (equilibrium), প্রবৃত্তি (kinesis), জাড্য (inertia)। কিন্তু উহারা ঐরূপ দৃষ্ট হয় কেবল শক্তির বাহ্যিক ক্রিয়ার ক্ষেত্রে। কিন্তু অন্য রকম দেখা যায় যদি আমরা চৈতন্য ও শক্তিকে এক অদ্বিতীয় সত্তারই যুগ্ম ভাব বলিয়া দেখি, প্রকৃত সত্তায় উভয়েই চির-সহবর্তী, যদিও জড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির প্রাথমিক বাহ্য প্রপঞ্চে চৈতন্য-জ্যোতি নিশ্চেতন তমসাবৃত শক্তির বিরাট ক্রিয়ার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়াই মনে হয়, আবার অধ্যাত্ম নিশ্চলতার বিপরীত সীমায় শক্তির ক্রিয়া দ্রষ্টা বা সাক্ষী চৈতন্যের নীরবতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। এই যে দুই অবস্থা ইহারা হইতেছে বাহ্যতঃ বিচ্ছিন্ন পুরুষ ও প্রকৃতির বিপরীত সীমা, কিন্তু কেহই আপন চরম সীমায় তাহার শাশ্বত সাথীকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দেয় না, বড় জোর নিজের সত্তার বিশিষ্ট ধারাটির গভীরে লুক্কায়িত করিয়া রাখে। অতএব যেহেতু অচেতনবৎ শক্তির মধ্যেও চৈতন্য নিত্য বিরাজ করিতেছে, এই তিনটি গুণের যে চৈত্য শক্তি তাহাদের বাহ্যিক ক্রিয়াকে অনুপ্রাণিত করিতেছে তাহার সন্ধান আমরা নিশ্চয়ই পাইব। চৈতন্যের দিক দিয়া গুণত্রয়ের সংজ্ঞা এইভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে, তমঃ প্রকৃতির নিশ্চেতনার শক্তি, রজঃ বাসনা কামনার দ্বারা সম্বুদ্ধ তাহার সক্রিয় অন্বেষু অজ্ঞানের শক্তি, সত্ত্ব তাহার সিদ্ধিপ্রদ সামঞ্জস্যসাধক জ্ঞানের শক্তি।

প্রকৃতির গুণত্রয় বিশ্বজগতে সকল সত্তায় অচ্ছেদ্যভাবে বিমিশ্রিত। জাড্যের তত্ত্ব তমঃ হইতেছে অপ্রবর্তক ও অচেষ্ট নিশ্চৈতন্য, তাহা সকল আঘাত, সকল স্পর্শ সহ্য করিয়া যায়, সে-সবকে জয় করিতে কোনও উদ্যম করে না ; কেবল মাত্র এই গুণটি থাকিলে বিশ্বশক্তির সমগ্র ক্রিয়া বিশ্লিষ্ট ও বিধ্বস্ত হইয়া যাইত এবং বস্তুসত্তার পূর্ণ বিলয় হইত। কিন্তু ইহা চালিত হইতেছে রজোগুণের গতিকারক শক্তির দ্বারা এবং জড়ের নিশ্চৈতন্যের মধ্যেও ইহার সহিত মিলিত ও জড়িত রহিয়াছে সঙ্গতি, সাম্য ও জ্ঞানের স্থিতিমূলক তত্ত্ব, তাহা অধিকৃত না হইলেও অন্তর্নিহিত। জড়শক্তির যে মূল ক্রিয়া তাহাতে সে তামসিক নিশ্চেতন যন্ত্রবৎ বলিয়াই প্রতিভাত হয়, এবং তাহার গতিক্রিয়ায় ধ্বংসমুখী বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু উহা মূক রাজসিক প্রবৃত্তির এক বিশাল শক্তি ও সম্প্রেরণার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা প্রভাবিত, উহার বিক্ষেপ ও বিধ্বংসের মধ্যেই, এমন কি ইহাদের দ্বারাই ঐ শক্তি উহাকে গঠন ও সৃজন কার্য্যে চালিত করিতেছে; আবার উহার বাহ্যতঃ নিশ্চেতন শক্তির মধ্যে একটা সাত্ত্বিক বুদ্ধিতত্ত্ব রহিয়াছে এবং উহাকে প্রভাবিত করিতেছে, দুইটি বিরোধী প্রবৃত্তির উপরে একটা সামঞ্জস্য ও স্থিতিসাধক শৃঙ্খলা স্থাপন করিতেছে। রজঃ হইতেছে প্রকৃতিতে সৃজনমুখী প্রচেষ্টা, গতি ও সম্প্রেরণার তত্ত্ব, "প্রবৃত্তি"; জড়ের মধ্যে রজঃগুণ এই ভাবেই দেখা দেয়, কিন্তু ইহা আরও স্পষ্ট ভাবে প্রতিভাত হয় প্রাণের প্রধান লক্ষণ প্রচেষ্টা ও বাসনা ও কর্মের চেতন বা অর্দ্ধচেতন আবেগ রূপে,—কারণ এই আবেগই হইতেছে সকল প্রাণময় সত্তার স্বরূপ। আর উহা যদি শুধু নিজের প্রকৃতি অনুসারেই চলিতে পায় তাহা হইলে অবিরাম কিন্তু নিত্য-পরিবর্তনশীল ও চঞ্চল জীবন ও কর্ম ও সৃষ্টির প্রবর্তন করিবে, কিন্তু কোন স্থায়ী ফল হইবে না। কিন্তু একদিকে সে মৃত্যু ও ক্ষয় ও জড়তা সম্বলিত তমোগুণের বিধ্বংসী শক্তির সম্মুখীন হইতেছে, আবার অন্যদিকে তাহার অজ্ঞান ক্রিয়া সত্ত্বের শক্তির দ্বারা ব্যবস্থিত, সুসমঞ্জসীকৃত এবং বিধৃত হইতেছে; সত্ত্বের এই শক্তি নিম্নতর প্রাণীসকলের মধ্যে রহিয়াছে অবচেতনরূপে, মানসিক সত্তার বিকাশের সহিত উহা ক্রমশঃ অধিকতর সচেতন হইয়া উঠিতেছে, এবং সর্বাপেক্ষা সচেতন হইতেছে পূর্ণগঠিত মানসিক সত্তায় সঙ্কল্প ও তর্ক-শক্তিরূপে প্রকট বিকশিত বুদ্ধির প্রচেষ্টার মধ্যে। সত্ত্ব হইতেছে বোধাত্মক জ্ঞানের তত্ত্ব, সুসঙ্গতি পরিমিতি ও সাম্যের তত্ত্ব, শুধু নিজের প্রকৃতি অনুসারে চলিতে পারিলে সত্ত্ব সুদৃঢ় ও জ্যোতির্ময় সুসঙ্গতিসকলের কোনরূপ স্থায়ী সামঞ্জস্যের দিকে লইয়া যাইত, কিন্তু জগতের গতি পরম্পরায় উহা চিরন্তন কর্মপ্রবৃত্তির চঞ্চল দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়াকে অনুসরণ করিতে বাধ্য হয় এবং অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির শক্তিসকলের দ্বারা অভিভূত ও সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। প্রকৃতির গুণ-ত্রয়ের মিশ্রিত এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরস্পরের দ্বারা ব্যাহত ক্রিয়ার দ্বারা পরিচালিত জগতের ইহাই হইতেছে দৃশ্যরূপ।

বিশ্বশক্তির এই যে সাধারণ বিশ্লেষণ, গীতা প্রকৃতিতে মানুষের বন্ধন এবং তাহার অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ প্রসঙ্গে মানবীয় মনস্তত্ত্বের উপর ইহার প্রয়োগ করিয়াছে। গীতা বলিয়াছে, সত্ত্ব নির্মল গুণ বলিয়া জ্যোতি ও জ্ঞানের হেতু হয় এবং সেই নির্মলতার কল্যাণেই তাহা প্রকৃতিতে কোনরূপ রোগ, অসুস্থতা বা দুঃখের সৃষ্টি করে না।* যখন এই দেহের সকল দ্বার দিয়া জ্যোতির প্লাবন প্রবেশ করে, বোধ, প্রত্যক্ষ ও জ্ঞানের জ্যোতি, যেন কোন বদ্ধ গৃহের সমস্ত দ্বার ও জানালা সূর্যালোকের দিকে উন্মুক্ত হইয়া যায়,—যখন বুদ্ধি হয় অবহিত ও প্রকাশময়, ইন্দ্রিয়গণ হয় উজ্জীবিত, সমস্ত মানসসত্তা হয় তৃপ্ত ও উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ এবং স্নায়বীয় সত্তা হয় সুস্থির, সমুজ্জ্বল স্বাচ্ছন্দ্য ও স্বচ্ছতায়, 'প্রসাদে', পূর্ণ তখন বুঝিতে হইবে যে প্রকৃতিতে সত্ত্বগুণের সমধিক বৃদ্ধি ও অভ্যুত্থান হইয়াছে। কারণ জ্ঞান এবং একটা সুসমঞ্জস স্বাচ্ছন্দ্য ও সুখ হইতেছে সত্ত্বের বিশিষ্ট পরিণাম ফল। পরিতৃপ্ত সঙ্কল্প ও বুদ্ধির আভ্যন্তরীণ প্রসাদ যে সন্তোষ আনয়ন করে, সাত্ত্বিক সুখ শুধু তাহাই নহে, পরন্তু আত্মা আত্মজ্ঞানে নিজেকে প্রাপ্ত হইয়া যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে, অথবা চতুষ্পার্শ্ব স্ব প্রকৃতি ও তাহার প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও ভোগ্য বিষয়সকলের সহিত দ্রষ্টা পুরুষের একটা সুসঙ্গতি বা একটা যথাযথ ও সত্য সামঞ্জস্যের দ্বারা যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির উদ্ভব হয় সেই সমস্ত লইয়াই সাত্ত্বিক সুখ।

আবার রজঃ হইতেছে রাগাত্মক, অনুরাগ ও বাসনার আকর্ষণই

---

* তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥১৪।৬
সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১৪।১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার মূলগত লক্ষণ।* বিষয়বাসনাতে জীবের যে আসক্তি রজঃ তাহারই সন্তান ; অপ্রাপ্ত ভোগের জন্য প্রকৃতির যে তৃষ্ণা তাহা হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। অতএব ইহা অস্থিরতা, দাহ, কাম, লোভ ও উত্তেজনায় পূর্ণ, লালসাময় সম্প্রেরণার জিনিষ, আর মধ্যম গুণটি যখন বর্দ্ধিত হয় তখন এই সবই আমাদের মধ্যে প্রবল হইয়া উঠে। ইহা হইতেছে বাসনার শক্তি, সকল সাধারণ ব্যক্তিগত কর্মারম্ভ এবং আমাদের প্রকৃতিতে যে চাঞ্চল্য, স্পৃহা, প্রণোদনা কর্মের দিকে আমাদিগকে পরিচালিত করে—ইহাই সে-সবের প্রবর্তক। অতএব স্পষ্টতঃই রজঃ হইতেছে প্রকৃতির গুণসকলের মধ্যে ক্রিয়াত্মক শক্তি (Kinetic force)। ইহার ফল হইতেছে কর্মের লালসা, কিন্তু শোক, বেদনা, সকল রকম দুঃখও ইহার ফল ; কারণ সে নিজের বিষয়কে যথাযথ ভাবে অধিকার করিতে পারে না—বস্তুতঃ বাসনার অর্থই হইতেছে না-পাওয়া—এমন কি সে যে-বস্তু অর্জন করে তাহারও সুখ হয় বিক্ষুব্ধ ও অনিশ্চিত, কারণ তাহার স্পষ্ট জ্ঞান নাই কেমন করিয়া অধিকার করিতে হয়, আর সুসামঞ্জস্য ও যথাযথ ভোগের প্রকৃত রহস্য কি তাহাও সে দেখিতে পায় না। জীবনের যত অজ্ঞানময় ও আবেগময় লিপ্সা সে-সবই হইতেছে প্রকৃতির রজঃ গুণের অন্তগত।

শেষতঃ তমোগুণ হইতেছে জড়তা এবং অজ্ঞান হইতে উদ্ভূত এবং ইহার ফলও হইতেছে জড়তা ও অজ্ঞান। তমোগুণের অন্ধকারই জ্ঞানকে আবৃত করে এবং সকল প্রমাদ ও ভ্রান্তির সৃষ্টি করে। অতএব ইহা হইতেছে সত্ত্বের বিপরীত, কারণ সত্ত্বের সার হইতেছে জ্ঞান, প্রকাশ, এবং তমোগুণের সার হইতেছে জ্ঞানের অভাব, অপ্রকাশ। কিন্তু তমঃ যেমন ভ্রান্তি, অমনোযোগ, ভুল বুঝা বা না

---

* রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥১৪।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা প্রভৃতি অক্ষমতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে, তেমনই কর্ম্মেরও অক্ষমতা ও শৈথিল্য আনয়ন করে ; আলস্য, অবসাদ এবং নিদ্রা এই গুণের অন্তর্গত। অতএব ইহা রজোগুণের বিপরীত, কারণ রজোগুণের সার হইতেছে গতি ও প্রেরণা ও প্রবৃত্তি কিন্তু তমোগুণের সারতত্ত্ব হইতেছে জড়তা, অপ্রবৃত্তি ; তমঃ হইতেছে নিশ্চেতনার অপ্রবৃত্তি আবার নৈষ্কর্ম্মেরও অপ্রবৃত্তি, ইহা দুইভাবেই নেতিমূলক।

প্রকৃতির এই তিন গুণ সকল মনুষ্যের মধ্যেই রহিয়াছে, ক্রিয়া করিতেছে, ইহা স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় ; কাহারও সম্বন্ধেই বলা চলে না যে, সে সম্পূর্ণভাবে কোনও গুণ বর্জিত বা তিনটির কোনও একটি হইতে মুক্ত ; অন্য গুণকে বাদ দিয়া কেবল মাত্র একটি গুণের ছাঁচে কেহই গঠিত হয় নাই। যে পরিমাণেই হউক, সকল মনুষ্যের মধ্যেই রহিয়াছে বাসনা ও কর্ম্মের রাজসিক প্রেরণা এবং জ্যোতি ও সুখের সাত্ত্বিক অবদান, কতকটা সঙ্গতি, নিজের সহিত এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বস্তুসকলের সহিত মনের কিয়ৎপরিমাণ সামঞ্জস্য। আবার সকলেরই আছে কিছু অসামর্থ্য ও অজ্ঞান ও নিশ্চেতনা। কিন্তু এই সকল গুণ তাহাদের শক্তির পরিমাণাত্মক ক্রিয়ায় অথবা তাহাদের উপাদানের যোগাযোগে কোনও মানুষের মধ্যেই অপরিবর্ত্তনীয় নহে ; কারণ তাহারা পরিবর্ত্তনশীল, এবং নিরন্তর পরস্পরের সহিত সংঘাত, স্থান-বিনিময় এবং ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় রত রহিয়াছে। কখনও এক গুণ অগ্রগামী হয়, কখনও আর এক গুণ বর্দ্ধিত হয়, আধিপত্য করে এবং প্রত্যেকেই আমাদিগকে নিজ বিশিষ্ট ক্রিয়া ও পরিণামের অনুগত করে।* কেবল যখন কোন একটি গুণ সাধারণভাবে মোটের উপর প্রবল থাকে, তখনই কোন মানুষকে সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক

* রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১৪।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির লোক বলা যাইতে পারে ; কিন্তু এইটি হয় কেবল একটি মোটামুটি বর্ণনা, ইহা একান্ত বা সম্পূর্ণ বর্ণনা নহে। গুণ তিনটি হইতেছে এক ত্রিধা শক্তি, তাহাদের পারস্পারিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার দ্বারা তাহারা প্রাকৃত মানবের চরিত্র ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, এবং সেই প্রকৃতি ও তাহার বিচিত্র ধারাসকলের ভিতর দিয়া তাহার কর্ম্মও নির্দ্ধারণ করে। কিন্তু এই ত্রিধা শক্তি আবার একই সময়ে বন্ধনের ত্রিধা পাশ। গীতা বলিয়াছে, 'প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত এই তিন গুণ দেহস্থ অব্যয় অধিবাসীকে দেহের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে।'* এক অর্থে আমরা সহজেই বুঝিতে পারি যে, গুণের ক্রিয়া অনুসরণ করিয়া চলিলে এই বন্ধন অবশ্যম্ভাবী ; কারণ তাহারা সকলেই তাহাদের সসীম স্বরূপ ও ক্রিয়ার দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং তাহারা সীমাবন্ধনের সৃষ্টি করে। তমঃ হইতেছে উভয় দিকেই একটা অসামর্থ্য, অতএব স্পষ্টতই সীমার মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে। রাজসিক বাসনা কর্ম্মের প্রবর্তক বলিয়া অধিকতর প্রত্যক্ষ শক্তি, তথাপি আমরা বেশই দেখিতে পাই যে, বাসনা মানুষকে সীমার মধ্যে একান্ত ভাবে আসক্ত করিয়া রাখে বলিয়া ইহা সকল সময়েই একটা বন্ধন। কিন্তু জ্ঞানের ও সুখের শক্তি সত্ত্ব কেমন করিয়া বন্ধন হইয়া উঠে ? এইরূপ হয় কারণ সত্ত্ব হইতেছে মানসিক প্রকৃতির তত্ত্ব, সীমাবদ্ধ এবং সীমাবদ্ধকারী জ্ঞানের তত্ত্ব এবং এমন সুখের তত্ত্ব যাহা কোন বিশেষ বিষয়কে যথাযথ অনুসরণ করা বা লাভ করার উপর নির্ভর করে, অথবা মনের বিশেষ বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভর করে, মনের এমন আলোকের উপর নির্ভর করে যাহা অল্পাধিক স্পষ্ট সন্ধ্যার আলোক ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহার যে সুখ তাহা কেবল সাময়িক তীব্রতা বা পরিচ্ছিন্ন স্বাচ্ছন্দ্য। কিন্তু আমাদের অধ্যাত্ম-

---

* সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ১৪।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তার যে অসীম অধ্যাত্ম জ্ঞান এবং মুক্ত স্বপ্রতিষ্ঠ আনন্দ তাহা ভিন্ন বস্তু।

কিন্তু তাহা হইলে প্রশ্ন উঠে যে, আমাদের যে অনন্ত অব্যয় অধ্যাত্ম সত্তা তাহা প্রকৃতির মধ্যে জড়িত হইলেও কেমন করিয়া নিজেকে প্রকৃতির নিম্নতর ক্রিয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ করিয়া রাখে এবং এই বন্ধন স্বীকার করিয়া লয়? সে যে পরম অধ্যাত্ম সত্তার অংশ তাহারই মত নিজের সক্রিয় বিকাশধারার স্বরচিত সীমাবন্ধন-সকল উপভোগ করিবার সময়েও কেনই বা সে নিজের আনন্ত্যে চিরমুক্ত থাকিতে পারে না? গীতা বলিতেছে যে, গুণসমূহের প্রতি এবং তাহাদের ক্রিয়ার পরিণামফলের প্রতি আমাদের আসক্তিই ইহার কারণ। সত্ত্ব সুখে আসক্ত করে, রজঃ কর্মে আসক্ত করে, তমঃ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া ভ্রান্তি ও নিষ্ক্রিয়তার প্রমাদে আসক্ত করে।* আবার "সত্ত্ব সুখে আসক্তি ও জ্ঞানে আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে, রজঃ দেহীকে কর্মের আসক্তি দ্বারা বন্ধন করে, তমঃ প্রমাদ ও আলস্য ও নিদ্রার দ্বারা বন্ধন করে"।† অন্য কথায়, জীব গুণ-সকল ও তাহাদের ফলভোগে আসক্ত হইয়া নিজের চেতনাকে প্রকৃতিতে প্রাণ মন দেহের নিম্নতন ও বাহ্যিক ক্রিয়ায় নিবিষ্ট করে, এবং এই সকলের বাহ্য রূপের মধ্যে নিজেকে অবরুদ্ধ করে, এবং পশ্চাতে অধ্যাত্ম সত্তায় তাহার নিজের যে মহত্তর চৈতন্য রহিয়াছে তাহা ভুলিয়া যায়, মুক্তিদায়ক পুরুষের স্বচ্ছন্দ শক্তি ও অধিকার সম্বন্ধে অজ্ঞান থাকে। অতএব ইহা স্পষ্ট যে, মুক্ত ও সিদ্ধ হইতে হইলে আমাদিগকে এই সকল জিনিষ হইতে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে, গুণসমূহ হইতে সরিয়া গিয়া

---

* সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ১৪।৯

† তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ১৪।৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের অতীত হইতে হইবে, এবং প্রকৃতির অতীত সেই মুক্ত অধ্যাত্ম চৈতন্যেরই শক্তিতে ফিরিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু এইভাবে সকল কর্ম বন্ধ হইয়া যাইবে বলিয়াই মনে হইতে পারে, কারণ সকল প্রাকৃত কর্মই গুণের দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, প্রকৃতি তাহার গুণ-সকলের ভিতর দিয়া কর্ম সম্পাদন করে। জীবাত্মা নিজে নিজে কর্ম করিতে পারে না, তাহাকে প্রকৃতি এবং তাহার গুণের দ্বারা কাজ করিতে হয়। অথচ গীতা যেমন গুণসমূহ হইতে মুক্তিলাভ করিতে বলিতেছে তেমনিই কর্মের প্রয়োজনের উপরেও জোর দিতেছে। গীতা যে ফল-কামনা ত্যাগের উপর এত জোর দিয়াছে, এইখানেই তাহার সার্থকতা দেখিতে পাওয়া যায়, কারণ ফলকামনাই জীবের বন্ধনের সর্বাপেক্ষা প্রবল কারণ এবং ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া জীব কর্মের মধ্যেও মুক্ত থাকিতে পারে। তামসিক কর্ম হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়, রাজসিক কর্মের ফল দুঃখ; অতএব এইরূপ কর্মের ফলে আসক্ত হইয়া কোনই লাভ নাই কারণ ইহাদের সহিত ঐ সকল অবাঞ্ছনীয় জিনিষ জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু সুকৃত কর্মের ফল হইতেছে নির্মল ও সাত্ত্বিক,* তাহার আভ্যন্তরীণ পরিণাম জ্ঞান ও সুখ। তথাপি এই সকল সুখময় জিনিষেরও প্রতি আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে, কারণ প্রথমতঃ মনের মধ্যে তাহাদের রূপ হইতেছে সীমাবদ্ধ ও সীমাবদ্ধকারী এবং দ্বিতীয়তঃ, সত্ত্ব সকল সময়েই রজঃ ও তমঃ গুণের সহিত জড়িত এবং

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত॥ ৮

* কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্॥ ১৪।১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া থাকায় যে কোন মুহূর্তে তাহাদের দ্বারা অভিভূত হইতে পারে, সেইজন্য ঐ সব সুখময় ফলের স্থায়িত্ব সর্বদাই অনিশ্চিত। কিন্তু যদিও কোন ব্যক্তি ফলে আসক্তি হইতে মুক্ত হয়, কর্মটিতেই তাহার আসক্তি থাকিতে পারে; শুধু কাজটির জন্য কাজ করাতেই তাহার আসক্তি থাকিতে পারে এবং ইহাই রাজসিক বন্ধনের মূল স্বরূপ; অথবা অবশভাবে প্রকৃতির প্রেরণায় চালিত হইয়া কাজ করা হয়, তখন তাহা হয় তামসিক; অথবা যে কাজটি করা হইতেছে তাহার ন্যায্যতার আকর্ষণেই কাজটি করা হয়, এবং সেইটি হয় সাত্ত্বিক বন্ধনের কারণ, সাধু ও জ্ঞানী ব্যক্তিদের উপর ইহার প্রভাব খুব প্রবল। আর এখানে সুস্পষ্ট পন্থা হইতেছে গীতার আর একটি উপদেশ, কর্মটি-কেই কর্মেশ্বরের নিকট অর্পণ করা এবং কেবল তাঁহার ইচ্ছার নিষ্কাম এবং সমতাপূর্ণ যন্ত্র হওয়া। প্রকৃতির গুণ ভিন্ন আর কিছুকেই আমাদের কর্মের কর্তা ও কারণ বলিয়া না দেখা এবং গুণসমূহের ঊর্দ্ধে যে পরম সত্তা রহিয়াছে তদভিমুখী হওয়া, ইহাই নিম্নতন প্রকৃতি হইতে ঊর্দ্ধে উঠিবার পন্থা।* কেবল এই ভাবেই আমরা ভগবানের ।নজস্ব গতি ও স্থিতি লাভ করিতে পারি, মদ্ভাব, এবং এই ভাবে জন্ম ও মরণ এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক জরা ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইয়া মুক্ত জীব পরিশেষে অমৃতত্ব এবং যাহা কিছু শাশ্বত সবই উপভোগ করিবে।

অর্জুন জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু এইরূপ ব্যক্তির লক্ষণ কি, তাঁহার আচরণ কিরূপ, কেমন করিয়াই বা তিনি কর্মের মধ্যেও ত্রিগুণাতীত

---

* নান্যং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি। ১৪।১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে॥ ২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকেন ?* কৃষ্ণ বলিলেন, লক্ষণ হইতেছে সমতা, সে সম্বন্ধে আমি বার বার বলিয়াছি; লক্ষণ এই যে, তিনি ভিতরে সুখ দুঃখে সমান, সুবর্ণ মৃত্তিকা ও প্রস্তরে সমভাবাপন্ন, তাঁহার নিকট প্রিয় অপ্রিয়, স্তুতি নিন্দা, মান অপমান, শত্রুপক্ষ মিত্রপক্ষ সব সমান। তিনি জ্ঞানময়, অবিচল, অপরিবর্তনীয় আভ্যন্তরীণ শান্তি ও স্থৈর্য্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত। তিনি কোন কর্মের প্রবর্তন করেন না, পরন্তু প্রকৃতির গুণসমূহকেই সকল কর্ম করিতে দেন। তাঁহার বাহ্যিক মানস সত্তায় এবং শারীরিক গতিবিধিতে সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ প্রবৃত্ত বা নিবৃত্ত হইতে পারে, এবং তাহাদের পরিণামস্বরূপ জ্ঞান, কর্মে প্রবৃত্তি অথবা নিষ্ক্রিয়তা এবং মন ও প্রাণের মোহ উত্থিত হইতে পারে, কিন্তু কখন কোনটা উঠিল বা যাইল তাহাতে তিনি উল্লসিত হন না, অন্যপক্ষে আবার এই সকল জিনিষের ক্রিয়ায় বা বিরতিতে তাঁহার দ্বেষও নাই, কুণ্ঠাও নাই†। তিনি গুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে ভিন্ন অন্য এক তত্ত্বের সচেতন জ্যোতির মধ্যে সমাসীন; যে-ব্যক্তি এক ঊর্দ্ধ্বতর আকাশের মধ্যে উঠিয়াছে তাহার নিকট যেমন মেঘমুক্ত সূর্য্য তেমনই সেই মহত্তর চৈতন্য এই সকল শক্তির ঊর্দ্ধ্বে এবং

---

* কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচার কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

† প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং চ মোহমেব চ পাণ্ডব
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে। ২৩
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি ॥ ২৪
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাদের গতিসকলের দ্বারা বিচলিত না হইযা তাঁহার মধ্যে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ থাকে। সেই উর্দ্ধ্বদেশ হইতে তিনি দেখেন যে, গুণসমূহই কর্মে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং তাহাদের ঝঞ্ঝা ও নিস্তব্ধতা প্রকৃতিরই প্রক্রিয়া, তিনি নিজে সে-সব নহেন, তাঁহার আত্ম-পুরুষ উর্দ্ধ্বে অবিচল এবং তাঁহার অধ্যাত্মসত্তা এই সকল সদা-চঞ্চল জিনিষের অস্থির পরিবর্ত্তনে যোগদান করে না। ইহা হইতেছে ব্রাহ্মীস্থিতির নৈর্ব্যক্তিকতা; কারণ সেই উচ্চতর তত্ত্ব, সেই মহত্তর উদার উর্দ্ধ্বস্থিত চৈতন্য; কূটস্থ, —তাহাই অক্ষর ব্রহ্ম।

তথাপি এখানে স্পষ্টতঃই দ্বৈত স্থিতি রহিয়াছে, দুইটি বিপরীত ভাগে সত্তাকে ছেদ করা হইয়াছে, অক্ষর ও ক্ষর—অক্ষর পুরুষে বা ব্রহ্মে অবস্থিত মুক্ত আত্মা অ-মুক্ত ক্ষর প্রকৃতির ক্রিয়া নিরীক্ষণ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা কি কোন মহত্তর স্থিতি নাই, পূর্ণতর পূর্ণতার তত্ত্ব নাই? অথবা এই ভেদাত্মক স্থিতি অপেক্ষা কোন উচ্চতর চৈতন্য কি শারীর ক্ষেত্রে সম্ভব নহে? যোগের লক্ষ্য কি ক্ষর প্রকৃতিকে বর্জন করা, প্রাকৃত দেহ-সম্ভূত গুণ-সকলকে বর্জন করা এবং ব্রহ্মের নৈর্ব্যক্তিকতা ও শাশ্বত শান্তির মধ্যে বিলীন হওয়া? ঐরূপ লয় বা ব্যষ্টিগত পুরুষের বিলোপ সাধনই কি মহত্তম মুক্তি? মনে হয় ইহা ভিন্ন আরও কিছু রহিয়াছে; কারণ গীতা পরিশেষে বলিতেছে—সকল সময় এই সুর তুলিয়াই সমাপ্তি করিতেছে—"যিনি অব্যভিচারী ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে ভজনা করেন, আমাকে লাভ করিতে চান, তিনিও এই গুণ-ত্রয়কে অতিক্রম করেন এবং তিনিও ব্রহ্ম হইবার যোগ্য হন।"* এই

* মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে। ২৬
ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাঽহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥ ২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে "আমি" ইনিই পুরুষোত্তম, ইনিই নীরব নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের ভিত্তি এবং অমৃতত্ব ও অক্ষয় অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি এবং শাশ্বত ধর্ম ও ঐকান্তিক সুখের ভিত্তি। অতএব এমন এক পদ রহিয়াছে, অবিচল সাক্ষীরূপে গুণসমূহের দ্বন্দ্ব অবলোকন করিতেছে যে অক্ষর পুরুষ তাহারও শান্তি অপেক্ষা সে-পদ মহত্তর। ব্রহ্মের অক্ষরতারও উর্দ্ধে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম অনুভূতি ও প্রতিষ্ঠা রহিয়াছে, কর্মের রাজসিক প্রবৃত্তি অপেক্ষা মহত্তর এক শাশ্বত ধর্ম রহিয়াছে, এমন এক পূর্ণতম আনন্দ রহিয়াছে যাহাকে রাজসিক দুঃখ স্পর্শ করিতে পারে না, যাহা সাত্ত্বিক সুখেরও উর্দ্ধে এবং এ-সব জিনিষ পাওয়া যায় ও অধিকার করা যায় পুরুষোত্তমের সত্তা ও শক্তির মধ্যে বাস করিয়া। কিন্তু যেহেতু ইহা ভক্তির দ্বারা অর্জন করা যায়, ইহার পদ হইবে সেই দিব্য আনন্দ যাহা নিরতিশয় প্রেমের মিলনে এবং পূর্ণ ঐক্যোপলব্ধিতে অনুভূত হয়, যাহাতে ভক্তির পরম পরিণতি, নিরতিশয়প্রেমাস্পদত্বম্ আনন্দতত্ত্বম্। আর সেই আনন্দের মধ্যে উঠা, সেই অনির্বচনীয় ঐক্যের মধ্যে উঠা—ইহাই অধ্যাত্ম-সিদ্ধির পরিপূর্ণতা এবং শাশ্বত অমৃতত্বপ্রদায়ী ধর্মের চরম সার্থকতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষত্রয়

গীতার শিক্ষা প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত তাহার সকল ধারায় এবং সকল সাবলীল গতি-বৈচিত্র্যের ভিতর দিয়া একটি কেন্দ্রীয় ভাবের অভিমুখে অগ্রসর হইয়াছে, এবং বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের মতবৈষম্য-সকলের সাম্যতা সাধন ও সামঞ্জস্য করিয়া এবং যত্নসহকারে অধ্যাত্ম অনুভূতি-সমহের সমন্বয় সাধন করিয়া সেই কেন্দ্রীয় ভাবে উপনীত হইতেছে; এই সকল অধ্যাত্ম অনুভূতির আলোক অনেক সময়েই পরস্পরবিরোধী, অন্ততঃ স্বতন্ত্রভাবে গ্রহণ করিলে এবং অনন্যভাবে তাহাদের বিকীরণের বাহ্যিক রেখা ধরিয়া চলিলে তাহারা, বিভিন্ন দিকে লইয়া যায়, কিন্তু এখানে সে-সকলকে সংগ্রহ করিয়া এক সমন্বয়-সাধক দৃষ্টিতে এক কেন্দ্রানুগত করা হইয়াছে। এই যে কেন্দ্রীয়ভাব, ইহা হইতেছে ত্রিধা চৈতন্যের পরিকল্পনা, এই চৈতন্য তিন অথচ এক, ইহা সৃষ্টির সকল স্তর ব্যাপিয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই জগতের মধ্যে এমন এক অধ্যাত্মসত্তা কাজ করিতেছে যাহা অগণন বাহ্যরূপের মধ্যেও এক। ইহাই জন্ম ও কর্মের বিকাশকর্ত্তা, জীবনের গতিদায়ক শক্তি, প্রকৃতির অসংখ্য পরিবর্ত্তনের মধ্যে অন্তর্যামী ও সহযোগী চৈতন্য, দেশ ও কালের মধ্যে এই যে-সব বিক্ষোভ উহাই এই সবের উপাদানভূত সদ্বস্তু; উহা নিজেই কাল ও দেশ ও ঘটনা। উহাই জগৎসমূহের মধ্যে এই সব বহুসংখ্যক আত্মা; উহাই সমুদয় দেব, মানব, জীব, বস্তু, শক্তি, গুণ, পরিমাণ, বিভূতি ও অধিষ্ঠাতা। উহাই প্রকৃতি, ঐ অধ্যাত্মসত্তার শক্তি; উহাই বিষয়সমহ, নাম ও ভাব ও রূপের মধ্যে উহারই বাহ্যপ্রকাশ; উহাই সর্বভূত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলেই এই অদ্বিতীয় স্বয়ম্ভূ অধ্যাত্ম বস্তুর, এই এক ও শাশ্বতের নানা অংশ, নানা জন্ম, নানা সম্ভূতি। কিন্তু আমরা চক্ষুর সম্মুখে যাহাকে স্পষ্টতঃ ক্রিয়মান দেখিতেছি তাহা এই শাশ্বত এবং তাঁহার চৈতন্যময়ী শক্তি নহে ; ইহা হইতেছে প্রকৃতি , সে তাহার ক্রিয়াবলীর অন্ধ আবেগে তাহার কর্মের অন্তর্নিহিত অধ্যাত্মসত্তা সম্বন্ধে অজ্ঞান। তাহার কাজ যন্ত্রবৎচালিত কতকগুলি মূল গুণ বা শক্তিতত্ত্বের বিশৃঙ্খল, অজ্ঞান, সীমা-বদ্ধ ক্রিয়া এবং তাহাদের স্থিরনির্দ্দিষ্ট বা পরিবর্তনশীল পরিণাম-পরম্পরা। আর তাহার ক্রিয়ার বশে যে-কোন আত্মা সম্মুখে প্রকট হইতেছে সেও দৃশ্যতঃ অজ্ঞান, দুঃখভোগী, এবং এই নিম্নতন প্রকৃতির অসম্পূর্ণ ও অসন্তোষজনক ক্রিয়ায় আবদ্ধ। তথাপি এই প্রকৃতির মধ্যে যে অন্তর্নিহিত সত্তা তাহা আপাততঃ যেরূপ দেখায় বস্তুতঃ সেরূপ নহে ; কারণ ইহাই ক্ষর পুরুষ, বিশ্ব-আত্মা, বিশ্ব-প্রপঞ্চ ও প্রকটনের যে ক্ষরভাব তাহারই অন্তরাত্মা—ইহার সত্য স্বরূপ লুক্কায়িত, বাহ্যরূপই ব্যক্ত, মূলতঃ ইহা অক্ষর ও পরমপুরুষের সহিত অভিন্ন। ইহার ব্যক্ত বাহ্যরূপ সমূহের পশ্চাতে যে-সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে, আমাদিগকে সেইখানেই যাইতে হইবে ; এই সকল আবরণের অন্তরালে যে অধ্যাত্ম সত্তা রহিয়াছে আমাদিগকে তাহারই সন্ধান লইতে হইবে এবং সবকেই এক বলিয়া দেখিতে হইবে, 'বাসুদেবঃ ইতি সর্বম্ ,' ব্যষ্টিগত, বিশ্বগত, বিশ্বাতীত সবই সেই এক বাসুদেব। কিন্তু যতক্ষণ আমরা নিম্নতন প্রকৃতিতে সমাহৃত হইয়া বাস করি, ততক্ষণ আভ্যন্তরীণ সত্য অনুসারে সম্পূর্ণভাবে ইহা কার্য্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। কারণ এই নিম্নতর ক্রিয়ায় প্রকৃতি হইতেছে এক অজ্ঞান, এক মায়া ; সে নিজের অঞ্চলের অন্তরালে ভগবানকে রাখিয়াছে, নিজের নিকটে এবং নিজের জীবসকলের নিকটে তাঁহাকে গোপন করিতেছে। ভগবান নিজেরই সর্বস্রজনকারিণী যোগমায়ার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা লুক্কায়িত হইয়াছেন ; নিত্য অনিত্যের রূপে প্রকট হইয়াছে, পুরুষ নিজেরই অভিব্যক্তি-সমুহের দ্বারা সমাহিত ও সমাবৃত হইয়া রহিয়াছেন। ক্ষরপুরুষকে যদি একক স্বতন্ত্রভাবে ধরা যায়, ক্ষর বিশ্বকে অবিভাজ্য অক্ষর এবং বিশ্বাতীত হইতে পৃথকভাবে দেখা যায়, তাহা হইলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না, আমাদের সত্তার পূর্ণতা হয় না, অতএব মুক্তিও হয় না।

কিন্তু অন্য আর একটি অধ্যাত্মসত্তা আমরা অবগত হই, তাহা এই সবের কোনটিই নহে, তাহা হইতেছে আত্মা, শুধু আত্মাই আর কিছুই নহে। এই অধ্যাত্মসত্তা শাশ্বত, চিরকাল একই প্রকার, তাহা কখনই অভিব্যক্তির দ্বারা পরিবর্তিত বা প্রভাবিত হয় না, তাহা এক, অবিচল, অবিভক্ত স্বয়ম্ভূ-সত্তা, তাহা প্রাকৃতিক বস্তু ও শক্তি-সকলের বিভাগের দ্বারা যেন বিভক্ত হইয়াছে এইরূপ প্রতীয়মানও হয় না, তাহা প্রকৃতির কর্মের মধ্যে নিষ্ক্রিয়, প্রকৃতির গতির মধ্যে গতিহীন। ইহাই সর্বভূতের আত্মা অথচ অবিচল, উদাসীন, স্পর্শাতীত, যেন এই যে-সব বস্তু তাহার উপর নির্ভর করিতেছে ইহারা অনাত্মা, ইহারা যেন তাহার নিজেরই ফল নহে, শক্তি নহে, পরিণাম নহে, পরন্তু এক অবিচল অসহযোগী দ্রষ্টার সম্মুখে যেনএক কর্মের অভিনয় প্রকটিত হইতেছে। কারণ যে-মন এই অভিনয়মঞ্চে নামিয়া ইহাতে যোগ দিতেছে সে আত্মা নহে , আত্মা উদাসীনভাবে এই অভিনয়কে নিজের মধ্যে ধরিয়া রহিয়াছে। এই অধ্যাত্মসত্তা কালের অতীত, যদিও তাহাকে কালের মধ্যেই দেখিতে পাই ; তাহা দেশে পরিব্যাপ্ত নহে, যদিও আমরা দেখি তাহা যেন দেশ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছে। ইহাকে আমরা সেই পরিমাণে জানিতে পারি যে-পরিমাণে আমরা বাহির হইতে ফিরিয়া অন্তর্মুখী হই, অথবা ক্রিয়া ও গতির পশ্চাতে যে এক শাশ্বত ও অবিচল সত্তা রহিয়াছে তাহার সন্ধান করি, অথবা কাল এবং তাহার সৃষ্টি হইতে সরিয়া যাহা কখনও সৃষ্ট হয় নাই তাহাতে যাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকট প্রপঞ্চ হইতে সরিয়া মূল সত্তায় যাই, ব্যক্তি হইতে নির্ব্ব্যক্তিকতায়, বিবর্ত হইতে অপরিবর্তনীয় স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তায় যাই। এইটিই অক্ষর পুরুষ, ক্ষরের মধ্যে অক্ষর, চলমানের মধ্যে অবিচল, নশ্বর বস্তুসকলের মধ্যে অবিনশ্বর। অথবা যেহেতু ব্যাপ্তি কেবল প্রতিভাস-মাত্র সেহেতু বলিতে পারা যায় যে, অক্ষর অবিচল ও অবিনশ্বরের মধ্যেই সকল ক্ষর ও নশ্বর বস্তুর গতিক্রিয়া চলিতেছে।

যে ক্ষর সত্তা সকল প্রাকৃত বস্তু বলিয়া এবং সর্বভূত বলিয়া আমাদের সম্মুখে দৃষ্ট হইতেছে তাহা ব্যাপক ভাবে অবিচল ও শাশ্বত অক্ষরের মধ্যেই বিচরণ করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে। আত্মার এই চলিষ্ণু শক্তি আত্মার সেই মূলগত অবিচলতার মধ্যেই ক্রিয়া করিতেছে, যেমন জড় প্রকৃতির দ্বিতীয় তত্ত্ব বায়ু তাহার একীকরণ ও স্বতন্ত্রীকরণের, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের স্পর্শগুণাত্মক শক্তি লইয়া, তৈজস (দীপ্তিময়, বাষ্পীয়, বৈদ্যুতিক) ও অন্যান্য ভৌতিক ক্রিয়ার সৃজনাত্মক শক্তিকে বিধৃত করিয়া আকাশের সূক্ষ্ম বিরাট নিশ্চলতার মধ্যে ব্যাপক ভাবে বিচরণ করিতেছে। এই অক্ষর পুরুষ হইতেছে বুদ্ধির উর্দ্ধে আত্মা, 'যঃ বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ',—ইহা আমাদের সত্তার মধ্যে প্রকৃতির উচ্চতম আভ্যন্তরীণ তত্ত্ব মুক্তিদায়ক বুদ্ধিরও অতীত, এই বুদ্ধির ভিতর দিয়াই মানুষ তাহার অস্থির চিরচঞ্চল মানসিক সত্তা হইতে তাহার স্থির শাশ্বত অধ্যাত্ম সত্তার মধ্যে প্রত্যাবৃত হইয়া অবশেষে জন্মের দৃঢ়ানুবন্ধতা ও কর্মের সুদীর্ঘ শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। এই আত্মাই তাহার উচ্চতম স্থিতিতে (পরং ধাম) সেই অব্যক্ত যাহা আদ্যা বিশ্বপ্রকৃতির অব্যক্ত তত্ত্ব হইতেও উর্দ্ধে, এবং যদি জীব এই অক্ষরের মধ্যে ফিরিয়া যায় তাহা হইলে বিশ্ব ও প্রকৃতির বন্ধন তাহা হইতে খসিয়া পড়ে এবং সে জন্ম অতিক্রম করিয়া এক অপরিণামী শাশ্বত সত্তার মধ্যে চলিয়া যায়। তাহা হইলে জগতে আমরা এই দুইটি পুরুষকেই দেখিতে পাই ; একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার ক্রিয়ার সম্মুখে আসিয়া প্রকট হইতেছে, অপরটি রহিয়াছে পশ্চাতে, চির-নীরবতায় অচঞ্চল, তাহা হইতেই কর্ম্ম উদ্ভূত হইতেছে, তাহার মধ্যেই সকল কর্ম কালাতীত সত্তায় বিরতি ও নির্বাণ লাভ করিতেছে। 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।'

যে সমস্যাটি আমাদের বুদ্ধি সমাধান করিতে পারে না সেটি হইতেছে এই যে, মনে হয় যেন এই দুইটি পুরুষ সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধের কোন প্রকৃত সূত্র নাই অথবা সম্পর্ণভাবে বিচেছদ সাধন না করিয়া একটি হইতে অপরটিতে যাইবার কোন পথ নাই। ক্ষর পুরুষ কর্ম করিতেছে, অন্ততঃ কর্মের প্রেরণা দিতেছে, অক্ষরের মধ্যে স্বতন্ত্র ভাবে; অক্ষর পুরুষ সরিয়া রহিয়াছে, আত্ম-সমাহিত, নিজের নিষ্ক্রিয়তায় ক্ষর হইতে স্বতন্ত্র। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, যদি আমরা সাংখ্যদের ন্যায় পুরুষ ও প্রকৃতির আদি ও সনাতন দ্বিত্ব মানিয়া লই (যদিও চিরন্তন বহুপুরুষ স্বীকার না করি) তাহা হইলেই সম্ভবতঃ ভাল হয়। জিনিষটি অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত ও সহজবোধ্য হয়। তখন আমাদের অক্ষরের অনুভূতি হইবে প্রত্যেক পুরুষের নিজেরই মধ্যে প্রত্যাহার, প্রকৃতি হইতে এবং সেই জন্যই জীবনের ব্যবহারে অন্যান্য জীবের সহিত সংস্পর্শ হইতে সরিয়া আসা ; কারণ প্রত্যেক পুরুষই নিজের মূলসত্তায় স্বয়ংসিদ্ধ, অনন্ত ও পূর্ণ। কিন্তু সে যাহাই হউক, শেষ অনুভূতি হইতেছে সকল সত্তার একত্বের অনুভূতি, তাহা কেবল অনুভূতির সাম্য নহে, একই প্রাকৃত শক্তির নিকট সকলের সমান বশ্যতা নহে, কিন্তু অধ্যাত্মসত্তার একত্ব, এই সব অন্তহীন রূপবৈচিত্র্যের উর্দ্ধে, আপেক্ষিক জীবনের এই সকল আপাতদৃশ্য ভেদবিভাগের পশ্চাতে সচেতন সত্তার বিরাট একাত্মতা। সেই উচ্চতম অনুভূতির উপরেই গীতার প্রতিষ্ঠা। বস্তুতঃ মনে হয় বটে যে, গীতা বহু পুরুষের নিত্যতা স্বীকার করিয়াছে, তাহারা তাহাদের শাশ্বত ঐক্যের অনুগত এবং তাঁহার দ্বারা বিধৃত, কারণ বিশ্বপ্রপঞ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিরন্তন, এবং অন্তহীন যুগযুগান্তের ভিতর দিয়া প্রকটন চলিয়াছে; আর গীতা এমন কথা কোথাও স্পষ্টভাবে বলে নাই বা কোন বাক্যের দ্বারা ইঙ্গিতও করে নাই যে, জীবাত্মা অনন্ত সত্তার মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হইবে, লয় হইবে। কিন্তু তাহা হইলেও গীতা জোর দিয়া স্পষ্টভাবেই বলিয়াছে যে, অক্ষর পুরুষই হইতেছে এই সব বহু জীবের এক আত্মা, অতএব ইহা স্পষ্ট যে, এই দুই পুরুষই হইতেছে একই শাশ্বত ও বিশ্বসত্তার দ্বৈত স্থিতি। এইটি হইতেছে একটি অতি প্রাচীন সিদ্ধান্ত; উপনিষদের যে উদারতম দৃষ্টি, এই সিদ্ধান্তটিই হইতেছে তাহার সমগ্র ভিত্তি; যথা, ঈশা উপনিষদ বলিয়াছে যে, ব্রহ্ম অচল ও সচল দুইই, 'তদেজতি তন্নৈজতি', এক এবং বহু, আত্মা এবং সর্বভূত, বিদ্যা এবং অবিদ্যা, সনাতন অজাত স্থিতি এবং সর্বভূতের সম্ভূতি, এবং ইহাদের মধ্যে একটিতে বাস করিয়া তাহার নিত্য সঙ্গী অপরটিকে বাদ দেওয়াকে ঈশা অন্ধং তমঃ বলিয়া, একদেশদর্শী জ্ঞানের অন্ধকার বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। গীতার ন্যায় উপনিষদও দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছে যে, অমৃতত্ব উপভোগ করিতে হইলে এবং শাশ্বতের মধ্যে বাস করিতে হইলে মানুষের পক্ষে উভয় তত্ত্বকেই জানা আবশ্যক, গ্রহণ করা আবশ্যক, গীতা যেমন বলিয়াছে, 'সমগ্রম্ মাম্'। গীতার শিক্ষা এবং উপনিষদ্ সমূহের এই দিকের শিক্ষা এ পর্য্যন্ত একই; কারণ তাহারা সদ্বস্তুর দুইটি দিকই অবলোকন করে, স্বীকার করে অথচ সিদ্ধান্তরূপে এবং বিশ্বের পরম সত্যরূপে একত্বে উপনীত হয়।

কিন্তু এই যে মহত্তর জ্ঞান ও উপলব্ধি, আমাদের ঊর্দ্ধতম দৃষ্টির নিকট ইহা যতই সত্য হউক, যতই হৃদয়গ্রাহী হউক, ইহাকে এখনও একটি অতি বাস্তব ও গুরুতর সমস্যা খণ্ডন করিতে হইবে, ব্যবহারের দিক দিয়া এবং যুক্তির দিক দিয়াও যে বিরোধ রহিয়াছে তাঁহার সমাধান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে ; প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যে, এই বিরোধ অধ্যাত্ম উপলব্ধির উচ্চতম শিখর পর্যন্ত স্থায়ী হয়। এই যে সচল আভ্যন্তর ও বাহ্য উপলব্ধি, শাশ্বত পুরুষ ইহা হইতে ভিন্ন, ইহা অপেক্ষা এক মহত্তর চেতনা আছে, 'ন ইদম্ যদ্ উপাসতে' (কেন উপনিষদ) ; অথচ সেই সঙ্গেই এই সবই সেই শাশ্বত পুরুষ, এই সবই আত্মার চিরন্তন আত্মদর্শন, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম, অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম (মাণ্ডুক্য উপনিষদ)। শাশ্বত পুরুষই সর্বভূত হইয়াছেন, 'আত্মা অভূৎ সর্বভূতানি' (ঈশা উপনিষদ)। শ্বেতাশ্বতর যেমন বলিয়াছে, "তুমিই ঐ কুমার, তুমিই ঐ কুমারী, আবার তুমিই ঐ বৃদ্ধ দণ্ড হস্তে চলিতেছ,"* ঠিক যেমন গীতাতে ভগবান বলিয়াছেন যে, তিনিই কৃষ্ণ ও অর্জুন, ব্যাস ও উশনা, তিনিই সিংহ, তিনিই অশ্বত্থ বৃক্ষ, তিনিই সকল জীবের চেতনা, বুদ্ধি, সকল গুণ ও অন্তরাত্মা। কিন্তু এই দুইটি পুরুষ কেমন করিয়া এক হয়? তাহারা যে প্রকৃতিতে এতটা বিপরীত শুধু তাহাই নহে, উপলব্ধিতেও তাহাদিগকে এক করা কঠিন। কারণ যখন আমরা বিবর্ত্তনের চঞ্চলতায় বাস করি, তখন আমরা কালাতীত স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার অমৃতত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান হইতে পারিলেও তাহার মধ্যে বাস করিতে পারি কিনা সন্দেহ। আবার যখন আমরা কালাতীত সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হই, তখন কাল ও দেশ ও ঘটনা আমাদের নিকট হইতে খসিয়া পড়ে এবং অনন্তের মধ্যে দুঃস্বপ্নের ন্যায় প্রতীয়মান হইতে আরম্ভ হয়। প্রথম দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা সহজবোধ্য সিদ্ধান্ত ইহাই হয় যে, প্রকৃতিতে পুরুষের যে চঞ্চলতা তাহা ভ্রান্তি,যতক্ষণ

---

* ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং
কুমার উত বা কুমারী।
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি
ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।
—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ ৪।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমরা ইহার মধ্যে বাস করি ততক্ষণই ইহা সত্য কিন্তু মূলতঃ সত্য নহে এবং সেই জন্যই যখন আমরা আত্মার মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হই, উহা আমাদের নিষ্কলঙ্ক মূল সত্তা হইতে খসিয়া পড়ে। এই ভাবেই সাধারণতঃ এই সমস্যার সহজ সমাধান করা হয়। 'ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা'।

গীতা এই ব্যাখ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই, ইহার নিজের মধ্যেই অত্যধিক ত্রুটি রহিয়াছে. তাহা ছাড়া ইহা ঐ ভ্রান্তির কোন সঙ্গত কারণ দেখাইতে পারে না,—কারণ ইহা শুধুই বলে যে, এসব হইতেছে এক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য মায়া, তাহা হইলে আমরাও ত ঠিক ঐ ভাবেই বলিতে পারি যে, ইহা এক রহস্যময় ও দুর্বোধ্য যুগ্ম-তত্ত্ব, আত্মা নিজেকে আত্মার নিকট হইতে লুকাইতেছে। গীতা মায়ার কথা বলিয়াছে, কিন্তু গীতার মতে উহা হইতেছে কেবল এক ভ্রান্তি-উৎপাদক আংশিক চেতনা, তাহা পূর্ণ সত্যকে ধরিতে পারে না, চঞ্চলা প্রকৃতির ব্যাপার-সকলের মধ্যেই বাস করে, যে-পুরুষের সে সক্রিয় শক্তি (মে প্রকৃতিঃ) তাঁহাকে দেখিতে পায় না। যখন আমরা এই মায়াকে অতিক্রম করি জগৎ লুপ্ত হইয়া যায় না, কেবল ইহার সমগ্র অর্থের পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে আমরা দেখি না যে, এ সবের কোন অস্তিত্বই নাই পরন্তু দেখি যে, সবই আছে, কিন্তু যে অর্থে আছে তাহা বর্তমান ভ্রান্ত অর্থ অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন ; সবই ভাগবত আত্মা, ভাগবত সত্তা, ভাগবত প্রকৃতি, সবই বাসুদেব। গীতার নিকট জগৎ সত্য, ঈশ্বরের স্বষ্টি, শাশ্বতের শক্তি, পরব্রহ্মের প্রকটন, এমন কি ত্রিগুণময়ী মায়ারূপ এই যে নিম্নতর প্রকৃতি ইহাও পরা ভাগবত প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। আর আমরা একান্ত ভাবে এই প্রভেদের আশ্রয় লইতে পারি না যে, এখানে দুইটি তত্ত্ব রহিয়াছে, একটি নিম্নতর, সক্রিয় ও অনিত্য আর একটি কর্মের অতীত উর্দ্ধ্বতন শান্ত স্তব্ধ শাশ্বত তত্ত্ব, এবং আমাদের মুক্তি হইতেছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই আংশিক তত্ত্ব হইতে উঠিয়া সেই মহৎ তত্ত্বে যাওয়া, কর্ম হইতে নীরবতায় যাওয়া। কারণ গীতা জোর দিয়াই বলিয়াছে যে, যতদিন আমাদের জীবন ততদিন আমরা আত্মা ও তাহার নীরবতায় সচেতন হইয়া থাকিতে পারি, অথচ প্রাকৃত জগতে শক্তির সহিত কর্ম করিতে পারি এবং এইরূপ করাই কর্তব্য। এবং গীতা স্বয়ং ভগবানেরই দৃষ্টান্ত দিয়াছে, তিনি জন্মগ্রহণের বাধ্যতায় বদ্ধ নহেন, পরন্তু মুক্ত, বিশ্বপ্রপঞ্চের অতীত, অথচ তিনি চিরকাল কর্মে রত রহিয়াছেন, বর্ত এব চ কর্মণি। অতএব সমগ্র ভাগবত প্রকৃতির সাধর্ম্য লাভ করিয়াই এই দ্বৈত উপলব্ধির সম্পূর্ণ একত্ব সাধন সম্ভব হয়। কিন্তু এই একত্বের মূল সূত্র কি ?

পুরুষোত্তম সম্বন্ধে গীতার যে পরম দৃষ্টি তাহারই মধ্যে গীতা এই একত্বের সূত্র পাইয়াছে ; কারণ গীতার মতে সেইটিই হইতেছে পূর্ণ ও উচ্চতম উপলব্ধির আদর্শ স্বরূপ, ইহা হইতেছে কৃৎস্নবিদ্‌গণের, সমগ্র জ্ঞানশীল ব্যক্তিগণের, জ্ঞান। অক্ষর হইতেছেন "পর", বিশ্ব প্রকৃতিতে যে-সব বস্তু রহিয়াছে, যে কর্ম চলিতেছে তাহাদের সম্পর্কে অক্ষর পুরুষ হইতেছেন পরম সত্তা। ইহাই সর্বভূতের অক্ষর আত্মা এবং পুরুষোত্তমই সর্বভূতের অক্ষর আত্মা। প্রকৃতিতে তাঁহার নিজের শক্তি দ্বারা অস্পৃষ্ট, তাঁহার নিজেরই বিবর্তনের প্রেরণা দ্বারা অক্ষুব্ধ, তাঁহার নিজেরই গুণ-সকলের ক্রিয়া দ্বারা অবিচলিত তাঁহার যে স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, সেই সত্তার মুক্ত অবস্থাতেই তিনি অক্ষর। কিন্তু ইহা সমগ্র জ্ঞানের একটি প্রধান দিক হইলেও, কেবল একটি দিক মাত্র। পুরুষোত্তম আবার সেই সঙ্গেই অক্ষর পুরুষের অতীত, কারণ তিনি এই অক্ষরতা অপেক্ষা বৃহত্তর, তিনি তাঁহার সত্তার শাশ্বত পদের (পরমধামের) মধ্যেও সীমাবদ্ধ নহেন। তথাপি আমাদের মধ্যে যাহা কিছু শাশ্বত ও অক্ষর রহিয়াছে তাহার ভিতর দিয়াই আমরা সেই পরম পদে পৌঁছিতে পারি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যেখান হইতে আর পুনর্জন্মের মধ্যে আসিতে হয় না, এবং এইরূপ মুক্তিই প্রাচীন কালের মনীষীগণের সাধনার লক্ষ্য ছিল। কিন্তু যখন শুধু অক্ষরের ভিতর দিয়া সন্ধান করা যায়, তখন এই মুক্তির প্রয়াস হয় অনির্দ্দেশ্যের সন্ধান, ইহা আমাদের প্রকৃতির পক্ষে কষ্টসাধ্য কারণ আমরা এখানে জড়ের মধ্যে দেহ ধারণ করিয়া রহিয়াছি. 'গতি র্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে'। আমাদের অন্তরস্থিত শুদ্ধ সূক্ষ্ম আত্মা, অক্ষর, বৈরাগ্যের প্রেরণায় যে অনির্দ্দেশ্যের মধ্যে উঠিয়া যায় তাহা এক 'পরো অব্যক্তঃ', সেই পরম অব্যক্ত অক্ষরও পুরুষোত্তম। সেইজন্যই গীতা বলিয়াছে, যাহারা অনির্দ্দেশ্যের উপাসনা করে তাহারাও আমাকে, শাশ্বত ভগবানকে, লাভ করে। কিন্তু তিনি আবার পরম অব্যক্ত অক্ষর হইতেও মহত্তর, সকল পরম অসৎ হইতে, নেতি নেতি হইতে মহত্তর কারণ তাঁহাকে পরম পুরুষ বলিয়াও জানিতে হইবে, তিনি তাঁহার নিজের সত্তায় এই সমগ্র বিশ্বকে বিস্তৃত করিয়াছেন। তিনি এক পরম রহস্যময় সর্ব, এখানকার সকল জিনিষের এক অনির্বচনীয় পরম সৎ। তিনি ক্ষরের মধ্যে ঈশ্বর, তিনি শুধু উর্দ্ধেই পুরুষোত্তম নহেন, পরন্তু এখানে সর্বভূতের হৃদ্দেশেই ঈশ্বর। আর সেখানে তাঁহার উচ্চতম শাশ্বত "পরঃ অব্যক্ত" পদেও তিনি পরমেশ্বর, তিনি উদাসীন ও সম্বন্ধবর্জ্জিত অনির্দ্দেশ্য নহেন, পরন্তু তিনি আত্মা এবং বিশ্বের মূল, পিতা ও মাতা, আদি প্রতিষ্ঠা ও শাশ্বত আশ্রয়, তিনি সকল লোকের ঈশ্বর এবং সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, 'ভোক্তারং যজ্ঞতপসাম্ সর্বলোকমহেশ্বরম্'। তাঁহাকে জানিতে হইবে যুগপৎ ক্ষরে ও অক্ষরে, তাঁহাকে জানিতে হইবে অজাত পুরুষ হইয়াও তিনি সকলের জন্মে নিজেকে আংশিকভাবে প্রকট করিতেছেন এবং নিত্য অবতাররূপে নিজেও অবতীর্ণ হইতেছেন, তাঁহাকে তাঁহার সমগ্রতায় জানিতে হইবে, 'সমগ্রম্ মাম্';—কেবল তাহা হইলেই জীব নীচের প্রকৃতির বাহ্য-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপসকল হইতে সহজেই মুক্ত হইতে পারে এবং এক বিরাট ত্বরিত বিকাশ ও প্রশস্ত অপরিমেয় উর্দ্ধায়নের দ্বারা ভাগবত সত্তা ও পরা-প্রকৃতির মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে। কারণ ক্ষরের সত্যও পুরুষোত্তমের সত্য। পুরুষোত্তম সর্বভূতের হৃদয়মধ্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহার অগণন বিভূতির মধ্যে প্রকট হইতেছেন ; পুরুষোত্তম হইতেছেন কালের মধ্যে বিশ্বপুরুষ, এবং তিনিই মুক্ত মানবাত্মাকে দিব্যকর্মের জন্য আদেশ দিতেছেন। তিনি অক্ষর ও ক্ষর দুইই, অথচ তিনি অন্য, কারণ তিনি এই দুই বিপরীত সত্তা অপেক্ষা অধিকতর এবং মহত্তর,

উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥

"কিন্তু ক্ষর ও অক্ষর হইতে পৃথক হইতেছেন উত্তম পুরুষ, তিনি পরমাত্মা বলিয়া খ্যাত, তিনি অক্ষয় ঈশ্বর, লোকত্রয়ে প্রবেশ করিয়া তাহা-দিগকে ভরণ করিতেছেন।" গীতা আমাদের জীবনের এই দুইটি আপাতবিরোধী দিকের যে সমন্বয় সাধন করিয়াছে, এই শ্লোকটিই তাহার মূল সূত্র।

প্রথম হইতেই পুরুষোত্তমতত্ত্বের সূচনা করা হইয়াছে, আভাস দেওয়া হইয়াছে, উল্লেখ করা হইয়াছে, প্রথম হইতেই এইটিকে পরোক্ষভাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু কেবল এখন এই পঞ্চদশ অধ্যায়েই ইহাকে স্পষ্ট ভাবে বিবৃত করা হইতেছে এবং একটি বিশেষ নাম দিয়া প্রভেদটিকে পরিস্ফুট করা হইতেছে। পরক্ষণেই কি ভাবে ইহাকে গ্রহণ করা হইয়াছে এবং বিকাশ করা হইয়াছে তাহা খুবই শিক্ষাপ্রদ। আমাদিগকে বলা হইয়াছে যে, ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উঠিতে হইলে, মানুষকে প্রথমে পূর্ণ অধ্যাত্ম সমতায় প্রতিষ্ঠিত হইতে হইবে এবং ত্রিগুণময়ী নীচের প্রকৃতির উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। এইভাবে নীচের প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ব্যক্তিকতায় সুদৃঢ় হই, কর্মের উর্দ্ধে অবিচল প্রতিষ্ঠা লাভ করি, গুণের সকল সীমা, সকল সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হই—এবং এইটিই হইতেছে পুরুষোত্তমের প্রকট প্রকৃতির একটি দিক, আত্মার শাশ্বততা ও একত্বরূপে, অক্ষররূপে তাহার আবির্ভাব। কিন্তু আবার পুরুষোত্তমের এক অনির্বচনীয় শাশ্বত বহুত্বও রহিয়াছে, জীবের প্রকটনের আদি রহস্যের পশ্চাতে এইটিই হইতেছে উচ্চতম সত্যতম সত্য। অনন্তের আছে এক শাশ্বত শক্তি, তাঁহার দিব্য প্রকৃতির এক আদিহীন অন্তহীন ক্রিয়া এবং সেই ক্রিয়ায় দৃশ্যতঃ নির্ব্যক্তিক শক্তি-সকলের খেলা হইতে জীব-ব্যক্তিত্বের আশ্চর্য্য রহস্য আবির্ভূত হইতেছে, 'প্রকৃতিঃ জীবভূতা'। ইহা সম্ভব এই জন্য যে, ব্যক্তিত্বও ভগবানের একটি স্বরূপ এবং অনন্তের মধ্যেই ইহার উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্য ও অর্থ নিহিত রহিয়াছে। কিন্তু অনন্তের মধ্যে যে ব্যক্তি তাহা নীচের প্রকৃতির অহংভাবাপন্ন ভেদাত্মক আত্মবিস্মৃত ব্যক্তিত্ব নহে, তাহা হইতেছে মহিমান্বিত, বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত, অমৃত ও দিব্য। পরম পুরুষের এই রহস্যই হইতেছে প্রেম ও ভক্তির নিগূঢ় তত্ত্ব। আমাদের মধ্যে যে পুরুষ, যে শাশ্বত জীবাত্মা রহিয়াছে সে যে শাশ্বত ভগবানের, পরম পুরুষ পরমেশ্বরের একটি অংশ তাঁহার নিকটে নিজেকে, নিজের যাহা কিছু সবকেই অর্পণ করিতেছে। এই যে আত্মসমর্পণ, আমাদের ব্যক্তিস্বরূপের ও ইহার কর্মসকলের যিনি অনির্বচনীয় অধীশ্বর তাঁহার প্রতি প্রেম ও ভক্তি দ্বারা আমাদের ব্যক্তিগত প্রকৃতির উন্নয়ন ইহাতেই জ্ঞান সম্পূর্ণতা লাভ করে, ইহাতেই কর্মযজ্ঞের পূর্ণ পরিণতি ও পূর্ণ সার্থকতা—অতএব এই সকল জিনিষের ভিতর দিয়াই মানবাত্মা ভাগবত প্রকৃতির এই যে অন্য শক্তিময় গতিময় রহস্য, এই যে অন্য মহান ও নিগূঢ় দিক, ইহার মধ্যে নিজেকে পূর্ণতমভাবে সিদ্ধ করিয়া তোলে এবং সেই সিদ্ধি দ্বারা অমৃতত্ব, ঐকান্তিক সুখ এবং শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়। এই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে যুগ্ম প্রয়োজন, এক অদ্বিতীয় আত্মার সমতা এবং এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, এই দুইটি যেন ব্রাহ্মীস্থিতি লাভের, ব্রহ্মভূয়ায়, দুইটি স্বতন্ত্র পন্থা—একটি শান্তিময় সন্ন্যাসের পথ, অপরটি দিব্য প্রেম ও দিব্য কর্ম্মের পথ—এইভাবে পৃথকরূপে বর্ণনা করিয়া গীতা এখন পুরুষোত্তমের মধ্যেই ব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিকের সমন্বয় করিতে এবং তাহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে অগ্রসর হইতেছে। কারণ গীতার লক্ষ্য হইতেছে একদেশ-দর্শিতা ও ভেদাত্মক অত্যুক্তি বর্জন করিয়া জ্ঞান ও অধ্যাত্ম অনুভূতির দুইটি দিককে একত্র মিলিত করিয়া পরম সিদ্ধিলাভের একক ও পূর্ণতম পন্থায় পরিণত করা।

প্রথমেই গীতা বেদান্তের অনুসরণ করিয়া অশ্বত্থবৃক্ষরূপে বিশ্ব-প্রপঞ্চের বর্ণনা দিয়াছে।* এই বিশ্ববৃক্ষের দেশে বা কালে আদি নাই অন্ত নাই, কারণ ইহা শাশ্বত এবং অবিনাশী, অশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্। দেহ-ধারী মানবের এই জড়জগতে ইহার প্রকৃত রূপ উপলব্ধি হয় না, আর এখানে ইহার কোন স্থায়ী ভিত্তিও দেখিতে পাওয়া যায় না; ইহা হইতেছে এক অনন্ত গতিপ্রবাহ এবং ইহার ভিত্তি রহিয়াছে উর্দ্ধে অনন্তের পরম পদের মধ্যে।

* উর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥
অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে॥
ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা॥ ১৫।১—৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহার মূল তত্ত্ব হইতেছে পুরাণী চিরন্তনী কর্ম্মপ্রবৃত্তি, তাহা চিরকাল সকল সৃষ্টির আদি পুরুষ হইতে নিঃসৃত হইতেছে, তাহার আরম্ভ নাই শেষ নাই, আদ্যম্ পুরুষম্ যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী। অতএব ইহার আদি মূল রহিয়াছে কালের উর্দ্ধে শাশ্বতের মধ্যে, কিন্তু ইহার শাখাসকল নীচের দিকে বিস্তৃত এবং ইহার অন্যান্য শিকড়গুলিকে ইহা এখানে নীচের দিকে মনুষ্যলোকে প্রসারিত ও অনুপ্রবিষ্ট করিতেছে, এইসব শিকড় হইতেছে সুদৃঢ় ও দুশ্ছেদ্য আসক্তি ও কামনা এবং তাহাদের ফলস্বরূপ আরও অধিক কামনা এবং অন্তহীন ক্রমবর্দ্ধমান কর্মধারা। বেদের ছন্দসকল ইহার পত্রনিচয়ের সহিত উপমিত হইয়াছে এবং যে মনুষ্য এই বিশ্ববৃক্ষকে জানে সেই বেদবিৎ। আমরা বেদ সম্বন্ধে, অন্ততঃ বেদবাদ সম্বন্ধে যে নিন্দাসূচক মতবাদ প্রথমেই আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার তাৎপর্য্য বুঝা যাইতেছে। কারণ বেদ আমাদিগকে যে জ্ঞান দেয় তাহা হইতেছে দেবতাদের সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বের তত্ত্ব ও শক্তিসকলের জ্ঞান, এবং ইহার ফল হইতেছে কামনার সহিত যে যজ্ঞ করা যায় তাহারই ফল, ত্রিভুবনে, মর্ত্তে, স্বর্গে ও মধ্যলোকে ভোগ ও ঐশ্বর্য্যরূপ ফল। এই বিশ্ববৃক্ষের শাখা-সকল উর্দ্ধে ও নিম্নে উভয়দিকেই বিস্তৃত, নিম্নে জড়জগতের মধ্যে, উর্দ্ধে অতিভৌতিক লোকসকলের মধ্যে; তাহারা প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, কারণ গুণত্রয়ই বেদের সমগ্র বিষয়বস্তু, ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ বেদাঃ। বেদের ছন্দসকল হইতেছে পত্রনিচয় এবং বিধিপূর্ব্বক যজ্ঞানু-ষ্ঠানের দ্বারা যে ভোগ্য বিষয়সকল পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহারা নিত্যমঞ্জরিত নবপল্লব। অতএব যতদিন মানুষ গুণসকলের ক্রিয়া উপভোগ করে এবং বাসনাতে আসক্ত থাকে, ততদিন সে প্রবৃত্তির জালে, জন্ম ও কর্ম্মের চক্রে আবদ্ধ থাকে, অনবরত পৃথিবী ও মধ্যলোক ও স্বর্গ-লোক এই সবের মধ্যেই ঘুরিতে থাকে, পরন্তু তাহার পরম অধ্যাত্ম আনন্ত্যের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে পারে না। ঋষিগণ ইহা উপলব্ধি করিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। মুক্তিলাভের জন্য তাঁহারা ধরিয়াছিলেন নিবৃত্তিমার্গ, অর্থাৎ আদি কর্মপ্রেরণার বিরতি, এবং এই নিবৃত্তিমার্গের পরিণতি হইতেছে জন্মেরই অবসান এবং শাশ্বতের উচ্চতম বিশ্বাতীত পদের মধ্যে লোকোত্তর গতি লাভ। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন হইতেছে, দৃঢ় অনাসক্তি অসির দ্বারা এই সকল সুদৃঢ় বাসনা-মূলকে ছেদন করা এবং তাহার পর সেই পরম পদ অন্বেষণ করা, যে পদ একবার লাভ করিতে পারিলে পুনরায় আর মর্ত্যজীবনের মধ্যে ফিরিবার কোনই বাধ্যতা থাকে না। এই নীচের মায়ার মোহ হইতে মুক্ত হওয়া, অহংভাবশূন্য হওয়া, আসক্তিরূপ মহাদোষকে জয় করা, সকল কামনাকে বিশেষভাবে নিবৃত্ত করা, সুখ ও দুঃখের দ্বন্দ্ব বর্জন করা, শুদ্ধ অধ্যাত্ম চেতনায় সর্বদা দৃঢ়নিষ্ঠ থাকা,—এই সকল ধাপই সেই পরম অনন্তের মধ্যে যাইবার পন্থা। সেখানে আমরা পাই সেই কালাতীত সত্তাকে যাহা সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নির দ্বারা উদ্ভাসিত নহে, পরন্তু নিজেই শাশ্বত পুরুষের জ্যোতি। বেদান্তের কথা,—আমি ফিরিয়া চলিয়াছি শুধু সেই আদিপুরুষের সন্ধান করিতে এবং মহান পন্থায় তাঁহাকে লাভ করিতে। ঐটিই পুরুষোত্তমের উচ্চতম পদ, তাঁহার বিশ্বাতীত স্থিতি।

কিন্তু মনে হইতে পারে যে, ইহা সন্ন্যাসের নিষ্ক্রিয়তার দ্বারাই বেশ লাভ করা যায়, এমন কি উৎকৃষ্টভাবে, বিশিষ্টভাবে সাক্ষাৎভাবেই লাভ করা যায়। অক্ষরের পথই ইহার নির্দিষ্ট পথ বলিয়া মনে হয়, সম্পূর্ণভাবে কর্ম ও জীবন পরিত্যাগ, সন্ন্যাসীর নির্জনতা, সন্ন্যাসীর নিষ্ক্রিয়তা। এখানে কর্মের আদেশ দিবার স্থান কোথায়, অন্ততঃ তাহার প্রেরণা কোথায়, প্রয়োজন কোথায়? আর এ-সবের সহিত লোকসংগ্রহ, কুরুক্ষেত্রের রক্তপাত, কালপুরুষের প্রবৃত্তি, লক্ষশরীর বিশ্বপুরুষ এবং তাঁহার উদাত্ত আদেশ,—"উঠ, শত্রুগণকে জয় কর, সমৃদ্ধিশালী রাজ্য ভোগ কর"—এ-সবের কি সম্বন্ধ? আর প্রকৃতির মধ্যে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষ ইনিই বা কি? এই যে পুরুষ, এই ক্ষর, আমাদের পরিবর্ত্তনময় জীবনের ভোক্তা—ইনিও পুরুষোত্তম; ইনি হইতেছেন তিনিই, তাঁহারই শাশ্বত বহু রূপে পুরুষোত্তম, ইহাই গীতার উত্তর। "আমারই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবরূপে আবির্ভূত হয়"।* এই কথাটি, এই বিশেষণটি সাতিশয় অর্থপূর্ণ এবং প্রয়োজনীয়। কারণ ইহা হইতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক জীব, প্রত্যেক সত্তা তাহার অধ্যাত্ম সত্যে স্বয়ং ভগবানই, প্রকৃতির মধ্যে তাহার দ্বারা ভগবানের প্রকাশ বস্তুতঃ যতই আংশিক হউক না কেন। আর কথার যদি কোনও অর্থ থাকে তাহা হইলে ইহার দ্বারা আরও বুঝায় যে, প্রত্যেক প্রকাশশীল পুরুষ, বহু জীবের প্রত্যেক জীবই হইতেছে এক একটি শাশ্বত ব্যক্তি, একমেবাদ্বিতীয়ম্ সত্তার এক শাশ্বত অজাত অমৃত শক্তি। এই প্রকাশশীল পুরুষকে আমরা জীব নামে অভিহিত করি, কারণ ইহা এখানে এই জীবজগতে একটি জীবন্ত সত্তারূপে প্রতীয়মান হয় এবং মানুষের মধ্যে এই আত্মাকে আমরা মানবাত্মা বলিয়া থাকি এবং তাহার মানবধর্ম্মটিই অনুধাবন করি। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহা ইহার আপাতদৃশ্য রূপ হইতে মহত্তর বস্তু এবং ইহার মানবতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। অতীতে ইহার প্রকাশ মানুষ অপেক্ষাও ন্যূন ছিল, ভবিষ্যতে ইহা মননশীল মানুষ অপেক্ষা অনেক বড় কিছু হইতে পারে। আর যখন এই জীব সকল অজ্ঞানের সীমার উপরে উঠে, তখন সে তাহার দিব্য প্রকৃতি প্রাপ্ত হয়, তাহার মানবত্ব ঐ দিব্য প্রকৃতির কেবল সাময়িক আচ্ছাদন, উহার সার্থকতা আংশিক ও অসম্পূর্ণ। ব্যষ্টিগত জীব উর্দ্ধে শাশ্বতের মধ্যে আছে এবং চিরদিনই ছিল, কারণ উহা নিজে সনাতন। এই জন্যই গীতা এমন কোন কথা কোথাও

* মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ ॥
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ১৫।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে নাই যাহা হইতে আদৌ মনে হইতে পারে যে, জীব সম্পূর্ণভাবে লয়প্রাপ্ত হয়, পরন্তু গীতা বলিয়াছে, জীবের পক্ষে পরম পদ হইতেছে পুরুষোত্তমের মধ্যে বাস করা, নিবসিষ্যসি মথ্যেব। গীতা যখন সর্বভূতের এক আত্মার কথা বলিতেছে তখন মনে হইতে পারে যে, গীতা অদ্বৈতবাদের ভাষা ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু শাশ্বত জীবের (মমৈবাংশঃ সনাতনঃ) নিত্য সত্য তাহাতে এমন একটি বিশেষণ যোগ করিয়া দিতেছে, মনে হয় গীতা প্রায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদই স্বীকার করিতেছে,—তবে ইহা হইতেই একেবারে এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া ঠিক হইবে না যে, কেবল এইটিই হইতেছে গীতার দার্শনিক তত্ত্ব অথবা ইহা পরবর্তী রামানুজ মতের সহিত এক। তথাপি এইটুকু খুবই স্পষ্ট যে, এক অদ্বিতীয় ভাগবত সত্তার মধ্যেই একটি বহুত্বের তত্ত্ব রহিয়াছে, তাহা শুধু মায়া নহে, তাহা শাশ্বত ও সত্য।

এই সনাতন জীব ভাগবত পুরুষ হইতে অন্য কিছু নহে অথবা তাঁহা হইতে বস্তুতঃ পৃথকও নহে। ঈশ্বর নিজেই তাঁহার একত্বের অন্তর্নিহিত শাশ্বত বহুত্বের দ্বারা (সকল সৃষ্টিই কি অনন্তের এই সত্যেরই প্রকাশ নহে?) আমাদের মধ্যে অমর আত্মারূপে চিরবিরাজ-মান রহিয়াছেন, এই দেহ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং যখন এই অস্থায়ী গৃহ পরিত্যক্ত হইয়া পঞ্চভূতে মিশিয়া যাইতেছে তখন এখান হইতে চলিয়া যাইতেছেন। মন ও ইন্দ্রিয়সকলের বিষয়সমূহ উপভোগ করিবার জন্য তিনি প্রকৃতির আন্তরিক শক্তি মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিতেছেন, এবং তাহাদের বিকাশ করিতেছেন,*

* শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে॥ ১৫।৮,৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং যাইবার সময়েও বায়ু যেমন পুষ্পপাত্র হইতে গন্ধকে লইয়া যায় সেইরূপ সেই সবকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেছেন। কিন্তু পরিবর্ত্তন-ময়ী প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর ও জীবের অভিন্নতা আমাদের কাছে বাহ্য-দৃশ্যের দ্বারা আচ্ছাদিত থাকে এবং প্রকৃতির গতিশীল ভ্রান্তিসকলের ভিড়ের মধ্যে হারাইয়া যায়। আর যাহারা প্রকৃতির রূপসকলের দ্বারা, মানবতা বা অন্য কোন রূপের দ্বারা নিজেদিগকে নিয়ন্ত্রিত হইতে দেয়, তাহারা কখনই ইহাকে দেখিতে পাইবে না, তাহারা উপেক্ষা করিবে, মানবতনু-আশ্রিত ভগবানকে অবজ্ঞা করিবে। তিনি যখন আসিতেছেন বা যাইতেছেন অথবা অবস্থান করিতেছেন, ভোগ করিতেছেন, গুণান্বিত হইতেছেন, তখন তাহাদের অজ্ঞান তাঁহাকে দেখিতে পাইবে না, কেবল দেখিবে সেখানে মন ও ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষগোচর কি রহিয়াছে, সেই মহত্তর সত্যকে দেখিতে পাইবে না যাহা শুধু জ্ঞানচক্ষুর দ্বারাই পরিলক্ষিত হইতে পারে।* তাহারা কখনও তাঁহার দর্শন পাইবে না, সেজন্য যত্ন করিলেও দর্শন পাইবে না, যতক্ষণ না তাহারা বাহ্য চৈতন্যে প্রতিবন্ধক-সকলকে দূর করিয়া দিতেছে এবং নিজেদের মধ্যে অধ্যাত্ম-সত্তাকে গড়িয়া তুলিতেছে, নিজেদের প্রকৃতির মধ্যেই যেন তাহার জন্য রূপ সৃষ্টি করিতেছে। নিজেকে জানিতে হইলে মানুষকে হইতে হইবে কৃতাত্মা, অধ্যাত্ম ছাঁচে নির্মিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইতে হইবে, অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে জ্ঞানময় হইতে হইবে। আমরা স্বরূপতঃ যে ভাগবত পুরুষ, জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন যোগিগণ নিজেদের অন্তহীন সত্তার মধ্যে, নিজেদের আত্মার আনন্ত্যের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে পান। জ্ঞানালোকিত তাঁহারা

---

* উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ॥ ১৫।১০,১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেদের মধ্যেই ঈশ্বরকে দেখিতে পান এবং স্থূল ভৌতিক রূপের বন্ধন হইতে, মানস ব্যক্তিত্বের রূপ হইতে, অনিত্য প্রাণের রূপ হইতে মুক্ত হন; তাঁহারা আত্মার সত্যে অমর হইয়া বাস করেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহাকে শুধু নিজেদের মধ্যেই দেখেন না, পরন্তু সকল বিশ্বের মধ্যে দেখেন। যে সূর্য্যের জ্যোতি সমগ্র জগতকে উদ্ভাসিত করিতেছে তাহার মধ্যে তাঁহারা আমাদের অন্তর্বাসী ভগবানেরই জ্যোতি দেখিতে পান; চন্দ্রে যে জ্যোতি, অগ্নিতে যে জ্যোতি তাহা ভগবানেরই জ্যোতি।* ভগবানই পৃথিবীতে প্রবেশ করিয়াছেন, তিনিই ইহার জড় শক্তির আত্মা এবং তাঁহার শক্তির দ্বারা যাবতীয় বস্তুসকলকে ধরিয়া রহিয়াছেন। ভগবানই সোমদেবতা, তিনি ধরিত্রীমাতার রসের দ্বারা লতাবৃক্ষকে পুষ্ট করিতেছেন এবং তাহাকে শস্যশ্যামলা করিতেছেন। যে প্রাণ-বহ্নি প্রাণিগণের স্থূল ভৌতিক শরীরকে রক্ষা করিতেছে এবং ইহার খাদ্যকে পরিপাক করিয়া তাহাদের প্রাণশক্তিকে পুষ্ট করিতেছে, তাহা ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নহে। তিনি সকল জীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তাঁহা হইতেই স্মৃতি, জ্ঞান, বিচার বিতর্ক। তিনিই সেই

---

* যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্।। ১২
গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ।। ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্।। ১৪
সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্।। ১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বস্তু যাহাকে সকল বেদের দ্বারা এবং সর্ব্ববিধ জ্ঞানের দ্বারা অবগত হওয়া যায়; তিনিই বেদের জ্ঞাতা, তিনিই বেদান্তের রচয়িতা। অন্য কথায়, ভগবান একই সঙ্গে জড়ের আত্মা, প্রাণের আত্মা, মনের আত্মা, আবার যে অতিমানস বিজ্ঞান জ্যোতি মন ও সীমাবদ্ধ তর্কবুদ্ধির অতীত তিনি তাহারও আত্মা।

এই ভাবে ভগবান তাঁহার যুগ্ম আত্মারূপ রহস্যে, যুগ্ম শক্তিরূপে আবির্ভূত, দ্বৌ ইমৌ পুরুষৌ ; একই সঙ্গে তিনি এই পরিবর্তনময় সর্বভূতের আত্মাকে ধরিয়া রহিয়াছেন, ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি, আবার যে অপরিবর্তনীয় আত্মা তাহাদের উর্দ্ধে তাঁহার শাশ্বত নীরবতা ও শান্তির অক্ষুব্ধ অচলতায় বিরাজ করিতেছে তাহাকেও ধরিয়া রহিয়াছেন।* মানুষের মন ও হৃদয় ও ইচ্ছাশক্তির মধ্যে যে ভাগবত সত্তা রহিয়াছে তাহারই শক্তিতে ইহারা এই দুই পুরুষের দ্বারা বিভিন্ন দিকে প্রবলভাবে আকর্ষিত হয়, মনে হয় যেন এই আকর্ষণ পরস্পরের বিরোধী ও বিসদৃশ, পরস্পরকে বিনষ্ট করিতেই চাহিতেছে। কিন্তু ভগবান কেবলই ক্ষর নহেন, কেবলই অক্ষরও নহেন। তিনি অক্ষর আত্মা হইতে মহত্তর আবার পরিবর্ত্তনশীল জিনিষসকলের আত্মা হইতে আরও বেশী মহত্তর। তিনি যে একই সঙ্গে দুইই হইতে পারেন তাহার কারণ তিনি তাহাদের হইতে ভিন্ন,

---

* দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭
যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য, তিনি সকল বিশ্বের উর্দ্ধে পুরুষোত্তম, অথচ তিনি জগতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, বেদে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, আত্মজ্ঞানে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, বিশ্ব-উপলব্ধিতে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। আর যে এইভাবে তাঁহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া জানে ও দেখে, সে আর জগতের বাহ্য দৃশ্যে বা এই দুইটি আপাতবিরোধী সত্তার পৃথক আকর্ষণে বিমূঢ় হইয়া পড়ে না। সেই জ্ঞানীর মধ্যে এই দুইটি প্রথমে পরস্পরের সম্মুখীন হয়, একটি বিশ্বকর্মের প্রবৃত্তিরূপে, আর একটি আত্মার মধ্যে নিবৃত্তিরূপে, কোন কর্মের সহিত এই আত্মার কোন সম্পর্ক নাই, সকল কর্ম প্রকৃতির অজ্ঞানের, অথবা শুধু এইরূপ বলিয়াই মনে হয়। অথবা তাহারা তাঁহার চৈতন্যের সম্মুখে বিরোধী দাবী লইয়া উপস্থিত হয়, একটি শুদ্ধ, অনির্দেশ্য, অবিচল, শাশ্বত, স্বপ্রতিষ্ঠ সৎরূপে, আর একটি ইহার বিপরীত অসৎরূপে—ক্ষণস্থায়ী গঠন ও সম্বন্ধ, ভাব ও রূপ, নিত্য পরিবর্তনশীল সম্ভূতি ও সৃজন এবং লয়কারী কর্ম ও বিবর্তনের জাল, জন্ম ও মৃত্যু, আবির্ভাব ও তিরোভাব এই সবের জগৎ রূপে। তিনি তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া অতিক্রম করেন, তাহাদের বিরোধের সমন্বয় করেন এবং বিশ্ববেত্তা সর্ববিদ্ হন। তিনি আত্মা ও ভূতসকলের সমুদয় অর্থটি দেখিতে পান; তিনি ভগবানের অখণ্ড সত্তাকে, সমগ্রম্ মাম্, পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন; তিনি ক্ষর ও অক্ষরকে পুরুষোত্তমের মধ্যে মিলিত করেন। যিনি তাঁহার ও সর্বভূতের পরম আত্মা, তাঁহার ও সকল শক্তির এক অদ্বিতীয় অধীশ্বর, জগতের মধ্যে ও বাহিরে নিকট ও দূর শাশ্বত সত্তা, তাঁহাকে তিনি ভালবাসেন, পূজা করেন, দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অবলম্বন করেন, ভজনা করেন। আর তিনি ইহা করেন তাঁহার শুধু কোন একটি দিক বা অংশের দ্বারা নহে, কেবল অধ্যাত্মভাবাপন্ন মনের দ্বারাই নহে, কেবল প্রগাঢ় কিন্তু অনুদার হৃদয়ের প্রখর আলোকেই নহে

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা কেবল কর্মের ভিতর সঙ্কল্পের অভীপ্সার দ্বারাই নহে, পরন্তু তাঁহার সত্তা ও তাঁহার সম্ভূতির, তাঁহার আত্মা ও তাঁহার প্রকৃতির সমস্ত পূর্ণ সম্বুদ্ধ ক্রিয়ার দ্বারা। তাঁহার অবিচল স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার সমতায় তিনি ভাগবত, এবং সকল বস্তু, সকল জীবের সহিত এক; তিনি সেই সীমাহীন সমতাকে, সেই গভীর ঐক্যকে তাঁহার মন, হৃদয়, প্রাণ ও দেহের মধ্যে নামাইয়া আনেন, এবং তাহার উপরে দিব্য প্রেম, দিব্য কর্ম, দিব্য জ্ঞান এই ত্রি-সত্যকে অবিভাজ্য সমগ্রতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। ইহাই গীতা-প্রদর্শিত মুক্তির পন্থা।

আর বস্তুতঃ এইটিই কি প্রকৃত অদ্বৈত নহে, যাহা এক অদ্বিতীয় সত্তার মধ্যে এতটুকুও বিভেদ করে না? এই যে আত্যন্তিক ভেদশূন্য অদ্বৈতবাদ, ইহা প্রকৃতির বহুর মধ্যেই সকল ভাবে এককে এক বলিয়াই দেখে, যে পরম সত্য বিশ্বাতীত সত্তা আত্মার মূল এবং বিশ্বের সত্য তাহার মধ্যে যেমন এককে এক বলিয়া দেখে তেমনিই আত্মার সত্তার এবং বিশ্বের সত্তার মধ্যেও দেখে, এবং উহা কি বিশ্ব প্রবৃত্তি, কি বিশ্বের নিবৃত্তি বা পরম নিবৃত্তি কিছুরই দ্বারা সীমাবদ্ধ নহে। অন্ততঃ ইহাই হইতেছে গীতার অদ্বৈত। গুরু অর্জুনকে বলিলেন, এইটিই গুহ্যতম শাস্ত্র, এইটিই পরম শিক্ষা ও বিদ্যা, ইহাই আমাদিগকে উচ্চতম জগৎ রহস্যের অন্তঃস্থলে লইয়া যাইতে পারে।* এইটিকে পূর্ণভাবে অবগত হওয়া, জ্ঞানে অনুভবে শক্তিতে উপলব্ধিতে ইহাকে অধিকার করা—ইহাই হইতেছে রূপান্তরিত বুদ্ধিতে সিদ্ধিলাভ করা, হৃদয়ে দিব্যভাবে পরিতৃপ্ত হওয়া, এবং ইহাই হইতেছে সকল সঙ্কল্প, ক্রিয়া ও কর্মের পরম অর্থ ও লক্ষ্যে কৃতকার্য্য হওয়া। অমৃতত্ব লাভ করিবার, উচ্চতম ভাগবত প্রকৃতির অভিমুখে উঠিবার, শাশ্বত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হইবার ইহাই পন্থা।

---

* ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্ম কর্ম্মের পরিপূর্ণতা

গীতার চিন্তাধারার বিকাশ এখন এমন এক স্থলে আসিয়া পোঁছিয়াছে যে এখন কেবল একটি প্রশ্নের সমাধান বাকী রহিয়াছে—প্রশ্নটি হইতেছে আমাদের বদ্ধ অপূর্ণ প্রকৃতির, কেমন করিয়া ইহা শুধু মূলতঃ নহে পরন্তু ইহার প্রত্যেক ক্রিয়ায় নীচের সত্তা হইতে উর্দ্ধের সত্তায় বিকাশ লাভ করিবে, তাহার বর্ত্তমান ক্রিয়ার ধর্ম্ম হইতে উঠিয়া শাশ্বত ধর্ম্মে গড়িয়া উঠিবে। এই সমস্যাটি গীতার কয়েকটি সিদ্ধান্তের মধ্যেই অনুস্যূত রহিয়াছে, কিন্তু এখন সেটিকে অধিকতর স্পষ্ট করিয়া আমাদের বুদ্ধির সম্মুখে ধরা আবশ্যক। তৎকালে মনস্তত্ত্বের যে-জ্ঞান পরিচিত ছিল, গীতা তাহা ধরিয়া লইয়াই অগ্রসর হইয়াছে এবং সেইজন্য তাহার চিন্তাধারার বিকাশ করিতে এমন অনেক কথাই সে সংক্ষেপে সারিতে পারিয়াছে, ধরিয়া লইয়াছে বা একেবারেই বাদ দিয়াছে যে-গুলি আমাদিগকে খুব স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে, সুনির্ণীত করিতে হইবে। ইহার শিক্ষা প্রথমেই আমাদের জাগতিক কর্ম্মের জন্য এক নূতন উৎস, নূতন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করিয়াছে; উহাই আরম্ভ এবং শেষও হইয়াছে উহাকে ধরিয়াই। ঠিক মোক্ষলাভের কোন পন্থা নির্দ্দেশ করা গীতার গোড়ায় লক্ষ্য ছিল না, সে লক্ষ্য ছিল মুক্তি-সাধনার সহিত কর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখান এবং আধ্যাত্ম মুক্তিলাভের পরও তাহার সহিত জাগতিক কর্ম্মের সামঞ্জস্য দেখান, মুক্তস্য কর্ম্ম। প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাত্মমুক্তি ও সিদ্ধিলাভের একটি সমন্বয়মূলক যোগ বা অন্তর-বৃত্তি-গত সাধনার বিকাশ করা হইয়াছে, এবং এই যোগের ভিত্তিস্বরূপ কয়েকটি তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির কয়েকটি সত্যের, অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু মূল লক্ষ্যটি, অর্জুনের সেই মূল বাধা ও সমস্যাটি বরাবরই স্মরণে রহিয়াছে। অর্জুনের হৃদয় মন বিদ্রোহী হওয়ায় তিনি কর্ম্মের প্রচলিত স্বাভাবিক ও যুক্তিসম্মত ভিত্তি ও আদর্শ হইতে চ্যুত হইয়া পড়িয়া কর্ম্মের এক নূতন ও সন্তোষজনক অধ্যাত্মনীতির সন্ধান চাহিয়াছেন, মানুষের গতানুগতিক যুক্তি এবং প্রকৃতির আংশিক সত্যসকল অনুসরণ করিয়া তিনি আর কর্ম্ম করিতে পারেন না, তাই তিনি জানিতে চাহিয়াছেন কেমন করিয়া আত্মার সত্যের মধ্যে বাস করা যায়, অথচ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তাঁহার উপর যে কর্মের ভার পড়িয়াছে তাহা তিনি সম্পাদন করিতে পারেন। নির্ব্যক্তিক ও বিশ্বগত আত্মার নিস্তব্ধতার মধ্যে শান্ত, অনাসক্ত, নিস্তব্ধ হইয়া থাকিতে হইবে, অথচ কর্ম্মময়ী প্রকৃতির কর্ম্মসকল সুসম্পন্ন করিতে হইবে এবং আরও উদার ভাবে আমাদের অন্তরস্থিত শাশ্বত ভগবানের সহিত এক হইতে হইবে এবং জগতে তাঁহার সমস্ত ইচ্ছা সম্পন্ন করিতে হইবে, উন্নীত, মুক্ত বিশ্ব-প্রসারিত ব্যক্তিক প্রকৃতির বিশুদ্ধ শক্তি ও দিব্য ঊর্দ্ধ স্থিতির ভিতর দিয়া সেই ভাগবত ইচ্ছা কার্য্য করিবে--ইহাই গীতার সমাধান।

এখন দেখা যাউক সরলতম, স্পষ্টতম ভাষায় ইহার অর্থ কি, অর্জুনের সংশয় ও বিদ্রোহের মূলে যে সমস্যাটি রহিয়াছে তাহার কি সমাধান এখানে পাওয়া যাইতেছে। একজন মানুষরূপে, একটি সামাজিক জীবরূপে তাঁহার কর্ত্তব্য হইতেছে ক্ষত্রিয়ের মহান কার্য্য সম্পন্ন করা, নতুবা সমাজের কাঠামো ভাঙ্গিয়া পড়িবে, জাতিধর্ম-সকল লুপ্ত হইবে, অত্যাচার, অনাচার, অবিচারের বিপ্লবী প্রচণ্ডতার বিরুদ্ধে ন্যায় ও সুবিচারের সুসমঞ্জস শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব হইবে না। অথচ শুধু কর্ত্তব্যের প্রেরণাই এই যুদ্ধের প্রধান নায়ককে আর সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে না, কারণ কুরুক্ষেত্রে ভীষণ বাস্তবতার মধ্যে তাহা অতি রূঢ়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংশয়পূর্ণ দুর্বোধ্য রূপ লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার সামাজিক কর্তব্য পালনের অর্থ সহসা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, তাঁহাকে বিরাট পাপ, দুঃখ, যন্ত্রণারূপ পরিণামে সম্মতি দিতে হইবে, সামাজিক শৃঙ্খলা ও ন্যায় রক্ষার প্রচলিত পদ্ধতিগুলিই সে-সবের পরিবর্তে বিষম বিশৃঙ্খলা ও সংপ্লবের সৃষ্টি করিতে চলিয়াছে। ন্যায়সঙ্গত দাবী ও স্বার্থের যে নীতি, যাহাকে আমরা ন্যায্য অধিকার বলিয়া অভিহিত করি, তাহা হইতে তাঁহার আর কোন সাহায্যই হইতেছে না, কারণ যুদ্ধ করিয়া নিজের জন্য, নিজের ভ্রাতা, নিজের পক্ষের জন্য তাঁহাকে যে রাজ্য জয় করিতে হইবে তাহা ন্যায়তঃ তাঁহাদেরই, সে অধিকার বজায় রাখার অর্থ আসুরিক অত্যাচার দমন করা, ন্যায় ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করা, কিন্তু সে ন্যায় ধর্ম হইতেছে রক্তাক্ত এবং সে রাজ্য হইবে দুঃখের রাজ্য, তাহার উপর এক মহাপাপের, সমাজের এক মহান অনিষ্টের, জাতির প্রতি এক গুরু অপরাধের কলঙ্ক অঙ্কিত থাকিবে। আর ধর্ম্মের অনুশাসন, নীতির দাবী হইতেও যে তিনি বেশী কিছু সাহায্য পাইবেন তাহাও নহে, কারণ এখানে ধর্ম্মে ধর্ম্মে বিরোধ ঘটিতেছে। এই সমস্যার সমাধান করিতে হইলে চাই এক নূতন, এক মহত্তর অথচ এ-পর্য্যন্ত অনাবিষ্কৃত নীতি, কিন্তু সে নীতি কি ?

তাঁহার কর্ম হইতে সরিয়া দাঁড়ানো, সাধুজনোচিত নিষ্ক্রিয়তার আশ্রয় লওয়া, এবং এই যে অপূর্ণ জগতে কর্ম্মের উদ্দেশ্য ও উপায়সকল সন্তোষ-জনক নহে ইহাকে নিজের ভাগ্যের উপর ছাড়িয়া দেওয়া— ইহা একটি সম্ভব সমাধান, সহজেই কার্য্যে পরিণত করা যায়, সহজেই অবধারণ করা যায়, কিন্তু ঠিক এই সহজ সমাধানটিই গুরু পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন। জগতের যিনি ঈশ্বর তিনি মানুষের নিকট কর্ম চান, তিনিই তাঁহার সকল কর্ম্মের অধীশ্বর, তাঁহার এই জগত হইতেছে কর্ম্মের ক্ষেত্র, সে-কর্ম মানুষ অহংভাবের বশে করিতে পারে, অথবা সীমা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদ্ধ মানবীয় বুদ্ধির অজ্ঞানে বা আংশিক আলোকে করিতে পারে, অথবা তাহা সাক্ষাৎ জ্ঞান ও প্রেরণার এক উচ্চতর ও ব্যাপকতর দৃষ্টিসম্পন্ন স্তর হইতে অনুপ্রেরিত হইতে পারে। আবার এই বিশেষ কর্মটিকে অশুভ বলিয়া পরিত্যাগ করাও আর এক প্রকার সমাধান হইতে পারে, অদূর-দর্শী নীতিপরায়ণ মানুষ এইরূপ সমাধান গ্রহণ করিতেই তৎপর; কিন্তু এইভাবে এড়াইবার চেষ্টাও গুরু অনুমোদন করেন নাই। অর্জুন যদি বিরত হন তাহা হইলে আরও বেশী পাপ ও অশুভ সংঘটিত হইবে, তাঁহার বিরতির যদি কোন ফল হয় ত ইহাই হইবে যে, অন্যায় ও অত্যাচার জয়ী হইবে, ভাগবত-কর্মের যন্ত্ররূপে তাঁহার নিজের যাহা ব্রত তাহা প্রত্যাখ্যান করা হইবে। জাতির ভাগ্য নির্ণয়ে এক দারুণ সন্ধিক্ষণ আবির্ভূত হইয়াছে, অন্ধ-শক্তির ক্রিয়া দ্বারা নহে, অথবা কেবল মাত্র মানুষের ভাবনা, স্বার্থ, উন্মাদনা, অহঙ্কারের বিশৃঙ্খল সংঘাত দ্বারাও নহে, পরন্তু এই সকল বাহ্যদৃশ্যের পশ্চাতে যে ঐশী ইচ্ছা রহিয়াছে তাহারই দ্বারা। এই সত্যটি অর্জুনকে দেখাইয়া দিতে হইবে; তাঁহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত বাসনা এবং দুর্বল মানবীয় বিরাগ-সকলের যন্ত্ররূপে নহে, পরন্তু এক বিশালতর ও অধিকতর জ্যোতিষ্মান শক্তির, এক মহত্তর, সর্ববিৎ, দিব্য ও বিশ্বব্যাপী ইচ্ছার যন্ত্ররূপে নির্ব্যক্তিকভাবে, অবিচলিতভাবে কর্ম-করা তাঁহাকে শিখিতে হইবে। আন্তর ও বাহ্য ভগবদ্ সত্তার সহিত তাঁহার অন্তর পুরুষকে মহাযোগে যুক্ত করিয়া তাঁহার নিজের যে পরম আত্মা এবং বিশ্বের অনুপ্রেরক আত্মা তাহার সহিত শান্ত যোগে নির্ব্যক্তিক ভাবে এবং বিশ্বজনীন ভাবে তাঁহাকে কর্ম করিতে হইবে।

কিন্তু এই সত্যকে ঠিকমত দেখিতে পারা যায় না এবং এই প্রকার কর্ম ঠিকমত অনুষ্ঠান করা যায় না, বাস্তব হইয়া উঠে না যতক্ষণ মানুষ অহংয়ের দ্বারা, এমন কি বুদ্ধি ও মানসিক প্রজ্ঞার যে অর্দ্ধ–প্রবুদ্ধ অজ্ঞান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত্ত্বিক অহং তাহারই দ্বারা পরিচালিত হয়। কারণ এইটি হইতেছে আত্মার সত্য, এইটি হইতেছে একটা অধ্যাত্ম প্রতিষ্ঠা হইতে কর্ম্ম। কেবল মাত্র মানসিক বুদ্ধিগত জ্ঞান নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম জ্ঞান এই প্রকার কর্ম্মের জন্য অবশ্য প্রয়োজন, একমাত্র এইরূপ জ্ঞানই ইহার আলোক, বাহন, প্রণোদক হইতে পারে। অতএব প্রথমেই গুরু দেখাইয়া দিলেন, এই যে-সব চিন্তা ও অনুভব অর্জ্জুনকে বিব্রত বিমূঢ় ও বিপর্য্যস্ত করিতেছে, সুখ ও দুঃখ, বাসনা ও পাপ, বাহ্য ফলাফল বিবেচনা করিয়া কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতে মনের প্রবৃত্তি, জগতের সহিত বিশ্বপুরুষের ব্যবহারে যাহা কিছু রুদ্র ও ভীষণ বলিয়া মনে হয় সে-সবের সম্মুখে মানুষের কাতরতা,—আমাদের চৈতন্য যে প্রাকৃত অজ্ঞানের অধীন সেই অধীনতা হইতেই এ সকলের উৎপত্তি ; নীচের প্রকৃতিতে বদ্ধ আত্মা নিজেকে স্বতন্ত্র অহং বলিয়া দেখে, তাহার উপর বস্তুসকলের যে ক্রিয়া তাহার প্রতিক্রিয়ায় সুখ দুঃখ, পাপ পুণ্য, ন্যায় অন্যায়, সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য এই সব দ্বন্দ্বের উদ্ভব করে। এই সকল প্রতিক্রিয়া এক ভ্রান্তির জটিল জাল সৃষ্টি করে, তাহার মধ্যে আত্মা নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজেকে হারাইয়া ফেলে ও বিভ্রান্ত হয়। তাহাকে আংশিক ও অসম্পূর্ণ সমাধানসকল অনুসরণ করিয়া চলিতে হয়, সে-সবের দ্বারা সাধারণ জীবনের কাজ সাধারণতঃ ত্রুটি বিচ্যুতির ভিতর দিয়া কোন রকমে চলিতে পারে, কিন্তু উদারতর দৃষ্টি ও গভীরতর অনুভূতির সম্মুখে তাহাদের কোনই উপযোগিতা থাকে না। কর্ম ও জীবনের প্রকৃত মর্ম বুঝিতে হইলে, মানুষকে এই সকল বাহ্য দৃশ্যের পশ্চাতে আত্মার সত্যের মধ্যে যাইতে হইবে ; প্রকৃত বিশ্বজ্ঞানের ভিত্তি লাভ করিতে হইলে প্রথমে আত্মজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে।

প্রথমেই প্রয়োজন হইতেছে বাসনা ও বিক্ষোভ ও চাঞ্চল্যকর হৃদয়াবেগ হইতে এবং মানবীয় মনের এই বিক্ষুব্ধ ও বিকৃতিকারক পরি-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থিতি হইতে আত্মাকে মুক্ত করিয়া নির্বিকার সমতার আকাশে, নির্ব্যক্তিক শান্তির স্বর্গে, অহংশূন্য অনুভূতি ও দৃষ্টির মধ্যে প্রবেশ করা। কারণ কেবল সেই বিশুদ্ধ উর্দ্ধতর আকাশে, সকল ঝঞ্ঝা ও মেঘ হইতে নির্মুক্ত স্তরেই আত্মজ্ঞান আসিতে পারে এবং বিশ্বের বিধান ও প্রকৃতির সত্যকে ব্যাপক দৃষ্টিতে এবং অবিচল সর্বতোমুখী সর্বত্র প্রবেশকারী জ্যোতিতে স্থিরভাবে দেখা যাইতে পারে। এই যে ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্ব প্রকৃতির অবশ যন্ত্র, প্রকৃতির হস্তের নির্বিরোধী অক্ষম পুত্তলিকা, তাহার সৃষ্টির মধ্যে একটি সৃষ্ট রূপ—ইহার পশ্চাতে রহিয়াছে এক নির্ব্যক্তিক আত্মা, সকলের মধ্যে এক, তাহা সব জিনিষকেই দেখিতেছে, জানিতেছে; এক সম, নিরপেক্ষ, বিশ্বব্যাপী সত্তা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে, এক সাক্ষী-চৈতন্য প্রকৃতিকে জিনিষ-সকলের স্বভাব অনুযায়ী বিকাশ করিতে দিতেছে, কিন্তু প্রকৃতির কর্মের মধ্যে বদ্ধ হইতেছে না, নিজেকে হারাইয়া ফেলিতেছে না। অহং এবং বিক্ষোভময় ব্যক্তিত্ব হইতে সরিয়া এই শান্ত, সম, সনাতন, বিশ্বময় নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে আসাই হইতেছে দৃষ্টিসম্পন্ন যৌগিক কর্ম করিবার প্রাথমিক সাধনা; যে ভাগবত সত্তা ও অব্যর্থ ইচ্ছা আমাদের নিকট এখন অপরিস্ফুট হইলেও বিশ্বমাঝে নিজেকে প্রকট করিতেছে, তাহার সহিত সজ্ঞান যোগেই এইরূপ কর্ম সম্পাদিত হয়।

যখন আমরা এই নির্ব্যক্তিক আত্মার প্রসারতার মধ্যে শান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাস করি, তখন আমাদের ক্ষুদ্র মিথ্যা "আমি", আমাদের কর্মের অহং, ইহার বিশালতার মধ্যে লয় প্রাপ্ত হয় কারণ সেই আত্মা হইতেছে বিরাট, শান্ত, নিশ্চল, নির্ব্যক্তিক; এবং আমরা দেখিতে পাই যে, প্রকতিই কর্ম করিতেছে, আমরা নহি, সকল কর্মই প্রকতির কর্ম, তাহা ছাড়া আর কিছুই হইতে পারে না। আর এই যে জিনিষটিকে আমরা প্রকৃতি বলি, শাশ্বত সত্তা যখন সচল হইতেছে এই প্রকৃতি তাহারই বিশ্বভূতা কার্য্যনির্বাহিকা শক্তি, সেই সত্তা তাহার সৃষ্ট জীবগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি শ্রেণীর মধ্যে এবং শ্রেণীর অন্তর্গত প্রত্যেক ব্যষ্টির মধ্যে তাহার স্বভাব অনুসারে এবং স্বভাব অনুযায়ী কর্ম অনুসারে বিভিন্ন আকার ও রূপ গ্রহণ করিতেছে। প্রত্যেক জীবকেই আপন আপন প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিতে হয়, আর কিছুর দ্বারাই সে কর্ম করিতে পারে না। অহং, ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও বাসনা এ-সবই এক বিশ্বশক্তির জীবন্ত সচেতন রূপ ও সীমাবদ্ধ স্বাভাবিক ক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, সে-শক্তি নিজে অরূপ ও অনন্ত এবং ইহাদের অনেক উর্দ্ধে; বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, মন, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, দেহ, ইহাদিগকে আমরা আমাদের বলিয়া মনে করি, গর্ব করি, ইহারা সবই হইতেছে প্রকৃতির যন্ত্র, প্রকৃতির সৃষ্টি। কিন্তু নির্ব্যক্তিক আত্মা কর্ম করে না এবং প্রকৃতির অংশও নহে, সে পশ্চাৎ হইতে ও উর্দ্ধ্ব হইতে কর্মকে অবলোকন করে এবং স্বরাটরূপে, মুক্ত নির্বিকার জ্ঞাতারূপে, সাক্ষীরূপে বিরাজ করে। যে জীব এই নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে বাস করে, আমাদের প্রকৃতিকে যন্ত্র করিয়া যে-সব কর্ম সম্পাদিত হইতেছে সে-সবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না; সে এ-সবে সাড়া দেয় না, ইহাদের ফল স্বরূপ সুখ দুঃখ, অনুরাগ বিরাগ, বাসনা বিতৃষ্ণা, এইরূপ যে সহস্র দ্বন্দ্ব আমাদিগকে আকৃষ্ট করিতেছে, বিচলিত বিক্ষুব্ধ করিতেছে, এ-সবের দ্বারা সে স্পৃষ্ট হয় না। সে সকল মনুষ্য, সকল বস্তু, সকল ঘটনাকেই সমতার সহিত দর্শন করে, লক্ষ্য করে যে প্রকৃতির গুণ-সকল গুণসকলের উপর ক্রিয়া করিতেছে, সে ঐ যন্ত্রের সমগ্র রহস্যটি দেখিতে পায়, কিন্তু সে নিজে এই সকল গুণের অতীত, এক শুদ্ধ কৈবল্যাত্মক মূল সত্তা, নির্বিচল, মুক্ত, শান্ত-প্রতিষ্ঠ। প্রকৃতি তাহার কর্ম করে এবং নির্ব্যক্তিক বিশ্বগত আত্মা তাহাকে ধারণ করিয়া থাকে কিন্তু মজ্জিত হয় না, আসক্ত হয় না, জড়িত হয় না, বিক্ষুব্ধ বা বিভ্রান্ত হয় না। যদি আমরা এই সমতাময় আত্মায় বাস করিতে পারি,—আমরাও শান্ত-প্রতিষ্ঠ হইতে পারি; আমাদের ইন্দ্রিয়াদি যন্ত্রে যতক্ষণ প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার প্রেরণা চালাইতে থাকে ততক্ষণ আমাদের কর্ম চলিতে থাকে, কিন্তু ভিতরে থাকে অধ্যাত্মমুক্তি ও নিস্পন্দতা।

এই যে আত্মা ও প্রকৃতির দ্বৈত, পুরুষ নিস্পন্দ, প্রকৃতি কর্মময়ী, এইটিই আমাদের জীবনের সবখানি নহে ; এ-বিষয়ে ইহারাই প্রকৃতপক্ষে দুইটি চরম কথা নহে। যদি তাহাই হইত, তাহা হইলে হয় আত্মার পক্ষে সকল কর্মই সমান হইত, এই কর্মটা করা হইবে, না, ঐ কর্মটা করা হইবে, না, কর্ম হইতে বিরত হইতে হইবে, ইহা সদা-পরিবর্ত্তনশীল গুণসকলের কোন অনিয়ন্ত্রিত আবর্ত্তনের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত— অর্জুন দেহেন্দ্রিয়াদিতে রাজসিক প্রেরণার বশে যুদ্ধ করিতে চালিত হইতেন অথবা তামসিক জাড্য বা সাত্ত্বিক উদাসীনতা দ্বারা কর্ম হইতে নিবৃত্ত হইতেন—অথবা অর্জুনের কর্ম করা এবং কেবল এইভাবে কর্ম করাই যদি অবশ্যম্ভাবী হইত তাহাও প্রকৃতির কোন যন্ত্রবৎ অন্ধ নিয়মের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত। তাহা ছাড়া, পুরুষ প্রতিনিবৃত্ত হইয়া নির্ব্যক্তিক নিস্পন্দ আত্মার মধ্যে বাস করিত, কর্মময়ী প্রকৃতির মধ্যে আর আদৌ বাস করিত না, এবং শেষ ফল হইত নিস্পন্দতা, নিষ্ক্রিয়তা, বিরতি, জাড্য, পরন্তু গীতা যে কর্মের নির্দ্দেশ দিতেছে তাহা আর হইত না। আর শেষ কথা, এই দ্বৈতবাদ পুরুষ আদৌ কেন প্রকৃতি ও তাহার ক্রিয়ার মধ্যে বদ্ধ হইতে আসে তাহার কোন প্রকৃত ব্যাখ্যা দিতে পারে না ; কারণ এক চির-অবদ্ধ আত্মচেতন পুরুষ নিজে বন্ধনের মধ্যে পড়িবে, নিজের আত্মজ্ঞান হারাইবে এবং সেই জ্ঞানে তাহাকে আবার ফিরিয়া যাইতে হইবে ইহা কখনই হইতে পারে না। পক্ষান্তরে এই শুদ্ধ পুরুষ, এই আত্মা চিরকালই রহিয়াছে, একই ভাবে রহিয়াছে, সে চির-কালই কর্মের এক আত্ম-চেতন নির্ব্যক্তিক স্বতন্ত্র সাক্ষী বা নিরপেক্ষ ধারণ-কর্ত্তা। এই যে ফাঁক, এই যে অসম্ভব শূন্যতা, ইহাই আমাদিগকে বাধ্য করে দুইটি পুরুষের অথবা একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরুষের দুইটি সংস্থিতির পরিকল্পনা করিতে, একটি আত্মার মধ্যে নিগূঢ়,—তাহার স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তা হইতে সব অবলোকন করিতেছে,—অথবা হয়ত কিছুই দেখিতেছে না, আর একটি নিজেকে প্রকৃতির মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিয়াছে, তাহার কর্মে যোগ দিয়াছে এবং তাহার সৃষ্টি-সকলের সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখিতেছে। কিন্তু পুরুষ ও প্রকৃতি বা মায়ার যে দ্বৈতবাদ এইভাবে দুই পুরুষের দ্বৈতদ্বারা সংশোধিত হয়, এইটিও গীতার দার্শনিক তত্ত্বের সবখানি নহে। গীতা ইহার ঊর্দ্ধে এক উচ্চতম পুরুষের, পুরুষোত্তমের, পরম সর্ব্বব্যাপী একত্বের সন্ধান দিয়াছে।

গীতা বলিয়াছে যে, এক পরম রহস্য, উচ্চতম সত্য আছে যাহা এই দুই বিভিন্ন অভিব্যক্তির সত্যকে ধরিয়া রহিয়াছে, তাহাদের সামঞ্জস্য বিধান করিতেছে। এক পরাৎপর আত্মা, ঈশ্বর ও ব্রহ্ম রহিয়াছেন, একা তিনি ব্যক্তিক এবং নির্ব্যক্তিক উভয়ই, কিন্তু ইহাদের প্রত্যেকেরই অপেক্ষা অন্যতর ও মহত্তর। তিনি পুরুষ, আত্মা, আমাদের সত্তার অন্তরতম সত্তা, কিন্তু তিনিই আবার প্রকৃতি ; কারণ প্রকৃতি হইতেছে সর্বাত্মার শক্তি, কর্মে ও সৃষ্টিতে স্বয়ং প্রবৃত্ত শাশ্বত ও অনন্তের শক্তি। তিনি পরম অনির্বচনীয়, তিনি বিশ্ব-পুরুষ, তিনিই তাঁহার প্রকৃতি দ্বারা এই সকল জীব হইয়াছেন। তিনি পরম আত্মা ও ব্রহ্ম, তিনিই তাঁহার বিদ্যা মায়া এবং অবিদ্যা মায়ার দ্বারা বিশ্ব-রহস্যের দ্বৈত সত্য প্রকট করিতেছেন। তিনি পরম ঈশ্বর, তাঁহার শক্তির অধিনায়ক, তিনিই এই সমগ্র প্রকৃতিকে এবং এই অগণ্য ভূত-সকলের ব্যক্তিত্ব, শক্তি ও কর্ম্মকে সৃষ্টি করিতেছেন, চালিত করিতেছেন, নিয়ন্ত্রিত কারতেছেন। প্রত্যেক জীবই এই স্বপ্রতিষ্ঠ একমেবাদ্বিতীয়ং সত্তার অংশ সত্তা, এই সর্বাত্মার একটি শাশ্বত আত্মা, এই পরম ঈশ্বর ও তাঁহার বিশ্ব প্রকৃতির একটি আংশিক অভিব্যক্তি। এখানে সবই এই ভগবান, বাসুদেবঃ সর্বম্ ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ প্রকৃতি দ্বারা এবং প্রকৃতিস্থ পুরুষের দ্বারা তিনিই সর্বভূত হইতেছেন, এবং সব তাঁহা হইতে উদ্ভূত হইতেছে, তাঁহার মধ্যে এবং তাঁহা দ্বারা জীবন ধারণ করিতেছে, যদিও তিনি নিজে সকল বিশালতম অভিব্যক্তি, গভীরতম অধ্যাত্ম সত্তা বা বিশ্বময় রূপ অপেক্ষাও মহত্তর। এইটিই হইতেছে সৃষ্টির পূর্ণ সত্য, বিশ্বকর্মের সকল রহস্য, আমরা দেখিয়াছি যে, গীতার শেষ অধ্যায়গুলিতে এই রহস্যটিই পরিস্ফুট হইয়াছে।

কিন্তু এই যে মহত্তর সত্য, ইহার দ্বারা অধ্যাত্ম কর্মের নীতি কি ভাবে পরিবর্ত্তিত বা প্রভাবিত হয়? ইহা প্রথমেই এই বিষয়ে পরিবর্ত্তন করে যে, আত্মা ও জীব ও প্রকৃতির সম্বন্ধের সমগ্র অর্থটি পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, ইহা এক নূতন দৃষ্টি খুলিয়া দেয়, যে-সব স্থান ফাঁক ছিল সেগুলি পূর্ণ করিয়া দেয়, মহত্তর প্রশস্ততা লাভ করে, সত্য এবং অধ্যাত্মভাবে প্রত্যক্ষ, নির্দ্দোষভাবে সমগ্র সার্থকতা লাভ করে। জগৎ শুধু প্রকৃতির গুণের দ্বারা অন্ধভাবে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, আর অন্যদিকে রহিয়াছে এক নির্ব্যক্তিক স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার নিস্পন্দতা, তাহার কোন গুণ নাই, আত্মনিয়মনের শক্তি নাই, সৃষ্টি করিবার সামর্থ্য নাই, প্রেরণাও নাই—জগৎ সম্বন্ধে এই ধারণারও পরিবর্ত্তন হইয়া যায়। এই অসন্তোষজনক দ্বৈতবাদের মধ্যে যে ফাঁক রহিয়াছে তাহার সমাধান হয় এবং জ্ঞান ও কর্মের মধ্যে, পুরুষ ও প্রকৃতির মধ্যে এক উন্নয়নকারী ঐক্য প্রকটিত হয়। নিস্পন্দ, নির্ব্যক্তিক পুরুষ সত্য,—ইহা হইতেছে ভগবানের স্থিরতার, শাশ্বতের নিশ্চল নীরবতার, পরমেশ্বরের সকল জন্ম, বিবর্ত্তন, কর্ম ও সৃষ্টির অতীত অবস্থার সত্য, তাঁহার স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তার শান্ত অনন্ত মুক্তি, তাহা সৃষ্টির দ্বারা বদ্ধ বিক্ষুব্ধ বা বিচলিত হয় না, প্রকৃতির ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া দ্বারা স্পৃষ্ট হয় না। প্রকৃতি নিজেও আর দুর্বোধ্য মায়া থাকে না, কিন্তু শাশ্বতেরই একটি ক্রিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া প্রতিভাত হয়, তাহার সকল চঞ্চলতা ও কর্ম ও বহুত্ব এক অক্ষর পুরুষ ও আত্মার অনাসক্ত ও সাক্ষীস্বরূপ শান্তির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ও বিধৃত। প্রকৃতির যে অধীশ্বর একই সঙ্গে বিশ্বের এক এবং বহুধা আত্মা, এবং তাঁহার আংশিক প্রকাশের দ্বারা এই সব সত্তা, শক্তি, চৈতন্য, দেব, পশু, বস্তু, মনুষ্য হইতেছেন, তিনিই সেই অক্ষর পুরুষ-রূপে বিরাজ করিতেছেন। গুণময়ী প্রকৃতি হইতেছে তাঁহারই শক্তির নিম্নতর, স্বেচ্ছায় সঙ্কুচিত ক্রিয়া, ইহা অপূর্ণভাবে সচেতন অভিব্যক্তির প্রকৃতি এবং সেই জন্যই কতকটা অজ্ঞানের প্রকৃতি। তাহার যে বাহ্য শক্তি এখানে বাহ্য ক্রিয়ায় মগ্ন তাহার নিকটে আত্মার সত্য এবং ভগবানের সত্য লুক্কায়িত রহিয়াছে (অনেকটা যেমন মানুষের বাহ্য চেতনার নিকটে তাহার গভীরতর সত্তা লুক্কায়িত থাকে) যতক্ষণ না তাহার মধ্যে অন্তঃপুরুষ এই গুপ্ত বস্তুকে আবিষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হয়, নিজের মধ্যে প্রবেশ করে, এবং নিজের বাস্তব সত্য-সকলের, নিজের মহত্ত্ব ও গভীরতা-সকলের সন্ধান পায়। এই জন্যই তাহাকে আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইবার জন্য তাহার ক্ষুদ্র ব্যক্তিক ও অহংভাবময় সত্তা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাহার বৃহৎ, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর, বিশ্বগত আত্মায় যাইতে হয়। কিন্তু পরমেশ্বর রহিয়াছেন শুধু আত্মাতেই নহে পরন্তু প্রকৃতিতেও। তিনি সর্বভূতের হৃদ্দেশে রহিয়াছেন এবং তাঁহার অধিষ্ঠানের দ্বারা এই মহান প্রকৃতি-যন্ত্রটির আবর্ত্তন নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। তিনি সকলের মধ্যে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, সকলে তাঁহার মধ্যে বাস করিতেছে, তিনিই সব, কারণ সবই হইতেছে তাঁহার বিবর্ত্তন, তাঁহার সত্তার বিভিন্ন অংশ বা রূপ। কিন্তু এখানে সবই চলিয়াছে এক নীচের আংশিক ক্রিয়ায়, এই ক্রিয়া এক গূঢ়, এক উচ্চতর ও মহত্তর ও পূর্ণতর ভাগবত প্রকৃতি হইতে, ভগবানের শাশ্বত অনন্ত প্রকৃতি বা পূর্ণ আত্মশক্তি, দেবাত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের মধ্যে যে সিদ্ধ, সমগ্রভাবে চেতন আত্মা লুক্কায়িত রহিয়াছে যাহা ভগবানের সনাতন অংশ, শাশ্বত ভাগবত সত্তার অধ্যাত্ম সত্তা, তাহা আমাদের মধ্যে ব্যক্ত হইতে পারে এবং আমাদিগকেও তাহার অভিমুখে উন্মুক্ত করিতে পারে যদি আমরা তাহার ক্রিয়ার এবং আমাদের জীবনের এই সত্য সত্যের মধ্যেই সর্বদা বাস করি। যে ভগবানকে চায় তাহাকে তাহার অক্ষর ও শাশ্বত নির্ব্যক্তিক সত্তার সত্যের মধ্যে ফিরিয়া যাইতে হইবে এবং সেই সঙ্গেই তাহাকে সর্বত্র সেই ভগবানকে দেখিতে হইবে যাঁহা হইতে সে উদ্ভূত হইয়াছে, দেখিতে হইবে যে তিনিই সব, এই পরিবর্ত্তনশীলা প্রকৃতির সর্বত্র, তাহার প্রত্যেক অংশ ও পরিণামের মধ্যে এবং তাহার সকল কর্মের মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে হইবে, এবং সেখানেও তাহাকে ভগবানের সহিত এক হইতে হইবে, সেখানেও তাঁহার মধ্যে বাস করিতে হইবে, সেখানেও ভাগবত ঐক্যের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে। সে-সাধক সেই সমগ্রতায় তাঁহার গভীর মূল সত্তার দিব্যশান্তি ও মুক্তির সহিত তাঁহার দিব্যভাবাপন্ন প্রাকৃত সত্তায় যন্ত্রস্বরূপ কর্ম করিবার পরম শক্তির সমন্বয় সাধন করেন।

কিন্তু ইহা কেমন করিয়া করিতে হইবে? প্রথমতঃ আমাদের কর্ম-সঙ্কল্পের পশ্চাতে ভাবটি যদি ঠিক হয় তাহা হইলেই ইহা করা যাইতে পারে। সাধককে তাহার সকল কর্মকেই কর্মেশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে দেখিতে হইবে, তিনি শাশ্বত ও বিশ্বগত সত্তা এবং তাহার নিজেরই উর্দ্ধ্বতম আত্মা, এবং অন্য সকলেরও আত্মা, তিনি বিশ্বমধ্যে সর্বত্রাধিষ্ঠিত, সর্বাধার, সর্বনিয়ন্তা পরম ভগবান। প্রকৃতির সমগ্র কর্মই এইরূপ যজ্ঞ, অবশ্য এ-যজ্ঞ প্রথমতঃ সেই সকল দেবশক্তিকে অর্পণ করা হয় যাঁহারা তাহাকে চালিত করিতেছেন এবং তাহার মধ্যে বিচরণ করিতেছেন; কিন্তু এই সকল দেবশক্তি সেই অদ্বিতীয় এক ও অপরিচ্ছিন্ন সত্তারই পরিচ্ছিন্ন নাম রূপ ভিন্ন আর কিছুই নহে। মানুষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্ম কর্ম্মের পরিপূর্ণতা

সাধারণতঃ প্রকাশ্যভাবে অথবা কোন ছদ্মবেশের অন্তরালে নিজের অহংকেই যজ্ঞ অর্পণ করে; তাহার অর্ঘ্য হইতেছে তাহার নিজেরই স্বৈরতা ও অজ্ঞানের মিথ্যাচার। সে তাহার জ্ঞান, কর্ম, অভীপ্সা, উদ্যম ও প্রচেষ্টা দেবগণকে অর্পণ করে আংশিক, সাময়িক ও ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। অন্যপক্ষে জ্ঞানী মুক্ত পুরুষ তাঁহার সমস্ত কর্ম্মকে একমেবাদ্বিতীয়ম্ শাশ্বত ভগবানে অর্পণ করেন, ইহাদের ফলের উপর বা তাঁহার নিম্নতর ব্যক্তিগত বাসনা কামনা পরিতৃপ্তির উপর তাঁহার কোন আসক্তি থাকে না। তিনি কর্ম করেন ভগবানের জন্য, নিজের জন্য নহে, জগতের কল্যাণের জন্য, বিশ্বের অন্তঃপুরুষের জন্য, তাঁহার নিজের ব্যক্তিগত সৃষ্টি কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য নহে, অথবা তাহার মনের ইচ্ছা বা প্রাণের কামনার কোন বস্তুর জন্য নহে, তিনি কর্ম করেন ভাগবত প্রতিনিধিরূপে, বিশ্ব-ব্যবসায় নিজেই মালিক বা স্বতন্ত্র ব্যবসাদার হিসাবে নহে। আরও লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, ইহা প্রকৃতপক্ষে সম্ভব হয় কেবলমাত্র ততখানিই যতখানি মন সমতা, বিশ্বজনীনতা, উদার নির্ব্যক্তিকতা লাভ করিতে পারে এবং বাসনাময় অহংয়ের সকল রকম ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে; কারণ এইগুলি না থাকিলে ঐরূপ কর্ম করিতেছি বলা ছলনা, না হয় ভ্রান্তিমাত্র। জগতের সমগ্র ব্যাপারটিই হইতেছে বিশ্বের অধীশ্বরের কর্ম, স্ব-প্রতিষ্ঠ অধ্যাত্মসত্তার কারবার, উহা তাঁহারই বিরামহীন সৃষ্টি, ক্রমবর্দ্ধমান অভিব্যক্তি, প্রকৃতির মধ্যে অর্থপূর্ণ প্রকাশ ও জীবন্ত প্রতীক। ফলগুলি তাঁহার, তিনি যেরূপ বিধান করেন সেইরূপই পরিণাম হয়, আমাদের ব্যক্তিগত কর্ম কেবল গৌণভাবে তাহাতে সাহায্য করে, ইহার মূলে যতটা ব্যক্তিগত দাবীর প্রেরণা থাকে ততটাই ইহা আমাদের অন্তরস্থিত এই আত্মা ও পুরুষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বা ব্যাহত হয়, এই আত্মা ও পুরুষ সকলের মধ্যেই রহিয়াছে, বস্তুসকলকে বিশ্বগত উদ্দেশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও কল্যাণের জন্য পরিচালিত করিতেছে, আমাদের ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নহে। নির্ব্যক্তিক ভাবে, নিষ্কামভাবে, কর্মের ফলে আসক্তি বর্জন করিয়া কর্ম করা, ভগবানের জন্য, জগতের জন্য, মহত্তর আত্মার জন্য এবং বিশ্বগত ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য কর্ম করা—এইটিই হইতেছে মুক্তি ও সিদ্ধিলাভের পক্ষে প্রথম ধাপ।

কিন্তু এই ধাপের উর্দ্ধে রহিয়াছে সেই মহত্তর সাধনাটি, আমাদের অন্তর্বাসী ভগবানের নিকটে আমাদের সকল কর্মের আভ্যন্তরীণ সমর্পণ। কারণ অনন্ত প্রকৃতিই আমাদের কর্ম-সকল প্ররোচিত করিতেছে—এবং তাহার মধ্যে ও উর্দ্ধে এক ভাগবত ইচ্ছা আমাদের নিকট হইতে কর্ম দাবী করিতেছে। আমাদের অহং কর্মটিকে যে প্রকার রূপ দেয় তাহা হইতেছে আমাদের তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের ক্রিয়া, তাহা নীচের প্রকৃতির মধ্যে একটা বিকৃতি। অহং নিজেকে কর্ত্তা বলিয়া মনে করে তাই ঐ বিকৃতির উদ্ভব হয়; কর্মটির ধারা সীমাবদ্ধ ব্যক্তিগত প্রকৃতির রূপ ধারণ করে এবং জীব তাহার সহিত এবং তাহার সঙ্কীর্ণ রূপগুলির সহিত আবদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহার মধ্যে যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে সেখান হইতে মুক্ত ও শুদ্ধভাবে কর্মটিকে উৎসারিত হইতে দেয় না। আর অহং কর্মে ও কর্মের ফলে শৃঙ্খলিত হয়। সে যেমন কর্মটির উৎপত্তির দায়িত্ব এবং ব্যক্তিগত সঙ্কল্প নিজেরই বলিয়া দাবী করে, তেমনিই তাহাকে উহার ব্যক্তিগত পরিণাম ও প্রতিক্রিয়া ভোগ করিতে হয়। মুক্ত সিদ্ধ কর্মের জন্য প্রয়োজন আমাদের জীবনের যিনি দিব্য অধীশ্বর তাঁহাকে কর্মটি এবং ইহার উৎপত্তি প্রথমে নিবেদন করা এবং শেষ পর্য্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করা; কারণ আমরা ক্রমশঃ বেশী বেশী উপলব্ধি করি যে, কর্মটি আমাদের মধ্যে অধিষ্ঠিত এক পরম সত্তার দ্বারা গৃহীত হইতেছে, অন্তরাত্মা এক আভ্যন্তরীণ শক্তি ও ভাগবত পুরুষের সহিত গভীর প্রগাঢ় অন্তরঙ্গতা এবং নিবিড় ঐক্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে আকর্ষিত হইতেছে এবং কর্মটি মহত্তর আত্মা হইতে, এক শাশ্বত সত্তার সর্বজ্ঞানময় অনন্ত বিশ্বব্যাপী শক্তি হইতে সাক্ষাৎ ভাবে উৎসারিত হইতেছে, ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত অহংয়ের অজ্ঞান হইতে নহে। কর্মটি প্রকৃতি অনুসারেই নির্বাচিত ও গঠিত হইতেছে কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে যে ভাগবত ইচ্ছা রহিয়াছে সম্পূর্ণভাবে তাহার দ্বারাই, এবং সেই জন্যই তাহা অন্তরে মুক্ত ও সিদ্ধ, বাহিরে তাহার দৃশ্যরূপ যাহাই হউক না কেন; কর্মটি অনন্ত পুরুষের এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম পরিচিতি লইয়া আইসে যে, ইহা "কর্ত্তব্য কর্ম", এইটি করিতে হইবে, সর্বদর্শী কর্মেশ্বরের আপন ধারায় কর্মটি এবং কর্মের গতিটি বিহিত হইয়াছে। মুক্ত ব্যক্তি যখন যন্ত্রস্বরূপ তাহার ব্যক্তিগত সত্তাকে এবং তাহার প্রকৃতির বিশেষ সঙ্কল্প ও শক্তিকে কর্মটির সাধন ও নিমিত্তরূপে ধরিয়া দেয় তখনও তাহার আত্মা নিজের নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে মুক্ত থাকে। সেই সঙ্কল্প ও শক্তি আর তখন স্বতন্ত্রভাবে অহঙ্কৃতভাবে তাহার নিজের নহে, তখন তাহা অতিব্যক্তিক ভগবানেরই একটি শক্তি। ভগবান তাঁহার নিজেরই আত্মার এই অভিব্যক্তিতে, তাঁহার অগণ্য ব্যক্তিরূপের মধ্যে এই বিশেষ ব্যক্তিরূপটিতে ইহার প্রাকৃত সত্তার বৈশিষ্ট্য বা স্বভাবকে ধরিয়া কর্ম করেন। এইটিই হইতেছে মুক্ত পুরুষের কর্মের মহান রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্। ইহা হইতেছে—মানবাত্মার পক্ষে ভাগবত জ্যোতিতে বিকশিত হইয়া উঠার, এক উচ্চতম বিশ্বপ্রকৃতির সহিত নিজের প্রকৃতির যোগ সাধন করিবার ফল।

এই পরিবর্ত্তন জ্ঞান ভিন্ন সংঘটিত হইতে পারে না। ইহার জন্য প্রয়োজন হয় আত্মা ও ভগবান ও জগৎ সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান এবং সেই জ্ঞান আমাদিগকে যে মহত্তর চৈতন্যের মধ্যে লইয়া যায় তাহার মধ্যে বাস করা, তাহাতে বর্দ্ধিত হইয়া উঠা। আমরা এখন জানি সে জ্ঞান কি। ইহা মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে যে, মানবীয় মানস-দৃষ্টি অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক বিভিন্ন ও উদারতর দৃষ্টির উপর তাহার প্রতিষ্ঠা,—এক পরিবর্ত্তিত দৃষ্টি ও অনুভূতি যাহার দ্বারা মানুষ সর্ব প্রথমে অহঙ্কারের এবং অহংয়ের সকল সম্বন্ধের সঙ্কীর্ণতা হইতে মুক্ত হয় এবং সকলের মধ্যে এক আত্মাকে, ভগবানের মধ্যে সকলকে, সর্বভূতকে বাসুদেবরূপে, সকলকেই ভগবানের যন্ত্ররূপে এবং নিজ সত্তাকেও সেই এক ভগবানের সার্থকতাময় সত্তা ও অধ্যাত্ম শক্তিরূপে অনুভব করে, দর্শন করে; এক ঐক্যসাধক অধ্যাত্ম চেতনায় সে অন্যের জীবনের ঘটনাগুলিকেও দেখে যেন তাহারা তাহার নিজেরই জীবনের ঘটনা; ইহা কোনরূপ বিচ্ছেদের প্রাচীর থাকিতে দেয় না এবং সর্বভূতের সহিত বিশ্বজনীন সৌহার্দ্দ্যে বাস করে, মানুষ যতক্ষণ বিশ্বলীলার মধ্যে আছে সর্বভূতের জন্য যে কর্ম করা কর্ত্তব্য তাহা সম্পাদন করে ভগবান কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ধারার অনুসরণে এবং কালের অধীশ্বর বিশ্বপুরুষের আজ্ঞার দ্বারা নিরূপিত সীমার মধ্যে। এইভাবে জীবন যাপন করিয়া এবং এই জ্ঞানে কর্ম করিয়া মানবাত্মা ব্যক্তিকতায় ও নির্ব্যক্তিকতায় শাশ্বতের সহিত যুক্ত হয়, ঠিক যেমন শাশ্বত পুরুষ নিজে কর্ম করেন সেইরূপ কালের মধ্যে কর্ম করিয়াও শাশ্বতের মধ্যে বাস করে, প্রকৃতিতে সম্পাদিত কর্মের রূপ ও গতি যাহাই হউক, সে হয় মুক্ত, সিদ্ধ, আনন্দময়।

মুক্তপুরুষ কৃৎস্নবিদ্, তাঁহার জ্ঞান পূর্ণ ও সমগ্র, এবং তিনি কৃৎস্নকৃৎ, মনের সৃষ্ট বাধা-সকল হইতে মুক্ত হইয়া তাঁহার অন্তরস্থিত ভাগবত ইচ্ছার তেজ, স্বাতন্ত্র্য ও অনন্ত শক্তিতে তিনি সকল কর্ম সম্পাদন করেন। আর যেহেতু তিনি শাশ্বত পুরুষের সহিত যুক্ত, তাঁহার শাশ্বত সত্তার শুদ্ধ অধ্যাত্ম ও অপরিমেয় আনন্দও তাঁহার আছে। যে পুরুষের তিনি অংশ, যিনি তাঁহার সকল কর্মের অধীশ্বর এবং তাঁহার অন্তরাত্মা ও প্রকৃতির দিব্য প্রেমাস্পদ তাঁহাকে তিনি ভজনা করেন। তিনি শুধু নির্বিকার শান্ত দ্রষ্টা মাত্র নহেন, শাশ্বত পুরুষের দিকে তিনি শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার জ্ঞান ও সঙ্কল্পকেই উন্নীত করেন না, তাঁহার প্রেম ও ভক্তি ও আবেগপূর্ণ হৃদয়কেও তদভিমুখী করেন। কারণ হৃদয়ের ঐ উন্নয়ন না হইলে তাঁহার সমগ্র প্রকৃতি সিদ্ধ ও ভগবানের সহিত যুক্ত হয় না; আত্মার শান্তির উল্লাসকে অন্তঃপুরুষের আনন্দোল্লাসের দ্বারা রূপান্তরিত করা আবশ্যক। ব্যক্তিরূপী জীবের উর্দ্ধে এবং নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বা আত্মার উর্দ্ধে তিনি বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমে উপনীত হন, সেই পুরুষোত্তম আপন নির্ব্যক্তিকতায় অক্ষর এবং ব্যক্তিকতার মধ্যে নিজেকে প্রকট করেন এবং এই দুই বিভিন্ন দিক দিয়া তিনি আমাদিগকে তাঁহার দিকে আকৃষ্ট করেন। মুক্ত সাধক ব্যক্তিকভাবে সেই উচ্চতম পরম-পদে উঠেন ভগবানে তাঁহার অন্তরাত্মার প্রেম ও প্রীতি দ্বারা এবং তাঁহার কর্মের অধীশ্বরের প্রতি তাঁহার অন্তরস্থিত সঙ্কল্পের ভজনা দ্বারা; এই সর্বোত্তম ও সর্বময় ভাগবত পুরুষের স্ব-প্রতিষ্ঠ, পূর্ণ, নিগূঢ় সত্তায় তাঁহার যে আনন্দ তাহার দ্বারাই তাঁহার নির্ব্যক্তিক বিশ্বাত্মক-জ্ঞানের শান্তি ও প্রসারতা সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইয়া উঠে। এই আনন্দ তাঁহার জ্ঞানকে গৌরবময় করিয়া তোলে এবং পরমাত্মার যে নিজ সত্তায় এবং তাহার অভিব্যক্তিতে চিরন্তন আনন্দ তাহার সহিত ইহাকে যুক্ত করিয়া দেয়; ইহা তাঁহার ব্যক্তিরূপকেও ভাগবত পুরুষের অতিব্যক্তিকতার মধ্যে সংসিদ্ধ করিয়া তোলে এবং তাঁহার প্রাকৃত সত্তাকে ও কর্মকে শাশ্বত সৌন্দর্য্য, শাশ্বত সুসঙ্গতি, শাশ্বত প্রেম ও আনন্দের সহিত এক করিয়া দেয়।

কিন্তু এই সব পরিবর্ত্তনের অর্থ হইতেছে নীচের মানবীয় প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে উর্দ্ধের ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে উত্তীর্ণ হওয়া। ইহা হইতেছে আমাদের সমগ্র সত্তাকে, অন্ততঃ আমাদের যে মানস সত্তা সঙ্কল্প করে, জ্ঞানার্জন করে, অনুভব করে, সেইটিকে আমরা যাহা আছি তাহার উর্দ্ধে এক উচ্চতম অধ্যাত্ম চেতনার মধ্যে, এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুষ্টিপ্রদ পূর্ণতম অধ্যাত্ম-শক্তির মধ্যে, এক গভীরতম উদারতম অধ্যাত্ম আনন্দের মধ্যে সমগ্রভাবে উন্নীত করা। আর আমাদের বর্ত্তমান প্রাকৃত জীবনকে ছাড়াইয়া উঠিয়া ইহা বেশই সম্ভব, পার্থিব জীবনের ঊর্দ্ধে কোন স্বর্লোকে কিম্বা তাহাকে ছাড়াইয়াও কোন বিশ্বাতীত লোকোত্তর চৈতন্যে ইহা বেশই সম্ভব ; ভগবানের কৈবল্যাত্মক এবং অনন্ত শক্তি ও স্থিতিতে উপনীত হইয়া ইহা সংঘটিত হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এখানে এই শরীরে, এই প্রাণে, এই কর্মে রহিয়াছি, এইরূপ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইলে আমাদের নীচের প্রকৃতির কি গতি হইবে ? কারণ বর্ত্তমানে আমাদের যাবতীয় কর্ম তাহাদের রূপে ও গতিতে প্রকৃতির দ্বারাই নিরূপিত হয়, আর এখানে এই প্রকৃতি হইতেছে ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি, এবং সকল প্রাকৃত জীবে ও সকল প্রাকৃত কর্মেই রহিয়াছে গুণত্রয়,—অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তি-সহ তমোগুণ, প্রবৃত্তি ও কর্ম সহ রজোগুণ, তাহার রিপু-তাড়না ও শোক ও বিকৃতি, জ্যোতি এবং সুখ সহ সত্ত্বগুণ, এবং এই সকল জিনিষের বন্ধন। আর যদি স্বীকার করিয়াই লওয়া যায় যে, জীব আত্মায় গুণত্রয়ের অতীত হইল, তথাপি তাহার যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতিতে কেমন করিয়া সে গুণত্রয়ের কর্ম ও ফল ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ? কারণ গীতা বলিয়াছে যে, জ্ঞানবান ব্যক্তিকেও নিজের প্রকৃতি অনুসারে কর্ম করিতে হয়। বাহ্য অভিব্যক্তিতে গুণত্রয়ের প্রতিক্রিয়া অনুভব করা ও সহ্য করা, কিন্তু পশ্চাতে সাক্ষীস্বরূপ চেতন সত্তায় সে-সব হইতে মুক্ত এবং তাহাদের অতীত থাকা—ইহাই যথেষ্ট নহে ; কারণ ইহাতে মুক্তি ও বন্ধনের দ্বন্দ্ব থাকিয়া যায়, আমরা ভিতরে যাহা এবং বাহিরে যাহা উভয়ের মধ্যে, আমাদের আত্মা এবং আমাদের শক্তি, আমরা নিজেদিগকে যেরূপ জানি এবং আমরা যে সঙ্কল্প করি, কর্ম করি—ইহাদের মধ্যে বিরোধ থাকিয়া যায়। এখানে মুক্তি কোথায়, ঊর্দ্ধের অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে পূর্ণ উন্নয়ন ও রূপান্তর কোথায়, অমৃত ধর্ম,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক দিব্য সত্তার অনন্ত নির্মলতা ও শক্তির স্বকীয় ধর্ম কোথায়? শরীর ত্যাগের পূর্বেই যদি এই পরিবর্ত্তন সাধিত না হয়, তাহা হইলে বলিতেই হয় যে, সমগ্র প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করা সম্ভব নহে, এবং যতক্ষণ না এই মৃত্যুধর্মী জীবন পরিত্যক্ত নির্মোকের ন্যায় আত্মা হইতে খসিয়া পড়িতেছে ততক্ষণ এক অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব থাকিয়াই যাইবে। কিন্তু তাহা হইলে কর্মযোগের শিক্ষা সঙ্গত হইতে পারে না, অন্ততঃ ঐটিই চরম তত্ত্ব হইতে পারে না। পূর্ণ নিস্পন্দতা, অন্ততঃ যতটা পূর্ণ হওয়া সম্ভব সেইরূপ নিস্পন্দতা, ক্রমবর্দ্ধমান সন্ন্যাস এবং কর্মত্যাগ, ইহাই হইবে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা—বস্তুতঃ মায়াবাদীরা এইরূপ যুক্তিই দেখাইয়া থাকেন, তাঁহারা বলেন যে, যতক্ষণ আমরা কর্মের মধ্যে রহিয়াছি ততক্ষণ গীতার পন্থা যে ঠিক সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি কর্ম হইতেছে মায়া এবং নৈষ্কর্ম্যই শ্রেষ্ঠ পন্থা। এই ভাব লইয়া কর্ম করা ভাল, কিন্তু ইহা হইবে কর্মত্যাগের বিরতিতে, সম্পূর্ণ নিস্পন্দতায় পৌঁছিবার পন্থা মাত্র।

গীতাকে এখনও এই সমস্যাটির সমাধান করিতে হইবে, তবেই অধ্যাত্ম সাধকের পক্ষে কর্মের উপযোগিতা সাব্যস্ত হইবে। নতুবা অর্জুনের জন্য এই উপদেশ দিতে হইবে, "উপস্থিত এই ভাবেই কর্ম কর, কিন্তু পরে কর্মত্যাগের উচ্চতর পন্থা অনুসরণ করিও।" কিন্তু তাহা না করিয়া গীতা বলিয়াছে, কর্মের বিরতি নহে, বাসনা ত্যাগই শ্রেষ্ঠতর পন্থা; গীতা মুক্ত পুরুষের কর্মের কথা বলিয়াছে, মুক্তস্য কর্ম। এমন কি গীতা সকল প্রকার কর্ম করিবার উপরেই জোর দিয়াছে, সর্বাণি কর্মাণি, কৃৎস্নকৃৎ; বলিয়াছে, সিদ্ধযোগী যেভাবেই থাকুন বা যাহাই করুন, তিনি ভগবানের মধ্যেই বাস করেন ও কর্ম করেন, সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে। ইহা কেবল তখনই হইতে পারে যখন প্রকৃতি তাহার গতিশক্তি ও কর্মেও ভাগবত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উঠে, এক অবিচল, অস্পৃষ্ট, অবিকার্য্য, শুদ্ধ এবং নীচের প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া-সকলে অক্ষুব্ধ শক্তিতে পরিণত হয়। এই দুরূহতম রূপান্তর সাধিত হইবে কিরূপে, কোন ক্রম অনুসরণে ? জীবাত্মার পূর্ণ সিদ্ধিলাভের শেষ রহস্যটি কি ? আমাদের এই মানবীয় পার্থিব প্রকৃতির এই দিব্য রূপান্তর সাধনের তত্ত্ব ও প্রণালীটি কি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেব ও অসুর

গুণত্রয়ের নিগড়িত বিঘ্নসঙ্কুল ক্রিয়া হইতে গুণত্রয়ের অতীত মুক্ত পুরুষের অনন্ত কর্মে কেমন করিয়া পৌঁছান যাইতে পারে, এই প্রশ্ন যদি আমরা নিজেদিগকে জিজ্ঞাসা করি তাহা হইলেই আমাদের বোধগম্য হইবে যে, মানুষের অজ্ঞান ও বন্ধনময় সাধারণ প্রকৃতিকে এক ভাগবত ও অধ্যাত্ম সত্তার শক্তিপূর্ণ মুক্তিতে পরিবর্ত্তিত করা কার্য্যতঃ কত দুরূহ। এই পরিবর্ত্তন অবশ্য-প্রয়োজনীয়, কারণ ইহা স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, তাহাকে গুণত্রয়ের উর্দ্ধে উঠিতে হইবে, ত্রিগুণাতীত অথবা গুণত্রয় হইতে মুক্ত হইতে হইবে, নিস্ত্রৈগুণ্যঃ। অন্য পক্ষে ইহাও সমান স্পষ্টতার সহিত, সমান জোরের সহিতই বলা হইয়াছে যে, এখানে পৃথিবীতে প্রত্যেক সত্তাতেই প্রকৃতিজাত এই তিন গুণ পরস্পরের সহিত অচেছদ্যভাবে যুক্ত থাকিয়া কর্ম করিতেছে,—এমন পর্যন্ত্যও বলা হইয়াছে যে, মানব বা প্রাণী বা শক্তির সকল কর্ম এই তিন গুণের পরস্পরের উপর ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া ভিন্ন আর কিছুই নহে, কোন একটি গুণ প্রবল হইতেছে, অন্য দুই গুণ তাহার ক্রিয়া ও ফলকে প্রভাবিত করিতেছে, গুণা গুণেষু বর্ত্তন্তে। তাহা হইলে আবার আর একটি শক্তিময় গতিময় প্রকৃতি, আর এক প্রকার কর্ম কেমন করিয়া থাকিবে? কর্ম করার অর্থই হইতেছে প্রকৃতির গুণত্রয়ের অধীন হওয়া; কর্মের এই বিধানের অতীত হওয়ার অর্থ হইতেছে আত্মার মধ্যে নীরব হইয়া যাওয়া। অবশ্য ঈশ্বর, পরম পুরুষ, যিনি প্রকৃতির সকল কর্ম ও প্রক্রিয়ার অধীশ্বর এবং তাঁহার ভাগবত ইচ্ছা দ্বারা সে সবকে চালিত ও নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি এই যন্ত্রবৎ গুণ-ক্রিয়ার অতীত, প্রকৃতির গুণসকল তাঁহাকে স্পর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে না বা সীমাবদ্ধ করে না ; তথাপি মনে হয় তিনি সর্বদা তাহাদের ভিতর দিয়াই কর্ম করেন, সর্বদাই স্বভাবের শক্তি দ্বারা এবং গুণক্রিয়াময় অন্তঃকরণের ভিতর দিয়া গঠন করেন। এই তিনটি হইতেছে প্রকৃতির মৌলিক ধর্ম, যে কার্য্যনির্বাহিকা প্রাকৃত শক্তি এখানে আমাদের মধ্যে গড়িয়া উঠিতেছে তাহার অবশ্যম্ভাবী প্রক্রিয়া ; এবং জীব নিজে এই প্রকৃতিতে ভগবানের অংশ ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব মুক্তিলাভের পরও যদি মানুষ কর্ম করে, সক্রিয় অবস্থায় বিচরণ করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃতির মধ্যে থাকিয়া এবং গুণ-সকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ হইয়া এই কর্ম করিতে হইবে, এইরূপ বিচরণ করিতে হইবে, তাহাদের প্রতিক্রিয়ার অধীন হইতে হইবে, পরন্তু তাহার মধ্যে প্রাকৃত অংশ যতটুকু থাকিয়া যাইবে ততটুকু সে ভাগবত মুক্তির মধ্যে কর্ম করিতে সক্ষম হইবে না। কিন্তু গীতা বলিয়াছে ইহার ঠিক বিপরীত, বলিয়াছে যে, মুক্ত যোগী গুণ-সকলের প্রতিক্রিয়া হইতে মুক্ত হন এবং তিনি যাহাই করুন, এবং যে-ভাবেই থাকুন, তিনি বিচরণ করেন, কর্ম করেন, ভগবানেরই মধ্যে, তাঁহারই মুক্তি ও অমৃতত্বের শক্তিতে, পরম শাশ্বত অনন্তের ধর্মে, সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে। এখানে একটি বিরোধ, একটি অসমাধেয় সমস্যা রহিয়াছে বলিয়াই মনে হয়।

কিন্তু এইরূপ হয় তখনই যখন আমরা বিশ্লেষণপর মনের বিপরীত সিদ্ধান্ত-সকলের মধ্যে নিজেদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখি, আত্মার দিকে এবং প্রকৃতির মধ্যে অবস্থিত অধ্যাত্ম সত্তার দিকে মুক্ত ও সূক্ষ্ম দৃষ্টি লইয়া চাহিয়া দেখি না। বস্তুতঃ প্রকৃতির গুণসকলই এই জগৎকে চালিত করিতেছে না, ইহারা কেবল নিম্নতন প্রকাশ, আমাদের সাধারণ প্রকৃতির কর্ম-যন্ত্র। প্রকৃত পরিচালক শক্তি হইতেছে এক ভাগবত অধ্যাত্ম ইচ্ছা, তাহা বর্তমানে এই অধঃস্তন বিধানগুলি ব্যবহার করিতেছে, কিন্তু নিজে মানবীয় ইচ্ছার ন্যায় গুণ-সকলের দ্বারা সীমাবদ্ধ, প্রভাবিত বা যন্ত্ররূপে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিণত হয় না। অবশ্য যখন এই গুণসকল তাহাদের ক্রিয়ায় এইরূপ বিশ্বব্যাপী, তখন তাহারা যে আত্মার শক্তির মধ্যেই অন্তর্নিহিত কোন বস্তু হইতে উদ্ভূত হইয়াছে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কারণ নিম্ন-তন সাধারণ প্রকৃতির প্রত্যেক জিনিষই পুরুষোত্তমের সত্তার উর্দ্ধতন অধ্যাত্মশক্তি হইতে উদ্ভূত, মতঃ প্রবর্ত্ততে; তাহা অধ্যাত্ম কারণহীন বা নবোদ্ভূত কিছু নহে। আত্মার মূল শক্তির মধ্যে এমন কোন জিনিষ নিশ্চয়ই আছে যাহা হইতে আমাদের প্রকৃতির সাত্ত্বিক জ্যোতি ও তৃপ্তি, রাজসিক প্রবৃত্তি এবং তামসিক জাড্য উদ্ভূত হইয়াছে, এ-সব হইতেছে তাহারই অপূর্ণ এবং বিকৃত রূপ। কিন্তু আমরা এই যে তাহার অপূর্ণতা ও বিকৃতির মধ্যে বাস করিতেছি, যখন আমরা ইহার উর্দ্ধে ঐ সকল মূল উৎসের শুদ্ধ স্বরূপে ফিরিয়া যাই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে, আমরা আত্মার মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করিবামাত্রই এই সকল ক্রিয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। সত্তা ও কর্ম এবং সত্তা ও কর্মের বৃত্তিগুলি তাহাদের বর্তমান সীমাবদ্ধ রূপের বহু উর্দ্ধে সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু হইয়া উঠে।

কারণ সংঘর্ষময় ও দ্বন্দ্বময় বিশ্বের এই বিক্ষুব্ধ কর্মধারার পশ্চাতে কি রহিয়াছে? সেই বস্তুটি কি যাহা মনকে স্পর্শ করিলে, মানস সত্তায় প্রকট হইলে, বাসনা, চেষ্টা, কষ্টকর প্রয়াস, ভ্রান্ত সঙ্কল্প, দুঃখ, পাপ, যন্ত্রণা প্রভৃতি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে? তাহা হইতেছে গতিতে প্রবৃত্ত আত্মার সঙ্কল্প, তাহা হইতেছে কর্মে প্রবৃত্ত এক উদার ভাগবত ইচ্ছা, এই সব জিনিষ তাহাকে স্পর্শ করে না; তাহা হইতেছে মুক্ত ও অনন্ত চৈতন্যময় ভগবানের তপঃ, চিৎশক্তি, তাহার বাসনা নাই কারণ তাহার অধিকার হইতেছে বিশ্বব্যাপী, তাহা আপন গতিতে আপনি আনন্দময়। তাহা কষ্টকর প্রয়াস ও উৎকট শ্রমের দ্বারা ক্লান্ত হয় না, পরন্তু নিজের লক্ষ্য ও উপায়ের উপর তাহার অবাধ প্রভুত্ব; তাহা সঙ্কল্পের কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভ্রান্তির দ্বারা বিপথগ্রস্ত হয় না, পরন্তু আত্মা ও বস্তু-সকল সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞান তাহার প্রভুত্ব ও আনন্দের উৎস; তাহা কোন দুঃখ, পাপ বা বেদনা দ্বারা অভিভূত হয় না, পরন্তু তাহার আছে নিজ সত্তার সুখ ও নির্মলতা এবং নিজ শক্তির সুখ ও নির্মলতা। যে জীব ভগবানের মধ্যে বাস করে সে অধ্যাত্ম সঙ্কল্প লইয়া কর্ম করে, অমুক্ত মনের সাধারণ সঙ্কল্প লইয়া নহে; তাহার কর্মপ্রবর্ত্তি সংঘটিত হয় এই অধ্যাত্ম শক্তি দ্বারা, প্রকৃতির রজোগুণের দ্বারা নহে এবং তাহার হেতু ঠিক এই যে, যেখানে ঐ বিকৃতি আছে সেই নিম্নতন ক্রিয়ার মধ্যে আর সে বাস করে না, পরন্তু দিব্যপ্রকৃতির মধ্যে প্রবৃত্তির যে শুদ্ধ ও সিদ্ধ স্বরূপ তাহাতে সে ফিরিয়া গিয়াছে।

আবার এই যে প্রকৃতির জাড্য, এই তমঃ, যাহার মাত্রা পূর্ণ হইলে প্রকৃতির কর্মকে যন্ত্রের অন্ধ ক্রিয়ার ন্যায় করিয়া তোলে, তাহা হয় যন্ত্রবৎ প্রেরণা, যে বাঁধা গণ্ডীর মধ্যে তাহাকে ঘুরিতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তাহা ছাড়া সে আর কিছুই দেখিতে পায় না, এমন কি সেই গতির নিয়মটি সম্বন্ধেও সচেতন থাকে না--এই তমঃ যাহা অভ্যস্ত কর্মের বিরতিকে মৃত্যু ও ধ্বংসে পরিণত করে এবং মনের মধ্যে অপ্রবৃত্তি ও অজ্ঞানের শক্তি হইয়া দাঁড়ায়, ইহার পশ্চাতে কি রহিয়াছে? এই তমঃ হইতেছে একটা মোহ, বলিতে পারা যায় যে তাহা আত্মার শান্তি ও স্থিরতার চিরন্তন তত্ত্বকে শক্তির অপ্রবৃত্তি ও জ্ঞানের অপ্রবৃত্তি রূপে বিকৃত করিয়া প্রকট করে—ভগবান সে শান্তি কখনও হারান না, এমন কি কর্ম করিবার সময়েও নহে, সেই শাশ্বত শান্তি তাঁহার জ্ঞানের সমগ্র কর্মকে এবং তাঁহার সৃজনাত্মক সঙ্কল্পের শক্তিকে যেমন ঊর্দ্ধে তাঁহার নিজের যাবতীয় আনন্ত্যের মধ্যে তেমনই এখানে তাঁহার কর্ম ও আত্ম-চেতনার আপাতদৃশ্য অপূর্ণতার মধ্যেও ধারণ করিয়া থাকে। ভগবানের যে শান্তি তাহা শক্তির ধ্বংস নহে অথবা শূন্যগর্ভ জড়তা নহে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি ভাগবত শক্তি কিছুকালের জন্য সর্বত্র সক্রিয়ভাবে জানিতে ও সৃষ্টি করিতে বিরত হয় তাহা হইলেও সেই শান্তি অনন্ত পুরুষ যাহা কিছু জানিয়াছেন বা করিয়াছেন সে-সবকে এক সর্বশক্তিময় নীরবতার মধ্যে সংগৃহীত ও নিবিড় চৈতন্যময় করিয়া রাখে। শাশ্বত পুরুষের নিদ্রা বা বিশ্রামের প্রয়োজন নাই ; তিনি ক্লান্ত বা অবসন্ন হন না ; তাঁহার নিঃশেষিত শক্তিসকলকে পুনরুজ্জীবিত বা পুনর্গঠিত করিবার জন্য তাঁহার বিরতি আবশ্যক হয় না ; কারণ তাঁহার শক্তি চিরকাল একই ভাবে অফুরন্ত, অপরিশ্রান্ত, অনন্ত। ভগবান তাঁহার কর্মের মধ্যেও শান্ত এবং সুস্থির ; অন্য পক্ষে তাঁহার কর্ম-বিরতির মধ্যেও তাঁহার সক্রিয়তার পরিপূর্ণ শক্তি এবং সকল সম্ভাবনীয়তা বর্ত্তমান থাকে। মুক্ত পুরুষ এই শান্তির মধ্যে প্রবেশ করেন এবং আত্মার এই চির বিশ্রান্তির অংশভাগী হন। মুক্তির আনন্দের কোনরূপ আস্বাদন যিনি পাইয়াছেন, তিনিই জানেন যে, ইহার মধ্যে শান্তিরই এক চিরন্তন শক্তি নিহিত আছে। আর সেই গভীর প্রশান্তি কর্মের মর্মস্থলেও থাকিতে পারে, শক্তিসকলের প্রচণ্ডতম গতির মধ্যেও অব্যাহত থাকিতে পারে। চিন্তা, কর্ম, সঙ্কল্প, গতির প্রবল বন্যা, প্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগ, স্বপ্রতিষ্ঠ অধ্যাত্ম আনন্দের তীব্রতম উল্লাস থাকিতে পারে এবং সেই উল্লাস প্রসারিত হইয়া প্রকৃতির ধারায় জগতের বস্তু ও সত্তা-সকলের দীপ্ত ও শক্তিময় অধ্যাত্ম উপভোগে ব্যাপ্ত হইতে পারে, অথচ এই প্রশান্তি ও স্থিরতা ঐ আবেগের পশ্চাতে এবং উহার মধ্যে থাকিবে, নিজ গভীরতা সম্বন্ধে সর্বদা সচেতন থাকিবে, সর্বদা একই থাকিবে। মুক্ত ব্যক্তির যে স্থিরতা তাহা আলস্য, অক্ষমতা, অসাড়তা, জাড্য নহে ; ইহা অমর শক্তিতে পূর্ণ, সকল কর্মে সক্ষম, গভীরতম আনন্দের সহিত এক সুরে বাঁধা, পূর্ণতম প্রেম ও করুণা এবং সকল প্রকার তীব্রতম আনন্দের দিকে উন্মুক্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতির যে শুদ্ধতম গুণ, সত্ত্বগুণ, যে-শক্তি স্বায়ত্তীকরণ ও সামঞ্জস্য সাধনের দিকে, যথার্থ জ্ঞান ও যথার্থ ব্যবহারের দিকে সুষ্ঠু সুসঙ্গতি, দৃঢ় সাম্য, যথার্থ কর্ম-নীতি ও যথার্থ পরিগ্রহের দিকে অগ্রসর হয় এবং মনে এইরূপ পূর্ণ পরিতৃপ্তি আনয়ন করে, এই সত্ত্বগুণের নিম্ন-তন জ্যোতি ও প্রসন্নতার ঊর্দ্ধে, সাধারণ প্রকৃতির মধ্যে এই যে উচ্চতম বস্তু, যাহা আপনার গণ্ডীতে এবং স্থিতিকালে খুবই সুন্দর কিন্তু অনিশ্চিত, সীমার দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, বিধি ও বিধান সাপেক্ষ,—ইহার ঊর্দ্ধে ইহার উচ্চ ও সুদূর উৎসে রহিয়াছে এক মহত্তর জ্যোতি ও আনন্দ, তাহা মুক্ত আত্মার মধ্যে মুক্ত। তাহা সীমাবদ্ধ নহে, তাহা কোন সীমা, বিধি বা বিধানের উপর নির্ভর করে না পরন্তু আপনাতে আপনি প্রতিষ্ঠিত এবং অপরি-বর্ত্তনীয়, আমাদের প্রকৃতির বিরোধসকলের মধ্যে কোন একটি বিশেষ সুসঙ্গতির ফল নহে, পরন্তু তাহা নিজেই সুসঙ্গতির উৎস এবং ইচ্ছামত যে-কোন সুসঙ্গতি সৃষ্টি করিতে সক্ষম। তাহা হইতেছে জ্যোতি—জ্ঞানের ভাস্বর অধ্যাত্মশক্তি এবং নিজস্ব ক্রিয়ায় তাহা জ্ঞানের সাক্ষাৎ অতিমানস শক্তি, তাহা আমাদের বিকৃত ও পরোক্ষ মানস জ্ঞান বা প্রকাশ নহে। তাহা হইতেছে প্রশস্ততম আত্ম-সত্তার জ্যোতি ও সুখ, স্বতস্ফূর্ত্ত আত্মজ্ঞান, অন্তরঙ্গ বিশ্বগত তাদাত্ম্য, গভীরতম আত্ম-বিনিময়, তাহা অর্জন, সায়ত্তীকরণ, সামঞ্জস্যসাধন বা কষ্টসাধ্য সাম্যস্থাপনের বস্তু নহে। সেই জ্যোতি এক ভাস্বর অধ্যাত্ম সঙ্কল্পে পূর্ণ এবং তাহার জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কোন ব্যবধান বা অসামঞ্জস্য নাই। সেই আনন্দ আমাদের মলিনতর মানসিক সুখ নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে এক গভীর ঘনীভূত তীব্র স্বয়ংপ্রতিষ্ঠ আনন্দ, আমাদের সত্তা যাহা অনুষ্ঠান করে, যাহা অবধারণ করে এবং যাহা সৃষ্টি করে সে-সবে পরিব্যাপ্ত, তাহা এক স্থায়ী দিব্য উল্লাস। মুক্ত পুরুষ গভীর হইতে গভীরতর ভাবে এই জ্যোতি ও আনন্দের অংশ গ্রহণ করেন, এবং তিনি যতই নিজেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমগ্রভাবে ভগবানের সহিত যুক্ত করেন ততই পূর্ণতর ভাবে ইহাতে বিকশিত হইয়া উঠেন। আবার নীচের প্রকৃতির গুণ-সকলের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপে রহিয়াছে একটা অসাম্যাবস্থা, মাত্রার পরিবর্তনশীল অনবস্থিততা এবং প্রাধান্যের জন্য অবিরত দ্বন্দ্ব, অন্যপক্ষে আত্মার যে মহত্তর জ্যোতি ও আনন্দ, স্থিরতা এবং প্রবৃত্তিমূলক সঙ্কল্প তাহারা পরস্পরকে বর্জন করে না, দ্বন্দ্বে প্রবৃত্ত হয় না, এমন কি কেবল মাত্র সাম্যাবস্থাতেই থাকে না, পরন্তু প্রত্যেকটিই হইতেছে অপর দুইটির একটি রূপ এবং তাহাদের পূর্ণ অবস্থায় তাহারা সকলে হইতেছে অবিচ্ছেদ্য এবং এক। আমাদের মন যখন ভগবানের দিকে অগ্রসর হয় তখন হয়ত একটিকে বর্জন করিয়া আর একটিতে প্রবেশ করিতেছে বলিয়া মনে হয়, হয়ত কর্মের প্রবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শান্তি লাভ করিতে চাহিতেছে বলিয়া মনে হয়, কিন্তু এরূপ যে হয় তাহার কারণ মনের মধ্যে নির্বাচন করিবার যে ভাব রহিয়াছে আমরা প্রথমে সেইটিকে ধরিয়াই ভগবানের দিকে অগ্রসর হই। পরে যখন আমরা অধ্যাত্ম ভাবাপন্ন মনেরও উপরে উঠিতে সক্ষম হই, তখন আমরা দেখিতে পাই যে প্রত্যেক দিব্য শক্তিটির মধ্যেই বাকী সবগুলি নিহিত রহিয়াছে এবং প্রথম অবস্থার এই ভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারি।*

---

* উর্দ্ধতম প্রকৃতির ক্রিয়ার যে-সব পরম অধ্যাত্ম ও অতিমানস রূপ নীচের প্রকৃতির গুণ-সকলের অনুরূপ তাহাদের যে বর্ণনা এখানে দেওয়া হইল তাহা গীতা হইতে গৃহীত নহে, পরন্তু অধ্যাত্ম অনুভূতি হইতেই লওয়া হইয়াছে। উর্দ্ধতম প্রকৃতির যে ক্রিয়া, উত্তমম্ রহস্যম্, গীতা তাহার কোন বিস্তৃত বর্ণনা দেয় নাই; সাধককে তাহার নিজের অধ্যাত্ম অনুভূতির দ্বারাই তাহা আবিষ্কার করিয়া লইতে হইবে। যে উচ্চ সাত্ত্বিক প্রকৃতি ও ক্রিয়ার ভিতর দিয়া পরম রহস্যে পৌঁছিতে হইবে, গীতা শুধু তাহার স্বরূপটি নির্দ্দেশ করিয়াছে এবং সেই সঙ্গেই সত্ত্বকে অতিক্রম করিবার এবং গুণত্রয়ের অতীত হইবার উপরে জোর দিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা হইলে আমরা দেখিতেছি যে, প্রকৃতির গুণসকলের সাধারণ অপকৃষ্ট ক্রিয়ার অধীন না হইয়াও কর্ম করা সম্ভব ; যে মন প্রাণ দেহে আমরা গঠিত তাহাদের অপূর্ণতার উপরেই ঐ ক্রিয়া নির্ভর করে ; ইহা হইতেছে একটা বিকৃতি, একটা অক্ষমতা, একটা ভ্রষ্ট ও মন্দীভূত অবস্থা, জড়াশ্রয়ী মন ও প্রাণ এইটিকেই আমাদের উপর চাপাইয়া দিয়াছে। যখন আমরা অধ্যাত্ম সত্তায় বিকশিত হই, তখন প্রকৃতির এই ধর্ম বা নিম্ন-তন ধারার পরিবর্তে আসে আত্মার অমৃত ধর্ম ; সেখানে উপলব্ধ হয় এক মুক্ত অমৃতময় ক্রিয়া, এক অপরিসীম জ্ঞান, এক লোকোত্তর শক্তি, এক অতলস্পর্শ শান্তি। তথাপি কেমন করিয়া এই পরিবর্তন সাধিত হইবে সে-প্রশ্নটি থাকিয়া যায় ; কারণ একটা মধ্যবর্তী অবস্থা এবং ক্রমে ক্রমে পরিবর্তন অপরিহার্য্য ; কেননা জগতে ভগবানের কার্য্যপরম্পরায় কোন জিনিষই একটা পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠা ব্যতীত হঠাৎ সম্পন্ন হয় না। আমরা যে-জিনিষটি খুঁজিতেছি সেটি আমাদের মধ্যেই রহিয়াছে, কিন্তু কার্য্যতঃ আমাদের পক্ষে সেইটিকে আমাদের প্রকৃতির নীচের রূপসকল হইতে বিকাশ করিয়া লইতে হইবে।‡ অতএব গুণ-সকলের ক্রিয়ার মধ্যেই এমন কোন উপায় থাকা আবশ্যক, এমন কোন সুবিধাজনক যন্ত্র, যাহা দ্বারা আমরা এই পরিবর্তন সাধন করিতে পারি। গীতা এই উপায় পাইয়াছে সত্ত্বগুণের পূর্ণ বিকাশে, সত্ত্বগুণ শক্তিময় আত্ম-বিস্তারের দ্বারা এমন স্থলে উপনীত হয় যখন সে নিজেকে অতিক্রম করিয়া নিজের উৎসে বিলীন হইতে পারে। ইহার কারণ স্পষ্ট, কেননা সত্ত্ব হইতেছে

---

‡ আমাদের প্রকৃতি যে আত্মজয়, প্রয়াস ও সংযমের দ্বারা উর্দ্ধদিকে উঠে, সেইদিক হইতে বিবেচনা করিয়াই এ-কথা বলা হইল। ইহা ছাড়াও সত্তাকে রূপান্তরিত করিবার জন্য তাহার মধ্যে ভাগবত জ্যোতি, প্রতিষ্ঠা ও শক্তির ক্রমশঃ বেশী অবতরণ আবশ্যক হয়, নতুবা সন্ধিস্থলে পৌঁছিয়া এবং তাহার উর্দ্ধে রূপান্তরটি সংসাধিত হইতে পারে না। সেইজন্যই রহিয়াছে শেষ ক্রিয়াস্বরূপ সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণের আবশ্যকতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতি ও প্রসন্নতার শক্তি, এই শক্তি স্থিরতা ও জ্ঞানের দিকে অগ্রসর হয়, এবং তাহার উচ্চতম শিখরে, সে যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই অধ্যাত্ম জ্যোতি ও আনন্দকে কতকটা প্রতিফলিত করিতে পারে, প্রায় তাহার সহিত মানস ঐক্য লাভ করিতে পারে। অন্য দুইটি গুণ এই রূপান্তর লাভ করিতে পারে না, রজঃ দিব্য সঙ্কল্পের প্রবৃত্তিতে এবং তমঃ দিব্য স্থিরতা ও শান্তিতে পরিণত হইতে পারে না যদি প্রকৃতিতে যে সাত্ত্বিক শক্তি রহিয়াছে তাহার সাহায্য না পাওয়া যায়। জাড্যের তত্ত্বটি চিরকালই শক্তির জড় নিষ্ক্রিয়তা এবং জ্ঞানের অক্ষমতা হইয়া থাকিবে যতক্ষণ না জ্যোতির মধ্যে তাহার অজ্ঞান লয় পাইতেছে এবং তাহার অসাড় অক্ষমতা শান্তিময় সর্বশক্তিমান ভাগবত সঙ্কল্পের দীপ্তি ও শক্তির মধ্যে লুপ্ত হইতেছে। কেবল তাহা হইলেই আমরা পরম শান্তি পাইতে পারি। অতএব তমঃকে সত্ত্বের দ্বারা অনুশাসিত হইতে হইবে। ঐ একই কারণে রজঃ গুণ চিরকালই থাকিবে অস্থির বিক্ষুব্ধ উগ্র বা দুঃখময় ক্রিয়া কারণ ইহার যথার্থ জ্ঞান নাই; ইহার স্বাভাবিক গতিটি হইতেছে ভ্রান্ত ও বিকৃত ক্রিয়া, অজ্ঞানের দ্বারা বিকৃত। অতএব আমাদের সঙ্কল্পকে জ্ঞানের দ্বারা পরিশুদ্ধ হইতে হইবে, ইহাকে ক্রমশঃ বেশী বেশী যথার্থ ও জ্ঞানদীপ্ত ক্রিয়ায় পরিণত হইতে হইবে, তবেই ইহা সক্রিয় ভাগবত সঙ্কল্পে রূপান্তরিত হইতে পারিবে। ইহারও অর্থ হইতেছে এই যে, সত্ত্বের সাহায্য প্রয়োজন। সত্ত্বগুণই হইতেছে উর্দ্ধ্বের প্রকৃতির ও নিম্নের প্রকৃতির মধ্যে প্রথম যোগ-সূত্র। অবশ্য ইহাকে এক স্থানে গিয়া রূপান্তরিত হইতে হইবে অথবা নিজেকে অতিক্রম করিতে হইবে এবং ভাঙ্গিয়া গিয়া নিজের উৎসের মধ্যে বিলীন হইতে হইবে; ইহার আপেক্ষিক, পরোক্ষ,অনুসন্ধানপরায়ণ জ্ঞানকে এবং যত্ন সহকারে বিরচিত কর্মকে আত্মার মুক্ত সাক্ষাৎ কর্মশক্তি ও স্বতঃস্ফূর্ত জ্যোতিতে পরিণত হইতে হইবে। কিন্তু ইতিমধ্যে সত্ত্ব-

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির সমুচচ বৃদ্ধি আমাদিগকে তামসিক ও রাজসিক অযোগ্যতা হইতে উদ্ধার করে; আর ইহার নিজের যে অযোগ্যতা তাহা অধিকতর সহজে অতিক্রম করা যায় যদি আমরা রজঃ ও তমঃ গুণের দ্বারা অত্যধিক ভাবে নীচের দিকে আকর্ষিত না হই। সত্ত্বকে এমন ভাবে বিকাশ করা যাহাতে তাহা অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শান্তি ও প্রসন্নতায় পূর্ণ হইয়া উঠে, ইহাই হইতেছে প্রকৃতিকে রূপান্তরিত করিবার সাধনায় প্রথম বিধান।

আমরা দেখিব যে, এইটিই গীতার অবশিষ্ট অধ্যায়গুলিতে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। কিন্তু এই দীপ্তিময় ক্রিয়াটি বিবেচনা করিবার পূর্বে গীতা উপক্রমণিকা স্বরূপ দেব ও অসুর এই দুই প্রকার সত্তার প্রভেদ করিতেছে; কারণ দেব মহান আত্মরূপান্তর-সাধক সাত্ত্বিক ক্রিয়ায় সমর্থ, অসুর অসমর্থ। আমাদিগকে দেখিতে হইবে এই উপক্রমণিকার উদ্দেশ্য কি এবং এই প্রভেদের যথার্থ উপযোগিতা কি। সকল মানুষেরই সাধারণ প্রকৃতি এক, ইহা গুণত্রয়ের মিশ্রণ; ইহা হইতেই মনে হয় যে, সাত্ত্বিক অংশটিকে বিকশিত ও সুদৃঢ় করিবার এবং ইহাকে উর্দ্ধে দিব্য রূপান্তরের শিখরের দিকে উন্নীত করিবার সামর্থ্য সকলের মধ্যেই রহিয়াছে। আমাদের সাধারণ প্রবৃত্তি হইতেছে আমাদের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকে আমাদের রাজসিক ও তামসিক অহমিকার অনুবর্ত্তী করা, আমাদের অস্থির ও অব্যবস্থিত কর্মৈষণা বা আত্মবিলাসী আলস্য বা নিষ্ক্রিয় জাড্যের অনুবর্ত্তী করা—ইহাকে কেবল আমাদের অপরিণত অধ্যাত্ম সত্তার একটা সাময়িক লক্ষণ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে, ইহা অমাদের অসম্পূর্ণ বিকাশের অপরিপক্কতা, যখন অমাদের চৈতন্য অধ্যাত্ম ক্রমবিকাশে উর্দ্ধে উঠিবে তখন ইহা থাকিতে পারে না। কিন্তু কার্য্যতঃ আমরা দেখিতে পাই যে, মানুষ, অন্ততঃ একটা বিশেষ স্তরের উপরে মানুষ, প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর মধ্যে পড়েঃ—যাহাদের আছে জ্ঞান, আত্ম-সংযম, পরহিতৈষণা, পরিপূর্ণতার দিকে সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাবল্য, আর যাহাদের মধ্যে আছে রাজসিক প্রবৃত্তির প্রাবল্য, তাহারা চায় অহংমন্য প্রতিষ্ঠা, ভোগবাসনার পরিতৃপ্তি, নিজেদের প্রবল ইচ্ছা ও ব্যক্তিত্বের চরিতার্থতা, তাহা তাহারা মানুষের বা ভগবানের সেবার জন্য নহে পরন্তু নিজেদেরই গর্ব, যশ ও সুখের জন্য জগতের উপর আরোপ করিতে চায়। ইহারা হইতেছে মানুষের মধ্যে দেবতা ও দানব বা অস্থুরের প্রতিনিধি। ভারতের ধর্মসম্বন্ধীয় প্রতীকতন্ত্রে এই প্রভেদ অতি প্রাচীন। ঋগ্বেদের মূলগত পরিকল্পনা হইতেছে দেবগণ এবং তাঁহাদের তমোময় প্রতিদ্বন্দ্বীগণের মধ্যে যুদ্ধ, একদিকে সব জ্যোতির অধিপতি অনন্তের সন্তান, অন্যদিকে ভেদ ও রাত্রির সন্তান-সকল, এই যুদ্ধে মানবও যোগদান করে এবং তাহা তাহার সকল আভ্যন্তরীণ জীবনে ও কর্মে প্রতিফলিত হয়। জোরোষ্টারের ধর্মেও এইটিই ছিল মূল নীতি। পরবর্তী সাহিত্যে ঐ একই পরিকল্পনা সুস্পষ্ট। নৈতিক অর্থের দিক দিয়া রামায়ণ হইতেছে নররূপী দেব এবং মূর্ত্তিমান রাক্ষসের মধ্যে, ধর্ম ও উচ্চসংস্কৃতির প্রতিনিধি এবং অতিবর্দ্ধিত অহমিকার উচ্ছৃঙ্খল শক্তি ও দানবীয় সভ্যতার মধ্যে বিরাট দ্বন্দ্বের রূপকাত্মক কাহিনী। গীতা যে মহাভারতের অংশ, সেই মহাভারতের বিষয়বস্তু হইতেছে নররূপী দেব ও অস্থুরগণের মধ্যে আজীবন দ্বন্দ্ব, এক পক্ষে শক্তিমান পুরুষগণ, তাঁহারা দেবতার সন্তান, তাঁহারা এক উচ্চ নৈতিক ধর্মের জ্যোতির দ্বারা অনুপ্রাণিত, অন্য পক্ষে মূর্ত্তিমান দানবগণ, এই সব শক্তিমান পুরুষ মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক অহমিকার সেবা করিতে অগ্রসর। প্রাচীন মানবের মন জড় আবরণের পশ্চাতে বস্তু-সকলের সত্য দর্শন করিতে আমাদের অপেক্ষা অধিক উন্মুক্ত ছিল, তাহা মানব-জীবনের পশ্চাতে অসামান্য জাগতিক শক্তি-সকলের সন্ধান পাইয়াছিল, তাহারা বিশ্বময়ী মহাশক্তির বিশিষ্ট ভাব বা ক্রমের প্রতিভূ দেব, অস্থুর, রাক্ষস, পিশাচ; আর যে-সকল মনুষ্যের মধ্যে ইহাদের গুণ বিশেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে দেখা যাইত তাহাদিগকেও দেব, অসুর, রাক্ষস, পিশাচ বলিয়া অভিহিত করা হইত। গীতা নিজের উদ্দেশ্য অনুসারে এই প্রভেদটি গ্রহণ করিয়াছে এবং এই দুই প্রকারের সত্তার মধ্যে, দ্বৌ ভূতসর্গৌ, পার্থক্যটি বিশদ ভাবে বর্ণনা করিয়াছে। গীতা ইতিপূর্বেই আসুরী ও রাক্ষসী প্রকৃতির কথা বলিয়াছে, তাহা ভগবদ্‌জ্ঞান, মুক্তি ও সিদ্ধির পরিপন্থী ; যে দৈবী প্রকৃতি এই সবের অভিমুখী, গীতা এখন তাহার পার্থক্য দেখাইতেছে।

গুরু বলিলেন যে, অর্জুন হইতেছেন দৈবী প্রকৃতির, যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড করিলে তিনি আসুরিক প্রেরণার অধীন হইয়া পড়িবেন এইরূপ আশঙ্কায় তাঁহার শোক করিবার কারণ নাই, মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব! যে কর্মটির উপর সমুদয় নির্ভর করিতেছে, কালপুরুষরূপে প্রকট জগদ্‌-প্রভুর আজ্ঞায় অর্জুনকে দেহধারী ভগবানকে সারথিরূপে লইয়া যে যুদ্ধ করিতে হইবে তাহা হইতেছে ধর্মরাজ্য স্থাপনের জন্য, সত্য ও ন্যায়ের রাজ্য স্থাপনের জন্য সংগ্রাম। তিনি নিজে দেব শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; নিজের মধ্যে তিনি সাত্ত্বিক সত্তার বিকাশ করিাছেন, এখন তিনি এমন অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন যেখানে তিনি এক উচচ রূপান্তরে সমর্থ এবং ত্রৈগুণ্য হইতে মুক্তিলাভে, অতএব সাত্ত্বিক প্রকৃতিও হইতে মুক্তিলাভে সমর্থ। দেব ও অসুর এই বিভাগ সমগ্র মানবজাতিতে ব্যাপ্ত নহে, সকল ব্যক্তির পক্ষেই নির্বিশেষে প্রয়োজ্য নহে, মানবজাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের সকল স্তরে কিম্বা ব্যষ্টিসত্তার বিকাশেরও সকল অবস্থায় এই বিভাগ খুব স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নহে। সমগ্র জাতির অনেকখানি অংশ হইল তামসিক মনুষ্য, কিন্তু সে এখানে যে বিভাগ করা হইয়াছে তাহার কোনটির মধ্যেই পড়ে না, যদিও তাহার মধ্যে স্বল্প মাত্রায় উভয়েরই ধর্ম থাকিতে পারে, এবং প্রধানতঃ সে ক্ষীণভাবে নিম্নতর গুণগুলিরই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুবর্তন করে। সাধারণ মানুষ সচরাচর একটি মিশ্র বস্তু, কিন্তু দুইটি প্রবৃত্তির মধ্যে কোন একটি তাহার মধ্যে অধিকতর প্রবল হয়, তাহাকে প্রধানতঃ রজো-তামসিক কিম্বা সত্ত্ব-রাজসিক করিয়া দিতে চায় এবং তাহাকে দিব্য অনাবিলতা বা আস্থুরিক বিশৃঙ্খলতা এই দুইটি পরিণতির কোন একটির জন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে, এমনও বলিতে পারা যায়। কারণ এখানে গুণাত্মিকা প্রকৃতির ক্রমবিবর্তনে একটা পরিণতিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, এখানে গীতায় যে-সকল বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই ইহা বুঝা যায়। একদিকে হইতে পারে সত্ত্বগুণের উন্নয়ন, অজাত দেবতার আবির্ভাব বা প্রকাশ, অন্যদিকে হইতে পারে প্রকৃতিস্থ জীবের মধ্যে রজোগুণের উন্নয়ন, অস্থুরের পূর্ণ আবির্ভাব। একটি লইয়া যায় মুক্তির সাধনার দিকে, গীতা এইটির উপরেই জোর দিতে যাইতেছে; ইহার দ্বারা সত্ত্বগুণের পক্ষে নিজেকে অতিক্রম করা, ভাগবত সত্তার সাধর্ম্যে রূপান্তরিত হওয়া সম্ভব হয়, বিমোক্ষায়। অপরটি সেই বিশ্ব-গত সম্ভাবনা হইতে দূরে লইয়া যায় এবং আমাদের অহং-বন্ধনের অতি বৃদ্ধি দ্রুততর করিয়া তোলে। এইটিই হইতেছে পার্থক্যটির মূল সূত্র।

দৈবী প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য হইতেছে সাত্ত্বিক সংস্কার ও গুণসকলের পরাকাষ্ঠা; * আত্মসংযম, যজ্ঞ, ধর্মভাব, শুচিতা ও নির্মলতা, সারল্য

---

* অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত॥
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্॥ ১৬।১-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও অকপটতা, সত্য, শান্তি, আত্মত্যাগ, সর্বভূতে দয়া, নিরভিমানতা, কোমলতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, নিষ্ঠা, সকল রকম চাঞ্চল্য, লঘুতা ও অস্থিরচিত্ততা হইতে গভীর ও মধুর ও গম্ভীর মুক্তি, এই সব হইতেছে তাহার স্বাভাবিক লক্ষণ, তাহার গঠনে ক্রোধ, লোভ, ধূর্ততা, বিশ্বাসঘাতকতা, স্বেচ্ছাকৃত হিংসা, দম্ভ, দর্প এবং অত্যধিক স্বাভিমানতা স্থান পায় না। কিন্তু ইহার যে কোমলতা ও আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম সে-সবও দুর্বলতা হইতে মুক্ত; ইহার আছে তেজ ও আত্মশক্তি, দৃঢ় সঙ্কল্প, ন্যায় ও সত্য অনুসারে জীবন যাপনের নির্ভয়তা এবং অহিংসা। সমগ্র সত্তা সমগ্র প্রকৃতি সম্পূর্ণভাবে শুদ্ধ; আছে জ্ঞানের সন্ধান এবং জ্ঞানযোগে স্থির ও দৃঢ় প্রতিষ্ঠা, জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি। যে ব্যক্তি দৈবী প্রকৃতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইহাই তাহার সম্পদ, তাহার সমৃদ্ধি।

আসুরী প্রকৃতিরও সম্পদ আছে, শক্তির সমৃদ্ধি আছে, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা বলশালী ও অশুভ। আসুরিক মনুষ্যদের কর্মে প্রবৃত্তি বা কর্মের নিবৃত্তি সম্বন্ধে, প্রকৃতির পরিপূরণ বা প্রত্যাহার সম্বন্ধে কোন সত্য জ্ঞান নাই (১)।* তাহাদের সত্য, শৌচ, আচার কিছুই নাই। তাহারা স্বভাবতঃ দেখে যে, জগৎ আত্মতৃপ্তির এক বিরাট খেলা ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাদের যে জগৎ তাহার হেতু এবং বীজ এবং নিয়ামক শক্তি হইতেছে কামনা, তাহা অনিয়মের জগৎ, সে-জগতের কোন সঙ্গত বিধান নাই, নির্দিষ্ট কার্য্যকারণ শৃঙ্খলা নাই, সে-জগৎ ঈশ্বর-হীন, সত্যহীন, প্রতিষ্ঠাহীন (২)। তাহাদের বুদ্ধিসম্মত

---

* (১) প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ১৬।৭

(২) অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ১৬।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ধর্ম-সম্বন্ধীয় অন্য উৎকৃষ্টতর বা উচ্চতর মতবাদ যাহাই থাকুক না কেন, কর্মক্ষেত্রে তাহাদের মন-বুদ্ধির এইটিই হয় যথার্থ নীতি; তাহারা সর্বদা কামনা ও অহংয়েরই উপাসনা করে। বাস্তব জীবনকে এই দৃষ্টিতে দেখার উপরেই তাহারা নির্ভর করে এবং এই মিথ্যা দৃষ্টির দ্বারা তাহারা তাহাদের আত্মা ও বুদ্ধির সর্বনাশ সাধন করে (১)। আসুরিক মানব প্রচণ্ড, আসুরিক, ঘোর হিংসাত্মক কর্মের কেন্দ্র বা যন্ত্র হয়, জগতে ধ্বংসশক্তিরূপে আবির্ভূত হয়, অনিষ্ট ও অশুভের উৎস হইয়া উঠে। এই সকল দম্ভমানমদান্বিত পথভ্রষ্ট জীব নিজদিগকে মোহগ্রস্ত করিয়া তোলে, মিথ্যা ও অন্ধ লক্ষ্য-সকলে লাগিয়া থাকে, নিজেদের কামনাতৃপ্তির অশুচি সঙ্কল্প দৃঢ়তার সহিত অনুসরণ করে (২)। কামোপভোগ ব্যতীত জীবনের যে আর অন্য কোন লক্ষ্য আছে তাহা তাহারা ধারণা করিতে পারে না এবং দুষ্পূরণীয় কামনার অনুসরণ করিয়া তাহারা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সর্বগ্রাসী অপরিমেয় চিন্তা ও উৎকণ্ঠা ও প্রয়াসের কবলিত হইয়া থাকে (৩)। শত বন্ধনে বদ্ধ হইয়া, কাম ও ক্রোধে দগ্ধ হইয়া, নিজেদের ভোগ, নিজেদের লালসা তৃপ্তির জন্য অন্যায়ভাবে অর্থ সঞ্চয়ে লিপ্ত থাকিয়া তাহারা মনে করে—"অদ্য আমার এই লাভ হইল, পরে আমার এই মনোরথ পূর্ণ

---

(১) এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ॥ ১৬।৯

(২) কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ॥ ১৬।১০

(৩) চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ॥ ১৬।১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইবে, আজ আমার এত ধন আছে, কাল আমি আরও পাইব (১)। আমি এই শত্রুকে নিহত করিয়াছি, অবশিষ্টগুলিকেও আমি নিহত করিব (২)। আমিই মানুষের রাজা ও বিধাতা, আমি শুদ্ধ, পূর্ণ, বলবান, সুখী, ভাগ্যবান, সকল ভোগের আমিই অধিকারী, আমি ধনবান, আমি কুলীন; আমার তুল্য আর কে আছে? আমি যজ্ঞ করিব, দান করিব, উপভোগ করিব" (৩)। এইরূপে বহু অহঙ্কৃতভাবের দ্বারা বিভ্রান্ত, মোহগ্রস্ত হইয়া, কর্ম করিয়া কিন্তু অসঙ্গতভাবে কর্ম করিয়া, তাহাদের নিজেদের মধ্যে এবং মানুষের মধ্যে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে নহে পরন্তু নিজেদের জন্য, বাসনাতৃপ্তির জন্য, ভোগের জন্য বিরাট কর্ম করিয়া, তাহারা নিজেদেরই পাপের অশুচি নরকে পতিত হয় (৪)। তাহারা যজ্ঞ করে, দান করে কিন্তু আত্মশ্লাঘার বশে, ধনমানের গর্বে, অনম্র ও অবোধ দম্ভ লইয়া। তাহাদের শক্তি ও বলের অহঙ্কারে, তাহাদের ক্রোধ ও দম্ভের প্রচণ্ডতায়, তাহারা তাহাদের মধ্যে অবস্থিত ভগবানকে, মানুষের মধ্যে অবস্থিত

---

(১) আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১৬।১২

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥১৬।১৩

(২) অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৬।১৪

(৩) আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৬।১৫

(৪) অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬।১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবানকে দ্বেষ ও তাচ্ছিল্য করে (১)। আর যেহেতু শুভের প্রতি, ভগবানের প্রতি, তাহাদের এইরূপ গর্বিত দ্বেষ ও অবজ্ঞা আছে, যেহেতু তাহারা ক্রূর ও পাপময়, সেইজন্য ভগবান তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আসুর যোনিতে নিক্ষেপ করেন (২)। তাঁহাকে ভজনা না করায় তাঁহাকে তাহারা পায় না এবং অবশেষে তাঁহাকে পাইবার পথ সম্পূর্ণভাবে হারাইয়া অন্তপ্রকৃতির নিম্নতম স্তরে পতিত হয়, যান্ত্যধমাং গতিং (৩)।

এই যে জীবন্ত বর্ণনা, ইহার দ্বারা যে পার্থক্যটি সূচিত হইতেছে তাহার পূর্ণ উপযোগিতা স্বীকার করিয়া লইলেও ইহার মধ্যে যে অর্থ নাই তাহা টানিয়া বাহির করিলে চলিবে না। যখন বলা হয় যে, এই জড়জগতে দুই প্রকারের সৃষ্ট জীব আছে, দ্বৌ ভূতসর্গৌ, দেব ও অসুর,*

---

(১) আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্॥ ১৬।১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥১৬।১৮

(২) তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষেব যোনিষু॥ ১৬।১৯

(৩) আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ ১৬।২০

* দুই প্রকার সৃষ্ট জীবের পার্থক্যটি সম্পূর্ণভাবে সত্য জড়াতীত লোক-সকলে, সেখানকার গতিধারা অধ্যাত্ম ক্রমবিবর্ত্তনের নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। যেমন দেবতাদের জগৎ আছে, তেমনি অসুরদেরও জগৎ আছে; আর আমাদের পশ্চাতের এই সব জগতে এমন সব অপরিবর্ত্তনীয় রূপের জীব আছে যাহারা বিশ্বের প্রগতির জন্য অপরিহার্য্য পূর্ণ দিব্য সৃষ্টিক্রিয়ায় সহায়তা করে এবং পৃথিবীর উপরে এবং ভৌতিক স্তরে অবস্থিত মানুষের জীবন ও প্রকৃতির উপরেও তাহাদের প্রভাব বিস্তার করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার অর্থ ইহা নহে যে, প্রকৃতিতে প্রত্যেক মানুষের অবশ্যম্ভাবী জীবন-গতি কোন্‌টি হইবে ভগবান তাহা প্রথম হইতেই নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সৃজন করয়িাছেন ; আর ইহাও ঠিক নহে যে, এক অপরিবর্ত্তনীয় আধ্যাত্মিক ভবিতব্য আছে, এবং ভগবান প্রথম হইতেই যাহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন তাহাদিগকে এমনভাবে অন্ধ করিয়া দিয়াছেন যেন তাহারা অনন্ত শাস্তি ও অশুচি নরকে পতিত হয়। সকল জীবই ভগবানের সনাতন অংশ, যেমন দেব তেমনই অসুরও, সকলেই উদ্ধার লাভ করিতে পারে ; অধমতম পাপীও ভগবানের দিকে ফিরিতে পারে। কিন্তু প্রকৃতিতে জীবের যে ক্রমবিবর্ত্তন তাহা হইতেছে একটা সঙ্কট-সঙ্কুল অভিযান, তাহাতে সর্বদা স্বভাব এবং স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম্মই হইতেছে দুইটি প্রধান শক্তি, আর যদি স্বভাবের প্রকটনে, জীবের আত্ম-অভিব্যক্তিতে, কোন আতিশয্য, ইহার লীলায় কোন বিশৃঙ্খলা সত্তার ধর্মকে কুটিল পথে চালিত করে, যদি রাজসিক গুণ-সকলকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়, সত্ত্বকে হ্রাস করা হয়, তাহা হইলে কর্ম ও তাহার ফল-সকলের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় মুক্তির অনুকূল সত্ত্বের উৎকর্ষ নহে, পরন্তু নীচের প্রকৃতির বিকৃতি-সকলের অত্যধিক আতিশয্য। মানুষটি যদি তখনও বিরত না হয়, তাহার ভ্রান্ত পথ পরিত্যাগ না করে তাহা হইলে তাহার মধ্যে অসুরের পূর্ণ জন্ম হয় এবং একবার যদি সে জ্যোতি ও সত্যের বিপরীত দিকে ঐরূপ অত্যধিক ভাবে ঝুঁকিয়া পড়ে তাহা হইলে তাহার মধ্যে যে ভাগবত শক্তির অপপ্রয়োগ হইতেছে তাহার বিপুলতার জন্যই সে আর তাহার ধ্বংসমুখী গতিবেগকে ফিরাইতে সক্ষম হয় না যতক্ষণ না সে অধঃপতনের গভীরতার শেষ সীমায় উপনীত হয় এবং তল স্পর্শ করে, এবং দেখে যে সেই পথ তাহাকে কোথায় আনিয়া ফেলিয়াছে, শক্তিটি অপব্যবহারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে, সে নিজে জীব প্রকৃতির অধস্তন স্তরে নামিয়াছে, তাহাই নরক। যখন সে বুঝিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে এবং জ্যোতির দিকে ফিরিয়া দাঁড়ায় তখনই গীতার অন্য সত্যটি আইসে যে, অধমতম পাপী, অশুদ্ধতম ও প্রচণ্ডতম দুরাচারী ব্যক্তিও যদি অন্তরস্থ ভগবানকে ভজনা করিতে ও অনুসরণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তাহা হইলে সেই মুহূর্তেই সে রক্ষা পায়। তখন কেবল সেই ফিরিয়া দাঁড়ানোর জন্যই সে শীঘ্র সাত্ত্বিক পথটি ধরিতে পারে এবং তাহা সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে লইয়া যায়।

আসুরিক প্রকৃতি হইতেছে রাজসিক প্রকৃতিরই চরম মাত্রা; ইহা জীবকে প্রকৃতির দাসত্বের মধ্যে লইয়া যায়, কাম ক্রোধ ও লোভের মধ্যে লইয়া যায়, এই তিনটি হইতেছে রাজসিক অহংয়ের তিনটি শক্তি এবং ইহারাই নরকের দ্বার। এই নরকের মধ্যেই প্রাকৃত জীব পতিত হয় যখন সে তাহার নিম্নতর ও বিকৃত সংস্কার-সকলের অশুচিতা, অশুভ ও ভ্রান্তিকে প্রশ্রয় দেয়। এই তিনটিই অন্যদিকে আবার এক বিশাল তমিস্রার দ্বার, তাহারা আদি অজ্ঞানের স্বভাবসিদ্ধ যে তামস তাহার মধ্যে লইয়া যায়; কারণ রাজসিক প্রকৃতির উদ্দাম শক্তি যখন শ্রান্ত হইয়া পড়ে তখন তাহা পুনরায় আত্মার অধমতম তামসিক পরিস্থিতির দৌর্বল্য, অবসাদ, অন্ধকার, অক্ষমতার মধ্যে পতিত হয়। এই অধঃপতন হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে, মানুষকে এই তিনটি অশুভ শক্তিপরিহার করিতে হইবে এবং সত্ত্বগুণের জ্যোতির দিকে ফিরিতে হইবে, যথাযথভাবে, যথার্থ সম্বন্ধে, সত্য ও ধর্ম অনুসরণ করিয়া জীবন যাপন করিতে হইবে; তাহা হইলেই সে তাহার মহত্তর কল্যাণের অনুসরণ করিবে এবং মহত্তম আত্ম-স্থিতিতে উপনীত হইতে পারিবে। কামনার ধর্ম অনুসরণ করা আমাদের প্রকৃতির সত্য নীতি নহে, ইহার কর্মের এক উচ্চতর ও যোগ্যতর আদর্শ আছে। কিন্তু কোথায় তাহা নিহিত, কিরূপে তাহা পাওয়া যায়? প্রথমতঃ মানবজাতি সর্বদাই এই ন্যায্য ও মহতী নীতির সন্ধান করিয়াছে, এবং যাহা কিছু সে আবিষ্কার করিতে পারিয়াছে সে-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সব তাহার শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়াছে, ঐ শাস্ত্র হইতেছে বিদ্যা ও জ্ঞানের বিধান, নৈতিকতার বিধান, ধর্মের বিধান, শ্রেষ্ঠ সামাজিক আচারের বিধান, মানুষের সহিত, ভগবানের সহিত ও প্রকৃতির সহিত আমাদের যথাযথ সম্বন্ধ স্থাপনের বিধান। তামসিক মানবের গতানুগতিক অভ্যাসের বশ মন অজ্ঞভাবে যে-সব প্রথা অনুসরণ করে, তাহাদের কোনটি হয়ত ভাল, কোনটি মন্দ,—এ-সবের সমষ্টিই শাস্ত্র নহে। অন্তর্বোধ, অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞার দ্বারা যে জ্ঞান ও শিক্ষা লিপিবদ্ধ হয় তাহাই শাস্ত্র, তাহা হইতেছে জীবনের বিজ্ঞান, জীবনের শিল্প, জীবনের নৈতিক বিধান, জাতির পক্ষে যাহা তৎকালিক শ্রেষ্ঠতম আদর্শ তাহাই শাস্ত্র। অর্দ্ধ-প্রবুদ্ধ যে মানুষ শাস্ত্রের বিধি পরিত্যাগ করিয়া তাহার কামনা ও সহজাত সংস্কারের অনুসরণ করে, সে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি পাইতে পারে কিন্তু সুখ পাইবে না, কারণ আভ্যন্তরীণ যে সুখ তাহা কেবল যথাযথভাবে জীবন যাপন করিয়াই লাভ করা যায়। * সে সিদ্ধির দিকে অগ্রসর হইতে পারে না, উচ্চতম আধ্যাত্মিক গতি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। সংস্কার ও কামনা পাশব জগতেই সর্বপ্রথম নীতি বলিয়া মনে হয় কিন্তু মানুষের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয় সত্য ও ধর্ম ও জ্ঞান ও যথাযথ জীবন-ধারার অনুসরণে। অতএব মানুষ তাহার সত্তার নিম্নতর অঙ্গ-সকলকে যুক্তি ও বুদ্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য যে শাস্ত্র, যে সর্বসম্মত বিধি দাঁড় করাইয়াছে প্রথমতঃ তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে, তাহাকেই আচরণ ও কর্মের, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের প্রামাণ্য করিতে হইবে, যতক্ষণ না সংস্কারমূলক বাসনাময়ী প্রকৃতি নিয়মিত ও প্রশমিত হইতেছে, আত্ম-সংযমের অভ্যাসের দ্বারা বশীভূত হইতেছে এবং মানুষ প্রথমে আরও মুক্ততর বুদ্ধিসম্মত আত্ম-পরিচালনার

* যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥ ১৬।২৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য এবং পরে অধ্যাত্ম প্রকৃতির উচ্চতম নীতি ও পরম মুক্তির জন্য যোগ্য হইয়া উঠিতেছে।

কারণ শাস্ত্র বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় তাহা সেই অধ্যাত্ম নীতি নহে, যদিও ইহার উচ্চতম স্তরে যেখানে ইহা অধ্যাত্মভাবে জীবন যাপন করিবার বিদ্যা ও প্রয়োগনীতি (গীতা নিজের শিক্ষাকেই উচ্চতম ও গুহ্যতম শাস্ত্র বলিয়াছে, ১৫। ২০) সেখানে ইহা সাত্ত্বিক প্রকৃতি কেমন করিয়া নিজেকে অতিক্রম করিতে পারে তাহার বিধি নিরূপণ করিয়া দেয় এবং যে সাধনার দ্বারা অধ্যাত্ম রূপান্তর সাধিত হইবে তাহার বিকাশ করে। তথাপি সকল শাস্ত্রই কতকগুলি শিক্ষামূলক ব্যবস্থা বা ধর্ম লইয়া গঠিত, উহা উপায় মাত্র, লক্ষ্য নহে। পরম লক্ষ্য হইতেছে আত্মার মুক্তি, তখন জীব সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া তাহার কর্মের একমাত্র নীতির জন্য ভগবানের অভিমুখী হয়, সাক্ষাৎভাবে ভগবৎ ইচ্ছা হইতেই কর্ম করে, ধর্মের মধ্যে নহে, আত্মার মধ্যেই বাস করে। অর্জুনের পরবর্তী প্রশ্নে শিক্ষাটির এইরূপ বিকাশই সূচিত হইতেছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণ, শ্রদ্ধা ও কর্ম্ম

গীতা দুই প্রকার কর্মের প্রভেদ করিয়াছে, ব্যক্তিগত কামনার স্বৈরতা অনুসরণে কর্ম, কামচারতঃ, এবং শাস্ত্রের অনুসরণে কর্ম। শাস্ত্র বলিতে আমাদিগকে বুঝিতে হইবে জীবন-যাত্রার সর্বসম্মত বিদ্যা এবং প্রয়োগকৌশল, তাহা মানব-জাতির সমষ্টিগত জীবনের ফল, তাহার সংস্কৃতি, তাহার ধর্ম, তাহার বিজ্ঞান, জীবনের শ্রেষ্ঠ বিধি সম্বন্ধে তাহার প্রগতিশীল আবিষ্কার,—কিন্তু সে মানবজাতি এখনও অজ্ঞানের মধ্যে চলিতেছে এবং অর্দ্ধালোকে জ্ঞানের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে। ব্যক্তিগত কামনার বশে কর্ম আমাদের প্রকৃতির অসংস্কৃত অবস্থার জিনিষ, তাহা অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানের দ্বারা এবং অনিয়ন্ত্রিত বা কুনিয়ন্ত্রিত রাজসিক অহমিকার দ্বারা অনুপ্রেরিত। শাস্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম হইতেছে বুদ্ধিগত, নীতিগত, সৌন্দর্য্য-বোধগত, সমাজগত, ধর্মগত কৃষ্টির ফল; ইহাতে আছে কোনরূপ যথাযথ জীবন ধারণ, সুসঙ্গতি এবং যথাযথ ব্যবস্থার প্রয়াস, এবং সে প্রয়াস স্পষ্টতঃই হইতেছে মানুষের সাত্ত্বিক অংশের পক্ষে তাহার রাজসিক ও তামসিক অহমিকাকে অতিক্রম করা, সংযত ও নিয়ন্ত্রিত করা অথবা যেখানে তাহাদিগকে স্বীকার করিয়া লইতেই হইবে সেখানে তাহাদিগকে পরিচালিত করার প্রয়াস, সে প্রয়াস কতটা অগ্রসর হইবে তাহা ঘটনাচক্রের উপরই নির্ভর করে। সম্মুখে অগ্রসর হইবার পক্ষে এইটি উপায় স্বরূপ, অতএব মানুষকে প্রথমতঃ ইহার ভিতর দিয়া যাইতেই হইবে এবং তাহার ব্যক্তিগত কামনার প্রেরণা অনুসরণ না করিয়া এই শাস্ত্রকেই তাহার কর্মের বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যেখানেই মানবজাতি কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ও বিকশিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজ ব্যবস্থায় উপনীত হইয়াছে সেইখানেই সে এই সাধারণ নীতিটি সর্বদাই স্বীকার করিয়া লইয়াছে; শৃঙ্খলা সম্বন্ধে একটা ধারণা, একটা নীতি, নিজের পর্ণতার একটা আদর্শ তাহার আছে, তাহা তাহার কামনার নির্দ্দেশ বা অসংস্কৃত প্রেরণা-সকলের স্থূল নির্দ্দেশ হইতে বিভিন্ন। এই মহত্তর নীতিটি মানুষ সাধারণতঃ পায় নিজের বাহিরে জাতির ভূয়োদর্শিতা ও অভিজ্ঞতার কোন অল্পাধিক নির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্তে, সেইটি সে গ্রহণ করে, তাহাতেই তাহার মন এবং তাহার সত্তার প্রধান প্রধান অংশগুলি সম্মতি দেয় অথবা অনুমতি দেয়, এবং তাহার মন, সঙ্কল্প ও কর্ম্মে তদনুসারে জীবন যাপন করিয়া সেইটিকেই সে নিজের করিয়া লয়। আর সত্তার এই যে সম্মতি, বিশ্বাস করিবার, সংসিদ্ধ করিবার এই যে সজ্ঞান স্বীকৃতি ও সঙ্কল্প, ইহাকে তাহার শ্রদ্ধা বলা যাইতে পারে, গীতা এই নামটিই ব্যবহার করিয়াছে। যে ধর্ম্ম, দর্শনশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, সামাজিক আদর্শ বা কৃষ্টিগত আদর্শে আমি শ্রদ্ধাবান, তাহা আমাকে আমার প্রকৃতির জন্য এবং ইহার কর্মের জন্য একটা নীতি দেয়, আপেক্ষিক যাথার্থ্যের, আপেক্ষিক বা পূর্ণতম সিদ্ধির একটা ধারণা দেয়, এবং তাহাতে আমার শ্রদ্ধা যে অনুপাতে ঐকান্তিক ও সম্পূর্ণ হয়, সেই শ্রদ্ধা অনুসারে জীবন যাপন করিবার সঙ্কল্প যে অনুপাতে প্রগাঢ় হয়, সেই অনুপাতে আমি উহার অনুরূপ হইতে পারি; আমি নিজকে সেই যাথার্থ্যের প্রতিমূর্ত্তিরূপে, সেই সিদ্ধির আদর্শ দৃষ্টান্তরূপে গড়িয়া তুলিতে পারি।

কিন্তু আবার আমরা ইহাও দেখিতে পাই যে, মানুষের মধ্যে তাহার বাসনার নির্দ্দেশ ছাড়া এবং ধর্ম, নির্দ্দিষ্ট আদর্শ, শাস্ত্রের নিরাপদ নিয়ামক বিধি অনুসরণ করিবার ইচ্ছা ছাড়াও একটা মুক্ততর প্রবৃত্তি রহিয়াছে। দেখা যায় যে, ব্যক্তি অনেক সময়েই এবং সমাজও তাহার জীবনের যে-কোন মুহূর্ত্তে শাস্ত্রকে পরিহার করিতেছে, তাহাতে অধীর হইয়া উঠিতেছে, তাহার সঙ্কল্প ও শ্রদ্ধার সেই রূপটিকে হারাইতেছে এবং অন্য কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীতির সন্ধানে অগ্রসর হইতেছে, সেইটিকেই সে এখন কর্ম্মের যথার্থ বিধান বলিয়া গ্রহণ করিতে এবং জীবনের অধিকতর প্রাণবন্ত ও উচ্চতর সত্য বলিয়া মান্য করিতে বেশী ইচ্ছুক হইতেছে। এইরূপ ঘটিতে পারে যখন প্রচলিত শাস্ত্র আর জীবন্ত বস্তু থাকে না, পরন্তু অপকৃষ্ট ও আড়ষ্ট হইয়া কেবল গতানুগতিক প্রথা ও আচারের স্তূপে পরিণত হয়। অথবা ইহা আসিতে পারে যদি দেখা যায় যে, শাস্ত্র অসম্পূর্ণ অথবা প্রয়োজনীয় প্রগতির পক্ষে আর উপযোগী নহে ; একটা নূতন সত্য, জীবনের একটা পূর্ণতর ধর্ম্ম অবশ্যপ্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে। যদি তাহা বর্তমান না থাকে, তাহা হইলে তাহাকে আবিষ্কার করিতে হইবে জাতির চেষ্টার দ্বারা অথবা জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিভূ স্বরূপ কোন মহৎ ও জ্ঞানালোকিত ব্যক্তিগত মনীষা দ্বারা। বৈদিক ধর্ম্ম লোকাচারে পরিণত হইল, তখন এক বুদ্ধ আবির্ভূত হইলেন তাঁহার অষ্টাঙ্গ মার্গের নূতন বিধান এবং নির্ব্বাণের আদর্শ লইয়া ; আর এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, তিনি ইহাকে তাঁহার ব্যক্তিগত সৃষ্টি বলিয়া প্রচার করিলেন না, বলিলেন যে, ইহা আর্য্য জীবনের সত্য নীতি, জ্ঞানোদ্ভাসিত মনীষা ও প্রবুদ্ধ আত্মার দ্বারা, বুদ্ধের দ্বারা ইহা বার বার পুনরাবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার অর্থ হইতেছে এই যে, একটি আদর্শ, একটি শাশ্বত ধর্ম্ম আছে যাহাকে ধর্ম্ম, দর্শন, নীতিশাস্ত্র এবং মানুষের মধ্যে আর যে-সব শক্তি সত্য ও পূর্ণতার জন্য প্রয়াস করে, সকলেই আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য জীবনের বিদ্যা ও প্রয়োগ-নীতির নবতম বিবৃতিতে, নূতন শাস্ত্রে বিধিবদ্ধ করিতে নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে। মুশা-প্রবর্তিত ধর্ম্ম, নীতি, সামাজিক সদাচারের বিধান সঙ্কীর্ণ ও অপূর্ণ বলিয়া নিন্দিত হইল, তাহা ছাড়া এখন উহা লোকাচার মাত্র হইয়া দাঁড়াইল ; এখন খ্রীষ্টের ধর্ম্ম উহার স্থান গ্রহণ করিতে আসিল, একই সঙ্গে উহাকে উচ্ছেদ ও সার্থক করিতে চাহিল, তাহার অসম্পূর্ণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্য রূপকে উচ্ছেদ করিতে চাহিল এবং জীবনের যে দিব্য বিধান উহার লক্ষ্য ছিল সেইটিকে আত্মার গভীরতর ও প্রশস্ততর জ্যোতি ও শক্তিতে সার্থক করিতে চাহিল। আর মানুষের অনুসন্ধান ঐখানেই থামিয়া যায় নাই, পরন্তু এই সকল বিধানকেও পরিহার করিয়াছে, যে-সত্যকে সে এক কালে বর্জন করিয়াছিল তাহাতেই পুনরায় ফিরিয়া গিয়াছে অথবা কোন নূতন সত্য ও শক্তির দিকে অগ্রসর হইয়াছে, কিন্তু সকল সময়ে সে একটি জিনিষই সন্ধান করিয়াছে, তাহার সর্বাঙ্গসিদ্ধির নীতি, তাহার যথাযথ জীবন যাপনের বিধান, তাহার পূর্ণ, উচ্চতম ও মূলগত আত্মা ও প্রকৃতি।

এই প্রয়াসটি ব্যক্তি হইতেই আরম্ভ হয়, সে আর প্রচলিত ধর্মে সন্তুষ্ট থাকে না। কারণ সে দেখিতে পায় যে, তাহার নিজের এবং জীবনের সম্বন্ধে তাহার যে ধারণা, তাহার যে উদারতম ও গভীরতম অনুভূতি তাহার সহিত ঐ ধর্মের আর সঙ্গতি নাই, অতএব তাহার উপর আস্থা স্থাপন করিবার, তাহার অনুষ্ঠান করিবার সঙ্কল্প সে আর আনিতে পারে না। ইহা আর তাহার সত্তার আভ্যন্তরীণ ধারার অনুযায়ী হয় না, তাহার পক্ষে আর সৎ নহে, যথার্থ নহে, উচ্চতম বা উৎকৃষ্টতম বা বাস্তব কল্যাণ নহে; ইহা তাহার নিজের সত্তার বা বিশ্ব-সত্তার সত্য বা ধর্ম নহে। ব্যক্তির পক্ষে শাস্ত্র হইতেছে একটা নির্ব্যক্তিক জিনিষ, এবং সেই জন্যই তাহা তাহার দেহ, প্রাণ, মনের সঙ্কীর্ণ ব্যক্তিগত ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর মান্য; কিন্তু সেই সঙ্গেই সমষ্টির পক্ষে উহা হইতেছে ব্যক্তিক জিনিষ, উহা তাহার অভিজ্ঞতার, তাহার কৃষ্টির, তাহার প্রকৃতির পরিণাম। শাস্ত্র তাহার সকল রূপ ও আভ্যন্তরীণ ভাবে আত্মার পরিপূর্ণতার আদর্শ বিধি নহে, আমাদের প্রকৃতির অধীশ্বরের শাশ্বত বিধান নহে, যদিও ইহার মধ্যে অল্পাধিক পরিমাণে সেই অতি-মহত্তর বস্তুর ইঙ্গিত, সূচনা, দীপ্তি-প্রদ আভাস-সকল নিহিত রহিয়াছে। আর ব্যক্তিটি সমষ্টিকে ছাড়াইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্রগামী হইয়া থাকিতে পারে, এক মহত্তর সত্য, প্রশস্ততর পন্থার, প্রাণ পুরুষের এক গভীরতর উদ্দেশ্যের জন্য প্রস্তুত হইতে পারে। তাহার মধ্যে যে নির্দেশ শাস্ত্রকে ছাড়াইয়া যায় তাহা অবশ্য সকল সময়েই একটা উচ্চতর জিনিষ না হইতে পারে ; তাহা অহং-ভাবাপন্ন বা রাজসিক প্রকৃতির বিদ্রোহের রূপ গ্রহণ করিতে পারে, সে প্রকৃতি আত্মচরিতার্থতা ও আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বাধীনতার সঙ্কোচক বলিয়া অনুভূত কোন কিছুর অনুশাসন হইতে মুক্তি লাভের প্রয়াস করিতে পারে। কিন্তু তাহা হইলেও শাস্ত্রের সঙ্কীর্ণতা বা ত্রুটির জন্য অথবা জীবন যাত্রার প্রচলিত বিধান কেবল বাধাপ্রদ বা প্রাণহীন লোকাচারে পরিণত হওয়ার জন্য ঐরূপ বিদ্রোহ অনেক সময়েই ন্যায়সঙ্গত হয়। আর এই পর্য্যন্ত ইহা বৈধ, ইহার মধ্যে একটা সত্য থাকে, ইহার অস্তিত্বের উপযুক্ত ন্যায্য কারণ থাকে ; কারণ যদিও ইহা যথাযথ পন্থাটিকে ধরিতে পারে না তথাপি রাজসিক অহংয়ের যে অবাধ ক্রিয়া, তাহাতে অধিকতর স্বাধীনতা ও প্রাণ থাকায়, তাহা লোকাচারের প্রাণহীন ও গতানুগতিক তামসিক অনুসরণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। রাজসিক প্রকৃতি সকল সময়েই তামসিক প্রকৃতি অপেক্ষা প্রবল, সকল সময়েই অধিকতর শক্তিতে অনুপ্রাণিত, তাহার মধ্যে অধিকতর সম্ভাবনা-সকল নিহিত থাকে। কিন্তু এই নির্দ্দেশ মূলতঃ সাত্ত্বিকও হইতে পারে ; ইহা এক বৃহত্তর ও মহত্তর আদর্শের অভিমুখ হইতে পারে, সে আদর্শ আমাদিগকে আমাদের আত্মার এবং বিশ্ব-জীবনের অধিকতর পূর্ণ ও সমৃদ্ধ সত্যের দিকে লইয়া যায় এবং সেই জন্যই যে-উচ্চতম ধর্ম্ম ভাগবত মুক্তির সহিত এক, তাহার দিকে লইয়া যায়। আর কার্য্যতঃ এই গতি হইতেছে সাধারণতঃ এক বিস্মৃত সত্যকে ধরিবার প্রয়াস অথবা আমাদের সত্তার কোন অনাবিষ্কৃত বা অনধিগত সত্যের দিকে অগ্রগমন। ইহা অনিয়ন্ত্রিত প্রকৃতির স্বৈরাচার মাত্র নহে ; ইহার আধ্যাত্মিক উপযোগিতা আছে, ইহা আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্যই প্রয়োজনীয়। আর যদিই বা শাস্ত্রটি এখনও একটা জীবন্ত বস্তু থাকে এবং সাধারণ মানুষের পক্ষে শ্রেষ্ঠ বিধান হয়, তথাপি যাঁহারা অসাধারণ মানব, আধ্যাত্মিক, যাঁহাদের অন্তর্জীবন বিকশিত হইয়াছে, তাঁহারা ঐ আদশের দ্বারা বাধ্য নহেন। তাঁহাকে শাস্ত্রের নির্দ্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইবে। কারণ এই বিধান হইতেছে সাধারণ অপূর্ণ মানবের জন্য, তাহার পরিচালন, নিয়ন্ত্রণ ও আপেক্ষিক পূর্ণতার জন্য, কিন্তু তাঁহাকে এক পূর্ণতর পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে; ইহা হইতেছে কতকগুলি স্থির-নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মের সংবিধান, কিন্তু তাঁহাকে শিখিতে হইবে আত্মার মুক্তির মধ্যে বাস করিতে।

কিন্তু কর্ম যদি বাসনার নির্দ্দেশ এবং প্রচলিত শাস্ত্র এই দুইটিই বর্জন করে, তাহা হইলে তাহার দৃঢ় ভিত্তিটি কি হইবে? কারণ বাসনার যে নীতি তাহার একটা নিজস্ব সার্থকতা আছে, তাহা যেমন পশুর পক্ষে এবং হয়ত মানবজাতিরও আদিম অবস্থাতে নিরাপদ ও উপযোগী ছিল, আমাদের পক্ষে সেরূপ উপযোগী না হইতে পারে, তথাপি তাহার সীমানার মধ্যে উহা আমাদের প্রকৃতির এক অতি জীবন্ত অংশের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার সুস্পষ্ট নির্দ্দেশের দ্বারা সমর্থিত; আর শাস্ত্রেরও পিছনে রহিয়াছে বহুদিনের প্রতিষ্ঠিত বিধানের প্রামাণিকতা, প্রাচীন সাফল্যের সমর্থন এবং অতীতের নিশ্চিত অভিজ্ঞতা। কিন্তু এই নূতন প্রয়াস হইতেছে অজানা বা আংশিক জানা দেশে শক্তিময় অভিযানের ন্যায়, ইহা একটি দুঃসাহসিক বিকাশ, এক নূতন বিজয়, এখানে কোন্ মূল সূত্র ধরিয়া চলিতে হইবে, কোন্ দিশারী আলোকের উপর নির্ভর করিতে হইবে, আমাদের সত্তার মধ্যে ইহার কি দৃঢ় ভিত্তি পাওয়া যাইবে? উত্তর হইতেছে এই যে, এই সূত্র এই ভিত্তি মিলিবে মানুষের শ্রদ্ধায়, তাহার বিশ্বাস করিবার সঙ্কল্পে, সে নিজের এবং জীবনের সত্য বলিয়া যেটিকে দেখিতেছে বা মনে করিতেছে তদনুসারে জীবনকে পরিচালিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার সঙ্কল্পে। অন্য কথায় এই প্রয়াস হইতেছে মানুষের পক্ষে তাহার সত্য, তাহার জীবনের ধর্ম, তাহার পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভের পন্থা আবিষ্কারের জন্য তাহার নিজের নিকটেই আবেদন, অথবা তাহার মধ্যে বা বিশ্ব-সৃষ্টির মধ্যে কোন শক্তিময় অবশ্য-মান্য বস্তুর নিকটে আবেদন। আর সব কিছু নির্ভর করে তাহার শ্রদ্ধার স্বরূপের উপর, তাহার নিজের মধ্যে (অথবা যে বিশ্বগত সত্তার সে অংশ বা অভিব্যক্তি তাহার মধ্যে) যে বস্তুটিকে সে শ্রদ্ধা করিতেছে তাহার উপর, এবং ইহার দ্বারা সে তাহার প্রকৃত আত্মার দিকে এবং বিশ্বের আত্মা বা প্রকৃত সত্তার দিকে কতখানি অগ্রসর হইতেছে তাহার উপর। যদি সে হয় তামসিক, মূঢ়, মোহাচ্ছন্ন, যদি তাহার শ্রদ্ধা হয় জ্ঞানহীন, তাহার সঙ্কল্প হয় অনুপোযোগী, তাহা হইলে সে কোন সত্য বস্তুতে পোঁছিতে পারিবে না এবং তাহার নীচের প্রকৃতির মধ্যেই পতিত হইবে। যদি সে রাজসিক মিথ্যা দীপ্তির দ্বারা প্রলুব্ধ হয়, সে স্বৈর সঙ্কল্পের দ্বারা অপথে পরিচালিত হইতে পারে এবং তাহা তাহাকে দুর্গম জলাভূমি বা গিরিপ্রপাতে লইয়া যাইতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই তাহার মুক্তির একমাত্র উপায় হইতেছে তাহার উপর পুনরায় সত্ত্বের প্রভাব, সত্ত্ব তাহার অঙ্গ-সকলের উপর এক নূতন দীপ্ত শৃঙ্খলা আনিয়া দিবে, তাহা তাহার স্বৈর ইচ্ছার বিক্ষোভময় ভ্রান্তি হইতে অথবা তাহার মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানের জড়তাময় ভ্রান্তি হইতে তাহাকে উদ্ধার করিবে। অন্যপক্ষে যদি তাহার সাত্ত্বিক প্রকৃতি থাকে, তাহার অগ্রগমনের জন্য সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও নির্দ্দেশ থাকে, তাহা হইলে এক মহত্তর এখনও অনধিগত আদর্শ বিধান তাহার দৃষ্টিগোচর হইবে, তাহা তাহাকে ক্বচিদ্ কখনও সাত্ত্বিক জ্যোতির ঊর্দ্ধ্বে সত্তা ও জীবনের এক উচ্চতম দিব্য আলোক দিব্য ধর্মের দিকে অন্ততঃ কতক দূর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে পারে। কারণ তাহার মধ্যে সাত্ত্বিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্যোতিটি যদি এমন প্রবল হয় যে নিজের চূড়ান্ত পরিণতিতে তাহাকে লইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সে সেই স্থান হইতেই অগ্রসর হইয়া ভাগবত লোকোত্তর কৈবল্যাত্মক সত্তার কোন প্রথম আভার মধ্যে প্রবেশ করিবার মত একটা পথ করিয়া লইতে পারে। আত্মলাভের সকল প্রয়াসে এই সব সম্ভাবনাই রহিয়াছে; এই আধ্যাত্মিক অভিযানের এই সবই হইতেছে বিভিন্ন বিধান।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, গীতা নিজস্ব অধ্যাত্ম শিক্ষা ও আত্মনিয়ন্ত্রণের ধারায় এই সমস্যাটির কিরূপ সমাধান করিয়াছে। কারণ অর্জুন তখনই এক ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন করিলেন, তাহা হইতেই সমস্যাটি কিম্বা তাহার একটা দিক প্রকাশ পায়। তিনি বলিলেন,* যাহারা শ্রদ্ধার সহিত ভগবান বা দেবগণের উদ্দেশে যজ্ঞ করে, কিন্তু শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করে, তাহাদের সেই নিষ্ঠা, সেই অনুরাগের একাগ্র সঙ্কল্প কি যাহা তাহাদিগকে এই শ্রদ্ধা প্রদান করে এবং এই প্রকার কর্মে চালিত করে? তাহা কি সাত্ত্বিক, রাজসিক না তামসিক? তাহা আমাদের প্রকৃতির কোন স্তরের অন্তর্গত? গীতার উত্তর প্রথমেই এই নীতিটি বিবৃত করিতেছে যে, সকল বস্তুর ন্যায় আমাদের শ্রদ্ধা হইতেছে ত্রিবিধ, আমাদের প্রকৃতির প্রধান গুণ অনুযায়ী তাহা বিভিন্ন প্রকারের হয়। কোন মানুষের সত্তার মূল উপাদান, তাহার ধাতুগত প্রকৃতি, তাহার স্বভাবজাত শক্তি যেরূপ, তদনুযায়ী তাহার শ্রদ্ধার রূপ রং

---

* অর্জ্জুন উবাচ—যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ॥
শ্রীভগবান্ উবাচ—ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥
১৭।১,২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও গুণ নির্দ্ধারিত হয়, সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা।* আর তাহার পরেই আসিতেছে একটি বিশিষ্ট ছত্র, তাহাতে গীতা বলিতেছে যে, এই পুরুষ, এই যে মানুষের অন্তরাত্মা, ইনি যেন শ্রদ্ধার দ্বারাই গঠিত; শ্রদ্ধা অর্থাৎ একটা কিছু হইবার সঙ্কল্প, নিজের উপর, জীবনের উপর একটা বিশ্বাস, আর তাঁহার ঐ সঙ্কল্প, শ্রদ্ধা বা সত্তাগত বিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তিনি তাহাই এবং তাহাই তিনি, শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ। এই অর্থপূর্ণ বাক্যটির মধ্যে যদি আমরা একটুখানি নিবেশ সহকারে দৃষ্টিপাত করি, তাহা হইলে দেখিতে পাইব যে, এই একটি ছত্রে কয়েকটি ওজঃপূর্ণ শব্দের মধ্যে আধুনিক প্রয়োগবাদের (pragmatism) সমগ্র পরিকল্পনাটি নিহিত রহিয়াছে। কারণ যদি মানুষ বা তাহার অন্তরাত্মা তাহার অন্তরস্থিত শ্রদ্ধার দ্বারা গঠিত হয়, তাহা হইলে সে যে-সত্যকে দর্শন করে, যে-সত্যকে জীবনে অনুসরণ করিতে চায়, তাহার পক্ষে সেইটিই হইতেছে তাহার সত্তার সত্য। তাহার সেই সত্য সে নিজে সৃষ্টি করিয়াছে বা করিতেছে এবং তাহার পক্ষে আর কোনও বাস্তব সত্য থাকিতে পারে না। এই সত্য হইতেছে তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য কর্ম্মের জিনিষ, তাহার বিবর্ত্তনের, আত্মার ক্রিয়াশীলতার জিনিষ, তাহার মধ্যে যাহা কখনও পরিবর্ত্তিত হয় না তাহার জিনিষ নহে। তাহার জানিবার, বিশ্বাস করিবার, বুদ্ধি ও প্রাণশক্তিতে হইয়া উঠিবার জন্য যে-একটা বর্ত্তমান সঙ্কল্প তাহার কোন অতীত সঙ্কল্পকে সমর্থন করিতেছে, বর্ত্তাইয়া রাখিয়াছে তাহার দ্বারাই সে আজ যাহা তাহা নির্ণীত

---

* সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ১৭।৩।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে; আর তাহার মূল সত্তার মধ্যে সক্রিয় এই সঙ্কল্প ও শ্রদ্ধা যে নূতন দিকেই ফিরুক না কেন, সে ভবিষ্যতে তাহাতেই পরিণত হইবার দিকে অগ্রসর হইবে। আমাদের নিজেদের মন ও প্রাণের কর্ম্মের দ্বারাই আমরা নিজেদের জীবনের সত্য সৃষ্টি করি, অন্য কথায় আমরা নিজেরাই নিজেদিগকে সৃষ্টি করি, নিজেরাই নিজেদের বিধাতা।

কিন্তু ইহা যে কেবল সত্যের একটা দিক মাত্র, তাহা খুবই স্পষ্ট, আর চিন্তাশীল ব্যক্তির নিকট সকল একদেশদর্শী উক্তিই সন্দেহের বিষয়। আমাদের নিজেদের ব্যক্তিক সত্তা যাহা বা সে যাহা কিছু সৃষ্টি করে, সত্য কেবল তাহাই নহে; তাহা কেবল আমাদের বিবর্ত্তনের সত্য, এক বৃহত্তম আয়তনব্যাপী ক্রিয়ার একটি বিশিষ্ট বিন্দু বা রেখা। আমাদের ব্যক্তিকতার ঊর্দ্ধ্বে প্রথমেই রহিয়াছে এক বিশ্ব সত্তা এবং এক বিশ্ব বিবর্ত্তন, আমাদের বিবর্ত্তন তাহারই অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র ক্রিয়া। এবং তাহারও ঊর্দ্ধ্বে রহিয়াছেন শাশ্বত পুরুষ, তাঁহা হইতেই সকল বিবর্ত্তন উৎপন্ন, ইহার সমস্ত সম্ভাবনা, উপাদান, মূল প্রেরণা ও শেষ উদ্দেশ্য সবই তাঁহা হইতে প্রাপ্ত। আমরা অবশ্য বলিতে পারি যে, সকল বিবর্ত্তনই হইতেছে বিশ্ব-চৈতন্যের একটি ক্রিয়া, সবই মায়া, বিবর্ত্তিত হইবার সঙ্কল্পের দ্বারা সৃষ্ট, আর অপর একমাত্র সত্য বস্তু (যদি তেমন কিছু থাকে) হইতেছে এক শুদ্ধ শাশ্বত সত্তা, তাহা চৈতন্যের ঊর্দ্ধ্বে নির্বিশেষ, অপ্রকটিত এবং অনির্বচনীয়। কার্য্যতঃ এইটিই হইতেছে মায়াবাদীগণের অদ্বৈত মত; তাঁহারা ব্যবহারিক সত্য, এবং সৃজনাত্মিকা মায়ার অন্যদিকে যে অনির্দ্দেশ্য ও অনির্বচনীয় একক কৈবল্যাত্মক সত্তা রহিয়াছে— এই দুয়ের মধ্যে প্রভেদটি এইভাবেই বুঝিয়াছেন; তাঁহাদের মনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাছে ঐ ব্যবহারিক সত্য হইতেছে বিভ্রমাত্মক, অন্ততঃ কেবল সাময়িক এবং আংশিক ভাবেই সত্য, অন্য পক্ষে আধুনিক প্রয়োগ-বাদ (Pragmatism) এইটিকেই প্রকৃত সত্য বলিয়া গ্রহণ করে, অন্ততঃ এইটিই তাহার মতে একমাত্র অভিজ্ঞের সত্য, কারণ কেবলমাত্র এই সত্যটিই আমরা কার্য্যতঃ অনুসরণ করিতে পারি। কিন্তু গীতার পক্ষে কৈবল্যাত্মক ব্রহ্মই পরম পুরুষ, এবং পুরুষ সকল সময়েই হইতেছেন চৈতন্যময় আত্মা, যদিও তাঁহার যে উর্দ্ধ্ব-তম চৈতন্য, অতিচৈতন্যও বলা যাইতে পারে (তাঁহার নিম্নতন চৈতন্যও, সেটিকে আমরা অচেতন নামে অভিহিত করিয়া থাকি), তাহা আমরা যে মানসিক চৈতন্যকে চেতনা নাম দিতে অভ্যস্ত, তাহা হইতে অতিশয় বিভিন্ন বস্তু। উর্দ্ধ্বতম অতি-চৈতন্যে আছে অমৃতত্বের এক উর্দ্ধ্বতম সত্য ও ধর্ম, সত্তার মহত্তম দিব্য ধারা, শাশ্বত ও অনন্তের ধারা। সত্তার সেই শাশ্বত ধারা ও দিব্যভাব ইতিপূর্ব্বেই পুরুষোত্তমের মধ্যে রহিয়াছে, কিন্তু আমরা এখন চেষ্টা করি-তেছি সেইটিকে যোগের দ্বারা এখানে আমাদের বিবর্ত্তনের মধ্যেই সৃষ্টি করিতে; আমাদের প্রয়াস হইতেছে ভাগবত হওয়া, তাঁহার সদৃশ হওয়া, মভাব। তাহাও নির্ভর করে শ্রদ্ধার উপর। আমাদের সচেতন স্থূল সত্তার একটা ক্রিয়ার দ্বারা এবং ইহার সত্যে বিশ্বাসের দ্বারা, জীবনে ইহার অনুসরণ করিবার, ইহাই হইয়া উঠিবার একটা অন্তরতম সঙ্কল্পের দ্বারা আমরা ইহাকে প্রাপ্ত হই; কিন্তু ইহার দ্বারা বুঝায় না যে, পূর্ব্ব হইতেই ইহা আমাদের উর্দ্ধ্বে বিদ্যমান নাই। যতক্ষণ না আমরা ইহাকে দেখিতেছি, নূতন করিয়া ইহার সত্তায় গড়িয়া উঠিতেছি, ততক্ষণ আমাদের বহির্মুখী মনের পক্ষে ইহা বর্ত্তমান না থাকিলেও, ইহা শাশ্বতের মধ্যে আছেই, আর আমরা এমনও বলিতে পারি যে, ইহা পূর্ব্ব হইতেই আমাদের নিজেদের নিগূঢ় সত্তার মধ্যে রহিয়াছে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ আমাদেরও মধ্যে, আমাদের গভীরে পুরুষোত্তম সকল সময়েই রহিয়াছেন। আমাদের পক্ষে সেই দিব্য ধর্মে গড়িয়া উঠা, আমাদের দ্বারা ইহার সৃষ্টির অর্থ হইতেছে আমাদের মধ্যে তাঁহার ও ইহার প্রকটন। সকল সৃষ্টিই শাশ্বত পুরুষের সচেতন মূল সত্তা হইতে উদ্ভূত বলিয়া বস্তুতঃ তাঁহারই প্রকটন ; মূল সৃজনী চৈতন্য চিৎশক্তিতে একটা শ্রদ্ধা, একটা সম্মতি, বিবর্ত্তিত হইবার একটা সঙ্কল্প হইতেই ইহা উদ্ভূত হয়।

তবে দার্শনিক প্রশ্নটিই উপস্থিত আমাদের আলোচ্য বিষয় নহে। আমাদের সত্তার মধ্যে এই যে সঙ্কল্প বা শ্রদ্ধা, ইহার সহিত ভাগবত প্রকৃতির সিদ্ধিতে গড়িয়া উঠিবার আমাদের যে-সম্ভাবনা তাহার কি সম্বন্ধ তাহাই আমাদিগকে এখানে দেখিতে হইবে। যাহাই হউক না কেন, এই শক্তি, এই শ্রদ্ধাই আমাদের ভিত্তি। যখন আমরা আমাদের কামনা অনুযায়ী জীবন যাপন করি, তাহার অনুযায়ী হই, তদনুসারে কর্ম করি, তাহা হইতেছে যে শ্রদ্ধার নির্বন্ধপর ক্রিয়া তাহা প্রধানতঃ আমাদের প্রাণিক ও দৈহিক, আমাদের তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতির অন্তর্গত। আর যখন আমরা শাস্ত্রানুযায়ী হইতে, তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতে চেষ্টা করি, তখন আমরা যে শ্রদ্ধার নির্বন্ধপর ক্রিয়ার দ্বারা অগ্রসর হই তাহা (যদি তাহা গতানুগতিক বিশ্বাস মাত্র না হয়) সাত্ত্বিক প্রবৃত্তির অন্তর্গত, সে প্রবৃত্তি সর্বদা আমাদের রাজসিক ও তামসিক অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করিবার প্রয়াস করিতেছে। যখন আমরা এই দুইটিকেই বর্জন করি, এবং আমাদের নিজেদের আবিষ্কৃত বা ব্যক্তিগত ভাবে গৃহীত কোন আদর্শ বা সত্যের কোন নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী হই, তদনুযায়ী জীবন যাপন করি, কর্ম করি, সেইটিও শ্রদ্ধার এক নির্বন্ধপর ক্রিয়া, আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, সঙ্কল্প, অনুভব ও কর্মকে যে তিনটি গুণ সর্বদা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, ঐ শ্রদ্ধা তাহাদের কোন একটির অধীন হইতে পারে। আবার যখন আমরা দিব্য প্রকৃতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুযায়ী হইতে, তদনুযায়ী জীবন যাপন করিতে, কর্ম করিতে চেষ্টা করি, তখনও আমাদিগকে শ্রদ্ধার কোন নির্বন্ধপর ক্রিয়া লইয়াই অগ্রসর হইতে হইবে, গীতার মতে সে-শ্রদ্ধা হইবে সাত্ত্বিক প্রকৃতির সেই অবস্থার যখন সে-প্রকৃতি তাহার চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করিতেছে এবং নিজের সুনির্দ্দিষ্ট সীমানা অতিক্রম করিতে প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু এই সব জিনিষের সবগুলি এবং প্রত্যেকটিই বুঝায় প্রকৃতির কোন গতি বা অবস্থান্তর, সকলগুলিরই অর্থ হইতেছে একটা আভ্যন্তরীণ বা বাহ্য ক্রিয়া অথবা সাধারণতঃ আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য উভয় প্রকার ক্রিয়া। আর তাহা হইলে এই ক্রিয়ার স্বরূপ কি হইবে? আমাদিগকে যে কর্ম করিতে হইবে, কর্ত্তব্যম্ কর্ম, গীতা তাহার তিনটি অঙ্গ উল্লেখ করিয়াছে, এই তিনটি হইতেছে যজ্ঞ, দান ও তপঃ। কারণ অর্জুন যখন "সন্ন্যাস" (বাহ্য ত্যাগ) ও "ত্যাগ" (আভ্যন্তরীণ ত্যাগ) এই দুইটির প্রভেদ বিষয়ে প্রশ্ন করিলেন (১৮।১), কৃষ্ণ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন যে, এই তিনটি আদৌ বর্জন করা চলিবে না, এইগুলি সম্পাদন করিতেই হইবে, কারণ এইগুলি হইতেছে আমাদের "কর্ত্তব্য কর্ম" এবং ইহারা মনীষীগণকে শুদ্ধ করিয়া তোলে। অন্য কথায় এই সকল কর্ম হইতেছে আমাদের সিদ্ধিলাভের উপায়। কিন্তু আবার এই সব কাজই অজ্ঞানীদের দ্বারা অজ্ঞানে কিম্বা অসম্পূর্ণ জ্ঞানে সম্পাদিত হইতে পারে। সকল গতিময় ক্রিয়াকে মূলতঃ এই তিনটি অঙ্গে বিশ্লেষণ করা যাইতে পারে। কারণ সকল গতিময় ক্রিয়া, প্রকৃতির সকল গতিশীলতার মধ্যে রহিয়াছে একটা ঐচ্ছিক বা অনৈচ্ছিক তপস্যা, আমাদের শক্তি ও সামর্থ্য সমূহের অথবা কোন বিশেষ সামর্থ্যের তেজস্বিতা ও একাগ্রতা, তাহা আমাদিগকে কোন কিছু সিদ্ধ করিতে অথবা অর্জন করিতে অথবা কোন কিছুতে বিবর্ত্তিত হইতে সাহায্য করে, এবং ইহাই "তপঃ"। সকল কর্মের মধ্যেই রহিয়াছে ঐ সিদ্ধি, অর্জন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা বিবর্ত্তনের মূল্য স্বরূপ একটা ব্যয়, আমরা যাহা, আমাদের যাহা কিছু আছে, তাহা অর্পণ করা, এবং ইহাই "দান"। সকল কর্মের মধ্যে আরও রহিয়াছে আধিভৌতিক শক্তি বা বিশ্বশক্তি-সকলের উদ্দেশে অথবা আমাদের সকল কর্মের পরম অধীশ্বরের উদ্দেশে যজ্ঞ। প্রশ্ন হইতেছে, আমরা এই সকল কর্ম কি অচেতন ভাবে, জড়ভাবে বা বড় জোর একটা অবোধ, অজ্ঞান, অর্দ্ধচেতন সঙ্কল্প লইয়া করি, না অবিজ্ঞ বা বিকৃতভাবে চেতন শক্তি সহিত করি, না জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞভাবে চেতন সঙ্কল্প লইয়া করি; অন্য কথায় আমাদের যজ্ঞ, দান ও তপস্যা কি তামসিক, রাজসিক না সাত্ত্বিক?

কারণ এখানে প্রত্যেক বস্তু, স্থূল জিনিষ-সকলও হইতেছে ত্রিবিধ *। দৃষ্টান্তস্বরূপ, গীতা বলিতেছে, আমাদের আহার তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী এবং দেহের উপর তাহার ক্রিয়া অনুযায়ী সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক হয়। মানসিক ও স্থূল শরীরে যে সাত্ত্বিক প্রকৃতি তাহা স্বভাবতঃ সেইরূপ জিনিষ চায় যাহা আয়ু বৃদ্ধি করে, আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য শক্তি বৃদ্ধি করে, এক সঙ্গেই মানসিক, প্রাণিক, দৈহিক বল বৃদ্ধি করে এবং মন, প্রাণ, দেহের সুখ, প্রীতি ও আরোগ্য বর্দ্ধন করে, সে সব জিনিষ রসাল, স্নিগ্ধ, স্থির ও তৃপ্তিকর। রাজসিক প্রকৃতি স্বভাবতঃ এমন খাদ্য চায় যাহা অম্ল, ঝাল, উষ্ণ, কটু, রুক্ষ, তীক্ষ্ণ ও প্রদাহকারী, সে সব খাদ্য অস্বাস্থ্য বৃদ্ধি করে, শরীর ও মনের দুঃস্থতা বৃদ্ধি করে। তামসিক প্রকৃতি ঠাণ্ডা, অশুদ্ধ, বাসি, পচা বা স্বাদহীন খাদ্যে একরকম বিকৃত তৃপ্তি লাভ করে, এমন কি পশুর ন্যায় অপরের অর্দ্ধভুক্ত খাদ্যও গ্রহণ করে। গুণত্রয়ের

---

* আহারস্ত্বপি সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ১৭।৭
আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ১৭।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়া সর্ব্বব্যাপী। অন্য প্রান্তে মন ও আত্মার জিনিষসকলেও, যজ্ঞ দান তপস্যাতেও গুণত্রয় এইভাবেই কার্য্যকরী হয়। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতীকতন্ত্রে এইসকলের যেরূপ বিভাগ প্রচলিত ছিল তদনুসারে গীতা প্রত্যেকটিরই তিন প্রকার বিভাগ করিয়াছে। কিন্তু গীতা নিজেই যজ্ঞতত্ত্বের যে অতি ব্যাপক অর্থ প্রদান করিয়াছে, তাহা স্মরণ রাখিয়া আমরা এই সকল সঙ্কেতের বাহ্য অর্থটিকে প্রসারিত করিতে পারি এবং তাহাদের মধ্য হইতে উদারতর অর্থ বাহির করিতে পারি। আর এই-গুলিকে বিপরীত ক্রমে গ্রহণ করা, তমঃ হইতে আরম্ভ করিয়া সত্ত্বে যাওয়াই সুবিধাজনক, কারণ আমরা আলোচনা করিতেছি যে, কেমন করিয়া আমরা আমাদের নিম্নতর প্রকৃতি হইতে একটা সাত্ত্বিক পরিণতি ও আত্মসীমালঙ্ঘনের ভিতর দিয়া ত্রিগুণের অতীত এক দিব্য প্রকৃতি ও কর্ম্মের দিকে উঠিতে পারি।

শ্রদ্ধাবিরহিত * হইয়া যে কর্ম করা যায়, অর্থাৎ, যে-জিনিষ সম্বন্ধে আমাদের সম্পূর্ণভাবে সচেতন ধারণা নাই, সম্মতি নাই, ইচ্ছা নাই, অথচ প্রকৃতির দ্বারা বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তাহাই হইতেছে তামসিক যজ্ঞ। তাহা যন্ত্রবৎ সম্পন্ন করা হয়, কারণ বাঁচিতে হইলে উহা করিতেই হয়, কারণ উহা আমাদের সম্মুখে আসিয়া পড়ে, কারণ অন্য লোকে উহা করে, উহা না করিলে অন্য কোন বৃহত্তর অসুবিধা হইতে পারে, কিম্বা এইরকম অন্য কোন তামসিক প্রেরণার বশে করা হয়। আর যদি আমাদের প্রকৃতি পূর্ণভাবে তমোগ্রস্ত হয়, তাহা হইলে উহা করা হয় অযত্নের সহিত, অবহেলা পূর্ব্বক, ভ্রান্ত পদ্ধতিতে। তাহা বিধি অনুসারে অর্থাৎ শাস্ত্রের যথাযথ নিয়মানুসারে সম্পন্ন হইবে না, জীবনের ব্যবহার ও তত্ত্ব অনুযায়ী এবং যে জিনিষটি করা হইতেছে তাহার সত্য তত্ত্ব অনুযায়ী যথার্থ পদ্ধতি

---

* বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥১৭।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে পরিচালিত হইবে না। সেই যজ্ঞে অন্ন দান করা হইবে না, —ভারতীয় ক্রিয়াকাণ্ডে এই অন্ন দান হইতেছে সাহায্যপ্রদ দানের প্রতীক, প্রকৃত যজ্ঞস্বরূপ প্রত্যেক ক্রিয়াতেই উহা অন্তর্নিহিত থাকে, অপরকে এই দান অপরিহার্য, অপরকে জগৎকে ফলপ্রদ দান, ইহা ব্যতীত আমাদের কর্ম হয় সম্পূর্ণভাবে স্বার্থপর এবং যে সংহতি ও আদান প্রদান বিশ্বের সত্য নীতি, ঐরূপ কর্ম হয় তাহার উল্লঙ্ঘন। আমাদের কর্মের বাহ্য দিশারী বা সাহায্যদাতাকেই হউক বা আমাদের অন্তরস্থিত অপ্রকট বা প্রকট ভগবানকেই হউক, যজ্ঞীয় কর্মের নেতৃবৃন্দকে যে দক্ষিণা দেওয়া, দান বা আত্মদান করা অতি প্রয়োজনীয়, এই কর্ম সেই দক্ষিণা বিনা করা হইবে। উহা মন্ত্র বিনা করা হইবে, আমরা যজ্ঞের দ্বারা যে দেবগণের সেবা করি, তাঁহাদের অভিমুখে উন্নীত আমাদের সঙ্কল্প ও জ্ঞানের পূত দেহস্বরূপ যে নিবেদনপরায়ণ চিন্তা, তাহাই মন্ত্র। তামসিক মানব দেবতাগণের উদ্দেশে তাহার যজ্ঞ অর্পণ করে না, পরন্তু ভূত ও প্রেতগণের উদ্দেশে অথবা যে সকল অশুদ্ধ শক্তি অন্তরালে থাকিয়া তাহার কর্ম নিজদের ভোগে লাগায় এবং তাহাদের অন্ধকারের দ্বারা তাহার জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে তাহাদের উদ্দেশে যজ্ঞ করে *।

রাজসিক মানব তাহার যজ্ঞ অর্পণ করে নিম্নতর দেবগণের উদ্দেশে অথবা ধনের রক্ষক যক্ষগণ কিম্বা অসুর ও রাক্ষস প্রভৃতি বিভ্রষ্ট শক্তি-সকলের উদ্দেশে। তাহার যজ্ঞ বাহ্যতঃ শাস্ত্রানুসারে সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু তাহার প্রেরণা হয় আড়ম্বর প্রদর্শন বা দম্ভ অথবা তাহার কর্মের ফলের জন্য তীব্র কামনা, পুরস্কারের জন্য প্রচণ্ড দাবী (১)।

---

* যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ১৭।৪

(১) অভিসন্ধায় তু ফলম্ দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্॥ ১৭।১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতএব যে-সব কর্ম প্রচণ্ড অহংভাবপূর্ণ ব্যক্তিগত বাসনা হইতে উদ্ভূত হয় অথবা ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য জগতের উপর নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে উদ্যত দাম্ভিক সঙ্কল্প হইতে উদ্ভূত হয়, সে সবই হইতেছে রাজসিক প্রকৃতির, যদিও তাহা জ্যোতির চিহ্ন ধারণ করিয়া আত্মগোপন করে, যদিও তাহা বাহ্যতঃ যজ্ঞরূপে সম্পাদিত হয়, যদিও লোক দেখান ভাবে তাহা ভগবানকে বা দেবগণকে অর্পণ করা হয়, মূলতঃ তাহা একটা আসুরিক ক্রিয়াই থাকিয়া যায়। আমাদের কর্মের যে দৃশ্যমান অভিসন্ধান, যে দেবতার নাম লইয়া আমরা সে কর্ম সমর্থন করি, এমন কি যে বুদ্ধিগত ঐকান্তিক বিশ্বাসের দ্বারা তাহা সমর্থিত হইতেছে বলিয়া মনে হয়, সে-সবের দ্বারা আমাদের কর্মের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারিত হয় না, সে মূল্য নির্দ্ধারিত হয় কেবল আভ্যন্তরীণ ভাব, প্রেরণা ও অভিসন্ধানের দ্বারা। যেখানেই আমাদের কর্মে অহংভাবের প্রাধান্য থাকে সেখানেই তাহা হয় রাজসিক যজ্ঞ। অন্যপক্ষে প্রকৃত সাত্ত্বিক যজ্ঞ তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণের দ্বারা চেনা যায় (১)। প্রথমতঃ উহা সাফল্যপ্রদ সত্যের দ্বারা প্রেরিত যথার্থ নীতি, সঠিক পদ্ধতি ও নিয়ম, আমাদের কর্মের যথাযথ ছন্দ ও ধারা অনুসারে, তাহাদের সত্য পদ্ধতি অনুসারে, ধর্ম অনুসারে অনুষ্ঠিত, বিধিদিষ্টঃ, ইহার অর্থ এই যে, বুদ্ধি ও প্রবুদ্ধ সঙ্কল্প ঐ সকল কর্মের গতি ক্রম ও উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। দ্বিতীয়তঃ, যে দিব্য নিয়ম আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার দ্বারাই নির্দ্ধারিত প্রকৃত যজ্ঞরূপে উহা আমাদের কর্ত্তব্য, যষ্টব্যম্, এই চিন্তায় মনকে একাগ্র ও নিবদ্ধ করিয়া ঐ কর্ম অনুষ্ঠিত হয় এবং সেই জন্যই তাহা এক সমুচ্চ আভ্যন্তরীণ বাধ্যতা ও অবশ্যপালনীয় সত্য অনুসারে করা হয়, তাহাতে ব্যক্তিগত ফল লাভের কোন আকাঙ্ক্ষা থাকে না,—

---

(১) অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ॥ ১৭।১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মটির প্রেরণা এবং যে শক্তি উহাতে নিয়োজিত হয় তাহার ভাব যত নির্ব্যক্তিক হয় ততই উহা সাত্ত্বিক প্রকৃতির হয়। আর শেষতঃ, উহা সম্পূর্ণভাবে দেবগণকে উৎসর্গ করা হয়, বিশ্বের অধীশ্বর যে দেবশক্তি-সকলের দ্বারা বিশ্ব পরিচালন করিতেছেন, যাঁহারা তাঁহারই ছদ্মবেশ ও বিভিন্ন রূপ, তাঁহাদের দ্বারা উহা পরিগৃহীত হয়।

অতএব গীতা যে রকম কর্ম চায় সাত্ত্বিক যজ্ঞ হইতেছে সেই আদর্শের খুবই নিকটবর্ত্তী এবং সাক্ষাৎভাবে সেই দিকেই লইয়া যায়; এইটি চরম বা উচ্চতম আদর্শ নহে, এইটি এখনও সেই সিদ্ধপুরুষের কর্ম নহে যিনি দিব্য প্রকৃতির মধ্যে বাস করেন। কারণ ইহা একটি স্থিরনির্দ্দিষ্ট ধর্মরূপে অনুষ্ঠিত হয়, এবং ইহা সেবা বা যজ্ঞরূপে দেবগণের উদ্দেশে অর্পিত হয়, যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্, আমাদের মধ্যে, জগতের মধ্যে প্রকট ভগবানের কোন আংশিক শক্তি বা বিভাবের উদ্দেশে অর্পিত হয়। নিঃস্বার্থ ধর্মবিশ্বাস অনুসারে অনুষ্ঠিত কর্ম, মানবজাতির জন্য অনুষ্ঠিত স্বার্থহীন কর্ম, ন্যায় বা সত্যের প্রতি নিষ্ঠার জন্য নির্ব্যক্তিক-ভাবে সম্পন্ন কর্ম—এই সব হইতেছে এইরূপ কর্ম এবং এইরূপ কর্ম আমাদের পূর্ণতা সিদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয়; কারণ ইহা আমাদের চিন্তা, সঙ্কল্প ও প্রাকৃত মূল সত্তাকে বিশুদ্ধ করে। সাত্ত্বিক কর্মের যে চূড়ান্ত পরিণতিতে আমাদিগকে উপস্থিত হইতে হইবে তাহা আরও উদারতর ও মুক্ততর; তাহা হইতেছে সমুচ্চ শেষ যজ্ঞ, আমাদের দ্বারা পরম সমগ্র ভগবানের উদ্দেশে নিবেদিত; তাহার সহিত থাকে পুরুষোত্তমকে লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা অথবা যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যে বাসুদেব দর্শন; সে-কর্ম অনুষ্ঠিত হয় নির্ব্যক্তিক ভাবে, বিশ্বজনীন ভাবে, জগতের হিতের জন্য, বিশ্বমাঝে ভগবৎ ইচ্ছা পরি-পূরণের জন্য। ঐ পরিণতি উহাকে নিজের উর্দ্ধে, অমৃত ধর্মে লইয়া যায়। কারণ তখন আইসে একটা মুক্তি, সেখানে কোন ব্যক্তিগত কর্মই নাই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন সাত্ত্বিক ধর্মবিধি, কোন শাস্ত্রবিধানের গণ্ডী নাই ; নীচের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পকেও ছাড়াইয়া উঠা হয়, তাহাদের পরিবর্ত্তে এক উচ্চতর প্রজ্ঞা কর্মটিকে নির্দ্দেশ করে, পরিচালন করে, এবং নিশ্চিতভাবে উহার লক্ষ্যে লইয়া যায়। সেখানে ব্যক্তিগত ফলের কোন কথাই নাই ; কারণ যে সঙ্কল্পটি কার্য্য করে তাহা আমাদের নিজেদের নহে, তাহা হইতেছে এক পরমতম সঙ্কল্প, জীব তাহার যন্ত্রস্বরূপ। সেখানে আত্মপরতা বা আত্মত্যাগ কিছুই নাই ; কারণ জীব ভগবানের সনাতন অংশ, জীব তাহার অস্তিত্বের উচ্চতম সত্তার সহিত যুক্ত হয়, আর সেই সত্তায় , সেই আত্মায় সে এবং সকলে এক। সেখানে কোন ব্যক্তিগত কর্ম নাই কারণ সকল কর্মই আমাদের কর্মের অধীশ্বরকে সমর্পিত হয় এবং তিনি নিজেই রূপান্তরিত প্রকৃতির ভিতর দিয়া কর্মটি সম্পাদন করেন। সেখানে কোন যজ্ঞ নাই,—অবশ্য আমরা বলিতে পারি যে, যজ্ঞের অধীশ্বর জীবের মধ্যে তাঁহার শক্তির কর্মকে তাঁহার নিজেরই বিশ্বরূপের উদ্দেশে অর্পণ করিতেছেন। যজ্ঞরূপে কর্ম নিজেকে অতিক্রম করিয়া এই উচ্চতম স্তরেই উপনীত হয়। যে-জীব ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে তাহার পূর্ণ চৈতন্য লাভ করিয়াছে ইহাই তাহার সিদ্ধ অবস্থা।

তামসিক * তপস্যা অনুসৃত হয় অজ্ঞানাচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত ধারণার বশে, নিজের ভ্রান্তিতে তাহা দৃঢ় ও অবিচল,কোন আদৃত মিথ্যায় অজ্ঞান বিশ্বাসের দ্বারা তাহা সমর্থিত, কোন সত্য বা মহান লক্ষ্যের সহিত সম্বন্ধশূন্য একটা ক্ষুদ্র ও নীচ স্বার্থপর উদ্দেশ্য লইয়া ও আত্মপীড়নের দ্বারা তাহা সম্পাদিত হয় অথবা তাহা অপরের অনিষ্ট সাধনের সঙ্কল্পে শক্তিকে একাগ্র করিয়া সম্পাদিত হয়। এই প্রকার শক্তি প্রয়োগ তামসিক হয় কোন জড়তার ধর্মের দ্বারা নহে, কারণ তপস্যার সহিত জড়তার সম্বন্ধ নাই, কিন্তু মন ও

---

* মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৭।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃতিতে একটা তমিস্রা, ক্রিয়াটিতে একটা নীচ সঙ্কীর্ণতা ও কদর্য্যতা অথবা লক্ষ্য বা প্রেরণায় একটা পাশব প্রবৃত্তি বা বাসনার জন্যই ঐ তপস্যা তামসিক হয়। রাজসিক তপস্যা * হইতেছে সেই সব প্রক্রিয়া যাহা মানুষের নিকট হইতে মান ও পূজা লাভ করিবার নিমিত্ত, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠা ও বাহ্যিক যশ ও মহত্ত্ব লাভের নিমিত্ত অথবা ঐরূপ অন্য কোন অহংভাবময় সঙ্কল্প ও গর্বের প্রেরণায় অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রকার তপস্যা ক্ষণস্থায়ী বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এ সবের দ্বারা আত্মার উর্দ্ধমুখী বিকাশ ও সর্বাঙ্গ সিদ্ধিতে কোনই সহায়তা হয় না; ইহার কোন নির্দিষ্ট শ্রেয়স্কর নীতি নাই, ইহা পরিবর্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী উপলক্ষ্যের সহিত জড়িত এবং ইহার নিজেরও ঐ রূপ, চলমধ্রুবম্। আর যদিও বা দৃশ্যতঃ কোন অধিকতর অন্তর্মুখী ও মহৎ উদ্দেশ্য থাকে এবং শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পটি উচ্চতর ধরণের হয়, তথাপি যদি কোনরূপ ঔদ্ধত্য বা গর্ব বা প্রচণ্ড স্বৈরসঙ্কল্পের বা বাসনার তীব্রবেগ ঐ তপস্যায় প্রবেশ করে অথবা যদি উহা অশাস্ত্রবিহিত, জীবন ও কর্মের যথাযথ নীতির বিরোধী, নিজের ও অপরের অনিষ্টকারক কোন প্রচণ্ড, উচ্ছৃঙ্খল বা ঘোর কর্মে প্রবৃত্ত করায় অথবা যদি উহা আত্মপীড়নমূলক হয় এবং মন প্রাণ ও শরীরকে ক্লিষ্ট করে অথবা আমাদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিত ভগবানকে উৎপীড়ন করে তাহা হইলেও ইহা হয় অবিমৃষ্য রাজসিক বা রজোতামসিক তপস্যা।†

---

* সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৭।১৮

† অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥
কর্শয়ন্ত শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ১৭।৫, ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাত্ত্বিক তপস্যা অনুষ্ঠিত হয় উচ্চতম সম্বুদ্ধ শ্রদ্ধার সহিত, গভীরতমভাবে গৃহীত কর্তব্যরূপে অথবা কোন নৈতিক বা আধ্যাত্মিক বা অন্য উচ্চতর কারণের জন্য, সেখানে কোন বাহ্যিক বা সঙ্কীর্ণভাবে ব্যক্তিগত কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা থাকে না। তাহার স্বরূপ হইতেছে আত্মসংযম, তাহার জন্য চাই আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং নিজের প্রকৃতিতে একটা সুসামঞ্জস্য। গীতা তিন প্রকার সাত্ত্বিক তপস্যা বর্ণনা করিয়াছে। * প্রথমটি হইতেছে শারীরিক, তাহা বাহ্য কর্মের তপস্যা ; এই সম্পর্কে বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে,—সম্মানার্হ ব্যক্তিগণের সম্মান ও পূজা, দেহ, কর্ম ও জীবনের শুচিতা, সরল ব্যবহার, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা। তাহার পর হইতেছে বাঙ্ময় তপস্যা,—শাস্ত্রপাঠ, সত্য প্রিয় ও হিতজনক বাক্য এবং যত্ন সহকারে সেই সকল বাক্য পরিহার যাহা অপরের ভয়, দুঃখ বা উদ্বেগ জন্মায়। শেষতঃ হইতেছে মানসিক ও নৈতিক সিদ্ধির তপস্যা,—ভাবসংশুদ্ধি অর্থাৎ সমস্ত প্রকৃতিকে নির্মল করা, মৃদুতা এবং মনের স্বচ্ছ ও শান্ত প্রসন্নতা, আত্মসংযম ও মৌন। যাহা কিছু রাজসিক ও অহঙ্কৃত প্রকৃতিকে স্থির ও সংযত করে এবং ইহার পরিবর্তে শুভ ও পূণ্যের প্রসন্ন ও শান্ত নীতি প্রতিষ্ঠিত করে সেই সবই এখানে রহিয়াছে। ইহাই সেই সাত্ত্বিক ধর্মের তপস্যা যাহাকে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে এত উচ্চ স্থান দেওয়া হইত। ইহার মহত্তর পরিণতি হইবে বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের সমুচ্চ বিশুদ্ধি, আত্মার সমতা, গভীর শান্তি ও অচঞ্চলতা, উদার সহানুভূতি

---

* দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং একত্বের সাধনা, মন প্রাণ ও দেহের মধ্যে অন্তর্পুরুষের দিব্য প্রসন্নতার প্রতিচ্ছায়া। সেই সমুচ্চ শিখরে নৈতিক রূপ ও প্রকৃতি ইতিমধ্যেই আধ্যাত্মিক রূপ ও প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া যাইতেছে। আর এই পরিণতিটি নিজেকে অতিক্রম করিতে পারে, এক উচ্চতর ও মুক্ততর জ্যোতির মধ্যে ইহাকে উন্নীত করা যাইতে পারে, ইহা পরমা প্রকৃতির সুপ্রতিষ্ঠ দিব্য শক্তিতে পরিণত হইয়া যাইতে পারে। আর তখন যাহা থাকিবে তাহা হইবে আত্মারই নিষ্কলুষ তপঃ, সকল অঙ্গে এক উচ্চতম সঙ্কল্প ও জ্যোতির্ময় শক্তি, তাহারা কর্ম করিবে এক উদার ও জমাট শান্তি এবং এক গভীর ও বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম আনন্দের মধ্যে। অতএব তখন আর তপস্যার কোন প্রয়োজন থাকিবে না, তপস্যা থাকিবে না, কারণ তখন সবই স্বাভাবিক ও সহজভাবে হইবে দিব্য, সবই হইবে সেই তপঃ। সেখানে নীচের শক্তির কোন স্বতন্ত্র প্রচেষ্টা থাকিবে না, কারণ প্রকৃতির শক্তি পুরুষোত্তমের লোকোত্তর সঙ্কল্পের মধ্যে তাহার প্রকৃত উৎস ও ভিত্তির সন্ধান পাইবে। তখন এই শক্তির ক্রিয়াগুলি এই ভাবে উচ্চ স্তর হইতে প্রবর্তিত হওয়ায় নিম্নতর স্তর-সকলেও তাহারা এক অন্তর্নিহিত সিদ্ধতম সঙ্কল্প হইতে এবং এক অন্তর্নিহিত সিদ্ধতম পরিচালনায় স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে চলিতে থাকিবে। বর্তমান ধর্মসকলের কোন বাধাই আর তখন থাকিবে না, কারণ তখন কর্ম হইবে মুক্ত, তাহা রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির বহু ঊর্দ্ধে, কিন্তু সাত্ত্বিক কর্মবিধির অতি-সতর্ক ও সঙ্কীর্ণ গণ্ডীরও বহু ঊর্দ্ধে।

যেমন তপস্যা সম্বন্ধে তেমনই সকল দানও হইতেছে জ্ঞানহীন তামসিক অথবা বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ রাজসিক অথবা নিঃস্বার্থ ও জ্ঞানোদ্ভাসিত সাত্ত্বিক প্রকৃতির। * তামসিক দান অর্পিত হয় অজ্ঞভাবে, তাহাতে

---

* দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥ ২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাযথ দেশ কাল ও পাত্রের কোন বিবেচনা থাকে না ; ইহা নির্বোধ ও বিবেচনাশূন্য এবং বস্তুতঃ স্বার্থপর ক্রিয়া, অনুদার ও হেয় বদান্যতা, সে-দানে সহানুভূতি থাকে না, প্রকৃত ঔদার্য্য থাকে না, গৃহীতার হৃদ্‌গত ভাবের কোন হিসাব লওয়া হয় না, তাহা গৃহীত হইলেও অবজ্ঞার সহিত গৃহীত হয়। রাজসিক দান হইতেছে যাহা অপ্রসন্নচিত্তে অনিচ্ছার সহিত অথবা নিজেকে পরিক্লিষ্ট করিয়া অথবা ব্যক্তিগত বা অহংমন্য উদ্দেশ্য লইয়া অথবা কোন দিক হইতে কোনরূপ প্রত্যুপকারের আশা বা গৃহীতার নিকট হইতে অনুরূপ বা অধিকতর লাভের আশা লইয়া সম্পাদিত হয়। সাত্ত্বিক দান হইতেছে যথাযথ যুক্তি ও সদিচ্ছা ও সহানুভূতির সহিত যথাযথ দেশ ও কালে এমন যথাযথ পাত্রকে দান করা যে যোগ্য অথবা যাহার পক্ষে দানটি প্রকৃতই সাহায্যপ্রদ হয়। কর্ত্তব্যবোধেই ঐ দান ও উপকার করা হয়, গৃহীতার নিকট হইতে কোন পূর্বকৃত উপকার বা ভবিষ্যৎ উপকারের জন্য নহে; সে কর্মের কোনরূপ ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য থাকে না। সাত্ত্বিক দানের পরিণতি কর্মের মধ্যে ক্রমশঃ বেশী বেশী লইয়া আসিবে অপরের প্রতি, জগতের প্রতি এবং ভগবানের প্রতি উদার আত্মদান, আত্মসমর্পণ—কর্ম-যজ্ঞের এই সমুচ্চ উৎসর্গই গীতার বিধান। আর দিব্য প্রকৃতির মধ্যে উন্নয়ন হইবে আত্ম-নিবেদনের মহত্তম পরিপূর্ণতা, জীবনের উদারতম অর্থের উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা। ভগবান নিজেকে এবং নিজের শক্তি-সকলকে দান করিতেছেন, এই সর্বভূতের মধ্যে তাঁহার সত্তা ও আত্মাকে অমিতভাবে ঢালিয়া দিতেছেন, ইহার দ্বারাই এই সমগ্র বিচিত্র জগৎ

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্॥ ২১
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ভূত হইয়াছে এবং নিরন্তর সংরক্ষিত হইতেছে; বেদ বলিয়াছে, বিশ্বজীবন হইতেছে পুরুষের আত্মবলিদান, পুরুষ-যজ্ঞ। সিদ্ধ জীবেরও সকল কর্ম হইবে ঠিক এইরূপই নিজেকে এবং নিজের শক্তিসকলকে নিরন্তর দিব্য ভাবে দান করা, ভগবানের মধ্যে থাকিয়া তাঁহার প্রভাব ও প্রেরণা হইতে সে যে জ্ঞান, জ্যোতি, বল, প্রেম, আনন্দ, সাহায্যপ্রদ শক্তি লাভ করিয়াছে সেই সমুদয় তাহার চতুর্দ্দিকে সকলের উপরে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অথবা এই সমগ্র জগৎ ও ইহার জীবসমুদয়ের উপর ঢালিয়া দেওয়া। আমাদের জীবনের যিনি অধীশ্বর, তাঁহার নিকট জীবের সমগ্র আত্মদানের উহাই হইবে সমগ্র ফল।

গীতা যে-কথা বলিয়া এই অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছে, প্রথম দৃষ্টিতে সেটি দুর্বোধ্য বলিয়াই মনে হয়।* গীতা বলিয়াছে ওঁ তৎ সৎ এই বাক্যটি হইতেছে ব্রহ্মের ত্রিবৃৎ সংজ্ঞা, পুরাকালে ব্রহ্মেরই দ্বারা ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এই বাক্যের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত অর্থ নিহিত রহিয়াছে। তৎ শব্দে বুঝায় কৈবল্যাত্মক সত্তা (the Absolute), সৎ শব্দে বুঝায় পরম বিশ্বময় সত্তার মূল তত্ত্ব। ওঁ হইতেছে ত্রিবৃৎ ব্রহ্মের প্রতীক, বহির্মুখী, অন্তর্মুখী বা সূক্ষ্ম এবং অতিচেতন কারণ পুরুষ। এই তিনটি যথাক্রমে অ, উ, ম এই তিনটি অক্ষরের দ্বারা বুঝায় এবং সমগ্র ওঁ শব্দটির দ্বারা চতুর্থ অবস্থা তুরীয় বুঝায়, তাহাই কৈবল্যাত্মক সত্তায় উঠিয়া যায়। প্রারম্ভে প্রশস্তি স্বরূপ ওঁ এই শব্দটি উচ্চারণ করিয়া সকল যজ্ঞ দান ও তপস্যা ক্রিয়া প্রবর্ত্তন করা হয়, ইহার দ্বারা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হয় যে, আমাদের কর্মকে করিতে হইবে আমাদের

---

* ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণাস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়া।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্॥ ২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আভ্যন্তরীণ সত্তায় ত্রিবৃৎ ভগবানের প্রকাশ এবং পরিকল্পনা ও লক্ষ্যে তাহাকে ভগবদ্‌মুখী করিতে হইবে। মোক্ষাভিলাষী ব্যক্তিগণ ফল-কামনারহিত হইয়া এবং কেবল তাঁহাদের প্রকৃতির অন্তরালে অবস্থিত পরম ভগবানের ধারণা অনুভূতি ও আনন্দ লইয়া এইসকল কর্ম অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন।*

তাঁহারা তাঁহাদের কর্মে এই বিশুদ্ধতা ও নির্ব্যক্তিকতার দ্বারা, এই সমুচ্চ নিষ্কামতা, এই উদার অহমিকাশূন্যতা ও অধ্যাত্ম সমৃদ্ধির দ্বারা ঐ ভগবানেরই সন্ধান করেন। সৎ শব্দে শ্রেয় বুঝায়, অস্তিত্বও বুঝায়। শ্রেয়ের নীতি এবং সত্যের নীতি এই দুইটিই ঐ তিন প্রকার কর্মের মধ্যে থাকা চাই। সকল শুভ-কর্মই সৎ, কারণ তাহারা জীবাত্মাকে আমাদের জীবনের উচ্চতর সত্তার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে; যজ্ঞ, তপস্যা ও দানে সুদৃঢ় নিষ্ঠা এবং উহাকেই মূল লক্ষ্য করিয়া যজ্ঞরূপে, দানরূপে, তপস্যারূপে যে-সব কর্ম করা যায় সে সমুদয়ই হইতেছে সৎ, কারণ তাহারা আমাদের আত্মার উচ্চতম সত্যের ভিত্তি গড়িয়া দেয়। আর যেহেতু শ্রদ্ধাই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল নীতি, এই সবের যে-কোনটি অশ্রদ্ধাপূর্বক সম্পাদন করা যায় সেইটিই হয় মিথ্যা, পৃথিবীতে বা পরকালে তাহার কোন প্রকৃত অর্থ বা সত্য সারবত্তা থাকে না, ইহ জীবনে অথবা মর-জীবনের পরে আমাদের চেতন আত্মার মহত্তর লোক-

---

* তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতং চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমূহে কোন বাস্তব সত্তা থাকে না, স্থিতি বা সৃষ্টির কোন শক্তিই থাকে না। অন্তপুরুষের যে শ্রদ্ধা, কেবল বুদ্ধিগত বিশ্বাস নহে, পরন্তু জানিবার দেখিবার, বিশ্বাস করিবার এবং নিজ দৃষ্টি ও জ্ঞান অনুসারে কর্ম করিবার, নিজেকে গড়িয়া তুলিবার যে একাগ্র সঙ্কল্প তাহাই তাহার শক্তির দ্বারা আমাদের বিবর্ত্তনের সম্ভাবনা-সকল নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, আর আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সত্তা, প্রকৃতি ও কর্মে এই শ্রদ্ধা ও সঙ্কল্পকে যাহা কিছু উচ্চতম, দিব্যতম, সত্যতম ও শাশ্বত সেই সমুদয়ের অভিমুখী করিয়াই আমরা পরমতম সিদ্ধিতে উপনীত হইতে পারি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুণ, মন ও কর্ম*

গুণত্রয় সম্বন্ধে এবং উচ্চতম সাত্ত্বিক সাধনা তাহার পরিণতিতে যে নিজেকে অতিক্রম করিয়া গুণত্রয়ের অতীতে লইয়া যায় সেই সম্বন্ধে এই মূল পরিকল্পনার আলোকে গীতা কর্মের যে বিশ্লেষণ দিয়াছে তাহা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আত্মবিকাশশীল কর্মের পশ্চাতে, বিশেষতঃ জীবের পক্ষে কর্মের দ্বারা তাহার পূর্ণ অধ্যাত্মবিকাশ সাধনের পশ্চাতে প্রধান ও অপরিহার্য্য শক্তি হইতেছে শ্রদ্ধা,—যে সত্য আমরা দর্শন করিয়াছি তাহা বিশ্বাস করিবার এবং সেই সত্য হইবার, জানিবার, জীবনে ও কর্মে বাস্তবে পরিণত করিবার সঙ্কল্প। কিন্তু মানসিক শক্তিগুলিও রহিয়াছে, তাহারা যন্ত্র ও আবশ্যকীয় বিধানরূপে কর্মের বেগ, গতি ও স্বরূপ নির্ণয়ে সহায়তা করে এবং সেই হেতু এই আভ্যন্তরীণ সাধনা সম্পূর্ণভাবে বুঝিবার জন্য তাহারাও প্রয়োজনীয়। গীতা তাহার মহান চরম সিদ্ধান্ত দিবার পূর্বে ইহাদের সংক্ষিপ্ত তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দিতে অগ্রসর হইতেছে, সেই সিদ্ধান্তেই তাহার সকল শিক্ষার পরিণতি, তাহাই হইতেছে উচ্চতম রহস্য, অধ্যাত্মভাবে সকল ধর্মের উপরে উঠিয়া যাওয়া, দিব্য ঊর্দ্ধায়ন। প্রধান ভাবটিকে পূর্ণভাবে ধরিবার জন্য যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু বিস্তার করিয়া আমাদিগকে সংক্ষেপে এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা অনুসরণ করিতে হইবে; কারণ এইগুলি হইতেছে গৌণ জিনিষ অথচ প্রত্যেকেই আপন বিশিষ্ট স্থানে এবং বিশিষ্ট উদ্দেশ্যে বিশেষভাবেই প্রয়োজনীয়। গুণত্রয়ের বৈশিষ্ট্যের মধ্যে তাহাদের যে নির্দিষ্ট ক্রিয়া তাহাই আমরা গীতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা হইতে প্রকট করিব ; গুণত্রয়ের

* গীতা অষ্টাদশ অধ্যায় ১—৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতীতে তাহাদের প্রত্যেকের পরিণতির যাহা স্বরূপ তাহা ঊর্দ্ধ্বায়নের সাধারণ স্বরূপ হইতে আপনা হইতেই আসিবে।

অর্জুনের এক শেষ প্রশ্নের দ্বারা বিষয়টির এই অংশটি আরম্ভ করা হইয়াছে, সে প্রশ্ন হইতেছে সন্ন্যাসের তত্ত্ব, ত্যাগের তত্ত্ব এবং তাহাদের প্রভেদ সম্বন্ধে।* গীতা এই বিশিষ্ট প্রভেদটি পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছে, ইহার উপর জোর দিয়াছে, এবং এরূপ করা যে ঠিকই হইয়াছিল ভারতীয় মনের পরবর্তী ইতিহাসই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ; পরবর্তী চিন্তাধারায় এই দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষকে কেবলই গোলমাল করা হইয়াছে, এবং গীতা যে-কর্মের শিক্ষা দিয়াছে সেরূপ কর্মকে তুচ্ছ করা হইয়াছে, বড় জোর সন্ন্যাসের পরম নিষ্ক্রিয়তার উপক্রমণিকা-রূপেই তাহার উপযোগিতা স্বীকার করা হইয়াছে। বস্তুতঃ লোকে যখন ত্যাগের কথা, বৈরাগ্যের কথা বলে তখন এই কথার দ্বারা তাহারা সংসারত্যাগই বুঝে, অন্ততঃ ইহারই উপরে তাহারা জোর দেয়; কিন্তু গীতার মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তদনুসারে ত্যাগের ভিত্তি হইতেছে কর্ম এবং সাংসারিক জীবন, মঠে বা গুহায় বা শৈলশিখরে পলায়ন করা নহে। প্রকৃত ত্যাগ হইতেছে কামনাশূন্য হইয়া কর্ম করা এবং তাহাই প্রকৃত সন্ন্যাস।

সাত্ত্বিক আত্ম-নিয়ন্ত্রণের যে মুক্তিপ্রদ ক্রিয়া সেটিকে ত্যাগের ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে হইবে সন্দেহ নাই—ঐটি হইতেছে অপরিহার্য্য; কিন্তু কি ত্যাগ এবং কিরূপ ভাবে? সংসারের কর্ম ত্যাগ নহে, কোন বাহ্যিক কৃচ্ছ্রতা বা ভোগবর্জনের বাহ্য আড়ম্বর নহে, পরন্তু রাজসিক বাসনা ও অহংয়ের ত্যাগ, বর্জন, বাসনাত্মক আত্মার, অহংমন্য মনের এবং রাজসিক প্রাণপ্রকৃতির স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত জীবনের সন্ন্যাস বা সম্যক্ পরিত্যাগ। যোগশিখরে আরোহণ করিবার পক্ষে ঐটিই হইতেছে

---

* সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিসূদন॥ ১৮।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্য প্রয়োজন, সে আরোহণ নির্ব্যক্তিক আত্মা ও ব্রাহ্মী একত্বের ভিতর দিয়াই হউক অথবা বিশ্বগত বাসুদেবের ভিতর দিয়াই হউক অথবা আভ্যন্তরীণ ভাবে পরম পুরুষোত্তমের মধ্যেই হউক। আর শাস্ত্রীয় সংজ্ঞা হিসাবে, পণ্ডিতদের প্রচলিত ভাষায় সন্ন্যাস হইতেছে কাম্যকর্ম-সমূহের বাহ্যিক ন্যাস বা পরিহার; জ্ঞানীগণ মানসিক ও আধ্যাত্মিক ত্যাগকেই ত্যাগ নামে অভিহিত করিয়া থাকেন, আমাদের কর্মসকলের ফলের প্রতি, কর্মটিরই প্রতি অথবা ইহার ব্যক্তিগত প্রবর্তনা বা রাজসিক প্রেরণার প্রতি সকল আসক্তি সম্পূর্ণভাবে বর্জন করা—ইহাই ত্যাগ, এবং গীতা সন্ন্যাস ও ত্যাগের মধ্যে এই প্রভেদই করিয়াছে।* ঐ অর্থে ত্যাগই উৎকৃষ্টতর পন্থা, সন্ন্যাস নহে। কাম্য কর্মসকলকে যে বর্জন করিতে হইবে তাহা নহে, পরন্তু যে কামনার জন্য উহারা কাম্য কর্ম হয় সেইটিকেই আমাদের মধ্য হইতে দূর করিতে হইবে। কর্মের অধীশ্বরের বিধানে কর্মের ফল আসিতে পারে কিন্তু কর্ম করিয়া পুরস্কার স্বরূপ বা সর্ত্ত স্বরূপ ঐ ফলের কোনরূপ অহমিকাপূর্ণ দাবী থাকিলে চলিবে না। অথবা ফলটি আদৌ না আসিতে পারে তথাপি কর্মটি করিতে হইবে এইজন্য যে উহা কর্তব্য, আমাদের অন্তর্যামী ভগবান ঐ কর্ম আমাদের নিকট হইতে দাবী করিতেছেন। সফলতা বা বিফলতা তাঁহারই হস্তে এবং তিনি তাঁহার সর্বদর্শী সঙ্কল্প ও দুর্জ্ঞেয় উদ্দেশ্য অনুসারেই তাহা নির্দ্ধারিত করিবেন। অবশ্য কর্ম, সকল প্রকার কর্মই শেষ পর্যন্ত সংন্যস্ত করিতে হইবে, বাহ্যিক ভাবে কর্ম হইতে বিরতথাকিয়া নহে, নিশ্চলতা বা নিষ্ক্রিয়তার দ্বারা নহে, পরন্তু সকল কর্ম অধ্যাত্মভাবে সমর্পণ করিতে হইবে আমাদের জীবনের অধীশ্বরকে যাঁহার শক্তি ভিন্ন কোন কর্মই সম্পাদিত হইতে পারে না। নিজদিগকে কর্তা বলিয়া

* কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের যে মিথ্যা ধারণা আছে তাহা ত্যাগ করা চাই ; কারণ বস্তুতঃ বিশ্বশক্তিই আমাদের ব্যক্তিত্ব ও আমাদের অহংয়ের মধ্য দিয়া কর্ম করে। আমাদের সকল কর্ম ঈশ্বর ও তাঁহার শক্তির নিকটে অধ্যাত্মভাবে অর্পণ করা, গীতার শিক্ষায় ইহাই হইতেছে প্রকৃত সন্ন্যাস।

কোন্ কোন্ কর্ম করিতে হইবে, এই প্রশ্নটি তখনও উঠে। যাঁহারা বলেন বাহ্যিক কর্ম পরিত্যাগই চরম লক্ষ্য তাঁহারাও এই দুরূহ বিষয়টিতে একমত নহেন। কেহ কেহ বলেন আমাদের জীবন হইতে সকল কর্ম ছাঁটিয়া ফেলিতে হইবে, যেন তাহা আদৌ সম্ভব। কিন্তু যতক্ষণ আমরা এই দেহে জীবিত রহিয়াছি ততক্ষণ ইহা সম্ভব নহে *; আর আমাদের কর্মশীল সত্তাকে সমাধির দ্বারা মৃৎপিণ্ড বা পাথরের প্রাণহীন নিশ্চলতায় পরিণত করাই মোক্ষের অর্থ হইতে পারে না। সমাধির যে নিশ্চল নীরবতা তাহাতেও সমস্যাটির সমাধান হয় না, কারণ যখনই দেহের মধ্যে আবার শ্বাসপ্রশ্বাস ফিরিয়া আসিবে তখনই আবার আমাদের কর্ম আরম্ভ হইবে, আধ্যাত্মিক নিদ্রার দ্বারা আমরা যে-মুক্তি লাভ করিয়াছিলাম তাহার শিখর হইতে আমরা পড়িয়া যাইব। কিন্তু প্রকৃত যে-মোক্ষ, আভ্যন্তরীণভাবে অহং বর্জনের দ্বারা মুক্তি এবং পুরুষোত্তমের সহিত যোগ, তাহা সকল অবস্থাতেই স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকে, এই জগতে বা ইহার-বাহিরে যে জগতেই হউক বা সকল জগতের বাহিরেই হউক, তাহা স্ব-প্রতিষ্ঠ থাকে, সর্বথা বর্ত্তমানোঽপি, এবং তাহা নিষ্ক্রিয়তা বা সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে না। তাহা হইলে কোন্ কোন্ কর্ম করিতে হইবে ? পূর্ণ সন্ন্যাসমতাবলম্বীদের উত্তর (গীতা ইহার উল্লেখ করে নাই, সম্ভবতঃ গীতার যুগে ইহা তেমন প্রচলিত হয় নাই) এইরূপ হইতে পারে যে, ইচ্ছাকৃত কর্মের মধ্যে কেবল ভিক্ষা, আহার এবং ধ্যান এই সবই করা

---

* ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১৮।১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চলিবে, তাহা ছাড়া কেবল শরীরের অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়াগুলি চলিবে। কিন্তু ইহা সুস্পষ্ট যে, অধিকতর উদার ও ব্যাপক সমাধান হইতেছে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা এই তিনটি সর্বাপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম করিয়া যাওয়া। আর গীতা বলিয়াছে, এইগুলি অবশ্যকর্ত্তব্য, কারণ ইহারা মনীষীগণকে শুদ্ধ করে *। কিন্তু আরও সাধারণভাবে, এবং এই তিনটি কর্মকে ব্যাপকতম অর্থে গ্রহণ করিয়া বলা যায় যে, নিয়তং কর্মই করিতে হইবে, শাস্ত্র অর্থাৎ যথাযথ জ্ঞান, যথাযথ কর্ম, যথাযথ জীবনপ্রণালীর বিদ্যা ও প্রয়োগনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম, অথবা মূল প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম, স্বভাব-নিয়তং কর্ম, অথবা শেষতঃ ও শ্রেষ্ঠতঃ হইতেছে আমাদের মধ্যে ও উর্দ্ধে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহারই ইচ্ছার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত কর্ম। শেষোক্তটিই হইতেছে মুক্তপুরুষের যথার্থ এবং একমাত্র কর্ম, মুক্তস্য কর্ম। এই সকল কর্ম পরিত্যাগ করা সঙ্গত নহে, গীতা ইহা অতি স্পষ্ট ও অসন্দিগ্ধভাবে নির্দেশ করিয়াছে, নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে†। মুক্তির জন্য ঐরূপ পরিত্যাগই যথেষ্ট এই অজ্ঞান বিশ্বাসের বশে ঐ সকল কর্ম ত্যাগ করা হইতেছে তামসিক ত্যাগ। আমরা দেখিতে পাই যে, যেমন কর্মের মধ্যে তেমনিই কর্মত্যাগের মধ্যেও গুণসকল আমাদিগকে অনুসরণ করে। নিষ্ক্রিয়তার প্রতি আসক্তির বশে, সঙ্গ অকর্মণি, কর্ম পরিত্যাগ করিলে তাহা সমানভাবেই তামসিক ত্যাগ হইবে। আর তাহারা দুঃখ আনয়ন করে, অথবা দেহের পক্ষে পীড়াদায়ক হয়, মনের পক্ষে ক্লান্তিকর হয় বলিয়া কর্ম পরিত্যাগ করা অথবা সবই তুচ্ছ এবং আত্মার পক্ষে বিরক্তিকর এইরূপ ভাব লইয়া কর্ম পরিত্যাগ করা

---

* যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্॥ ৫

† নিয়তস্য তু সংন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে রাজসিক * এবং তাহা উচচ অধ্যাত্ম ফল আনয়ন করিতে পারে না, নৈব ত্যাগফলং লভেৎ; সেইটিও প্রকৃত ত্যাগ নহে। ইহা মানসিক দুঃখবাদ বা প্রাণিক ক্লান্তি হইতে উদ্ভূত, অহংয়ের মধ্যেই ইহার মূল। এই অহংমুখী নীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ত্যাগ হইতে কোনরূপ মুক্তি লাভ হয় না।

ত্যাগের সাত্ত্বিক নীতি হইতেছে কর্ম হইতে সরিয়া থাকা নহে, পরন্তু ব্যক্তিগত দাবী হইতে, কর্মের পিছনে যে অহং থাকে তাহা হইতে নিবৃত্ত হওয়া †। ইহা হইতেছে এমন কর্ম করা যাহা কামনার দ্বারা প্ররোচিত নহে পরন্তু যথাযথ জীবনধারার বিধানের দ্বারা প্ররোচিত অথবা মূল প্রকৃতি, তাহার জ্ঞান, তাহার আদর্শ, নিজের উপর এবং যে-সত্য সে দর্শন করে তাহার উপর তাহার বিশ্বাস, তাহার শ্রদ্ধার দ্বারা প্ররোচিত। অথবা, উচচতর অধ্যাত্ম স্তরে, সে-সব কর্ম আদিষ্ট হয় ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা এবং যোগস্থ মনের দ্বারা তাহারা সম্পাদিত হয়, কর্মটিতে বা কর্মের ফলটিতে কোনও ব্যক্তিগত আসক্তি থাকে না। সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিতে হইবে সমস্ত কামনা, সকল আত্ম-পর অহংমুখী মনোনয়ন ও প্রেরণা এবং শেষ পর্যন্ত সঙ্কল্পের সেই সূক্ষ্ম অহংভাব যাহা বলে, "কর্মটি আমার, আমিই কর্মী।" অথবা "কর্মটি ভগবানের, কিন্তু আমিই কর্মী"। সুখকর, বাঞ্ছনীয়, লাভজনক বা সাফল্যময় কর্মে কোনরূপ আসক্তি রাখা চলিবে না অথবা কোন কর্ম এইরূপ বলিয়াই করা চলিবে না; কিন্তু ঐরূপ কর্মও করিতে হইবে,—সমগ্রভাবে, নিঃস্বার্থভাবে, অন্তরাত্মার সম্মতির সহিত,—যখন সে-কর্ম ঊর্দ্ধ্ব হইতে এবং আমাদের

* দুঃখমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

† কাৰ্য্যমিত্যেব যৎ কৰ্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽৰ্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্য হইতে আদিষ্ট হইবে, কর্তব্যম্ কর্ম। অসুখকর, অবাঞ্ছনীয় বা অতৃপ্তিকর কর্ম অথবা যে-কর্ম ক্লেশ, বিপদ, কঠোর অবস্থা বা অশুভ পরিণাম আনে বা আনিতে পারে, সেরূপ কর্মের প্রতি কোন বিরাগ থাকিলে চলিবে না, কারণ সেরূপ কর্মও যখন কর্তব্যম্ হইবে তখন তাহাকে স্বীকার করিতে হইবে সমগ্রভাবে, নিঃস্বার্থভাবে, তাহার প্রয়োজন ও সার্থকতার গভীর উপলব্ধির সহিত। জ্ঞানী ব্যক্তি কামনাত্মক সত্তার বিরাগ ও কুণ্ঠা-সকল বর্জন করেন এবং যে সাধারণ মানবীয় বুদ্ধি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত, সংস্কার-গত অথবা অন্যভাবে সীমাবদ্ধ আদর্শসকলের দ্বারাই বিচার করে তাহার সংশয়সকলকে বর্জন করেন। তিনি পরিপূর্ণ সাত্ত্বিক মনের জ্যোতিতে এবং যে আভ্যন্তরীণ ত্যাগ আত্মাকে নির্ব্যক্তিকতার, ভগবানের দিকে, বিশ্বময় ও শাশ্বতময় সত্তার দিকে উন্নীত করে তাহার শক্তি লইয়া তাঁহার প্রকৃতির উচ্চতম আদর্শ নীতি অনুসরণ করেন অথবা তাঁহার নিগূঢ় অন্তরাত্মার কর্মের অধীশ্বরের সঙ্কল্প অনুসরণ করেন। কোন ব্যক্তিগত ফলের জন্য অথবা ইহজীবনে কোন পুরস্কারের জন্য অথবা সাফল্য, লাভ বা পরিণামের প্রতি কোনরূপ আসক্তি লইয়া তিনি কর্ম করিবেন না, অদৃশ্য পরলোকে কোন ফলের জন্যও তিনি কর্মে ব্রতী হইবেন না অথবা অন্য জন্মে বা আমাদের উর্দ্ধে কোন জগতে যে পুরস্কারের জন্য অপরিপক্ক ধর্মবুদ্ধি লালায়িত হয় তিনি সে-সবও চাহিবেন না। এ-জগতে বা অন্য কোন জগতে, এই জীবনে বা পরবর্তী জীবনে অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র এই যে ত্রিবিধ কর্মফল, এ-সব হইতেছে যাহারা কামনা ও অহংয়ের দাস কেবল তাহাদেরই জন্য, এ-সব জিনিষ মুক্ত আত্মাকে স্পর্শ করে না *। যে মুক্ত কর্মী আভ্যন্তরীণ সন্ন্যাসের দ্বারা তাঁহার কর্মসকল এক মহত্তর শক্তিকে অর্পণ

* অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রং চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সংন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন তিনি কর্ম হইতে মুক্ত। কর্ম তিনি করিবেন, কারণ অল্প বা অধিক, ক্ষুদ্র বা বৃহৎ, কোন না কোন কর্ম করা দেহধারী জীবের পক্ষে অবশ্যম্ভাবী, স্বাভাবিক, সমীচীন,—কর্ম হইতেছে জীবনের দিব্য ধর্মের অঙ্গ, ইহা আত্মার সমুচ্চ শক্তির দিক। ত্যাগের যাহা মূল তত্ত্ব, সত্য ত্যাগ, সত্য সন্ন্যাস তাহা কোন গতানুগতিক নীতি অনুযায়ী কর্ম-ত্যাগ নহে। পরন্তু তাহা হইতেছে নিঃস্বার্থ আত্মা, অহংশূন্য মন, অহংভাব ছাড়াইয়া মুক্ত নির্ব্যক্তিক ও অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হওয়া। এই যে আভ্যন্তরীণ ত্যাগের ভাব, ইহাই হইতেছে সাত্ত্বিক সাধনার উচ্চতম পরিণতির জন্য প্রথম মানসিক প্রয়োজন।

গীতা তাহার পর সাংখ্যদর্শন অনুসারে কর্ম সিদ্ধির পাঁচটি কারণ বা অপরিহার্য্য প্রয়োজন বর্ণনা করিয়াছে*। এই পাঁচটি হইতেছে, প্রথম, অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ, প্রাণ ও মনের কাঠাম, এইটিই হইতেছে প্রকৃতি-স্থ আত্মার আধার বা অবস্থানভূমি; তাহার পর, কর্ত্তা; তৃতীয়, প্রকৃতির চক্ষু আদি বিবিধ করণ বা যন্ত্র সকল; চতুর্থ, নানাপ্রকার পৃথক পৃথক চেষ্টা, তাহারাই কর্মের শক্তি; এবং শেষতঃ, দৈব (Fate, অদৃষ্ট) অর্থাৎ মানুষের কর্তৃত্ব ছাড়া, প্রকৃতির দৃষ্ট কর্মপদ্ধতি ছাড়া যে-শক্তি বা শক্তিসকল এই সবের পশ্চাতে থাকিয়া কর্মটিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া দেয় এবং কর্ম ও কর্মফলের নীতি অনুসারে ফলাফল বিধান করে তাহাদের প্রভাব। এই পাঁচটিকে লইয়াই কর্মের নিমিত্ত কারণ গঠিত, মানুষ

* পঞ্চৈমানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩
অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণং চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্॥ ১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কায়, মন বা বাক্যের দ্বারা যে-কোন কর্মই করুক না কেন, তাহার গঠন ও ফল ইহাদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়।*

আমাদের বহির্ভাগস্থ ব্যক্তিগত অহংকেই সাধারণতঃ কর্ত্তা বলিয়া মনে করা হয় কিন্তু ইহা হইতেছে যে-বুদ্ধি এখনও জ্ঞানলাভ করে নাই তাহারই মিথ্যা ধারণা †। দৃশ্যতঃ অহংই কর্ত্তা, কিন্তু অহং এবং ইহার সঙ্কল্প হইতেছে প্রকৃতির সৃষ্টি ও যন্ত্র, অজ্ঞ বুদ্ধি ইহাদের সহিতই আমাদের আত্মাকে ভ্রান্তভাবে এক করিয়া দেখে, এমন কি মানবীয় কর্মও কেবল ইহাদের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয় না, ঐ কর্মের গতি ও ফল ত দূরের কথা। যখন আমরা অহং হইতে মুক্ত হই তখন আমাদের প্রকৃত আত্মা, নির্ব্যক্তিক ও বিশ্বগত আত্মা, পশ্চাৎ হইতে সম্মুখে আইসে এবং যে আত্মদৃষ্টিতে সে বিশ্বপুরুষের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করে তাহাতে সে দেখিতে পায়, বিশ্বপ্রকৃতিই কর্মটির কর্ত্তা এবং তাহার পিছনে ভগবানের ইচ্ছাই হইতেছে বিশ্বপ্রকৃতির অধীশ্বর। কেবল যতক্ষণ আমাদের এই জ্ঞান না হইতেছে ততক্ষণই আমরা অহংএর এবং অহংএর সঙ্কল্পের কর্ত্তৃত্বভাবে আবদ্ধ থাকি, যত শুভাশুভ কর্ম করি এবং আমাদের তামসিক, রাজসিক ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির তৃপ্তি লাভ করি। কিন্তু একবার এই মহত্তর জ্ঞানের মধ্যে বাস করিলে, কর্মের স্বরূপ বা ফল আত্মার মুক্তির কোনই ব্যতিক্রম ঘটায় না। বাহ্যিকভাবে কর্মটি এই কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ ও রক্তপাতের ন্যায়ই ভীষণ কর্ম হইতে পারে; কিন্তু মুক্ত পুরুষ যদিও এই সংগ্রামে

---

* শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫

† তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥ ১৬
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে। ১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগদান করেন এবং যদিও তিনি এই সমস্ত লোককে হনন করেন, তথাপি তিনি কাহাকেও হনন করেন না, কারণ কর্মটি হইতেছে জগৎ-সমূহের অধীশ্বরের এবং তিনিই তাঁহার অদৃশ্য সর্বশক্তিমান ইচ্ছায় এই সব সৈন্যকে ইতিপূর্বেই নিহত করিয়াছেন। মানবজাতি যাহাতে নূতন সৃষ্টি, নূতন উদ্দেশ্যের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার অতীতের অন্যায়, অত্যাচার, অধর্ম কর্মের ফল যেন অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া মুক্ত হইতে পারে সেই জন্যই এই ধ্বংসকাণ্ড প্রয়োজন হইয়াছিল। মুক্তপুরুষের উপর যে-কর্মের ভার অর্পিত হয়, তিনি বিশ্বপুরুষের সহিত আত্মায় এক হইয়া জীবন্ত যন্ত্ররূপে তাহা সম্পাদন করেন। আর এই সব যে অবশ্যম্ভাবী তাহা জানিয়া এবং বাহ্য দৃশ্যের উর্দ্ধে দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি কর্ম করেন নিজের জন্য নহে পরন্তু ভগবানের জন্য, মানবের জন্য এবং মানবীয় ও বিশ্বগত শৃঙ্খলার জন্য *; বস্তুতঃ তিনি নিজে কর্ম করেন না পরন্তু তাঁহার কর্মসকল এবং তাহাদের পরিণতিতে ভাগবত শক্তিরই আবির্ভাব ও প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন হন। তিনি জানেন যে, তাঁহার মানসিক, প্রাণিক, ভৌতিক শরীরে—তাঁহার অধিষ্ঠানে—পরাশক্তিই একমাত্র কর্ত্তারূপে অদৃষ্ট কর্তৃক নির্দ্ধারিত কর্ম সম্পাদন করিতেছেন, সে অদৃষ্ট বস্তুতঃ অদৃষ্ট নহে, তাহা একটা অন্ধ যন্ত্রবৎ বিধান নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে মানুষের কর্মচক্রের পশ্চাতে ক্রিয়মান জ্ঞানময় ও সর্বদর্শী ইচ্ছা। এই যে ঘোর কর্ম গীতার সমগ্র শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ, ইহা হইতেছে এমন এক কর্মের চরম দৃষ্টান্ত যাহা দৃশ্যতঃ অশুভ কিন্তু সেই দৃশ্যের অতীতে এক পরম শুভ নিহিত রহিয়াছে। ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত মনুষ্যটিকে সেই কর্ম করিতে হইবে নির্ব্যক্তিকভাবে, লোকসংগ্রহার্থম্, জগৎকে

---

* বিশ্বগত শৃঙ্খলার কথা উঠিতেছে, কারণ মানবসমাজের মধ্যে অসুরের জয়ের অর্থ হইতেছে বিশ্বশক্তি সমূহের দ্বন্দ্বে ততখানি অসুরের জয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার লক্ষ্যের দিকে ঠিক রাখিবার জন্য, কোন ব্যক্তিগত লক্ষ্য বা কামনা লইয়া নহে পরন্তু এই জন্য যে, কর্মটি ভগবৎ নির্দ্দিষ্ট।

অতএব ইহা স্পষ্ট যে, কর্মটিই একমাত্র বিবেচ্য বিষয় নহে, যে-জ্ঞান লইয়া আমরা কর্ম করি তাহাই আধ্যাত্মিকতার দিক দিয়া একটা বিপুল পার্থক্য আনিয়া দেয়। গীতা বলিয়াছে, তিনটি জিনিষ লইয়া কর্মের মানসিক প্রবর্ত্তনা গঠিত, সেইগুলি হইতেছে, আমাদের সঙ্কল্পের মধ্যে যে-জ্ঞান, জ্ঞানের বিষয় এবং জ্ঞাতা; আর জ্ঞানের মধ্যে সকল সময়েই আইসে গুণত্রয়ের ক্রিয়া *। এই গুণত্রয়ের ক্রিয়ার জন্যই আমাদের দৃষ্টিতে জ্ঞাত জিনিষের পার্থক্য হয় এবং জ্ঞাতা যে-ভাব লইয়া কর্ম করে তাহারও পার্থক্য হয়।

তামসিক জ্ঞানহীন জ্ঞান (১) হইতেছে বস্তুসকলকে দেখিবার এমন একটা ক্ষুদ্র ও সঙ্কীর্ণ, এমন একটা অলস ও মূঢ় আসক্তিময় ধারা যাহা জগতের বা কৃত কর্মটির বা ইহার ক্ষেত্রটির অথবা কর্ম বা ইহার পরিস্থিতি-সকলের প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পায় না। তামসিক মন প্রকৃত কার্য্য ও কারণ খুঁজিয়া দেখে না, পরন্তু একটি ক্রিয়ায় বা একটি গতানুগতিক কর্মধারায় তীব্র আসক্তির সহিত মগ্ন হইয়া থাকে, তাহার চক্ষুর সন্মুখে ব্যক্তিগত কর্মটির সামান্য অংশটুকু ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, বস্তুতঃ সে কি করিতেছে তাহা জানে না পরন্তু অন্ধভাবে প্রাকৃত প্রেরণাকেই তাহার কর্মের ভিতর দিয়া এমন সব ফল উৎপাদন করিতে

---

* জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ॥ ১৮
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি॥ ১৯

(১) যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পং চ তত্তামসমুদাহৃতম্॥ ১৮।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেয় যে-সব সম্বন্ধে তাহার কোন ধারণা, ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বা ব্যাপক জ্ঞান নাই। রাজসিক জ্ঞান (১) হইতেছে তাহাই যাহা এই সর্বভূতের মধ্যে বস্তু-সকলকে কেবল তাহাদের পার্থক্য ও কর্মবৈচিত্র্যের দিক দিয়াই দর্শন করে, ঐক্যের সত্য নীতি আবিষ্কার করিতে পারে না বা আপন সঙ্কল্প ও কর্মের যথাযথ সমন্বয় করিতে পারে না, পরন্তু অহং ও কামনার নির্দ্দেশই অনুসরণ করে, আভ্যন্তরীণ ও পারিপার্শ্বিক প্ররোচনা ও শক্তিসকলের আহ্বানে সাড়া দিয়া বহুমুখী অহংমূলক সঙ্কল্প এবং বিচিত্র ও মিশ্র প্রেরণার ক্রিয়া অনুসরণ করে। এই জ্ঞান হইতেছে খণ্ড খণ্ড জ্ঞানের, অনেক সময়ে পরস্পরবিরোধী জ্ঞানেরই মিশ্রণ, আমাদের অর্দ্ধ-জ্ঞান অর্দ্ধ-অজ্ঞানের বিভ্রান্তির ভিতর দিয়া কোন রকম একটা পথ করিবার জন্য মন সে-সবকে জোর করিয়া একত্র জুড়িয়া দেয়। অথবা তাহা একটি অস্থির চঞ্চল নানামুখী ক্রিয়া, তাহার মধ্যে কোন সুদৃঢ় নিয়ামক উচ্চতর আদর্শ ও সত্য জ্যোতি ও শক্তির স্বপ্রতিষ্ঠ নীতি থাকে না। অন্যপক্ষে সাত্ত্বিক জ্ঞান * এই সব বিভাগের মধ্যে জগৎকে এক অবিভাজ্য সমগ্রতা রূপে দেখে, সকল বিবর্ত্তনের মধ্যে এক অব্যয় সত্তা দেখে; তাহা আপন কর্মের নীতিকে এবং জীবনের সমগ্র লক্ষ্যের সহিত বিশেষ বিশেষ কর্মের সম্বন্ধকে আয়ত্তাধীন করে; তাহা সমগ্র প্রক্রিয়ার প্রত্যেক পৈঠাকে যথাস্থানে সন্নিবেশিত করে। জ্ঞানের উচ্চতম শিখরে এই দৃষ্টি হয় জগতের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে, এই সব বিচিত্র সৃষ্টির এক আত্মা, তাহার জ্ঞান; সে দৃষ্টি হয় সকল কর্মের এক অধীশ্বর সম্বন্ধে জ্ঞান, বিশ্বের সকল শক্তি ভগবানের অভিব্যক্তি বলিয়া এবং কর্মটিও

(১) পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্॥ ২১

* সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষ্যতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্॥ ১৮।২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের মধ্যে এবং তাহার জীবন ও মূল স্বভাবের মধ্যে ভগবানেরই পরম সঙ্কল্প ও প্রজ্ঞার ক্রিয়া বলিয়া জ্ঞান। ব্যক্তিগত ইচ্ছাটি হয় সম্পূর্ণভাবে সচেতন, জ্ঞানময়, অধ্যাত্মভাবে জাগ্রত, এবং তাহা অদ্বিতীয় একের মধ্যে বাস করে, কর্ম করে, তাঁহার পরমতম আদেশ অধিকতর সম্পূর্ণতার সহিত পালন করে এবং মানবীয় ব্যক্তির মধ্যে তাঁহার জ্যোতি ও শক্তির ক্রমশঃ অধিকতর নিখুঁত যন্ত্র হইয়া উঠে। সাত্ত্বিক জ্ঞানের এই চরম পরিণতির ভিতর দিয়াই আইসে শ্রেষ্ঠতম মুক্ত কর্ম।

আবার কর্মকে ধারণ করিয়া আছে, সম্ভব করিতেছে তিনটি জিনিষ, কর্তা, করণ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম *। আর এখানেও গুণগুলির পার্থক্যই ইহাদের প্রত্যেকটির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া দেয়। যে-সাত্ত্বিক মন সর্বদাই চায় যথাযথ সুসঙ্গতি এবং যথাযথ জ্ঞান তাহাই হইতেছে সাত্ত্বিক মানবের মধ্যে নিয়ামক করণ এবং তাহাই যন্ত্রটির অন্যান্য অংশকে চালিত করে। কামনাময় আত্মার দ্বারা সমর্থিত অহংমূলক কামসঙ্কল্প হইতেছে রাজসিক কর্মীর মধ্যে প্রধান করণ। দেহগত মন ও অসংস্কৃত প্রাণ প্রকৃতির অজ্ঞান প্রবৃত্তি বা মোহান্ধ প্রেরণা—ইহাই হইতেছে তামসিক কর্মীর প্রধান করণ শক্তি। মুক্ত পুরুষের করণ হইতেছে একটা মহত্তর অধ্যাত্ম জ্যোতি ও শক্তি, তাহা উচ্চতম সাত্ত্বিক বুদ্ধি হইতেও অনেক উচ্চতর, তাহা এক অতিভৌতিক কেন্দ্র হইতে ব্যাপক অবতরণের দ্বারা তাঁহার মধ্যে কার্য্য করে এবং তাহার শক্তির স্বচ্ছ আধাররূপে শুদ্ধ ও গ্রহণ-সমর্থ মন, প্রাণ ও দেহকে ব্যবহার করে।

সহজাত প্রবৃত্তি, আকস্মিক প্রেরণা এবং দৃষ্টিহীন পরিকল্পনাসকলকে যন্ত্রবৎ অনুসরণ করিয়া যে-কর্ম বিভ্রান্ত মূঢ় অজ্ঞান মনের সহিত

* করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ॥ ১৮।১৮,১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করা হয়, যাহাতে শক্তি বা সামর্থ্যের বিচার করা হয় না, অন্ধ অপপ্রযুক্ত চেষ্টার ফলে যে ক্ষতি ও অপব্যয় হয় তাহার হিসাব করা হয় না, প্রেরণা, প্রয়াস বা পরিশ্রমটির পূর্ববর্তী অবস্থা, ভাবী ফল এবং যথাযথ বিধানের বিবেচনা করা হয় না তাহাই তামসিক কর্ম।* মানুষ কামনার বশ্যতায় যে-কর্মে প্রবৃত্ত হয়, তাহার দৃষ্টি কর্মটির উপর এবং আকাঙ্ক্ষিত ফলটির উপরে নিবদ্ধ থাকে, আর কিছুরই উপর নহে, অথবা কর্মের মধ্যে নিজ ব্যক্তিত্বের অহংবোধ থাকে এবং সে-কর্ম করা হয় অনুচিত ক্লেশ ও তীব্র পরিশ্রম সহকারে, আকাঙ্ক্ষিত ফলটি লাভের জন্য ব্যক্তিগত ইচ্ছাশক্তিকে অতিমাত্রায় উদ্বেলিত ও উৎপীড়িত করা হয়, তাহাই রাজসিক কর্ম †। মানুষ যে-কর্ম শান্তভাবে বুদ্ধি ও জ্ঞানের স্বচ্ছ আলোকে এবং ন্যায্যতা বা কর্তব্য বা কোন আদর্শের দাবি সম্বন্ধে নির্ব্যক্তিক অনুভূতি লইয়া সম্পন্ন করে, ইহলোকে বা পরলোকে নিজের উপর যে ফলই আসুক তাহা বিবেচনা না করিয়া এই কর্মটি করা উচিত শুধু এই বোধ লইয়া যে-কর্ম সম্পন্ন করে, আসক্তিশূন্য হইয়া, কর্মটির উৎসাহজনকতা বা বিরক্তিজনকতার প্রতি রাগদ্বেষশূন্য হইয়া, কেবলমাত্র তাহার যুক্তি ও ন্যায়বোধের তৃপ্তির জন্য, স্বচ্ছ বুদ্ধি ও সম্বুদ্ধ সঙ্কল্প ও শুদ্ধ নিঃস্বার্থ মন ও সমুচ্চ সন্তুষ্ট আত্মার তৃপ্তির জন্য যে-কর্ম করে তাহাই সাত্ত্বিক কর্ম ‡। সত্ত্বের চূড়ান্ত পরিণতির সীমায় ইহা রূপান্তরিত হইবে এবং উচ্চতম নির্ব্যক্তিক কর্মে পরিণত হইবে, তখন

* অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্‌।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে॥ ২৫

† যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্‌॥ ২৪

‡ নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্‌।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে॥ ২৩

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর তাহা বুদ্ধির দ্বারা আদিষ্ট না হইয়া আমাদের অন্তরস্থিত আত্মার দ্বারা আদিষ্ট হইবে, সে-কর্ম হইবে প্রকৃতির উচ্চতম ধর্মের দ্বারা পরিচালিত, নিম্নতন অহংভাব হইতে এবং তাহার গুরু বা লঘু বোঝা হইতে মুক্ত, এমন কি শ্রেষ্ঠতম অভিমত, উদারতম আকাঙ্ক্ষা, শুদ্ধতম ব্যক্তিগত ইচ্ছা এবং উচ্চতম মানসিক আদর্শবাদেরও সীমাবন্ধন হইতে মুক্ত, এই সকল প্রতিবন্ধকতার কোনটিই আর থাকিবে না ; তাহাদের পরিবর্তে রহিবে এক স্বচ্ছ অধ্যাত্ম আত্ম-জ্ঞান ও জ্যোতি-প্রকাশ, এবং যে অমোঘ শক্তি কর্ম করে ও জগতের জন্য, জগতের অধীশ্বরের জন্য যে কর্ম করিতে হয় এতদুভয় সম্বন্ধে এক অলঙ্ঘ্য অন্তরতম অনুভূতি।

তামসিক কর্তা বস্তুতঃ নিজেকে কর্মের মধ্যে দেয় না পরন্তু যান্ত্রিক মনের দ্বারা কর্ম করে অথবা দলের ইতরতম মনোবৃত্তি অনুসরণ করে, সাধারণ গতানুগতিক ধারা অনুসরণ করে অথবা ভ্রান্তি বা কুসংস্কারের বশবর্তী হয়। সে তাহার নির্বুদ্ধিতা ছাড়িতে পারে না, ভ্রান্তিকে দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকে এবং নিজের অজ্ঞান কর্মে মূঢ় গর্ব অনুভব করে ; সঙ্কীর্ণ ও কুটিল শঠতা প্রকৃত বুদ্ধির স্থান গ্রহণ করে ; যাহাদের সহিত তাহার ব্যবহার তাহাদের প্রতি, বিশেষতঃ তাহা অপেক্ষা জ্ঞানী ও শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিগণের প্রতি তাহার নির্বোধ ও উদ্ধত তাচ্ছিল্য থাকে। তাহার কর্মের লক্ষণ হয় জড়তাময় আলস্য, মন্দগতি, দীর্ঘসূত্রতা, শৈথিল্য, এবং উৎসাহ ও আন্তরিকতার অভাব। তামসিক মানুষ সাধারণতঃ হয় কর্মে মন্থর, চলনে শ্লথ, সহজেই অবসন্ন, তাহার শক্তির, তাহার শ্রম বা ধৈর্য্যের উপর চাপ পড়িলে শীঘ্রই কর্মভার ত্যাগ করিতে তৎপর। অন্যপক্ষে রাজসিক কর্তা হয় কর্মের উপর ব্যগ্রতার সহিত আসক্ত, তাহার দ্রুত সম্পাদনের জন্য উৎসুক, ফল ও পুরস্কারের জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষাপরায়ণ, হৃদয়ে লোভী, মনে অশুচি, সে কর্ম সম্পন্ন করিবার জন্য অনেক সময়ে এমন সব উপায় অবলম্বন করে যাহা হয় হিংসাত্মক, নিষ্ঠুর,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাশবিক ; যদি সে যাহা চায় তাহা পায়, নিজের রিপু ও সঙ্কল্পসকলকে তৃপ্ত করিতে পারে, নিজের অহংয়ের দাবিসকলকে পূর্ণ করিতে পারে তাহা হইলে কাহার অনিষ্ট করা হইল, অপরের কত ক্ষতি করা হইল সে-সব সে গ্রাহ্যই করে না। সাফল্যে সে অতিমাত্রায় হর্ষান্বিত হইয়া উঠে, অসাফল্যে তীব্রভাবে শোকাচ্ছন্ন ও অভিভূত হইয়া পড়ে*। সাত্ত্বিক কর্মী এই সকল আসক্তি, অহংপরতা হইতে মুক্ত, তাহার মন ও ইচ্ছাশক্তি সাফল্যে স্ফীত হইয়া উঠে না, অসাফল্যে অবসন্ন হইয়া পড়ে না, তাহারা নির্ব্যক্তিক দৃঢ় সঙ্কল্প, শান্ত ঐকান্তিক উদ্যম অথবা যে-কর্মটি করিতে হইবে তাহাতে সম্বুদ্ধ ও শুদ্ধ ও নিঃস্বার্থ উৎসাহে পরিপূর্ণ†। সত্ত্ব যেখানে চরম পরিণতি লাভ করে সেখানে এবং তাহার উর্দ্ধে এই দৃঢ় সঙ্কল্প, উদ্যম ও উৎসাহ হয় অধ্যাত্ম তপঃশক্তির স্বতঃস্ফূর্ত ক্রিয়া এবং শেষকালে হয় উচ্চতম আত্মশক্তি, সাক্ষাৎ ভগবদ্‌শক্তি, মানবীয় যন্ত্রের মধ্যে এক দিব্য তেজের মহান ও অবিচল ধারা, সত্যসন্ধ সুনিশ্চিত পদক্ষেপ, দিব্যজ্ঞানময় বুদ্ধি এবং তাহার সহিত মুক্ত প্রকৃতির কর্মে মুক্ত আত্মার উদার আনন্দ।

সজ্ঞান সঙ্কল্প সহ বুদ্ধি হইতেছে মানবীয় সম্পদ, ইহারা মানুষের মধ্যে যেরূপ এবং যে-পরিমাণে থাকে তদনুযায়ী তাহার মধ্যে কাজ করে এবং তদনুযায়ী তাহারা ঐ মানুষের মনেরই ন্যায় যথাযথ কিম্বা বিকৃত, আচ্ছন্ন কিম্বা প্রোজ্জ্বল, সঙ্কীর্ণ ও ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ ও উদার হয়। মানুষের প্রকৃতিতে যে বুদ্ধি বা বুঝিবার শক্তি রহিয়াছে তাহাই তাহার কর্ম নির্বাচন করে অথবা, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যেরূপ হয়, তাহার জটিল

---

* রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ ২৭

† মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥ ২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সহজাত প্রবৃত্তি, আকস্মিক প্রেরণা, পরিকল্পনা ও বাসনাসমূহ যে বহু প্ররোচনা উপস্থিত করিতেছে তাহাদের মধ্য হইতেই কোন একটিকে অনুমোদন করে, তাহাতেই তাহারা সায় দেয়। তাহার-পক্ষে কোনটা ন্যায় বা অন্যায়, কর্তব্য বা অকর্তব্য, ধর্ম বা অধর্ম, উহাই তাহা নির্ণয় করিয়া দেয়। আর সঙ্কল্পের স্থৈর্য্য (ধৃতি) হইতেছে মানস প্রকৃতির সেই নিরবচ্ছিন্ন শক্তি যাহা কর্মটিকে ধরিয়া থাকে, তাহাকে সঙ্গতি ও স্থিতি প্রদান করে। এখানেও আবার গুণত্রয়ের প্রভাব রহিয়াছে *। তামসিক বুদ্ধি হইতেছে মিথ্যা, অজ্ঞান এবং তমসাচ্ছন্ন যন্ত্র, তাহা আমাদিগকে মলিন ও ভ্রান্ত আলোকে, বিকৃত ধারণাসমূহের কুহেলিকায় সকল জিনিষ দেখিতে বাধ্য করে, বস্তু ও ব্যক্তিসকলের মর্য্যাদা মূঢ়ের ন্যায় অগ্রাহ্য করে।† এই বুদ্ধি আলোককে বলে অন্ধকার, অন্ধকারকে বলে আলো. যাহা অধর্ম সেইটিকেই ধর্ম বলিয়া মনে করে, যে জিনিষটি করা উচিৎ নয় সেইটিতেই লাগিয়া থাকে এবং সেইটিকেই একমাত্র যথাকর্তব্য জিনিষ বলিয়া আমাদের সম্মুখে ধরে। তাহার অজ্ঞান অপরাজেয়, আর তাহার সঙ্কল্পে স্থৈর্য্য বা ধৃতি হইতেছে তাহার সেই অজ্ঞানেই যে তৃপ্তি ও নির্বোধ গর্ব সেইটিকেই দৃঢ়ভাবে ধরিয়া থাকা। ঐটি হইতেছে উহার অন্ধ কর্মের দিক; কিন্তু অন্যদিকেও ইহার সঙ্গে আসে জড়তা ও অক্ষমতার গুরুভার, নির্জীবতা ও নিদ্রায় আসক্তি, মানসিক পরিবর্তন ও উন্নতিতে বিতৃষ্ণা, মনের সেই সকল ভয় ও শোক ও বিষাদের বিষয় চিন্তা করা যাহারা আমাদের গতি রুদ্ধ করে অথবা আমাদিগকে

---

* বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্‌ত্বেন ধনঞ্জয়॥ ১৮।২৯

† অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থতামসী॥ ৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হীন, দুর্বল, কাপুরুষোচিত ব্যবহারে প্রবৃত্ত করিয়া রাখে।* ভীরুতা, ওজর, ফাঁকি, আলস্য, মনের ভয় ও মিথ্যা সংশয় ও সাবধানতা ও কর্তব্যে পরাঙ্‌মুখতাকে, আমাদের উর্দ্ধ তন প্রকৃতির দাবি হইতে চ্যুতি ও বিমুখতাকে মনের দ্বারা সমর্থন করা, সর্বাপেক্ষা নিরুপদ্রব পথ ধরিয়া নিরাপদে চলা যেন সর্বাপেক্ষা কম কষ্ট ও প্রয়াস ও বিপদেই আমাদের পরিশ্রমের ফল লাভ করা যায়—সে বলে যে, বরং কোন ফলই না হউক কিম্বা অতি সামান্যই ফল লাভ হউক তাহাই ভাল তবু কোন বৃহৎ ও মহান প্রয়াস বা বিপজ্জনক ও কঠোর প্রযত্ন ও ভাগ্যপরীক্ষা নয়,—এই সমুদয়ই হইতেছে তামসিক সঙ্কল্প ও বুদ্ধির লক্ষণ।

রাজসিক বুদ্ধি যখন ইচ্ছা করিয়া ভুল ও অশুভের জন্যই ভুল ও অশুভকে বরণ করিয়া না লয়, তখন ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে, কোনটা করা উচিত আর কোনটা করা উচিত নয় এতদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ করিতে পারে, কিন্তু যথাযথভাবে নহে, তাহাদের যথাযথ পরিমাপকে ক্ষুণ্ন করা হয়, যথার্থ মূল্যকে অনবরত বিকৃত করা হয়,।† আর এরকম যে হয় তাহার কারণ ইহার বুদ্ধি ও সঙ্কল্প হইতেছে অহংয়ের বুদ্ধি এবং কামনার সঙ্কল্প, আর এই সকল শক্তি নিজেদের অহংমূলক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য সত্যকে ও ধর্মকে ভ্রান্তভাবে দেখায় এবং বিকৃত করিয়া দেয়। যখন আমরা অহং ও কামনা হইতে মুক্ত হই এবং শুধু সত্য এবং তাহার পরিণাম দেখিতে উৎসুক শান্ত, শুদ্ধ, নিঃস্বার্থ মন লইয়া ধীরভাবে পর্য্যবেক্ষণ করি, কেবল তখনই আমরা বস্তুসকলকে যথাযথভাবে দেখিবার এবং তাহাদের যথার্থ মূল্য নির্দ্ধারণ করিবার আশা করিতে

---

* যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥ ১৮।৩৫

† যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী॥ ১৮।৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারি। কিন্তু রাজসিক সঙ্কল্প স্বার্থ ও সুখের সন্ধানে, এবং নিজে যেটিকে ন্যায় ও ধর্ম বলিয়া মনে করে বা মনে করিতে চায় তাহার সন্ধানে নিজের আসক্তিপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা ও কামনাসকলের তৃপ্তির উপরেই মনোযোগ দৃঢ়সন্নিবিষ্ট করে।* সকল সময়েই সে এই সব জিনিষের এমন ব্যাখ্যা গ্রহণ করে যাহা তাহার কামনাসকলকেই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোৎসাহিত করিবে, সমর্থন করিবে, অথবা তাহার কর্ম ও প্রয়াসসকলের আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিতে যে-সকল পন্থা সর্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী সেইগুলিকেই ন্যায়সঙ্গত ও যুক্তিসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন করিবে। মানবীয় বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের যত মিথ্যা ও অনাচার তাহার চার ভাগের এক ভাগ এই ভাবেই উৎপন্ন হয়। প্রাণিক অহংয়ের উপর প্রচণ্ড আধিপত্য লইয়া রজোগুণ হয় মূর্ত মহাপাপ এবং সাক্ষাৎ বিপথচালক।

জগতের গতি, কর্ম ও কর্মত্যাগের নীতি, কোন জিনিষটি করিতে হইবে, কোনটি করিতে হইবে না, আত্মার পক্ষে কোন্‌টি নিরাপদ কোনটি বিপজ্জনক, কোন জিনিষকে ভয় করিতে হইবে, দূরে রাখিতে হইবে, কোন জিনিষকে সঙ্কল্পের দ্বারা আলিঙ্গন করিতে হইবে, কোন জিনিষ মানবাত্মাকে বন্ধন করে, কোন জিনিষ তাহাকে মুক্তি দেয় এই সবকে সাত্ত্বিক বুদ্ধি দেখে তাহাদের যথাস্থানে, যথারূপে এবং যথামাত্রায়।† উচ্চতম আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার দিকে ঊর্দ্ধমুখী আরোহণে তাহার জাগ্রত সঙ্কল্পের ধৃতি দ্বারা সে এই সব জিনিষই গ্রহণ করে অথবা বর্জন করে তাহার জ্ঞানের পরিমাণ অনুসারে, ক্রমবিকাশের যে-স্তরে সে উঠিয়াছে

---

* যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪

† প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮।৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদনুসারে। উর্দ্ধাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধি যখন সাধারণ যৌক্তিক বুদ্ধি ও মানস সঙ্কল্পের উর্দ্ধে যে-সত্য রহিয়াছে তাহাতে নিবদ্ধ হয়, উত্তুঙ্গ শিখর সকলের দিকে উন্মুখ হয়, ইন্দ্রিয় ও প্রাণকে দৃঢ়ভাবে সংযত করিতে এবং মানুষের উচ্চতম সত্তা, বিশ্বগত ভাগবত সত্তা ও বিশ্বাতীত পুরুষের সহিত যোগের দ্বারা যুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হয় তখন ইহার সমুচ্চ ধৃতির দ্বারাই এই সাত্ত্বিক বুদ্ধি চরম পরিণতি লাভ করে।* সাত্ত্বিক গুণের ভিতর দিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়াই মানুষ গুণসকলের উর্দ্ধে চলিয়া যাইতে পারে, মন এবং তাহার সঙ্কল্প ও বুদ্ধির অক্ষমতা-সকলের উর্দ্ধে উঠিতে পারে এবং সত্ত্ব নিজেই সেই সত্তার মধ্যে বিলীন হইতে পারে যাহা গুণ-সকলের অতীত এবং এই যন্ত্রস্বরূপ প্রকৃতির উর্দ্ধে। সেখানে জীব জ্যোতির মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মার সহিত ভগবানের সহিত অবিচলিত যোগে অধিরূঢ় হয়। সেই শিখরে সমুপস্থিত হইয়া আমরা আমাদের আধারে দিব্য কর্মের মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকৃতিকে পরিচালিত করিবার ভার পরমতমের উপরেই ছাড়িয়া দিতে পারি : কারণ সেখানে কোন ভ্রান্ত বা বিশৃঙ্খল ক্রিয়া নাই, আত্মার জ্যোতির্ম্ময় সিদ্ধি ও শক্তিকে আচ্ছন্ন বা বিকৃত করিবার মত কোন ভুল বা অক্ষমতা নাই। নিম্নতর স্তরের এই সব বিধান, নীতি, ধর্মের আর কোনও প্রভাব আমাদের উপর থাকে না ; মুক্ত মানবের মধ্যে অনন্ত পুরুষ কর্ম করেন, সেখানে মুক্ত আত্মার অবিনাশী সত্য ও ধর্ম ব্যতীত আর কোনও ধর্ম নাই, কর্ম নাই, কোন প্রকারেরই বন্ধন নাই।

সুসঙ্গতি ও শৃঙখলা হইতেছে সাত্ত্বিক মন ও প্রকৃতির বিশিষ্ট গুণ,—অচঞ্চল সুখ, স্বচ্ছ ও স্থির সন্তোষ এবং একটা আভ্যন্তরীণ স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি। বস্তুতঃ সুখই হইতেছে একটি মাত্র জিনিষ যাহা প্রকাশ্যেই

* ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যাভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ১৮।৩৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক বা গৌণভাবেই হউক আমাদের মানবীয় প্রকৃতির সার্বজনীন লক্ষ্য,—সুখ, অথবা সুখের আভাষ অথবা তাহার কোনরূপ নকল, কোন বিলাস, কোন ভোগ, মন, সঙ্কল্প, প্রাণিক বাসনা বা দেহের কোনরূপ তৃপ্তি। দুঃখ হইতেছে এমন অনুভূতি যাহা আমাদের প্রকৃতি অনিচ্ছার সহিত, বিশ্বপ্রকৃতির একটা প্রয়োজন, একটা অপরিহার্য্য ঘটনা হিসাবে স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হয়; অথবা আমরা যাহা চাই তাহার উপায়স্বরূপ স্বেচ্ছায় আমরা দুঃখকে বরণ করিয়া লই, কিন্তু শুধু দুঃখের জন্যই দুঃখ কেহ চাহে না,—যদি না চিত্তবিকারে তাঁহা চাওয়া হয় অথবা দুঃখের মধ্যেই যে একটা ভীষণ সুখের স্পর্শ আছে বা তাহা হইতে যে সুতীব্র শক্তির উদ্ভব হয় তাহার জন্যই উৎসাহের আবেগে তাহা চাওয়া হয়। কিন্তু আমাদের প্রকৃতিতে যে-গুণের প্রাধান্য হয় তদনুযায়ী আমাদের সুখ ও ভোগবিলাসও বিভিন্ন প্রকারের হয়। এইভাবে তামসিক মন তাহার আলস্য ও জড়তায়, নিদ্রা ও তন্দ্রায়, অন্ধতা ও প্রমাদে বেশ সন্তুষ্ট থাকিতে পারে।* প্রকৃতি তাহাকে তাহার নির্বুদ্ধিতা ও অজ্ঞানে, তাহার গুহাগত ম্লান আলোকে, তাহার জড়তাময় তৃপ্তিতে, তাহার ক্ষুদ্র ও নীচ সুখে এবং তাহার ইতর ভোগবিলাসে পরিতৃপ্ত থাকিবার বিশেষ ক্ষমতা দিয়াছে। এই তৃপ্তির অগ্রে মোহ, পরিণামেও মোহ; তথাপি গুহার অধিবাসীকে তাহার মোহসকলেই একটা তামসিক সুখ দেওয়া হইয়াছে, সে-সুখ খুব প্রশংসনীয় না হইলেও তাহার পক্ষে যথেষ্ট। জড়তা ও অজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত একটা তামসিক সুখও আছে।

রাজসিক মানুষের মন অধিকতর উগ্র ও উন্মাদনাময় পাত্র হইতে পান করে; ইন্দ্রিয়ের, শরীরের, ইন্দ্রিয়জালে বদ্ধ অথবা প্রচণ্ডভাবে কর্মময় সঙ্কল্প ও বুদ্ধির যে তীব্র, চঞ্চল, সক্রিয় উপভোগ সেইটিকেই

---

* যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্‌॥ ১৮।৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে জীবনের সব আনন্দ বলিয়া, জীবনের নিগূঢ় অর্থ বলিয়া গ্রহণ করে।* এই সুখ প্রথম স্পর্শে অমৃতোপম, কিন্তু পাত্রের তলদেশে থাকে প্রচ্ছন্ন বিষ, এবং পরে আসে আশাভঙ্গের তিক্ততা, ভোগক্লান্তি, অবসন্নতা, বিদ্রোহ, বিরাগ, পাপ, যন্ত্রণা, হানি, অনিত্যতা। আর এইরূপ হইবেই কারণ আমাদের আত্মা যে সব জিনিষ জীবন হইতে সত্য সত্যই দাবি করে এই সব ভোগ তাহাদের বাহ্য রূপে সেই জিনিষ নহে; রূপের অনিত্যতার পশ্চাতে ও উর্দ্ধে একটা জিনিষ আছে যাহা স্থায়ী, তৃপ্তি-কর, আপনাতেই আপনি পূর্ণ। অতএব সাত্ত্বিক প্রকৃতি যাহা চায় তাহা হইতেছে উর্দ্ধতন মানস ও আত্মার পরিতৃপ্তি এবং যখন সে তাহার এই সুবৃহৎ কাম্যটি লাভ করে তখন আইসে আত্মার এক স্বচ্ছ শুদ্ধ সুখ, এক পূর্ণতার অবস্থা, এক স্থায়ী স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি †। এই সুখ কোন বাহ্যিক জিনিষের উপর নির্ভর করে না, আমাদের মধ্যে যাহা কিছু উৎকৃষ্টতম আছে, নিগূঢ়তম আছে, তাহারই স্ফুরণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু প্রথম হইতেই ইহা আমাদের স্বাভাবিক অধিকার নহে, ইহাকে জয় করিতে হয় আত্মসংযমের দ্বারা, আত্মার প্রয়াসের দ্বারা, সমুচ্চ ও কঠোর অভ্যাসের দ্বারা। ইহার অর্থ প্রথমে অভ্যস্ত ভোগ অনেক হারাণ, অনেক দুঃখ ও দ্বন্দ্ব, আমাদের প্রকৃতির মন্থন হইতে, শক্তিসকলের বেদনাপূর্ণ সংঘর্ষ হইতে সমুত্থিত হলাহল, আধারের বিভিন্ন অংশের দুষ্প্রবৃত্তির জন্য অথবা প্রাণিক প্রবৃত্তিসকলের আপন পথেই চলিবার জিদের জন্য অনেক বিদ্রোহ ও বাধা, কিন্তু পরিণামে এই তিক্ততার

---

* বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্‌যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্‌॥ ৩৮

† অভ্যাসাদ্‌ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি।
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্‌।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌॥ ১৮।৩৬,৩৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থলে উত্থিত হয় অমৃত, আর আমরা যেমন উর্দ্ধতন অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিতে থাকি তেমনিই হয় সকল দুঃখের অন্ত, সকল শোক ও বেদনার সহজ অবসান। এইটিই হইতেছে সেই সর্বোত্তম সুখ যাহা সাত্ত্বিক সাধনার চরম সীমায় আমাদের মধ্যে নামিয়া আইসে।

সাত্ত্বিক প্রকৃতির আত্ম-অতিক্রমণ তখনই হয় যখন মহান হইলেও নিম্নতর যে সাত্ত্বিক সুখ, আমরা তাহার উর্দ্ধে যাই, মানসিক জ্ঞান ও পুণ্য ও শান্তিতে যে-সুখ তাহার উর্দ্ধে যাই, আত্মার চিরন্তন শান্তি ও ভাগবত ঐক্যের অধ্যাত্ম পরমানন্দে প্রতিষ্ঠিত হই। সেই অধ্যাত্ম সুখ তখন আর শুধুই সাত্ত্বিক সুখ নহে, তাহা পূর্ণতম আনন্দ। প্রচ্ছন্ন আনন্দ হইতেই সর্বভূত উৎপন্ন হয়, সেই আনন্দের দ্বারাই সকলে জীবিত থাকে এবং অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্বারা সকলেই সেই আনন্দের মধ্যে উঠিতে পারে। কেবল তখনই তাহা অধিকার করা যায় যখন মুক্ত পুরুষ অহং ও ইহার কামনা সমূহ হইতে মুক্ত হইয়া অবশেষে তাঁহার উর্দ্ধতন আত্মার সহিত ঐক্যে, সর্বভূতের সহিত ঐক্যে এবং ভগবানের সহিত ঐক্যে অধ্যাত্ম সত্তার পূর্ণতম আনন্দের মধ্যে বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বভাব ও স্বধর্ম্ম

অতএব ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতির মধ্য হইতে গুণত্রয়ের অতীত পরম দিব্য প্রকৃতিতে আত্মার যে মুক্তিপ্রদ বিকাশ তাহাই হইতেছে আমাদের অধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তিতে উপনীত হইবার শ্রেষ্ঠ পন্থা। ইহাও উৎকৃষ্টভাবে সংসাধিত হইতে পারে যদি ইতিপূর্বে উচ্চতম সাত্ত্বিক গুণের প্রাধান্যের এমন বিকাশ হয় যাহা দ্বারা সত্ত্বও অতিক্রান্ত হয়, নিজের অপূর্ণতা-সকলের উর্দ্ধে চলিয়া যায় এবং গুণত্রয়ের দ্বন্দ্বের অতীত এক উর্দ্ধতম মুক্তি, পরমতম জ্যোতি, আত্মার শান্ত শক্তির মধ্যে নিজেকে হারাইয়া ফেলে। মুক্ত বুদ্ধিতে আমরা আমাদের আভ্যন্তরীণ সম্ভাবনাসকল সম্বন্ধে যে উচ্চতম মানসিক ধারণা করিতে পারি তদনুযায়ী এক উচ্চতম সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা ও লক্ষ্য আমাদের সত্তাকে নূতন ভাবে গঠন করিয়া দেয় এবং সেই শ্রদ্ধাই উক্ত পরিবর্তনের দ্বারা আমাদের নিজ সত্য সত্তা সম্বন্ধে দৃষ্টিতে, অধ্যাত্ম আত্মজ্ঞানে পরিণত হয়। ধর্মের আদর্শ ও নীতি, আমাদের প্রাকৃত জীবনের যথাযথ বিধির অনুসরণ এক মুক্ত সুদৃঢ় স্ব-প্রতিষ্ঠ সিদ্ধিতে রূপান্তরিত হয়, সেখানে সকল নীতির আবশ্যকতাকে অতিক্রম করা হয় এবং অমৃত আত্মার স্বতঃস্ফূর্ত ধর্ম দেহ প্রাণ মনের নিম্নতন নীতির স্থান গ্রহণ করে। সাত্ত্বিক মন ও সংকল্প সেই ঐক্যাত্মক জীবনের জ্ঞান ও তপঃ শক্তিতে পরিবর্তিত হইবে যেখানে সমগ্র প্রকৃতি তাহার ছদ্মবেশ পরিহার করে এবং তাহার অন্তরস্থিত ভগবানের মুক্ত আত্ম-অভিব্যক্তিতে পরিণত হয়। সাত্ত্বিক কর্মী তাহার উৎসের সহিত মিলিত, পুরুষোত্তমের সহিত যুক্ত জীবাত্মা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া উঠে, সে নিজে আর কর্মটির কর্তা থাকে না, পরন্তু বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় পুরুষের কর্মের অধ্যাত্ম যন্ত্রস্বরূপ হয়। তাহার রূপান্তরিত ও জ্ঞানালোকিত প্রাকৃত সত্তা এক বিশ্বগত ও নির্ব্যক্তিক কর্মের নিমিত্ত-স্বরূপ দিব্য যোদ্ধার ধনু স্বরূপ ব্যবহৃত হইবার জন্য বর্তিয়া থাকে। যাহা ছিল সাত্ত্বিক কর্ম তাহাই হয় সিদ্ধ প্রকৃতির মুক্ত ক্রিয়া, সেখানে আর ব্যক্তিগত কোন খণ্ডতা থাকিতে পায় না, এই গুণ বা ঐ গুণটিতে কোনরূপ আসক্তি থাকে না, থাকে শুধু এক পরমতম অধ্যাত্ম আত্মরূপায়ণ। ভগবৎ-সন্ধানী ও অধ্যাত্ম জ্ঞানের দ্বারা একমাত্র দিব্য কর্মী ভগবানে সমর্পিত কর্মসকলের ইহাই হয় চরম পরিণতি।

এখনও একটি আনুষঙ্গিক প্রশ্ন আছে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে সেটির খুবই গুরুত্ব ছিল, আর সেই প্রাচীন মতের কথা ছাড়িয়া দিলেও তাহার সাধারণ প্রয়োজনীয়তাও খুব বেশী, গীতা ইতিপূর্বে প্রসঙ্গ-ক্রমে এই বিষয়ে দুই এক কথা বলিয়াছে, এখন তাহা যথাস্থানে উত্থাপিত হইতেছে। সাধারণ স্তরে সকল কর্মই গুণত্রয়ের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় ; যে-কর্মটি করিতে হইবে, কর্তব্যম্ কর্ম, তাহার তিনটি রূপ—দান, তপ ও যজ্ঞ, এবং ইহাদের প্রত্যেকটি কিম্বা সবগুলিই যে-কোন একটি গুণের প্রকৃতি অনুযায়ী হইতে পারে। অতএব এইগুলিকে তাহাদের সামর্থ্য অনুযায়ী উচ্চতম সাত্ত্বিক স্তরে তুলিয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং তাহার পর আরও অগ্রসর হইয়া এমন এক প্রসারতায় উপনীত হইতে হইবে যেখানে সকল কর্মই হইবে অবাধ আত্মদান, দিব্য তপের শক্তি, অধ্যাত্ম জীবনের নিত্য যজ্ঞ। কিন্তু ইহা হইতেছে একটি সাধারণ নিয়ম, আর এই সকল আলোচনা দ্বারা কেবল সাধারণ তত্ত্বগুলিই বিবৃত হইয়াছে, সেগুলি নির্বিশেষে সকল কর্ম এবং সকল মনুষ্যের পক্ষেই প্রযোজ্য। সকলেই কালক্রমে অধ্যাত্মবিকাশের দ্বারা এই দৃঢ় সংযম, এই উদার সিদ্ধি, এই উচ্চতম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্ম অবস্থায় উপনীত হইতে পারে। কিন্তু যদিও মন ও কর্মের সাধারণ বিধি সকল মনুষ্যের পক্ষে সমান তথাপি আমরা দেখিতে পাই যে, সর্বদা বৈচিত্র্যেরও একটা নীতি রহিয়াছে, এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যে কেবল মানবীয় আত্মা, মন, সঙ্কল্প, প্রাণের সাধারণ নীতিগুলি অনুসরণ করিয়া কর্ম করে তাহাই নহে, পরন্তু নিজের বিশিষ্ট প্রকৃতিরও অনুসরণ করে; প্রত্যেক মনুষ্য তাহার নিজের পরিস্থিতি, সামর্থ্য, বৈশিষ্ট্য, চরিত্র, শক্তি অনুসারে বিভিন্ন প্রকার কর্ম সম্পাদন করে অথবা বিভিন্ন ধারার অনুসরণ করিয়া চলে। এই যে বৈচিত্র্য, প্রকৃতির এই ব্যষ্টিগত নীতি, ইহাকে অধ্যাত্ম সাধনায় কোন্ স্থান দিতে হইবে?

এই জিনিষটার উপর গীতা কতকটা জোর দিয়াছে, এমনকি প্রারম্ভে যে ইহার খুবই প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে তাহা বিশেষভাবে দেখাইয়া দিয়াছে। প্রথমেই গীতা অর্জুনের স্বধর্মের কথা, ক্ষত্রিয় হিসাবে তাহার প্রকৃতি, নীতি ও কর্মের কথা বলিয়াছে; বিশেষ জোরের সহিতই বিধান দিয়াছে যে, যাহার যাহা নিজস্ব প্রকৃতি, নীতি, কর্ম, তাহা পালন ও অনুসরণ করা কর্ত্তব্য,—ইহা দোষযুক্ত হইলেও সম্যকভাবে অনুষ্ঠিত পরধর্ম অপেক্ষা শ্রেয়*; পরের ধর্ম অনুসরণ করিয়া বিজয় লাভ করা অপেক্ষা নিজের ধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়। পরের ধর্ম অনুসরণ করা আত্মার পক্ষে বিপজ্জনক, অর্থাৎ, তাহার বিবর্ত্তনের স্বাভাবিক ধারার বিরোধী, সেটি হয় যন্ত্রবৎ আরোপিত অতএব বাহির হইতে আরোপিত, কৃত্রিম, এবং আত্মার যে প্রকৃত মহত্ত্ব সেই দিকে ক্রমবর্দ্ধনের পক্ষে বিনষ্টিকর। সত্তার ভিতর হইতে যাহা আইসে তাহাই যথাযথ ও স্বাস্থ্যকর জিনিষ, তাহাই অকৃত্রিম কর্মধারা, বাহির হইতে ইহার উপর যাহা জোর করিয়া আরোপ করা হয় অথবা প্রাণের

---

* শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩।৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাড়না বা মনের ভ্রান্তির দ্বারা চাপাইয়া দেওয়া হয় সেইটি নহে। প্রাচীন ভারতীয় সামাজিক সংস্কৃতির চাতুর্ব্বর্ণ্যের কর্ম্মে এই স্বধর্ম্মের বাহ্যিক মোটামুটি চারি বিভাগ করা হইয়াছে। গীতা বলিয়াছে, সেই প্রথা একটি ভগবৎ বিধানের অনুযায়ী, ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ, "গুণ ও কর্ম্মের বিভাগ অনুসারে আমার দ্বারা সৃষ্ট হইয়াছে, বিশ্ব-বিধাতা কর্তৃক প্রথম হইতেই সৃষ্ট হইয়াছে। অন্য কথায়, সক্রিয় প্রকৃতির চারিটি সুস্পষ্ট শ্রেণী আছে, অথবা প্রকৃতি-অধিষ্ঠিত পুরুষের চারিটি মূল রূপ বা স্বভাব আছে, আর প্রত্যেক মানুষের উপযোগী কর্ম্ম হইতেছে তাহার প্রকৃতির বিশিষ্ট রূপের অনুযায়ী। এইটিই এখন আরও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করা হইতেছে। গীতা বলিতেছে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের নিজ নিজ আভ্যন্তরীণ প্রকৃতি, আধ্যাত্মিক ভাব, মূলস্বরূপ (স্বভাব) হইতে জাত গুণানুসারে তাহাদের কর্ম্মসকল ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে।* শম, দম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য—এই সকল ব্রাহ্মণের কর্ম্ম তাঁহার স্বভাব হইতে জাত। শৌর্য, তেজ, দৃঢ় সঙ্কল্প, দক্ষতা, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান, এবং ঈশ্বরভাব (শাসনকর্তা ও নেতার ভাব), এই সকল ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম। কৃষিকর্ম্ম, গোপালন, বাণিজ্য ও শিল্পকর্ম্ম, এই সকল বৈশ্যের

---

* ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥ ১৮।৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্।৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাভাবিক কর্ম।* সকল প্রকার পরিচর্য্যাত্মক কর্ম শূদ্রের স্বাভাবিক কর্মের অন্তর্ভুক্ত। তাহার পর গীতা বলিতেছে,† যে-ব্যক্তি জীবনে আপন স্বভাবানুরূপ কর্ম করে সে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধি লাভ করে; অবশ্য ঐ সিদ্ধিলাভ কেবল কর্মটির দ্বারাই হয় না পরন্তু যদি সে যথাযথ জ্ঞান ও যথাযথ প্ররোচনা লইয়া ঐ কর্ম করে, বিশ্বসৃষ্টির মূলে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার অর্চনারূপে যদি সে ঐ কর্ম করিতে পারে, যে বিশ্বেশ্বর হইতে জীবগণের সকল কর্মপ্রচেষ্টা উৎপন্ন হয় তাঁহাকেই যদি ঐকান্তিকভাবে ঐ কর্ম নিবেদন করিতে পারে, কেবল তাহা হইলেই সে সিদ্ধিলাভ করে। যে প্রচেষ্টা, যে ক্রিয়া ও কর্মই হউক না কেন, সবই এইরূপ কর্মার্পণের দ্বারা উৎসর্গীকৃত করা যায়, তাহার দ্বারা সমস্ত জীবন আমাদের ভিতরে ও বাহিরে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে আত্মনিবেদনে পরিণত হইতে পারে এবং তাহাই অধ্যাত্মসিদ্ধিলাভের উপায়ে পরিণত হয়। কিন্তু যে-কর্ম কোন ব্যক্তির নিজ স্বভাবের অনুযায়ী নহে, যদিও তাহা উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হয়, কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম নীতি অনুসারে বিচার করিলে যদিও তাহা উৎকৃষ্টতর বলিয়া প্রতীত হয় অথবা জীবনে অধিকতর সাফল্য আনিয়া দেয়, তাহা হইলেও তাহা আভ্যন্তরীণ বিকাশের পক্ষে নিকৃষ্টতর ‡ ঠিক এই কারণেই যে তাহার

---

* কৃষি গৌরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্॥ ৪৪

† স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তি র্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬

‡ শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্॥ ৪৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

. Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্ররোচনা বাহ্যিক, তাহার প্রেরণা যন্ত্রবৎ। নিজের স্বভাব অনুযায়ী কর্মই শ্রেয়, যদিও অন্য কোন দিক দিয়া দেখিলে সেইটি দোষযুক্ত বলিয়া মনে হইতে পারে। মানুষ যখন সত্য অভিসন্ধি লইয়া এবং নিজের প্রকৃতির ধর্ম অনুসরণ করিয়া কর্ম করে তখন সে কোনরূপ পাপ বা মালিন্যের ভাগী হয় না। গুণত্রয়ের ক্ষেত্রে সকল ক্রিয়াই ত্রুটিযুক্ত, সকল মানবীয় কর্মই দোষ, চ্যুতি ও অপূর্ণতার অধীন ; কিন্তু সে-জন্য আমাদের নিজ-নিজ কর্ম এবং স্বাভাবিক কর্তব্য পরিত্যাগ করা উচিত হয় না।* কর্ম হওয়া চাই সুনিয়ন্ত্রিত, নিয়তং কর্ম, কিন্তু তাহা হওয়া চাই মানুষের স্বরূপতঃ নিজস্ব, ভিতর হইতেই বিবর্তিত, তাহার সত্তার সত্যের সহিত সুসমঞ্জস, স্বভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম।

গীতার সঠিক তাৎপর্য্যটি এখানে কি? ইহার যে যে বাহ্যিক অর্থ সেইটিকেই প্রথমে ধরা যাউক, গীতা যে নীতিটি বিবৃত করিয়াছে ভারতীয় জাতি ও সেই যুগের ধ্যানধারণার দ্বারা ইহা কিরূপ অনুরঞ্জিত হইয়াছিল, প্রাচীন সংস্কৃতিতে ইহার কি অর্থ ছিল প্রথমে সেইটিই বিবেচনা করা যাউক। এই শ্লোকগুলি এবং এই বিষয়ে গীতা পূর্বে যাহা বলিয়াছে, জাতিভেদ সম্বন্ধে বর্তমান বাকবিতণ্ডায় তাহা প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইতেছে, কেহ কেহ ইহার ব্যাখ্যা করিয়া প্রচলিত প্রথার সমর্থন করিতেছে আবার কেহ কেহ জাতিভেদের বংশানুক্রমিকতা অপ্রমাণ করিতেই ইহার সাহায্য লইতেছে। বস্তুতঃ গীতার শ্লোকগুলি প্রচলিত জাতিভেদ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নহে, কারণ ইহা প্রাচীন সামাজিক চাতুর্বর্ণ্যের আদর্শ আর্য্য সমাজের চারিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণী বিভাগ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জিনিষ এবং গীতার বর্ণনার সহিত ইহার কোন মিলই নাই। কৃষি, গোরক্ষা এবং সকল প্রকার বাণিজ্যকে এখানে বৈশ্যের কর্ম বলা হইয়াছে;

* সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু পরবর্তী জাতিভেদ প্রথায় যাহারা কৃষি এবং গোরক্ষায় ব্যাপৃত, শিল্পী, ক্ষুদ্র কারিগর এবং অন্যান্য অনেকেই বস্তুতঃ শূদ্রশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে, কোথাও বা তাহারা সমাজের গণ্ডীর বাহিরে পঞ্চম শ্রেণীতেই পড়িয়াছে; আর কয়েকটি ক্ষেত্র ব্যতীত কেবল বণিক শ্রেণীই বৈশ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে, তাহাও সর্বত্র নহে। কৃষি, রাজকার্য্য, চাকুরী, এই সব বৃত্তি ব্রাহ্মণ হইতে শূদ্র পর্য্যন্ত সকল শ্রেণীর লোকই অবলম্বন করিতেছে। এইভাবে অর্থনীতিক কর্মবিভাগ এমন গোলমাল হইয়া গিয়াছে যে তাহার আর সংশোধনের কোন সম্ভাবনাই নাই; আর গুণানুসারে কর্মের নীতির স্থান ত জাতিভেদ প্রথায় আরও কম। এখানে আছে শুধু আচারের দৃঢ় বন্ধন, ব্যষ্টিগত প্রকৃতির প্রয়োজনের কোন হিসাবই লওয়া হয় না। আর জাতিভেদ প্রথার সমর্থকগণ ধর্মের দিক হইতে যে তর্ক উত্থাপন করেন তাহা বিবেচনা করিলেও আমরা নিশ্চয়ই গীতার কথাগুলির উপর এমন অদ্ভুত অর্থ আরোপ করিতে পারি না যে, মানুষ তাহার ব্যক্তিগত প্রবৃত্তি ও সামর্থ্যের কোন হিসাব না লইয়াই তাহার পিতামাতার বা নিকট বা দূর পূর্বপুরুষগণের বৃত্তি অনুসরণ করিবে, গোয়ালার ছেলে গোয়ালা হইবে, ডাক্তারের ছেলে ডাক্তার হইবে, মুচির বংশধরগণ আবহমান কাল পর্য্যন্ত বরাবর জুতাই তৈয়ারী করিবে—এইটিই হইতেছে তাহার স্বধর্ম; আর নিজের ব্যক্তিগত প্রেরণা বা গুণাগুণের হিসাব না লইয়া এইরূপ নির্বোধ ও গতানুগতিকভাবে পরধর্মের পুনরাবৃত্তি করিলে আপনা হইতেই সে বিকাশের পথে অগ্রসর হইবে এবং অধ্যাত্ম মুক্তিলাভ করিবে—গীতার শিক্ষার এরূপ ব্যাখ্যা করা ত আরও অসমীচীন। প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য প্রথা আদর্শ বিশুদ্ধ অবস্থায় যেমনটি ছিল অথবা ছিল বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয় (কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, ইহা কখনই একটা আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই ছিল না অথবা ইহা ছিল একটা সাধারণ নিয়ম, বাস্তবজীবনে লোকে অল্পাধিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শৈথিল্যের সহিতই ইহার অনুসরণ করিত) সেইটিই হইতেছে এখানে গীতার কথাগুলির প্রকৃত লক্ষ্য এবং কেবল সেই প্রথার সম্বন্ধেই গীতার কথাগুলি বিবেচনা করিতে হইবে। আবার এখানেও বাহ্যিক অর্থটি যে ঠিক কি ছিল তাহা নির্ণয় করা খুবই কঠিন।

প্রাচীন চাতুর্বর্ণ্য প্রথার তিনটি দিক ছিল, সামাজিক ও অর্থনৈতিক, সংস্কৃতিগত এবং আধ্যাত্মিক। অর্থনীতির দিক দিয়া ইহা সমষ্টি জীবনে সামাজিক মানুষের চারি প্রকার কর্ম ঠিক করিয়াছিল, ধর্মসম্বন্ধীয় ও বুদ্ধি-বিষয়ক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং পরিচর্য্যাত্মক কর্ম। অতএব কর্ম চারি প্রকারের,—পৌরহিত্য, সাহিত্য, শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার কর্ম, রাজ্যশাসন, রাজনীতি, রাষ্ট্রপরিচালন ও যুদ্ধের কর্ম, উৎপাদন, অর্থোপার্জন এবং বাণিজ্যের কর্ম, মজুর ও পরিচারকের কর্ম। চারিটি সুনির্দিষ্ট শ্রেণীর মধ্যে এই চারি প্রকার কর্ম বিভাগ করিয়া দেওয়ার উপর সমগ্র সমাজ-ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। এই প্রথা শুধু যে ভারতেরই বৈশিষ্ট্য ছিল তাহা নহে সামাজিক ক্রমবিবর্ত্তনের একটা বিশেষ অবস্থায় কিছু বৈষম্যের সহিত এই প্রথা অন্যান্য প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় সমাজেরও প্রধান লক্ষণ ছিল। এখনও সাধারণতঃ সকল সমাজের জীবনেই এই চারি প্রকার কর্ম অন্তর্নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু সুস্পষ্ট শ্রেণীবিভাগ আর কোথাও নাই। প্রাচীন প্রথাটি সর্বত্রই ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল এবং তাহার পরিবর্তে আসিয়াছিল একটা অধিকতর শিথিল ব্যবস্থা, অথবা যেমন ভারতে হইয়াছে একটা বিশৃঙ্খল ও জটিল সামাজিক আড়ষ্টতা ও অর্থনৈতিক অচলতার উদ্ভব হইয়াছে এবং তাহা শেষ পর্য্যন্ত জাতিভেদের বিষম গোলমালে পর্য্যবসিত হইয়াছে। এই অর্থনৈতিক কর্মবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে ছিল একটা কৃষ্টিগত আদর্শ, তাহা প্রত্যেক শ্রেণীর জন্য তাহার ধর্মবিষয়ক আচার, তাহার মর্য্যাদার ধারা, নৈতিক বিধিবিধান, উপযোগী শিক্ষা ও অনুশীলন, বিশিষ্ট চরিত্র, বংশগত আদর্শ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও সাধনা নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিল। বাস্তবজীবনের সত্য সকল সময়েই যে পরিকল্পনাটির অনুরূপ ছিল তাহা নহে (মানসিক আদর্শ এবং প্রাণ ও দেহের ক্ষেত্রে ব্যবহার, এই দুয়ের মধ্যে সকল সময়েই কতকটা ব্যবধান থাকে), কিন্তু যতদূর সম্ভব আদর্শের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার একটা অবিশ্রান্ত ও অদম্য প্রয়াস চলিয়াছিল। এই প্রয়াসের, এবং অতীতে সামাজিক মানুষের শিক্ষা ও সাধনায় ইহা যে কৃষ্টিগত আদর্শ ও পরিবেষ্টন সৃষ্টি করিয়াছিল তাহার গুরুত্ব খুবই বেশী ছিল; কিন্তু অতীতের সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাসে ইহার যে মূল্য আছে তাহা ছাড়া আজিকার দিনে ইহার আর কোন সার্থকতাই নাই। শেষতঃ, যেখানেই এই প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানেই ইহা ধর্মভাবের দ্বারা অল্পাধিক সমর্থিত হইয়াছিল (প্রাচ্যদেশে অধিক, ইউরোপে খুবই অল্প) এবং ভারতে ইহাকে এক গভীরতর আধ্যাত্মিক উপযোগিতা ও অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। এই আধ্যাত্মিক অর্থটিই হইতেছে গীতার শিক্ষার যথার্থ মর্ম কথা।

গীতা যখন রচিত হয় তখন এই প্রথাটি প্রচলিত ছিল এবং ইহার আদর্শটি ভারতীয় মনকে অধিকার করিয়া ছিল; গীতা এই আদর্শ এবং ইহার আধ্যাত্মিক ভিত্তি দুইটিই স্বীকার করিয়া লইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে চারি বর্ণ আমার দ্বারাই সৃষ্ট হইয়াছে" (৪।১৩)। কেবল এই উক্তিটির উপর নির্ভর করিয়াই বলিতে পারা যায় না যে, গীতা এই প্রথাটিকে শাশ্বত ও সার্বজনীন সামাজিক ব্যবস্থা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। অন্যান্য প্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ এইরূপ স্বীকার করে নাই; বরং তাহারা স্পষ্টই বলিয়াছে যে, আদিতে ইহা ছিল না এবং যুগবিবর্তনে পরবর্তী কালেও ইহা থাকিবে না। তথাপি এই উক্তিটি হইতে এমন বুঝা যাইতে পারে যে, সামাজিক মানুষের যে চতুর্বিধ কর্মবিভাগ ইহা সাধারণতঃ প্রত্যেক সমাজেরই মানসিক ও অর্থনৈতিক প্রয়োজনের অন্তর্নিহিত, অতএব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে বিশ্বপুরুষ সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগত মানবজীবনে নিজেকে অভিব্যক্ত করিতেছেন এইটি তাঁহারই একটি দিব্য বিধান। বস্তুতঃ গীতার এই পদটি হইতেছে সাধারণ বুদ্ধির ভাষায় বেদের পুরুষসূক্তের বিখ্যাত রূপক-টিরই * বিবৃতি। কিন্তু তাহা হইলে এই সকল কর্মবিভাগের স্বাভাবিক ভিত্তি এবং ব্যবহারিক রূপ কি হইবে? প্রাচীনকালে বংশানুক্রমিক নীতিটিই কার্য্যতঃ ভিত্তি হইয়া পড়িয়াছিল। প্রথম প্রথম মানুষের সামাজিক কর্ম ও পদমর্য্যাদা যে পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সুযোগ, জন্ম ও সামর্থ্যের দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইত সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই; এখনও মুক্ততর এবং অপেক্ষাকৃত শিথিলবদ্ধ সমাজে এইরূপই হইয়া থাকে; কিন্তু সামাজিক স্তরবিভাগ যেমন বেশী বেশী বাঁধাধরা হইয়া পড়িল, মানুষের পদমর্য্যাদাও কার্য্যতঃ জন্মের দ্বারাই প্রধানতঃ কিম্বা কেবল তাহারই দ্বারা নির্দ্ধারিত হইল, এবং পরবর্তী জাতিভেদপ্রথায় জন্মই পদমর্য্যাদার একমাত্র বিধি হইয়া দাঁড়াইল। ব্রাহ্মণের ছেলে পদমর্য্যাদায় সকল সময়েই ব্রাহ্মণ, যদিও ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও চরিত্রের কিছুই তাহার মধ্যে না থাকে, বুদ্ধিগত শিক্ষা বা অধ্যাত্ম অভিজ্ঞতা বা ধর্মসম্বন্ধীয় যোগ্যতা বা জ্ঞান না থাকে, তাহার আপন শ্রেণীর যথার্থ কর্মের সহিত কোন সম্বন্ধই না থাকে, তাহার কর্মে বা তাহার প্রকৃতিতে ব্রাহ্মণত্বের কিছুই না থাকে।

এইরূপ পরিণতি অবশ্যম্ভাবী ছিল, কারণ কেবল বাহ্যিক লক্ষণ-গুলিই সহজে এবং সুবিধামত নির্ণয় করা সম্ভব এবং ক্রমশঃ বেশী বেশী যন্ত্রভাবাপন্ন জটিল ও গতানুগতিক সমাজব্যবস্থায় জন্মই ছিল সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক লক্ষণ। কল্পিত বংশানুক্রমিক গুণের সহিত মানুষের প্রকৃত সহজাত চরিত্র ও সামর্থ্যের যে পার্থক্য হওয়া সম্ভব তাহা

* ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীদ্ বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ।
ঊরূ তদস্য যদ্ বৈশ্যঃ পদ্ভ্যাং শূদ্রোঽজায়ত ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষা ও অনুশীলনের দ্বারা পূরণ করিবার বা যথাসম্ভব কম করিবার চেষ্টা কিছুকাল হইয়াছিল; কিন্তু কালক্রমে এই প্রয়াস বন্ধ হইয়া যায় এবং বংশানুক্রমিক প্রথাই অনতিক্রমণীয় বিধান হইয়া পড়ে। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ বংশানুক্রমিক প্রথা স্বীকার করিলেও বিশেষ জোর দিয়া বলিয়াছেন যে, গুণ, চরিত্র এবং সামর্থ্যই হইতেছে একমাত্র সুদৃঢ় ও যথার্থ ভিত্তি, এইগুলি না থাকিলে বংশগত সামাজিক পদমর্য্যাদা আধ্যাত্মিক মিথ্যা হইয়া দাঁড়ায় কারণ তাহার প্রকৃত সার্থকতা নষ্ট হইয়া যায়। গীতাও যেমন সর্বত্র তেমনিই এখানে আভ্যন্তরীণ সত্যটির উপরেই তাহার শিক্ষা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গীতা একটি শ্লোকে মানুষের জন্মের সহিত জাত কর্মের কথা বলিয়াছে বটে, সহজম্ কর্ম, কিন্তু কেবল ইহা হইতেই বংশানুক্রমিক ভিত্তি বুঝায় না। পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ভারতীয় তত্ত্বটিই গীতা গ্রহণ করিয়াছে এবং তদনুসারে মানুষের সহজাত প্রকৃতি এবং জীবনের ধারা মূলতঃ তাহার অতীত জন্মসকলের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, এ-সব হইতেছে তাহার অতীতের কর্ম এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক বিবর্ত্তনের দ্বারা ইতিপূর্বেই সম্পাদিত আত্মবিকাশ, এ-সব কেবল তাহার বংশ, পিতামাতা, শারীরিক জন্মরূপ স্থূল ব্যাপারের উপর নির্ভর করে না, এইগুলি কেবল একটা পরিচায়ক লক্ষণ মাত্র হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য শক্তি নহে। 'সহজ' শব্দটির অর্থ যাহা আমাদের সহিত জন্মিয়াছে, যাহা কিছু স্বাভাবিক, সহজাত, অন্তর্নিহিত, গীতা অন্য সকল স্থানে ইহার পরিবর্তে "স্বভাবজ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছে। মানুষের কর্ম বা বৃত্তি তাহার গুণের দ্বারাই নির্দ্ধারিত; ইহা হইতেছে তাহার স্বভাব হইতে জাত কর্ম, স্বভাবজম্ কর্ম, এবং তাহার স্বভাবের দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত, স্বভাবনিয়তং কর্ম। কর্ম ও বৃত্তির ভিতর দিয়া যে আভ্যন্তরীণ গুণ ও ধর্ম প্রকট হইতেছে তাহার উপর জোর দেওয়াই হইতেছে গীতার কর্মবাদের সমগ্র তত্ত্ব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর গীতা স্বধর্মের অনুসরণের যে আধ্যাত্মিক সার্থকতা ও শক্তি দেখাইয়াছে, বাহ্যিক রূপটির উপর জোর না দিয়া আভ্যন্তরীণ সত্যের উপর এই জোর দেওয়া হইতেই তাহার উৎপত্তি। এইটিই হইতেছে গীতার এই অংশটির বাস্তবিক প্রয়োজনীয় মর্মকথা। বাহ্যিক সামাজিক ব্যবস্থার সহিত ইহার সম্বন্ধের উপর সাধারণতঃ অত্যধিক ঝোঁক দেওয়া হইয়াছে, যেন ঐ বাহ্যিক ব্যবস্থাটিকে তাহার উৎকর্ষতার জন্যই সমর্থন করা কিম্বা দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের দ্বারা উহার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করাই ছিল গীতার লক্ষ্য। বস্তুতঃ বাহ্যিক ব্যবস্থাটির উপর গীতা খুবই কম ঝোঁক দিয়াছে, পরন্তু বর্ণব্যবস্থা যে আভ্যন্তরীণ নীতিকে বাহ্যিক ব্যবহারে সুনিয়ন্ত্রিত রূপ দিতে চেষ্টা করিয়াছিল গীতা তাহারই উপর খুব বেশী ঝোঁক দিয়াছে। আর ব্যষ্টিগত ও আধ্যাত্মিক জীবনে এই নীতিটির যে উপযোগিতা এখানে সেইটিরই উপরে রহিয়াছে গীতার দৃষ্টি, সমষ্টিগত ও অর্থনৈতিক জীবনে অথবা অন্য কোন সামাজিক ও কৃষ্টিগত প্রয়োজনে ইহার যে উপযোগিতা আছে তাহার উপরে নহে। গীতা বৈদিক যজ্ঞের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু ইহাকে গভীর ভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে, ইহার এমন এক আভ্যন্তরীণ, অন্তর্মুখী ও সার্বজনীন অর্থ, এমন একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য দিয়াছে যাহাতে ইহার সমস্ত মূল্যের পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। এখানেও ঠিক ঐ ভাবে গীতা মানুষের চারি বর্ণ বিভাগকে গ্রহণ করিয়াছে, তবে ইহাকে গভীরভাবে রূপান্তরিত করিয়াছে, ইহার এক আভ্যন্তরীণ, অন্তর্মুখী ও সার্বজনীন অর্থ, একটা আধ্যাত্মিক অভিপ্রায় ও লক্ষ্য প্রদান করিয়াছে। আর সঙ্গে সঙ্গেই এই পরিকল্পনার অন্তর্নিহিত ভাবটির মূল্য অন্যরূপ হইয়াছে এবং তাহা এক স্থায়ী ও জীবন্ত সত্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহা আর কোন বিশেষ অস্থায়ী সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যবস্থার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নহে। যে আর্য্য-সমাজব্যবস্থা এখন লুপ্ত হইয়া গিয়াছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথবা মুমূর্ষু অবস্থায় রহিয়াছে তাহার বৈধতা প্রতিপাদন করাই গীতার লক্ষ্য নহে,—যদি শুধু তাহাই হইত তাহা হইলে গীতার স্বভাব ও স্বধর্মের নীতিতে কোন চিরন্তন সত্য বা মূল্য থাকিত না,—গীতার লক্ষ্য হইতেছে মানুষের বাহিরের জীবনের সহিত তাহার অন্তর্জীবনের সম্বন্ধ, তাহার অন্তরাত্মা হইতে, তাহার প্রকৃতির আভ্যন্তরীণ ধারা হইতে তাহার কর্মের বিবর্ত্তন।

আর আমরা বস্তুতঃ দেখি যে, গীতা নিজেই তাহার উদ্দেশ্যটি খুবই স্পষ্ট করিয়াছে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের কর্ম বাহ্যিক বৃত্তির দিক দিয়া বর্ণনা না করিয়া, অর্থাৎ শিক্ষা, পৌরহিত্য এবং শাস্ত্রচর্চা বা শাসনকার্য্য, যুদ্ধ এবং রাজনীতি এইরূপ নির্দ্দেশ না করিয়া সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দিক দিয়াই বর্ণনা করিয়াছে। এখানে গীতার ভাষাটি আমাদের কাছে কেমন একটু বিচিত্রই লাগে। শান্তি, আত্মসংযম, তপস্যা, শুচিতা, ক্ষমাশীলতা, সরলতা, জ্ঞান, অধ্যাত্মসত্য গ্রহণ ও অনুশীলন,—সাধারণতঃ এইগুলি মানুষের বৃত্তি, কর্ম বা পেশা বলিয়া কথিত হয় না। অথচ গীতা ঠিক এইটিই বুঝিয়াছে এবং বলিয়াছে,—বলিয়াছে যে, এই সব জিনিষ, ইহাদের বিকাশ, ব্যবহারের ভিতর দিয়া ইহাদের অভিব্যক্তি, সাত্ত্বিক প্রকৃতির ধর্মকে রূপ দিবার পক্ষে ইহাদের ক্ষমতা—এই সবই হইতেছে ব্রাহ্মণের প্রকৃত কর্ম; শিক্ষা, পৌরহিত্য এবং অন্যান্য বাহ্যিক কর্মগুলি হইতেছে কেবল ইহার সর্বাপেক্ষা উপযোগী ক্ষেত্র, এই আভ্যন্তরীণ বিকাশের অনুকূল উপায়স্বরূপ, ইহার যথাযথ আত্ম-অভিব্যক্তি; সুনির্দ্দিষ্ট বর্ণগত আদর্শে এবং বাহ্যিক চরিত্রের সুদৃঢ়তায় ইহার স্থায়ী রূপ লাভের পন্থাস্বরূপ। যুদ্ধ, রাজধর্ম, রাষ্ট্রনীতি, নেতৃত্ব ও শাসন হইতেছে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অনুরূপ ক্ষেত্র এবং উপায়; কিন্তু তাহার প্রকৃত কর্ম হইতেছে সক্রিয় যুযুধান রাজোচিত বা বীরোচিত প্রকৃতির ধর্মকে বিকাশ করা, ব্যবহারে অভিব্যক্ত করা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহ্য রূপে এবং গতির ওজস্বান ছন্দে প্রকট করা। বৈশ্য এবং শূদ্রের কর্ম বাহ্যবৃত্তির দিক দিয়াই বর্ণিত হইয়াছে, আর এই যে বৈপরীত্য ইহারও কিছু অর্থ থাকিতে পারে। কারণ যে প্রকৃতি উৎপাদন ও উপার্জনের দিকে চলে কিম্বা শ্রম ও পরিচর্য্যার গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ থাকে, বণিকের ও দাসের মনোবৃত্তি —ইহারা সাধারণতঃ হয় বহির্মুখী, কর্মের চরিত্রগঠন করিবার ক্ষমতা অপেক্ষা ইহার বাহ্যিক মূল্য লইয়াই অধিক ব্যাপৃত থাকে; আর প্রকৃতির সাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়ার পক্ষে এই প্রবৃত্তি তেমন অনুকূল নহে। আর এই কারণেই ব্যবসা ও যন্ত্র-শিল্পের যুগ অথবা কর্ম ও উৎপাদনের চিন্তায় ব্যাপৃত সমাজ নিজের চারিদিকে এমন একটা আবেষ্টনের সৃষ্টি করে যাহা অধ্যাত্ম জীবন অপেক্ষা ঐহিক জীবনেরই অধিকতর অনুকূল, উর্দ্ধগামী মন ও আত্মার সূক্ষ্মতর সিদ্ধি অপেক্ষা স্থূল জীবনে দক্ষতার পক্ষেই অধিকতর উপযোগী। তথাপি এই ধরণের প্রকৃতি এবং ইহার কর্মেরও আভ্যন্তরীণ অর্থ আছে এবং তাহাদিগকেও সিদ্ধিলাভের উপায় ও শক্তিতে পরিণত করিতে পারা যায়। অন্যত্র যেরূপ বলা হইয়াছে, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিক পবিত্রতা ও জ্ঞানের আদর্শ লইয়া ব্রাহ্মণ এবং মহানুভবতা, শৌর্য্য ও মহৎ চরিত্রশক্তির আদর্শ লইয়া ক্ষত্রিয়, শুধু ইহারাই নহে পরন্তু ধনোপার্জনে ব্রতী বৈশ্য, শ্রমপাশে বদ্ধ শূদ্র, সঙ্কীর্ণ গণ্ডীবদ্ধ ও পরাধীন জীবন লইয়া নারী, এমন কি পাপযোনিসম্ভূত চণ্ডাল, ইহারাও এই পথ ধরিয়া অচিরাৎ উচ্চতম আভ্যন্তরীণ মহত্ত্ব ও অধ্যাত্ম স্বাধীনতার দিকে, সিদ্ধির দিকে, মানুষের মধ্যে যে দিব্য সত্তা রহিয়াছে তাহার মুক্তি ও পূর্ণ বিকাশের দিকে অগ্রসর হইতে পারে।

তিনটি কথা প্রথমেই মনে উঠে, গীতা এই স্থলে যাহা বলিয়াছে সেই সবের মধ্যেই ঐ তিনটি নিহিত রহিয়াছে। প্রথমতঃ, সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মই ভিতর হইতে নির্দ্ধারিত হওয়া চাই কারণ প্রত্যেক মনুষ্যের মধ্যেই তাহার নিজস্ব কিছু রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতির একটা বিশিষ্ট ধর্ম ও সহজাত শক্তি রহিয়াছে। সেইটিই হইতেছে তাহার আত্মার সিদ্ধিপ্রদ শক্তি, সেইটিই প্রকৃতিতে তাহার অন্তর্পুরুষের ক্রিয়াত্মক রূপ সৃষ্টি করিয়া দেয়, এবং কার্য্যের ভিতর দিয়া সেইটিকে বিকশিত ও সিদ্ধ করিয়া তোলা, সামর্থ্যে ও ব্যবহারে ও জীবনে সেইটিকে কার্য্যকরী করিয়া তোলাই হইতেছে তাহার প্রকৃত কর্ম; সেইটিই তাহাকে তাহার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যজীবনের সত্য ধারাটি নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, সেইটিকে ধরিয়াই তাহার উচ্চতর বিকাশের সূচনা হয়। দ্বিতীয়তঃ, মোটামুটি চারি শ্রেণীর প্রকৃতি আছে, প্রত্যেক শ্রেণীরই আছে বিশিষ্ট কর্মধারা এবং কর্ম ও চরিত্রের আদর্শ বিধি, শ্রেণীই মানুষের উপযোগী ক্ষেত্র নির্দ্দেশ করিয়া দেয়, এবং তাহার বাহ্য সামাজিক জীবনে তাহার কর্মের যথাযথ সীমারেখা তাহার শ্রেণী অনুসারেই নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। শেষতঃ, মানুষ যে-কোন কর্মই করুক না কেন, যদি তাহা তাহার সত্তার ধর্ম অনুযায়ী, তাহার প্রকৃতির সত্য অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়, সেইটিকেই ভগবদ্‌মুখী করা যায়, অধ্যাত্মমুক্তি ও সংসিদ্ধিলাভের সাফল্যপ্রদ উপায়ে পরিণত করা যায়। এই তিনটি মন্তব্যের মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টি যে সত্য ও ন্যায়সঙ্গত তাহা সুস্পষ্ট। মানুষের ব্যষ্টিগত ও সামাজিক জীবনের যে সাধারণ ধারা তাহা এই সকল নীতির বিরোধী বলিয়াই মনে হয়, কারণ আমাদিগকে যে বাহ্য প্রয়োজন, বিধান ও আইনের ভীষণ বোঝা বহন করিতে হয় সে-বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই, আর আমাদের আত্ম-প্রকাশের যে প্রয়োজন, আমাদের সত্য ব্যক্তিত্ব, আমাদের সত্য আত্মা, আমাদের অন্তরতম স্বভাবগত জীবনধারার বিকাশের যে-প্রয়োজন তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থাসমূহের দ্বারা প্রতি পদে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ব্যাহত হয়, আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গতি-পথ হইতে চ্যুত হইতে বাধ্য হয়, যৎসামান্যই সুযোগ বা ক্ষেত্র লাভ করে। জীবন, রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার, সমস্ত পারিপার্শ্বিক শক্তি যেন ষড়যন্ত্র করিয়াছে আমাদের আত্মার উপর তাহাদের শৃঙ্খল পরাইয়া দিতে, আমাদিগকে বলপূর্বক তাহাদের ছাঁচে গড়িয়া তুলিতে, তাহাদের গতানুগতিক স্বার্থ এবং স্থূল সাময়িক সুবিধার বাহন করিতে। আমরা একটা যন্ত্রের অংশ হইয়া পড়ি, আমরা যে মনুষ্য, পুরুষ, আত্মা, মন, আমরা যে অমৃতের পুত্র, আমাদের সত্তার বিশিষ্ট সিদ্ধির পূর্ণতম বিকাশ করিতে এবং ইহাকে সমস্ত জাতির সেবায় নিয়োগ করিতে সমর্থ, আমরা আর প্রকৃত পক্ষে তাহা থাকি না, আমাদিগকে থাকিতে দেওয়া হয় না। মনে হয় যেন আমরা নিজদিগকে গড়িয়া তুলি না, আমাদিগকে গড়িয়া দেওয়া হয়। অথচ যতই আমরা জ্ঞানে অগ্রসর হইব ততই গীতার সূত্রটির সত্যতা প্রকট হইতে বাধ্য। শিশুর শিক্ষা এমন হওয়া চাই যেন তাহার প্রকৃতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, সবাপেক্ষা শক্তিমান, সর্বাপেক্ষা নিগূঢ় ও প্রাণময় যাহা কিছু আছে তাহা প্রকট হইতে পারে, মানুষের কর্ম ও বিকাশ ধারা যে ছাঁচে গঠিত হইবে তাহা যেন হয় তাহার সহজাত গুণ ও শক্তিরই ছাঁচ। তাহাকে নূতন জিনিষ অর্জন করিতেই হইবে, কিন্তু তাহার নিজস্ব বিকশিত স্বরূপ ও সহজাত শক্তির ভিত্তিতেই উৎকৃষ্টভাবে, জীবন্তভাবে সে-সব জিনিষ সে অর্জন করিতে পারিবে। আর সেইভাবেই মানুষের কর্মও তাহার স্বভাবের গতি ও শক্তির দ্বারাই নির্ণীত হওয়া উচিত। যে-ব্যক্তি এইরূপ স্বাধীনভাবে বিকাশলাভ করিতে পাইবে সেই জীবন্ত "পুরুষ" ও "মনুষ্য" হইয়া উঠিবে এবং জাতির সেবার জন্য অনেক বেশী শক্তিশালী হইবে। আর এখন আমরা আরও স্পষ্ট ভাবে দেখিতে পাইতেছি যে, এই নীতি কেবল ব্যষ্টি বা ব্যক্তির পক্ষেই নহে পরন্তু সমাজ ও জাতির পক্ষে, সমষ্টিগত আত্মা, সমষ্টিগত মানবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষেও সত্য। চারি শ্রেণী এবং তাহাদের কর্মধারা সম্বন্ধে দ্বিতীয় মন্তব্যটি আরও বেশী তর্কের বিষয়। বলা যাইতে পারে যে, ইহা অতিমাত্রায় সরল ও নিঃসন্দিগ্ধ, জীবনের বহুমুখীনতা এবং মানব-প্রকৃতির নমনীয়তার যথেষ্ট হিসাব ইহাতে লওয়া হয় নাই, আর ইহার তত্ত্ব বা অন্তর্নিহিত উৎকর্ষ যাহাই হউক না কেন, বাহ্যিক সমাজ-ব্যবস্থায় ইহা স্বধর্মের সমুদয় নীতিরই যাহা বিরোধী ঠিক সেই গতানুগতিক আচারের অত্যাচারে পরিণত হইবে। কিন্তু বাহিরে যতটুকু দেখা যায় তাহার অন্তরালে ইহার এমন একটা গভীরতর অর্থ রহিয়াছে যাহাতে ইহার উপযোগিতা আর ততটা সন্দেহের বিষয় থাকে না। আর যদিই আমরা এইটি বর্জন করি, তৃতীয় মন্তব্যটির সাধারণ সার্থকতা অক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়। জীবনে মানুষের কর্ম ও বৃত্তি যাহাই হউক না কেন, যদি তাহা ভিতর হইতে নির্দ্ধারিত হয় অথবা যদি সেইটিকে সে তাহার প্রকৃতির আত্ম-অভিব্যক্তি করিতে পায়, তাহা হইলে সেইটিকে সে বিকাশ ও মহত্তর আভ্যন্তরীণ সিদ্ধির উপায়ে পরিণত করিতে পারে। আর ইহা যাহাই হউক না কেন, যদি সে তাহার স্বাভাবিক কর্ম যথাযথ মনোভাব লইয়া সম্পাদন করে, যদি ইহাকে সে জ্ঞানদীপ্ত মনের দ্বারা পরিচালিত করে, ইহার ক্রিয়াকে অন্তরস্থিত ভগবানের উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত করে, বিশ্বমাঝে অভিব্যক্ত ব্রহ্মকে ইহার দ্বারা সেবা করে, অথবা ইহাকে মানব-সমাজের মধ্যে ভগবানের অভিপ্রায়ের সজ্ঞান যন্ত্রে পরিণত করে, তাহা হইলে সে ইহাকে উচ্চতম অধ্যাত্ম সিদ্ধি ও মুক্তির দিকে অগ্রসর হইবার উপায়ে রূপান্তরিত করিতে পারে।

কিন্তু যদি আমরা এইটিকে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ একটি বিচ্ছিন্ন কথা বলিয়া ধরিয়া না লই (অধিকাংশ ক্ষেত্রে এইরূপই করা হয়) পরন্তু, যেরূপ করা উচিত, সমস্ত গ্রন্থটিতে বিশেষতঃ শেষ দ্বাদশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যায়ে যাহা বলা হইয়াছে তাহার সহিত মিলাইয়া ইহাকে গ্রহণ করি তাহা হইলে এখানে গীতার শিক্ষার আরও গভীরতর অর্থ দেখিতে পাওয়া যায়। জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে গীতার দার্শনিক মত হইতেছে এই যে, সমস্তই ভাগবত সত্তা হইতে, বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় অধ্যাত্ম সত্তা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে। সবই হইতেছে ভগবানের, বাসুদেবের, প্রচ্ছন্ন অভিব্যক্তি, যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্, আর অন্তরে ও জগতে যে অবিনশ্বর রহিয়াছে তাহাকে প্রকট করা, বিশ্বের আত্মার সহিত ঐক্যে বাস করা, চৈতন্যে, জ্ঞানে, সঙ্কল্পে, প্রেমে, অধ্যাত্ম আনন্দে উন্নীত হইয়া পরমতম ভগবানের সহিত একত্ব লাভ করা, ব্যষ্টিগত ও প্রাকৃত সত্তাকে অপূর্ণতা ও অজ্ঞান হইতে মুক্ত করিয়া এবং ভাগবত শক্তির কর্মসাধনের সচেতন যন্ত্রে পরিণত করিয়া উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে বাস করা—এই সিদ্ধিটিই মানুষের অধিগম্য এবং অমৃতত্ব ও মুক্তি লাভের জন্য এইটিই হইতেছে প্রয়োজনীয় বিধান। কিন্তু যতক্ষণ আমরা বস্তুতঃ প্রাকৃত অজ্ঞানে সমাবৃত রহিয়াছি, আত্মা অহংয়ের কারাগারে বন্দী, পারিপার্শ্বিকের দ্বারা অভিভূত, অবরুদ্ধ, মথিত এবং গঠিত হইতেছে, প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ার দ্বারা অবশে চালিত হইতেছে, আমাদের নিজ নিগূঢ় অধ্যাত্ম শক্তির সত্তায় আমাদের যে-প্রতিষ্ঠা তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে—ততক্ষণ ইহা কেমন করিয়া সম্ভব হইতে পারে? ইহার উত্তর এই যে, এই সব প্রাকৃত ক্রিয়া এখন সমাচ্ছন্ন ও বিপরীত ক্রিয়া-পরম্পরায় যতই পরিবৃত থাকুক না কেন, তথাপি ইহা নিজের বিকাশশীল মুক্তি ও সিদ্ধির তত্ত্বটি নিজের মধ্যেই ধরিয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের হৃদয়ের মধ্যেই ভগবান অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং তিনিই প্রকৃতির এই আশ্চর্য্য কর্মধারার অধীশ্বর। আর এই বিশ্ব-আত্মা, এই যে অদ্বিতীয় সত্তা এক হইয়াও সব, যদিও ইহা মায়াশক্তির দ্বারা যন্ত্রারূঢ়ের ন্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে জগৎচক্রে ঘুরাইতেছে, কুম্ভকার যেমন কুম্ভ তৈয়ারী করে, তন্তুবায় যেমন তন্তু বয়ন করে সেইরূপ এক যান্ত্রিক কৌশলের দ্বারা আমাদের অজ্ঞানে আমাদিগকে গড়িয়া তুলিতেছে, তথাপি এই আত্মা হইতেছে আমাদের নিজেদেরই মহত্তম সত্তা, আর আমাদের যাহা প্রকৃত তত্ত্ব, আমাদের সত্তার সত্য, যাহা জন্মে জন্মে, পশুজীবন, মানবজীবন ও দিব্যজীবনে, আমরা যাহা ছিলাম যাহা হইয়াছি এবং যাহা হইব তাহাতে আমাদের মধ্যে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে এবং সর্বদা নূতন ও অধিকতর উপযোগী রূপ গ্রহণ করিতেছে—এই আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য অনুসারেই আমাদের এই অন্তর্বাসী সর্বদর্শী সর্বশক্তিমান পুরুষ আমাদিগকে ক্রমশঃ গড়িয়া তুলিতেছেন, যখন আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলিবে তখনই আমরা ইহা দেখিতে পাইব। এই যে যন্ত্রস্বরূপ অহং, গুণত্রয়, মন, দেহ, প্রাণ, ভাবাবেগ, বাসনা, দ্বন্দ্ব, চিন্তা, অভীপ্সা, প্রচেষ্টার গ্রন্থিল জটিলতা, দুঃখ ও সুখের, পুণ্য ও পাপের, চেষ্টা ও সাফল্য ও বিফলতার, আত্মা ও পারিপার্শ্বিকের, আমি ও অপরের পারস্পরিক বিজড়িত ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া—ইহা হইতেছে আমার মধ্যে এক উচচতর অধ্যাত্ম শক্তি কর্তৃক গৃহীত বাহ্য, অপূর্ণ রূপ মাত্র, আমি আমার আত্মার নিগূঢ়তায় যে দিব্য ও মহান সত্তা এবং প্রকৃতিতে প্রকাশ্যভাবে আমাকে যাহা হইতে হইবে, ঐ অধ্যাত্ম শক্তি তাহার সকল বিপর্য্যয়ের মধ্যে দিয়া ক্রমবর্দ্ধমান ভাবে সেই সত্তারই আত্ম-অভিব্যক্তিকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতেছে। এই ক্রিয়ার মধ্যেই ইহার নিজের সাফল্যের নীতি নিহিত রহিয়াছে, তাহাই হইতেছে স্বভাব ও স্বধর্মের নীতি।

জীব আত্ম-অভিব্যক্তিতে পুরুষোত্তমেরই একটি অংশ বিশেষ। প্রকৃতিতে সে পরমাত্মার শক্তির প্রতিভূস্বরূপ, তাহার ব্যক্তিত্বে সে সেই শক্তিই ; সে ব্যষ্টিগত জীবনে বিশ্বপুরুষের সম্ভাবনাগুলিকেই প্রকট করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই জীব নিজেও আত্মা, প্রাকৃত অহং নহে ; অহংরূপ নহে পরন্তু আত্মাই আমাদের প্রকৃত সত্তা এবং আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম তত্ত্ব। আমরা বস্তুতঃ যাহা এবং আমরা যাহা হইতে পারি তাহার প্রকৃত শক্তি রহিয়াছে ঐ উর্দ্ধ্ব-তন অধ্যাত্ম শক্তির মধ্যে, আর ইহার কর্মধারার যে অন্তরতম ও মূলগত সত্য তাহা ত্রিগুণময়ী মায়ার যন্ত্রবৎ ক্রিয়া নহে ; এই মায়া হইতেছে কেবল বর্তমান কার্য্যকরী শক্তি, নীচের স্তরে সুবিধার জন্য একটা সরঞ্জাম, বাহ্যিক অনুশীলন ও অভ্যাসের একটা ব্যবস্থা। যে অধ্যাত্ম প্রকৃতি বিশ্বমাঝে এই বহু রূপ গ্রহণ করিয়াছে, পরা প্রকৃতির্জীবভূতা, তাহাই হইতেছে আমাদের জীবনের মূল উপাদান ; বাকী আর সব কিছুই হইতেছে অধ্যাত্মের এক উচ্চতম প্রচ্ছন্ন ক্রিয়া হইতে নিম্নতর সৃষ্টি এবং বাহ্যতর রূপ। আর প্রকৃতিতে আমাদের প্রত্যেকেরই আছে নিজ নিজ বিবর্ত-নের একটা মূল নীতি ও সঙ্কল্প ; প্রত্যেক জীবই হইতেছে একটি আত্ম-চৈতন্যের শক্তি, সে নিজের মধ্যে ভাগবতের একটি পরিকল্পনা নির্দ্ধারণ করে এবং তাহার দ্বারা নিজের কর্ম ও ক্রমবিকাশ, নিজের ক্রমবর্দ্ধমান আত্মোপলব্ধি, নিজের নিত্য বৈচিত্র্যময় আত্ম-প্রকাশ, পূর্ণ সংসিদ্ধির দিকে নিজের দৃশ্যতঃ অনিশ্চিত কিন্তু নিগূঢ়ভাবে অবশ্যম্ভাবী প্রগতিকে নিয়ন্ত্রিত করে। সেইটিই হইতেছে আমাদের স্বভাব, আমাদের নিজ সত্য প্রকৃতি, সেইটিই হইতেছে আমাদের সত্তার সত্য, তাহা জগতে আমাদের বিচিত্র বিবর্তনে এখন কেবল নিরন্তর আংশিক ভাবেই প্রকট হইতেছে। কর্মের যে-নীতি এই স্বভাবের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় তাহাই হইতেছে আমাদের আত্ম-সংগঠন, কর্তব্য ও কর্মধারার যথার্থ ধর্ম, আমাদের স্বধর্ম।

সমস্ত বিশ্বেই এই নীতি পরিব্যাপ্ত, সর্বত্রই কাজ করিতেছে এক অদ্বিতীয় দিব্য শক্তি, এক সাধারণ বিশ্ব প্রকৃতি, কিন্তু প্রত্যেক স্তর, রূপ, শক্তি, গণ, জাতি, ব্যষ্টিগত জীবের মধ্যেসে একটি প্রধান ভাব এবং নিত্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও জটিল পরিবর্তনের কয়েকটি অপ্রধান ভাব ও নীতি অনুসরণ করিতেছে, প্রত্যেকের স্থায়ী ধর্ম এবং অস্থায়ী ধর্ম দুই-ই ইহাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহারাই নির্দিষ্ট করিয়া দেয় বিবর্তনের মধ্যে প্রত্যেকের সত্তার ধারা, তাহার উদ্ভব, স্থিতি ও পরিবর্তনের মার্গ, তাহার আত্মরক্ষা ও আত্ম-বিবর্দ্ধনের শক্তি, তাহার সুপ্রতিষ্ঠ ও ক্রমবিকাশশীল আত্মপ্রকাশ ও আত্মোপলব্ধির গতি, বিশ্বমাঝে ব্রহ্মের অভিব্যক্তির অবশিষ্ট অংশের সহিত তাহার সম্বন্ধের বিধি। নিজ সত্তার ধর্ম, স্বধর্ম, অনুসরণ করা, নিজ সত্তায় নিহিত ভাবের, স্বভাবের, বিকাশ করা,—ইহাই হইতেছে তাহার নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠা, তাহার যথাযথ পন্থা ও পদ্ধতি। পরিশেষে তাহা জীবকে কোন বর্তমান রূপায়ণের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখে না, পরন্তু বিকাশের এই পথ অনুসরণ করিয়া জীব নিজ ধর্ম ও নীতির সহিত সমঙ্গসীভূত নূতন নূতন অভিজ্ঞতায় নিজকে সর্বাপেক্ষা নিশ্চিতভাবে সমৃদ্ধ করিয়া তোলে এবং প্রবলতম শক্তিতে বর্দ্ধিত হইয়া যথাসময়ে বর্তমান অবয়বসকলকে ভেদ করিয়া উচ্চতর আত্ম-প্রকাশে উপনীত হইতে পারে। নিজ ধর্ম ও নীতিকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হওয়া, যাহাতে পারিপার্শ্বিককে নিজের সহিত মিলাইয়া লইতে পারা যায় এবং তাহাকে নিজ প্রকতির উপযোগী করিয়া তোলা যায় এই ভাবে পারিপার্শ্বিকের সহিত নিজেকে মিলাইতে না পারা—ইহা হইতেছে নিজেকে হারাইয়া ফেলা, আত্ম অধিকারে বঞ্চিত হওয়া, আত্মার পথ হইতে বিচ্যুত হওয়া, ইহা বিনষ্টি, মিথ্যা, মৃত্যু, ক্ষয় ও ধ্বংসের বেদনা, অনেক সময়েই এই-ভাবে নির্বাণ ও বিলুপ্তির পর আত্মাকে পুনরুদ্ধার করিবার কষ্টকর সাধনা আবশ্যক হয়, ইহা ভ্রান্ত পথে বৃথা পরিভ্রমণ, আমাদের প্রকৃত প্রগতির পরিপন্থী। এই নীতি প্রকৃতির সর্বত্র কোন-না-কোন আকারে প্রচলিত রহিয়াছে; যে সাধারণত্বের নীতি ও বৈচিত্র্যের নীতির ক্রিয়া বিজ্ঞান আমাদিগকে দেখাইয়া দিতেছে সে-সবেরই মূলে ইহা রহিয়াছে। মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে, তাহার বহু মানবীয় শরীরে বহু জন্মে ঐ একই নীতি কার্য্য করিতেছে। এখানে ইহার একটি বাহ্যিক ক্রিয়া রহিয়াছে এবং একটা আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্য রহিয়াছে ; আর যখন আমরা ঐ আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যটি লাভ করি এবং আমাদের সমুদয় কর্মকে আধ্যাত্মিক সার্থকতায় উদ্ভাসিত করি তখনই ঐ বাহ্যিক ক্রিয়া তাহার পূর্ণ ও সমগ্র অর্থ লাভ করিতে পারে। আত্মজ্ঞানে আমাদের প্রগতির অনুপাতে এই মহান ও বাঞ্ছনীয় রূপান্তর দ্রুত ও বলিষ্ঠভাবে সম্পাদিত হইতে পারে।

আর প্রথমেই আমাদিগকে লক্ষ্য করিতে হইবে যে, স্বভাব বলিতে উচ্চতম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এক জিনিষ বুঝায়, আর ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতিতে উহা সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপ ও অর্থ গ্রহণ করে। এখানেও উহা কর্ম করে, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে নিজেকে পায় না, যেন অর্দ্ধ আলোকে বা অন্ধকারে তাহার নিজস্ব সত্য ধর্মটির সন্ধান করে এবং বহু নিম্নতন রূপ, বহু মিথ্যা রূপ, অন্তহীন ত্রুটি, বিকৃতি, আত্মহানি, আত্মলাভের ভিতর দিয়া নিজের পথে চলিতে থাকে, অবশেষে সে আত্ম-দর্শন ও সিদ্ধিতে উপনীত হয়। এখানে আমাদের প্রকৃতি হইতেছে জ্ঞান ও অজ্ঞানের, সত্য ও মিথ্যার, সফলতা ও বিফলতার, ন্যায় ও অন্যায়ের, লাভ ও ক্ষতির, পাপ ও পুণ্যের মিশ্রিত রচনা। এই সবের ভিতর দিয়া স্বভাবই আত্ম-প্রকাশ ও আত্মপ্রাপ্তির অনুসন্ধান করিতেছে, স্বভাবস্থ প্রবর্ত্ততে,—এই সত্য হইতে আমাদের সর্বতোমুখী ঔদার্য্য এবং সমদৃষ্টি শিক্ষা করা উচিত, কারণ আমরা সকলে ঐ একই বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্বের অধীন। এই সব ক্রিয়া আত্মার নহে, প্রকৃতির। পুরুষোত্তম এই অজ্ঞানের দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন, তিনি উর্দ্ধ্ব হইতে ইহাকে নিয়ন্ত্রণ করেন এবং জীবকে তাহার সকল পরি-বর্তনের ভিতর দিয়া পরিচালিত করেন। শুদ্ধ অক্ষর আত্মা এই সকল ক্রিয়ার দ্বারা সংস্পৃষ্ট হয় না, সে তাহার অলক্ষ্য শাশ্বত প্রতিষ্ঠা হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষর প্রকৃতিকে তাহার বিপর্য্যয়সকলের মধ্যে দর্শন করে, ধরিয়া থাকে। ব্যষ্টিগত জীবের যাহা প্রকৃত আত্মা, আমাদের মধ্যে যাহা কেন্দ্রীয় সত্তা, তাহা এই সকল জিনিষ হইতে মহত্তর, কিন্তু প্রকৃতিতে তাহার বাহ্যিক ক্রমবিকাশে এই সকলকে স্বীকার করিয়া লয়। আর যখন আমরা এই প্রকৃত আত্মাকে লাভ করি, যে অপরিবর্তনীয় সর্বগত আত্মা আমাদিগকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহাকে লাভ করি এবং যে পুরুষোত্তম—আমাদের যে হৃদিস্থিত ঈশ্বর—প্রকৃতির সমুদয় কর্মের উপর অধ্যক্ষরূপে বিরাজ করিয়া সব কিছু পরিচালন করিতেছেন তাঁহাকে লাভ করি তখনই আমরা আমাদের জীবনের ধর্মের সমগ্র অধ্যাত্ম অর্থটির সন্ধান পাই। কারণ যে জগদীশ্বর অনন্ত কাল ধরিয়া তাঁহার অনন্ত গুণে সর্বভূতের মধ্যে নিজকে প্রকট করিতেছেন, আমরা তাঁহাকে অবগত হই। আমরা ভগবানের চতুর্ব্যূহ সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হই,—আত্ম-জ্ঞান ও বিশ্ব-জ্ঞানের সত্তা ; বল ও শক্তির যে-সত্তা নিজের শক্তি-সকলের সন্ধান করিতেছে, আবিষ্কার করিতেছে, প্রয়োগ করিতেছে, অন্যোন্যাশ্রয় ও সৃষ্টি ও সম্বন্ধ ও জীবে জীবে আদান প্রদানের সত্তা ; কর্মের যে সত্তা বিশ্বে শ্রম করিতেছে, প্রত্যেকের মধ্যে সকলের সেবা করিতেছে এবং প্রত্যেকের শ্রমকে অন্য সকলের সেবায় প্রযুক্ত করিতেছে। আবার আমাদের মধ্যে ভগবানের যে ব্যষ্টিগত শক্তি রহিয়াছে সে-সম্বন্ধেও আমরা সজ্ঞান হইয়া উঠি, তাহা এই চতুর্বিধ শক্তিকে সাক্ষাৎভাবে ব্যবহার করিতেছে, আমাদের আত্ম-অভিব্যক্তির ধারা নির্দ্দেশ করিতেছে, আমাদের দিব্য কর্ম ও দিব্য পদ নির্দ্ধারণ করিতেছে এবং এই সবের ভিতর দিয়াই তাঁহার বৈচিত্র্যময় সার্বিকতার মধ্যে আমাদিগকে উত্তোলন করিতেছে যেন ইহার দ্বারা শেষ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহার সহিত এবং বিশ্বমাঝে তিনি যাহা কিছু হইয়াছেন সেই সবের সহিত আমাদের আধ্যাত্মিক একত্ব লাভ করি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষের মধ্যে চারি বর্ণের যে বাহ্যিক পরিকল্পনা তাহা দিব্য কর্মধারার এই সত্যের কেবল অপেক্ষাকৃত বাহ্যিক ক্রিয়ার সহিতই সংশ্লিষ্ট ; গুণত্রয়ের ক্রিয়ার মধ্যে ইহার কার্য্যপ্রণালীর কেবল একটি মাত্র দিকেই উহা সীমাবদ্ধ। ইহা সত্য যে, এই জীবনে মানুষ মোটামুটি চারি শ্রেণীর মধ্যে পড়ে,—জ্ঞানের মানুষ, কর্মের মানুষ, উৎপাদনশীল প্রাণিক (vital) মানুষ এবং রূঢ় শ্রম ও সেবার মানুষ। এই শ্রেণী-বিভাগগুলি মূলপ্রকৃতিগত নহে, পরন্তু ইহারা আমাদের মানবত্বের আত্ম-বিকাশে বিভিন্ন স্তর। মানুষ যথেষ্ট অজ্ঞান ও অপ্রবৃত্তির বোঝা লইয়া যাত্রারম্ভ করে, তাহার প্রথম দশা হইতেছে রূঢ় শ্রমের ; শরীরের প্রয়োজন, প্রাণের সম্প্রেরণা, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাহার পশুসুলভ আলস্যকে এই শ্রমে বাধ্য করে, আর প্রয়োজনের একটা সীমা ছাড়াইয়াও সমাজ সাক্ষাৎভাবে অথবা গৌণভাবে তাহাকে এই শ্রমে বাধ্য করে ; যাহারা এখনও এই তামসিকতার অধীনে তাহারাই শূদ্র, সমাজের দাস শ্রেণী, তাহারা সমাজকে তাহাদের শারীরিক শ্রম দেয়, তাহা ছাড়া সামাজিক জীবনের বহুমুখী খেলায় তাহারা অন্যান্য অধিকতর উন্নত মানুষের তুলনায় আর কিছুই দিতে পারে না অথবা খুব কমই দিয়া থাকে। ক্রিয়া-শীলতার দ্বারা মানুষ নিজের মধ্যে রজঃগুণের বিকাশ করে, এবং আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ পাই, সে প্রয়োজনীয় স্বষ্টি, উৎপাদন, সঞ্চয়, অর্জন, অধিকার ও ভোগের নিরন্তর প্রেরণার দ্বারা পরিচালিত হয়, সে হইতেছে মধ্যবিত্ত আর্থিক ও প্রাণিক মানব, বৈশ্য। আমাদের সাধারণ প্রকৃতির রাজসিকতা বা সক্রিয়তার আরও উচ্চতর স্তরে আমরা পাই এমন কর্মশীল মানব যাহার আছে অধিকতর প্রবল ইচ্ছাশক্তি, স্পর্দ্ধিততর উচ্চাশা, কর্ম করিবার, যুদ্ধ করিবার, নিজের ইচ্ছাকে জয়ী করিবার স্বাভাবিক প্রেরণা, এবং উচ্চতম স্তরে নেতৃত্ব করিবার, প্রভুত্ব করিবার, শাসন করিবার, নিজের পথে জনমণ্ডলীকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চালিত করিবার প্রেরণা,—সে যোদ্ধা, নেতা, শাসক, সামন্ত, রাজা, সেই ক্ষত্রিয়। আর যেখানে সাত্ত্বিক মনেরই প্রাধান্য সেখানে আমরা পাই ব্রাহ্মণ, তাহার প্রবৃত্তি জ্ঞানের দিকে, সে জীবনে লইয়া আইসে চিন্তা, বিচার, সত্যের অনুসন্ধিৎসা এবং একটা বুদ্ধিসঙ্গত বিধান, অথবা উচ্চতম স্তরে একটা আধ্যাত্মিক বিধান, এবং ইহার আলোকে সে জীবনের পরিকল্পনা ও পদ্ধতি নির্ণয় করে।

মানব-প্রকৃতিতে সকল সময়েই বিকশিত অবস্থাতেই হউক কিম্বা অবিকশিত অবস্থাতেই হউক, উদার হউক কিম্বা সঙ্কীর্ণ হউক, দমিত থাকুক কিম্বা বাহিরে প্রকট হউক, এই চারিটি চরিত্রেরই কিছু না কিছু রহিয়াছে; কিন্তু অধিকাংশ মানুষে এই চারিটির কোন একটিই প্রাধান্য লাভ করিতে চায় এবং কখনও কখনও প্রকৃতির ক্রিয়ার সমস্ত ক্ষেত্র-টিকেই অধিকার করিয়া লইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আর, সকল সমাজেই আমরা এই চারি শ্রেণী পাইব,—এমন কি বর্তমান যুগে যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, আমরা যদি সমাজকে কেবলই উৎপাদনশীল ও ব্যবসা-মূলক করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারি, অথবা আধুনিকতম মন যে দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে এবং ইউরোপের এক অংশে যে-বিষয়ে এখন পরীক্ষা চলিতেছে এবং অন্যত্র সমর্থিত হইতেছে, যদি একটা শ্রমিক সমাজ, জনসাধারণকে লইয়া একটা শূদ্র সমাজই গড়িয়া তুলি, তাহা হইলেও সেখানে এই চারি শ্রেণী থাকিবে। তখনও বুদ্ধিজীবী শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সমস্ত প্রয়াসটির নীতি,সত্য ও নিয়ামক বিধির অনুসন্ধান করিতে ব্রতী হইবে; শ্রমশিল্পের অধ্যক্ষ ও নেতা থাকিবে, তাহারা এই সব উৎপাদনমূলক ক্রিয়াকে নিমিত্ত করিয়া নিজেদের সাহসিকতা ও সংগ্রাম ও নেতৃত্ব ও প্রাধান্যের প্রবৃত্তিকে পরিতৃপ্ত করিবে; শুধুই উৎপাদন ও ধনোপার্জনে যাহারা ব্রতী এইরূপ সাধারণ ধরণের বহু লোক থাকিবে, আবার সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী থাকিবে, তাহারা সামান্য কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রমমূলক কর্ম এবং তাহাদের শ্রমের পুরস্কার পাইয়াই পরিতৃপ্ত থাকিবে। কিন্তু এ-সমস্তই হইতেছে বাহিরের জিনিষ, আর ইহাই যদি সব হইত, তাহা হইলে মানবজাতির এই অর্থনৈতিক শ্রেণীবিভাগের কোনই আধ্যাত্মিক উপযোগিতা থাকিত না। বড় জোর ইহার কেবল এই অর্থ হইতে পারে যে, আমাদিগকে জন্মে জন্মে ক্রমবিকাশের এই সকল স্তরের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইতে হয়, ভারতে কখনও কখনও এইরূপ মতই দেখা গিয়াছে; কারণ আমাদিগকে ক্রমে ক্রমে তামসিক, রজোতামসিক, রাজসিক বা রজোসাত্ত্বিক প্রকৃতির ভিতর দিয়া সাত্ত্বিক প্রকৃতির দিকে অগ্রসর হইতে হয়, আভ্যন্তরীণ ব্রাহ্মণ্যের মধ্যে উঠিতে ও প্রতিষ্ঠিত হইতে হয় এবং তাহার পর সেই ভিত্তি হইতে মোক্ষলাভের জন্য সাধনা করিতে হয়। কিন্তু তাহা হইলে গীতা যে বলিয়াছে, শূদ্র ও চণ্ডালও তাহার জীবনকে ভগবদ্মুখী করিয়া সোজা অধ্যাত্ম মুক্তি ও সিদ্ধির মধ্যে উঠিতে পারে, এই কথার আর কোনই যুক্তিযুক্ততা থাকে না।

মূল যে সত্য সেটি এই বাহিরের জিনিষ নহে, তাহা হইতেছে আমাদের সকল আভ্যন্তরীণ সত্তার শক্তি, অধ্যাত্ম প্রকৃতির চতুর্বিধ সক্রিয় শক্তির সত্য। প্রত্যেক জীব তাহার অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে এই চারিটি দিক লইয়া আছে, সে হইতেছে জ্ঞানের সত্তা, বল ও শক্তির সত্তা, পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ও আদান প্রদানের সত্তা এবং কর্ম ও সেবার সত্তা, কিন্তু কর্মে এবং অভিব্যক্তির ধারায় কোন একটি দিকই প্রাধান্য লাভ করে এবং জীবাত্মার সহিত তাহার আধারভূত প্রকৃতির সম্বন্ধকে বিশিষ্টতা প্রদান করে; সেইটিই পথ দেখায় এবং অন্য শক্তিগুলির উপর নিজের ছাপ মারিয়া দেয়, সে-সবকে কর্ম্ম, প্রবৃত্তি ও অনুভূতির প্রধান ধারাটির প্রয়োজনে নিয়োগ করে। তখন স্বভাব এই ধারাটির ধর্মই অনুসরণ করে, সামাজিক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী স্থূল ও বাঁধাধরা ভাবে নহে, পরন্তু সূক্ষ্মভাবে, নমনীয়ভাবে, এবং ইহাকে বিকশিত করিতে গিয়াই অন্য তিনটি শক্তি-কেও বিকশিত করিয়া তোলে। এইরূপে কর্ম ও সেবার প্রেরণাকে যথাযথভাবে অনুসরণ করিলে তাহা জ্ঞানকে পুষ্ট করে, শক্তিকে বর্দ্ধিত করে, অন্যোন্যপরতার ঘনিষ্ঠতা ও সামঞ্জস্যকে এবং সম্বন্ধের কৌশল ও পারম্পর্য্যকে সুষ্ঠু করিয়া তোলে। চতুর্ম্মুখী দেবতার প্রত্যেকটি দিকের মুখ্য স্বাভাবিক তত্ত্বটি অন্য তিনটির দ্বারা প্রসারিত ও সমৃদ্ধ হয়, এই ভাবেই তাহা সমগ্র সিদ্ধির অভিমুখে অগ্রসর হয়। এই যে ক্রম-বিকাশ, ইহা গুণত্রয়ের ধর্ম অনুসরণ করে। জ্ঞানময় সত্তার যে ধর্ম সেইটিকেও তামসিকভাবে অথবা রাজসিক ভাবে অনুসরণ করা যায়। শক্তির যে ধর্ম সেইটিকেও পাশবিক ও তামসিকভাবে অথবা সমুচ্চ সাত্ত্বিক-ভাবে অনুসরণ করা যায়, সেইরূপ কর্ম ও সেবার ধর্মকেও প্রবল রাজসিক ভাবে অথবা সুন্দর ও উদার সাত্ত্বিকভাবে অনুসরণ করা যায়। আভ্যন্তরীণ ব্যষ্টিগত স্বধর্মের যে ধারা তাহাতে উপনীত হওয়া এবং জীবনের পথে সেই ধারা আমাদিগকে যে-কর্মে অনুপ্রাণিত করে তাহাতে প্রবৃত্ত হওয়া—ইহাই হইতেছে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন। আর এখানে ইহাও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ঐ আভ্যন্তরীণ স্বধর্ম কোন বাহ্য সামাজিক বা অন্য প্রকার কর্ম, বৃত্তি বা অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, যে কর্মশীল সত্তা সেবাতেই তৃপ্তি পায় অথবা আমাদের মধ্যে এইরূপ যে কর্মীর ভাব রহিয়াছে তাহা তাহার শ্রমের দিকে, সেবার দিকে ভাগবত প্রেরণাকে পরিতৃপ্ত করিবার উপায়রূপে জ্ঞানচর্চার জীবন, সংঘর্ষ ও শক্তির জীবন অথবা অন্যোন্য-পরতা, উৎপাদন ও আদান প্রদানের জীবন গ্রহণ করিতে পারে। আর পরিশেষে এই চতুর্বিধ ক্রিয়ার দিব্যতম রূপায়ণে এবং সর্বাপেক্ষা ওজস্বান অধ্যাত্ম শক্তিতে উপনীত হওয়াই হইতেছে সর্বাপেক্ষা সমুচ্চ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধ্যাত্ম সিদ্ধির দ্রুততম ও উদারতম সত্যে প্রবেশ করিবার প্রশস্ত দ্বার। আমরা ইহা করিতে পারি যদি আমরা স্বধর্মের ক্রিয়াকে আভ্যন্তরীণ ভগবানের, বিশ্বপুরুষের এবং বিশ্বাতীত পুরুষোত্তমের পূজায় পরিণত করি এবং শেষ পর্য্যন্ত সমগ্র কর্মটিকেই তাঁহার হস্তে সমর্পণ করি, ময়ি সংন্যস্য কর্মাণি। তখন যেমন আমরা গুণত্রয়ের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া যাই, তেমনিই আমরা চাতুর্বর্ণ্যের বিভাগ এবং সকল বিশেষ বিশেষ ধর্মের সীমাও অতিক্রম করিয়া যাই, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য। তখন বিশ্বপুরুষ ব্যষ্টিগত জীবকে বিশ্বগত স্বভাবের মধ্যে তুলিয়া লন, আমাদের মধ্যে প্রকৃতির যে চতুর্মুখী সত্তা রহিয়াছে সেইটিকে সর্বাঙ্গসিদ্ধ ও একীভূত করিয়া দেন এবং তাহার স্ব-নিয়ন্ত্রিত কার্য্যাবলী ভাগবত ইচ্ছা অনুসারে এবং জীবের মধ্যে ভাগবতের যে-শক্তি সিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে তদনুসারে সম্পন্ন করিয়া দেন।

গীতার আদেশ হইতেছে আমাদের নিজ কর্মের দ্বারা, স্ব-কর্মণা, ভগবানের উপাসনা করা, আমাদের অর্পণ যেন হয় আমাদের সত্তা ও প্রকৃতির নিজস্ব ধর্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত কর্ম।* কারণ ভগবান হইতেই সকল সৃষ্টির ধারা ও কর্মের প্রেরণা উৎপন্ন হয় এবং তাঁহার দ্বারাই এই সমুদয় বিশ্ব বিস্তৃত হইয়াছে এবং জগৎসমূহকে সংগ্রথিত রাখিবার জন্য তিনি স্বভাবের ভিতর দিয়া সকল কর্ম পরিচালন করিতেছেন, তাহাদের রূপ গড়িয়া দিতেছেন। আমাদের আন্তর ও বাহ্য কার্য্যাবলীর দ্বারা তাঁহাকে উপাসনা করা, আমাদের সমগ্র জীবনকে পরমতমের উদ্দেশে কর্মযজ্ঞে পরিণত করা—ইহা হইতেছে আমাদের সকল সঙ্কল্প ও সত্তা ও প্রকৃতিতে তাঁহার সহিত এক হইয়া উঠিবার জন্য নিজেদিগকে প্রস্তুত করিবার সাধনা। আমাদের কর্ম হওয়া চাই আমাদের ভিতরের সত্য

* যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ১৮।৪৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুযায়ী, তাহা যেন কোন বাহ্যিক ও কৃত্রিম আদর্শের সহিত আপোষ না হয়, তাহা যেন হয় অন্তরাত্মার ও তাহার সহজাত শক্তিসকলের জীবন্ত ও যথার্থ অভিব্যক্তি। কারণ আমাদের বর্ত্তমান প্রকৃতিতে এই অন্তঃপুরুষের যে জীবন্ত অন্তরতম সত্য তাহার অনুসরণ করিলে তাহা যথাকালে আপাত অতিচেতন পরা প্রকৃতির মধ্যে ঐ অন্তর্পুরুষেরই যে অমৃত সত্য তাহাতে উপনীত হইতে সাহায্য করে। সেখানে আমরা ভগবানের সহিত এবং আমাদের সত্য সত্তার সহিত এবং সর্ব্বভূতের সহিত একত্বে বাস করিতে পারি এবং সর্ব্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া অমৃতধর্ম্মের মুক্তির মধ্যে দিব্য কর্ম্মের অনবদ্য যন্ত্র হইয়া উঠি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম রহস্যের পথে

আর যাহা কিছু বলিবার ছিল গুরু সে-সমুদয়ই শেষ করিয়াছেন, তিনি তাঁহার বাণীর সকল মূল তত্ব এবং তাহাদের পরিপোষক ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনাসমূহ পরিস্ফুট করিয়াছেন, এবং তাঁহার বাণী সম্বন্ধে যে-সব সন্দেহ ও প্রশ্ন উঠিতে পারে সে-সবেরও সমাধান করিয়াছেন, এখন শুধু বাকী রহিয়াছে একমাত্র শেষ কথাটিকে, বাণীর অন্তরতম মর্মটিকে, তাঁহার শিক্ষার সার তত্ত্বটিকে অসন্দিগ্ধ এবং অন্তর্ভেদী সূত্রের মধ্যে ধরিয়া দেওয়া। আর আমরা দেখিতে পাই যে, এই অসন্দিগ্ধ, শেষ ও চূড়ান্ত কথাটি এ-বিষয়ে ইতিপূর্বে যাহা বলা হইয়াছে কেবল তাহারই সারসংগ্রহ নহে, কেবল মাত্র প্রয়োজনীয় সাধনাটির এবং এই সমস্ত প্রযত্ন ও তপস্যার ফলে যে মহত্তর অধ্যাত্ম চৈতন্য অধিগত হইবে তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নহে; ইহা যেন আরও দূরে প্রসারিত হইয়া যায়, প্রত্যেক সীমা ও বিধি, নীতি সূত্র লঙ্ঘন করে, এবং এমন এক উদার ও সীমাহীন অধ্যাত্ম সত্যের দ্বার খুলিয়া দেয় যাহার মধ্যে অনন্ত অর্থ নিহিত রহিয়াছে। আর এইটি হইতেছে গীতার শিক্ষার গভীরতার, সুদূরপ্রসারতার এবং ভাব-মহত্ত্বের লক্ষণ। সত্যের কতকগুলি মহান ও প্রয়োজনীয় দিককে ধরিতে পারিলে এবং সে-সবকে ব্যবহারোপযোগী মতবাদ ও উপদেশ, পদ্ধতি ও সাধনায় পরিণত করিয়া মানুষের আভ্যন্তরীণ জীবন পরিচালনায় সাহায্য করিতে পারিলে এবং তাহার কর্মের নীতি ও স্বরূপ নির্দ্ধারণ করিয়া দিতে পারিলেই সাধারণ ধর্মশিক্ষা বা দর্শনশাস্ত্র সন্তুষ্ট হয়; তাহা আর বেশী-দূর অগ্রসর হয় না, নিজের পদ্ধতির বাহিরে কোন দ্বার খুলিয়া দেয় না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে কোন প্রশস্ততম মুক্তি এবং উন্মুক্ত প্রসারতার মধ্যে লইয়া যায় না। এইরূপ সীমাবধারণ লাভজনক, বস্তুতঃ কিছুকাল পর্য্যন্ত ইহা অপরিহার্য্য। মানুষ তাহার মন ও ইচ্ছার দ্বারা আবদ্ধ, তাহার চিন্তা ও কর্ম নির্বাচনের জন্য তাহার পক্ষে একটা নীতি ও বিধান, একটা বাঁধাধরা পদ্ধতি, একটা নির্দ্দিষ্ট অভ্যাসক্রমের প্রয়োজন আছে; সে চায় একটি মাত্র অভ্রান্ত সুনির্মিত পথ, বেড়া দিয়া ঘেরা, সুদৃঢ়, তাহার উপর যেন নিরাপদে পা ফেলিয়া চলা যায়, সে চায় সীমাবদ্ধ দিক্‌চক্র এবং পরিবৃত বিশ্রামস্থল। অতি অল্পসংখ্যক শক্তিমান ব্যক্তিই মুক্তির ভিতর দিয়া মুক্তির দিকে অগ্রসর হইতে পারে। অথচ মন যে-সব ধারণা ও সংস্কার, বিধি ও ব্যবস্থা লইয়া তৃপ্ত রহিয়াছে, পরিচ্ছিন্ন সুখলাভ করিতেছে, মুক্ত জীবকে পরিশেষে তাহাদের বাহিরে যাইতেই হইবে। যে সরণী বাহিয়া আমরা উর্দ্ধ দিকে উঠিতেছি সেইটিকে ছাড়াইয়া উঠা, উচ্চতম ধাপে গিয়াও থামিয়া না যাওয়া, পরন্তু আত্মার উদার প্রসারতার মধ্যে মুক্ত পদে অবাধে বিচরণ করা—আমাদের সংসিদ্ধি লাভের জন্য এইরূপ বিমুক্তির প্রয়োজনীয়তা আছে; আত্মার পূর্ণতম স্বাধীনতাই হইতেছে আমাদের সিদ্ধতম অবস্থা। আর গীতা এইভাবেই আমাদিগকে পথ দেখাইয়াছে, উহা এক মহান ধর্ম দিয়াছে, উর্দ্ধে উঠিবার এক সুদৃঢ় ও নিশ্চিত অথচ সেই সঙ্গেই অতিপ্রশস্ত সিঁড়ি পাতিয়া দিয়াছে এবং তাহার পর আমাদিগকে সকল ধর্মের উপরে, যাহা কিছু নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে সে-সবের উপরে অসীম-উন্মুক্ত ক্ষেত্রের মধ্যে লইয়া গিয়াছে, আমাদের সম্মুখে পরমতম অধ্যাত্ম মুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক পরমতম সিদ্ধির আশা প্রকট করিয়াছে, তাহার রহস্যের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া দিয়াছে, এবং সেই রহস্যই হইতেছে গীতা যাহাকে তাহার পরমতম বাক্য বলিয়াছে তাহার সারবস্তু, সেইটিই হইতেছে গুহ্যতমম্, সেইটিই অন্তরতম জ্ঞান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর প্রথমেই গীতা তাহার বর্ণীটি মোটামুটি পুনরায় বিবৃত করিয়াছে। পনেরোটি শ্লোকের স্বল্প পরিসরের মধ্যে সমগ্র পরিকল্পনা ও মর্ম্মটি সংক্ষেপে ধরিয়া দিয়াছে, এই ছত্রগুলির বাক্য ও অর্থ হইতেছে সংক্ষিপ্ত ও সংহত, বিষয়বস্তুর কোন সার অংশই এখানে বাদ যায় নাই, সবই অতি স্বচ্ছ যাথার্থ্য ও প্রাঞ্জলতার ভাষায় ব্যক্ত হইয়াছে। অতএব সেগুলিকে যত্নের সহিত অনুধাবন করিতে হইবে, পূর্বে যাহা কিছু বলা হইয়াছে সেই সবের আলোকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে, কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, গীতার নিজের মতে যেটি হইতেছে তাহার শিক্ষার মূল অর্থ এখানে সেইটিরই সারোদ্ধার করা হইয়াছে। যে কথাটি লইয়া গীতা প্রথমেই আরম্ভ করিয়াছে, মানুষের কর্মের প্রহেলিকা, সংসারে কাজ করিতে থাকা অথচ সেই সময়েই উচ্চতম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত থাকা যে অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়—এখানেও সেই সমস্যাটি লইয়াই বিবৃতিটি আরম্ভ হইয়াছে। সহজতম পন্থা হইতেছে ঐ সমস্যাটিকে অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দেওয়া, যখনই আমরা সংসাররূপ ফাঁদের মধ্য হইতে অধ্যাত্ম সত্তার সত্যের মধ্যে উঠিতে পারি তখনই জীবন ও কর্মকে মিথ্যা মায়া বলিয়া অথবা সৃষ্টির একটা নিম্নতন প্রক্রিয়া বলিয়া পরিত্যাগ করা। এইটিই হইতেছে সন্ন্যাসীদের সমাধান, তবে ইহাকে সমাধান বলা যায় কি না তাহা বিবেচ্য; যাহাই হউক এইটি ঐ প্রহেলিকা হইতে উদ্ধার হইবার একটি নিশ্চিত ও সফল পন্থা, প্রচীন ভারতীয় চিন্তার যেটি উচ্চতম ও সমধিক ধ্যানশীল ধারা সেইটি যখন তাহার প্রথম উদার ও মুক্ত সমন্বয় ছাড়িয়া একদিকে তীব্রভাবে ঝুঁকিতে আরম্ভ করিয়াছে তখন হইতে উহা এই পন্থাটির দিকেই অগ্রসর হইয়াছে এবং সর্বদা উত্তরোত্তর এইটিকেই প্রাধান্য দিয়াছে। গীতা তন্ত্র এবং কোন কোন দিকে পরবর্তী ধর্ম আন্দোলনগুলির মত প্রাচীন সমন্বয়টি বজায় রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে; সেই আদি সমন্বয়ের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার ও ভিত্তিটি গীতা বজায় রাখিয়াছে, কিন্তু তাহার বাহ্য আকার পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, ক্রমবিকশিত অধ্যাত্ম উপলব্ধির আলোকে নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। উচ্চতম সত্তা ও আত্মায় মানুষের যে আভ্যন্তরীণ জীবন তাহার সহিত পূর্ণ কর্মজীবনের সামঞ্জস্য করার কঠিন সমস্যা গীতার শিক্ষা এড়াইয়া যায় নাই; ইহার মতে যেটি প্রকৃত সমাধান সেইটিই উপস্থাপিত করিয়াছে। জীবন-সন্ন্যাসের দ্বারা সন্ন্যাসের নিজ উদ্দেশ্যটি যে বেশই সাধিত হইতে পারে, গীতা তাহা আদৌ অস্বীকার করে নাই, কিন্তু গীতা দেখিয়াছে যে, উহা সমস্যাটির গ্রন্থিটিকে খুলিয়া না দিয়া কাটিয়া ফেলে, অতএব গীতা এই প্রণালীটিকে নিকৃষ্ট বিবেচনা করিয়াছে এবং নিজেরটিকেই উৎকৃষ্টতর পন্থা বলিয়াছে। দুইটি পন্থাই আমাদিগকে মানুষের নিম্নতন অজ্ঞান সাধারণ প্রকৃতি হইতে তুলিয়া শুদ্ধ অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে লইয়া যায় এবং এই পর্য্যন্ত দুইটিকেই ন্যায়সঙ্গত, এমন কি মূলতঃ এক বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু যেখানে একটি থামিয়া গিয়াছে, পশ্চাদ্বর্তন করিয়াছে, অপরটি সেখানে অবিচল সূক্ষ্ম দৃষ্টি ও সমুচ্চ সাহসের সহিত অগ্রসর হইয়াছে, অজ্ঞাত রাজ্যের দিকে একটা দ্বার খুলিয়া দিয়াছে, মানুষের মধ্যে ভগবানকে পূর্ণ করিয়া তুলিয়াছে এবং আত্মার মধ্যে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয় সাধন করিয়াছে।

আর সেই জন্যই প্রথম পাঁচটি শ্লোকে গীতা তাহার বক্তব্যটিকে এমন ভাষায় প্রকাশ করিয়াছে যাহা আভ্যন্তরীণ ত্যাগের পন্থা এবং বাহ্য ত্যাগের পন্থা উভয়ের প্রতিই প্রযুক্ত হইতে পারে, অথচ এমন ভাবে উহা করিয়াছে যে, উহাদের কয়েকটি সাধারণ কথার একটা গভীরতর এবং অধিকতর অন্তর্মুখী অর্থ গ্রহণ করিলেই গীতা যে প্রণালীটি অনুমোদন করিয়াছে তাহারই ভাব ও মর্মটি পাওয়া যায়। মানবীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মের সমস্যাটি হইতেছে এই যে, মনে হয় মানুষের অন্তর্পুরুষ ও প্রকৃতির নিয়তিই হইতেছে নানা প্রকার বন্ধনের অধীন থাকা—অজ্ঞানের কারা, অহংয়ের জটিল পাশ, রিপুগণের শৃঙ্খল, উপস্থিত জীবনের নির্বন্ধপর দাবী, এমন একটা অন্ধকার ও সীমাবদ্ধ গণ্ডী যাহা হইতে বাহির হইবার কোন পথই নাই। কর্মের এই গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ জীবের কোনই স্বাধীনতা নাই, তাহার আত্মাকে আবিষ্কার করিবার এবং জীবনের প্রকৃত মূল্য, সংসারের প্রকৃত অর্থ আবিষ্কার করিবার উপযোগী কোন অবসর বা আত্মজ্ঞানের আলোক নাই। তাহার কর্মপর ব্যক্তিত্ব এবং ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে সে তাহার সত্তা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইঙ্গিত পাইতে পারে বটে, কিন্তু সেখানে সে পূর্ণতার যে-সব আদর্শ দাঁড় করাইতে পারে সে-সব এত বেশী সাময়িক, সীমাবদ্ধ ও আপেক্ষিক যে তাহাদের সাহায্যে তাহার নিজস্ব সমস্যার কোন সন্তোষজনক সমাধানের সূত্র পাওয়া যায় না। তাহার সক্রিয় প্রকৃতির সনির্বন্ধ আহ্বানে তন্ময় হইয়া যখন সে পুনঃ পুনঃ বাহিরের দিকেই যাইতে বাধ্য হইবে তখন সে কেমন করিয়া তাহার প্রকৃত সত্তা ও অধ্যাত্ম জীবনে ফিরিয়া যাইবে? সন্ন্যাসীর ত্যাগের পন্থা এবং গীতার পন্থা উভয়েই এ-বিষয়ে এক যে, প্রথমেই তাহাকে এই তন্ময়তা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহার বাহ্য জিনিষের জন্য বহির্মুখী আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করিতে হইবে এবং নীরব নিষ্ক্রিয় পুরুষকে সক্রিয় প্রকৃতি হইতে পৃথক করিতে হইবে; তাহাকে নিশ্চল আত্মার সহিত একাত্ম হইতে হইবে এবং নীরবতার মধ্যে বাস করিতে হইবে। তাহাকে এক আভ্যন্তরীণ কর্মশূন্যতায়, নৈষ্কর্ম্যে উপনীত হইতে হইবে। এই জন্য এই যে মুক্তিপ্রদ আভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা এইটিকেই গীতা এখানে তাহার যোগের প্রথম লক্ষ্য বলিয়া উপস্থিত করিয়াছে, এইটিই হইতেছে সেই যোগের প্রথম প্রয়োজনীয় সিদ্ধি। "যাহার বুদ্ধি সকল বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসক্তিরহিত, আত্মা স্ববশ এবং বাসনাশূন্য, তিনি সন্ন্যাসের দ্বারা পরম নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি লাভ করেন।"*

এই যে সন্ন্যাসের আদর্শ, আত্মজয় হইতে লব্ধ নীরবতা, অধ্যাত্ম নিশ্চেষ্টতা এবং কামনাশূন্যতার আদর্শ—ইহা সকল প্রাচীন জ্ঞানেই স্বীকৃত হইয়াছে। গীতা আমাদিগকে ইহার মনস্তত্ত্বমূলক ভিত্তিটি অতুলনীয় পূর্ণতা ও স্পষ্টতার সহিত প্রদান করিয়াছে। আর ইহা নির্ভর করিতেছে আত্মজ্ঞান-সন্ধিৎসু সকল সাধকের এই সাধারণ অনুভূতির উপর যে, আমাদের মধ্যে দুইটি বিভিন্ন প্রকৃতি রহিয়াছে, যেন দুইটি বিভিন্ন আত্মাই রহিয়াছে। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানসিক, প্রাণিক ও ভৌতিক প্রকৃতি লইয়াই নিম্নতন আত্মা, ইহার চৈতন্যের মূল উপাদান, বিশেষতঃ জড়পদার্থ লইয়া ইহার যে আধার তাহা অজ্ঞান ও জড়তার অধীন; জীবনের শক্তিতে ইহা অবশ্য কর্মিষ্ঠ ও প্রাণময়, কিন্তু ইহার কর্মে স্বাভাবিক আত্মবশ্যতা ও আত্মজ্ঞান নাই; মনের মধ্যে আসিয়া ইহা কিছু জ্ঞান ও সুসঙ্গতি লাভ করিয়াছে, কিন্তু তাহাও কষ্টকর প্রয়াসের দ্বারা, নিজেরই অক্ষমতাসমূহের সহিত নিত্য দ্বন্দের দ্বারা। আর রহিয়াছে আমাদের অধ্যাত্ম সত্তা লইয়া উচ্চতর প্রকৃতি ও আত্মা, তাহা আত্মবশ এবং স্বপ্রকাশ, কিন্তু আমাদের সাধারণ মানসক্ষেত্রে তাহা আমাদের অনুভূতির অতীত। কখন কখনও আমরা আমাদের অন্তরস্থিত এই মহত্তর বস্তুটির ইঙ্গিত পাই, কিন্তু আমরা সজ্ঞানে ইহার মধ্যে বাস করি না, ইহার জ্ঞান এবং শান্ত ও অপরিচ্ছিন্ন জ্যোতির মধ্যে আমরা জীবন যাপন করি না। এই দুইটি অতি বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে প্রথমটি হইতেছে গীতার ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি। ইহা নিজেকে দেখে অহংভাবের কেন্দ্র হইতে, ইহার কর্মের নীতি হইতেছে অহং হইতে জাত

---

* অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥১৮।৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাসনা, এবং অহংয়ের গ্রন্থি হইতেছে মনের ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহের প্রতি আসক্তি, এবং প্রাণের বাসনার প্রতি আসক্তি। এই সকল জিনিষের অপরিহার্য্য পরিণাম হইতেছে বন্ধন, নীচের প্রকৃতির স্থায়ী দাসত্ব, আত্ম-জয়ের অভাব, আত্মজ্ঞানের অভাব। অন্য মহত্তর শক্তি ও সত্তাটি হইতেছে অহংয়ের অতীত শুদ্ধ আত্মার প্রকৃতি ও সত্তা, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে এই শুদ্ধ আত্মাকেই নির্গুণ নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মূলতঃ ইহা হইতেছে এক অনন্ত ও নির্ব্যক্তিক সত্তা, তাহা সকলের মধ্যেই এক ও অভিন্ন; আর যেহেতু এই নির্ব্যক্তিক সত্তা অহংবর্জিত, গুণ-উপাধি-বর্জিত, বাসনা, প্রয়োজন ও অনুপ্রেরণা বর্জিত, সেহেতু ইহা নিশ্চল ও অক্ষর; চিরকাল একই,—ইহা বিশ্বকর্মের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা ও ভর্তা, কিন্তু তাহাতে যোগ দেয় না, প্রবর্তক হয় না। জীব যখন নিজেকে সক্রিয় প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দেয় তখন সে হয় গীতার ক্ষর, গীতার সচল ও পরিবর্তনশীল পুরুষ; সেই একই জীব যখন নিজকে সম্বৃত করিয়া শুদ্ধ নীরব নিশ্চল আত্মা ও মূল সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সে হয় গীতার অক্ষর, গীতার নিশ্চল ও অপরিবর্তনীয় পুরুষ।

তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, সক্রিয় প্রকৃতির নিবিড় বন্ধন হইতে উদ্ধার হইবার এবং অধ্যাত্ম মুক্তিতে ফিরিয়া যাইবার সরল ও সহজতম পন্থা হইতেছে অজ্ঞানের কর্মপরতার সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ রহিয়াছে সে-সবকে বর্জন করা এবং অন্তর্পুরুষকে শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তায় পরিণত করা। এই-টিকে বলা হয়, ব্রহ্ম হওয়া, ব্রহ্ম-ভূয়*। ইহা হইতেছে, মন প্রাণ ও দেহ লইয়া যে নিম্নতন জীবন তাহা বর্জন করা এবং শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তা হইয়া উঠা। ইহা সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভাবে সম্পন্ন হইতে পারে বুদ্ধির দ্বারা, এই বুদ্ধিই হইতেছে বর্তমানে আমাদের উচ্চতম তত্ত্ব। ইহাকে নিম্নতন

---

* অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥ ১৮।৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনের সকল জিনিষ হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে, আর প্রথমে ও মুখ্যতঃ জীবনের মূল গ্রন্থিস্বরূপ বাসনা হইতে, মন ও ইন্দ্রিয় যে-সকল বিষয়ের দিকে ধাবিত হয় তাহাদের প্রতি আসক্তি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইবে।* মানুষকে হইতে হইবে সর্বত্র অসক্তবুদ্ধি।† তখন নৈঃশব্দ্যে প্রতিষ্ঠিত আত্মা হইতে সমস্ত বাসনা দূর হইয়া যায়, আত্মা হয় বিগতস্পৃহ। তাহার ফলে আমাদের নিম্নতন সত্তার উপর আধিপত্য এবং আমাদের ঊর্দ্ধ-তন সত্তায় প্রতিষ্ঠা আইসে বা সম্ভব হয়। সে-প্রতিষ্ঠা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আত্ম-জয়ের উপর, তাহা সুদৃঢ় হয় আমাদের সচল প্রকৃতির উপর পূর্ণ জয় ও আধিপত্য হইতে। আর এই সবেরই অর্থ হইতেছে, অন্তর হইতে বিষয়বাসনা নিঃশেষে বর্জন, সন্ন্যাস। বর্জন হইতেছে এই সিদ্ধিলাভের পন্থা, আর যে-মানব এইরূপ আভ্যন্তরীণ ভাবে সব কিছু বর্জন করিয়াছে, গীতা তাহাকেই প্রকৃত সন্ন্যাসী বলিয়া অভিহিত করি-য়াছে। কিন্তু যে হেতু ঐ কথাটি সাধারণতঃ বাহ্য সন্ন্যাসও বুঝায়, অথবা কখনো কখনো শুধু তাহাই বুঝায়, সেই জন্য গুরু আভ্যন্তরীণ বর্জনের সহিত বাহ্য বর্জনের প্রভেদ করিতে "ত্যাগ" শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, সন্ন্যাস অপেক্ষা ত্যাগ উৎকৃষ্টতর। সন্ন্যাসমার্গ ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি হইতে প্রত্যাহারে আরও অনেক বেশী দূর অগ্রসর হয়। ইহা বর্জনের জন্যই বর্জন করিতে আনন্দ পায় এবং বাহ্যভাবে জীবন ও কর্মত্যাগের উপর জোর দেয়, আত্মা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ নিস্তব্ধতার উপর জোর দেয়। ইহার উত্তরে গীতা বলিয়াছে যে, যতদিন আমরা শরীরের মধ্যে বাস করিতেছি ততদিন ইহা সম্পূর্ণ-

---

* বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ১৮।৫১

† অসক্তবুদ্ধি সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সংন্যাসেনাধিগচ্ছতি॥ ১৮।৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবে করা সম্ভব নহে। যত দূর সম্ভব ইহা করা যাইতে পারে, কিন্তু এইভাবে জোর করিয়া কর্মকে খুব কমাইয়া দেওয়া অপরিহার্য্য নহে, এমন কি ইহা বস্তুতঃ পক্ষে, অন্ততঃ সাধারণতঃ, সমীচীনও নহে। একমাত্র প্রয়োজনীয় জিনিষ হইতেছে সম্পূর্ণ আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা, গীতা নৈষ্কর্ম্য বলিতে ইহার অধিক আর কিছুই বুঝে নাই।

যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন এই অবশেষে রাখা, যখন শুদ্ধ আত্মা হওয়াই আমাদের লক্ষ্য এবং শুদ্ধ আত্মাকে নিষ্ক্রিয় অকর্তা বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে তখন সক্রিয়তার উপর এই পক্ষপাতিত্ব কিসের জন্য, তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, নিষ্ক্রিয়তা এবং প্রকৃতি হইতে পুরুষের বিচ্ছেদই আমাদের অধ্যাত্ম মুক্তির সমগ্র তত্ত্ব নহে। পুরুষ এবং প্রকৃতি পরিশেষে একই বস্তু ; পূর্ণ ও সিদ্ধ আধ্যাত্মিকতা আমাদিগকে পুরুষের মধ্যে ভগবান এবং প্রকৃতির মধ্যে ভগবান—সবেরই সহিত এক করিয়া দেয়। বস্তুতঃ এই যে ব্রহ্ম হওয়া, চির নৈঃশব্দ্যময় আত্মার মধ্যে গৃহীত হওয়া, ব্রহ্মভূয়—ইহাই আমাদের সমগ্র লক্ষ্য নহে, পরন্তু ইহা হইতেছে কেবল আরও মহত্তর ও আশ্চর্য্যতর ভাগবত জীবনের (মদ্‌ভাব) জন্য প্রয়োজনীয় বিশাল ভিত্তি। আর সেই মহত্তম অধ্যাত্ম সিদ্ধি লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে আত্মায় নিশ্চল হইতে হইবে, আমাদের সকল অংশে নিস্তব্ধ হইতে হইবে সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গেই আমাদিগকে প্রকৃতিতে, আত্মার সত্য ও সমুচ্চ শক্তিতে কর্ম করিতে হইবে। আর যদি আমরা জিজ্ঞাসা করি যে, বিপরীত বলিয়া মনে হয় এমন দুইটি জিনিষ যুগপৎ কেমন করিয়া সম্ভব, তাহার উত্তর হইতেছে এই যে, পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম সত্তার ঐটিই হইতেছে প্রকৃত স্বরূপ ; সকল সময়ে তাহার মধ্যে অনন্তের এই দুইমুখী ভাব রহিয়াছে। নির্ব্যক্তিক সত্তা নিঃশব্দ ; আমাদিগকেও হইতে হইবে আভ্যন্তরীণ ভাবে নিঃশব্দ, নির্ব্যক্তিক,—আত্মার মধ্যে সমাহিত। নির্ব্যক্তিক সত্তা সকল কর্মকে দেখে তাহার দ্বারা কৃত নহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু প্রকৃতির দ্বারা কৃত; প্রকৃতির সকল গুণ ও শক্তির ক্রিয়াকে সে শুদ্ধ সমতার সহিত দেখে; যে-জীব আত্মায় নির্ব্যক্তিক ভাব লাভ করিয়াছে তাহাকেও সেইরূপই দেখিতে হইবে যে, আমাদের সকল কর্মই প্রকৃতির গুণসকলের দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে, তাহার নিজের দ্বারা নহে; তাহাকে সর্বত্র সমবুদ্ধিসম্পন্ন হইতে হইবে।* আর সেই সঙ্গেই যাহাতে আমরা এইখানেই থামিয়া না যাই, যাহাতে আমরা যথাকালে সম্মুখে অগ্রসর হই এবং আমাদের কর্মের একটা আধ্যাত্মিক নীতি ও নির্দেশ লাভ করি, শুধু আভ্যন্তরীণ নিশ্চলতা ও নৈঃশব্দ্যরই নীতি নহে, সেই জন্য আমাদিগকে বলা হইয়াছে আমাদের বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের উপর যজ্ঞের ভাব আরোপ করিতে, যেন আমাদের সমস্ত কর্ম আভ্যন্তরীণ ভাবে প্রকৃতির অধীশ্বরের উদ্দেশে, যে পরম পুরুষের সে আত্ম-শক্তি, স্বা প্রকৃতি, তাঁহার উদ্দেশে উৎসর্গে পরিণত হয়। এমন কি আমাদিগকে যথাকালে তাঁহার হস্তে সব সংন্যস্ত করিতে হইবে, সমস্ত ব্যক্তিগত কর্মের প্রবর্ত্তন, সর্বারম্ভাঃ, বর্জন করিতে হইবে, আমাদের প্রাকৃত সত্তাকে কেবল তাঁহার কর্মের এবং তাঁহার উদ্দেশ্যের যন্ত্র করিয়া রাখিতে হইবে। এই সব জিনিষ ইতিপূর্বে পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, এখানে গীতা আর এ-সবের উপর জোর দেয় নাই, কেবল দুইটি সাধারণ শব্দ, "সন্ন্যাস" ও "নৈকর্ম্য", অন্য কোন বিশেষণ না দিয়াই প্রয়োগ করিয়াছে।

শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে বাস করিবার জন্য আবশ্যকীয় সাধনা হইতেছে পূর্ণতম আভ্যন্তরীণ স্তব্ধতা—ইহা একবার স্বীকৃত হইলে তাহার পরই প্রশ্ন উঠে, কেমন করিয়া কার্য্যতঃ ঐ সাধনার দ্বারা ঐ ফলটি লাভ করা যাইতে পারে। "এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া কেমন করিয়া মানুষ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, হে কুন্তিনন্দন, তাহা শ্রবণ কর,—সেইটিই হই-

* ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্॥ ১৮।৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেছে জ্ঞানের পরম নিষ্ঠা" ।* এখানে যে-জ্ঞানের কথা বলা হইল তাহা হইতেছে সাংখ্যযোগ, গীতার নিজের যোগের সহিত ইহার যতখানি মিল আছে ততখানিই গীতা এই শুদ্ধ জ্ঞানযোগকে মানিয়া লইয়াছে, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাম্ ; গীতার যোগের মধ্যে কর্মের পন্থাও রহিয়াছে, কর্মযোগেন যোগিনাম্ । কিন্তু এখানে আপাততঃ কর্মের সমস্ত কথা উহ্য রাখা হইয়াছে। কারণ এখানে ব্রহ্ম বলিতে প্রথমতঃ নিঃশব্দ, নির্ব্যক্তিক, অক্ষর সত্তাকেই বুঝাইতেছে। অবশ্য উপনিষদের ন্যায় গীতার মতেও যাহা কিছু আছে, যাহা কিছু জীবন্ত ও গতিশীল সবই হইতেছে ব্রহ্ম ; ইহা কেবলই নির্ব্যক্তিক অনন্ত নহে, কেবলই এক অচিন্ত্য অব্যবহার্য্য কৈবল্যাত্মক সত্তা নহে। উপনিষদ বলিয়াছে, সর্বং খলু ইদং ব্রহ্ম ; গীতা বলিয়াছে, বাসুদেবঃ সর্বম্,—স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু আছে পরম ব্রহ্মই সেই সব, এবং তাঁহার হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক এবং মুখ আমাদের সর্বদিকে রহিয়াছে†। তথাপি এই "সর্বের" দুইটি দিক আছে, তাঁহার অক্ষর শাশ্বত সত্তা যাহা সৃষ্টিকে ধরিয়া রহিয়াছে এবং তাঁহার সক্রিয় শক্তির সত্তা, তাহা জগতের কর্মের মধ্যে কর্ম করিতে বাহির হইয়াছে। যখন আমরা আমাদের ক্ষুদ্র অহংয়ের ব্যক্তিত্বকে আত্মার নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে লয় করিয়া দিই, কেবল তখনই আমরা শান্ত ও মুক্ত একত্বে উপনীত হই, এবং তাহার দ্বারা আমরা ভগবানের জগৎরূপ কর্মধারায় যে বিশ্ব-শক্তি ক্রিয়া করিতেছে তাহার সহিত সত্য ঐক্যে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারি। নির্ব্যক্তিকতা হইতেছে সীমা ও ভেদের খণ্ডন এবং নির্ব্যক্তিকতার সাধনা হইতেছে সত্য সত্তার স্বাভাবিক অবস্থা, সত্য জ্ঞানের অপরিহার্য্য

* সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ১৮।৫০

† সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপক্রমণিকা এবং সেই হেতু সত্য কর্মের পক্ষে প্রথম প্রয়োজন। ইহা খুবই স্পষ্ট যে, আমাদের সীমাবদ্ধ অহংয়ের ব্যক্তিত্বকে ধরিয়া থাকিলে আমরা সকলের সহিত এক আত্মা হইতে পারি না অথবা বিশ্বপুরুষের সহিত এবং তাঁহার বিশাল আত্মজ্ঞান, তাঁহার বহুমুখী ইচ্ছা ও তাঁহার সুদূর-প্রসারী বিশ্ব-উদ্দেশ্যের সহিত এক হইতে পারি না। কারণ উহা আমাদিগকে অন্যের সহিত পৃথক করিয়া দেয় এবং আমাদিগকে আমাদের দৃষ্টিতে ও আমাদের কর্ম-প্রবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ ও অহংমুখী করিয়া তোলে। ব্যক্তিত্বের মধ্যে আবদ্ধ থাকিলে আমরা সহানুভূতির দ্বারা অথবা অন্যের দৃষ্টি ও অনুভব ও সঙ্কল্পের সহিত কোন রকম একটা আপেক্ষিক সামঞ্জস্য করিয়া কেবল একটা সীমাবদ্ধ ঐক্যেই উপনীত হইতে পারি। সকলের সহিত এক হইতে হইলে এবং ভগবান ও তাঁহার বিশ্বগত ইচ্ছার সহিত এক হইতে হইলে আমাদিগকে প্রথমেই নির্ব্যক্তিক হইতে হইবে, অহং ও তাহার দাবী-সকল হইতে এবং নিজেদের সম্বন্ধে, জগৎ সম্বন্ধে ও অন্যের সম্বন্ধে অহংভাবমূলক দৃষ্টি হইতে মুক্ত হইতে হইবে। আর আমরা ইহা করিতে পারি না যদি না আমাদের সত্তায় এমন একটা কিছু থাকে যাহা ব্যক্তিত্ব হইতে ভিন্ন, অহং হইতে ভিন্ন, যাহা সর্বভূতের সহিত এক নির্ব্যক্তিক আত্মা। অতএব অহংকে লয় করিয়া এই নির্ব্যক্তিক আত্মা হওয়া, আমাদের চৈতন্যে এই নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইয়া উঠা—ইহাই হইতেছে এই যোগের প্রথম সাধনা।

তাহা হইলে ইহা কেমন করিয়া করিতে হইবে? গীতা বলিয়াছে, প্রথমতঃ বুদ্ধিযোগের দ্বারা আমাদের বিশুদ্ধীকৃত বুদ্ধিকে বিশুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তার সহিত যুক্ত করিতে হইবে।* এই যে বুদ্ধিকে বহির্মুখী ও নিম্ন-মুখী দৃষ্টি হইতে ফিরাইয়া অন্তর্মুখী ও উর্দ্ধমুখী করা, বুদ্ধির এই আধ্যাত্মিক

* বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ ১৮।৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রত্যাবর্তনই হইতেছে জ্ঞানযোগের সারতত্ত্ব। বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা সমগ্র সত্তাকেই নিয়ন্ত্রিত করিতে হইবে, আত্মানং নিয়ম্য ; বুদ্ধি দৃঢ় ও অবিচল সঙ্কল্পের দ্বারা, ধৃত্যা, আমাদিগকে নিম্নতন প্রকৃতির বহির্মুখী বাসনার প্রতি আসক্তি হইতে ফিরাইয়া লইবে, সেই সঙ্কল্প একাগ্র হইয়া শুদ্ধ আত্মার নির্ব্যক্তিকতার সম্পূর্ণ অভিমুখী হইবে। ইন্দ্রিয়গণ শব্দাদি বিষয়-সমূহ পরিত্যাগ করিবে, এই সকল বিষয় আমাদের মনের মধ্যে যে রাগ ও দ্বেষের সৃষ্টি করে মন তাহা পরিহার করিবে,—কারণ নির্ব্যক্তিক আত্মার কোন বাসনা নাই, কোন বিদ্বেষ নাই ; এই সব হইতেছে বস্তুসকলের স্পর্শে আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্বের প্রাণগত প্রতিক্রিয়া, আর বিষয়ের সংস্পর্শে মন ও ইন্দ্রিয়ের যে উদ্দীপনা তাহাই হইতেছে ঐ সকল প্রতিক্রিয়ার অব-লম্বন ও তাহাদের ভিত্তি। মন, বাক্য ও শরীরের উপর, এমন কি ক্ষুধা, শীত ও উষ্ণবোধ এবং শারীরিক সুখ দুঃখ প্রভৃতি প্রাণিক ও শারীরিক প্রতিক্রিয়ার উপরেও পূর্ণ কর্তৃত্ব অর্জন করিতে হইবে ; আমাদের সমগ্র সত্তা হওয়া চাই উদাসীন, এই সকল জিনিষে অবিচলিত, সকল বাহ্য-স্পর্শে এবং তাহাদের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ায় সমভাবাপন্ন। এইটিই হইতেছে সর্বাপেক্ষা প্রত্যক্ষ ও শক্তিশালী প্রণালী, যোগের সোজা ও খাড়া পথ। চাই বাসনা ও আসক্তির সম্পূর্ণ বিরতি, বৈরাগ্য ; সাধককে দৃঢ়তার সহিত নির্ব্যক্তিক নির্জনতায় বাস করিতে হইবে, ধ্যানের দ্বারা সর্বদা অন্তরতম আত্মার সহিত যুক্ত হইয়া থাকিতে হইবে।* অথচ এই কঠোর তপস্যার উদ্দেশ্য নহে জাগতিক কর্মে যোগ দিবার দুঃখ সহনে বিমুখ মুনি বা দার্শনিকের ন্যায় একান্তভাবে নিজেকে লইয়াই নির্জনতা ও নিরুদ্বেগের মধ্যে বাস করা ; ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে সকল প্রকার অহংভাবকে দূর করা। প্রথমেই রাজসিক অহংভাব, অহঙ্কার-

* বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ। ১৮।৫২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ তেজ ও উগ্রতা, দর্প, বাসনা, ক্রোধ, পরিগ্রহ, রিপুসমূহের উদ্দীপনা এবং জীবনের প্রচণ্ড ভোগলালসা-সকল সম্পূর্ণভাবে বর্জন করিতে হইবে।* কিন্তু তাহার পর সকল প্রকার অহংভাব, এমন কি সাত্ত্বিক অহংভাবও ত্যাগ করিতে হইবে; কারণ লক্ষ্য হইতেছে আত্মা ও মন ও প্রাণকে শেষ পর্য্যন্ত সকল প্রকার সীমাবদ্ধকর "আমি" "আমার" ভাব হইতে মুক্ত করা, নির্মম। অহং এবং অহংয়ের সকল প্রকার দাবী নির্মূল করা—আমাদের সম্মুখে এই সাধন পদ্ধতিই দেওয়া হইয়াছে। কারণ যে শুদ্ধ নির্ব্যক্তিক আত্মা অবিচল থাকিয়া এই বিশ্বকে ধরিয়া রহিয়াছে তাহার কোনরূপ অহংভাব নাই, তাহা কোন বস্তু বা কোন ব্যক্তির নিকট কোন কিছু কামনা করে না; তাহা শান্ত, জ্যোতিঃপূর্ণ, নিষ্ক্রিয়, তাহা নিঃশব্দে সকল বস্তু, সকল ব্যক্তিকে দেখে আত্মজ্ঞান ও বিশ্বজ্ঞানের সমতাপূর্ণ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি লইয়া। তাহা হইলে ইহা সুস্পষ্ট যে, অন্তরে অনুরূপ কিম্বা ঐ একই নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে বাস করিয়াই অন্তর্বাসী আত্মা বস্তুসকলের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া সুষ্ঠু ভাবে সেই অক্ষর ব্রহ্মের সহিত একত্ব লাভে সমর্থ হইতে পারে যাহা বিশ্বের নামরূপ ও পরিবর্তনসকলের দ্রষ্টা ও জ্ঞাতা, কিন্তু সে-সব তাহাকে স্পর্শ বা বিচলিত করিতে পারে না।

গীতা এই যে প্রথমেই নির্ব্যক্তিকতার সাধনা করিতে উপদেশ দিয়াছে, ইহা স্পষ্টতঃ একটা পূর্ণতম আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা লইয়া আইসে এবং ইহা ইহার গূঢ়তম অংশে এবং সাধন তত্ত্বে সন্ন্যাসের প্রণালীর সহিত অভিন্ন। তত্রাচ এমন একটা স্থান আছে যেখানে ক্রিয়াত্মিকা প্রকৃতি এবং বাহ্য জগতের দাবী পরিত্যাগ করিবার প্রবৃত্তিকে রোধ করা হইয়াছে এবং যাহাতে আভ্যন্তরীণ নিস্তব্ধতা নিবিড় হইয়া

* অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ১৮।৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মত্যাগ ও বাহ্য সন্ন্যাসে পরিণত না হয় সে জন্য একটা সীমারেখা টানিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক তাহাদের বিষয়-সমূহের যে পরিবর্জন তাহার স্বরূপ যেন হয় ত্যাগ; ইহা হইবে সকল রস বা ভোগাসক্তি ত্যাগ, পরন্তু ইন্দ্রিয়গণের যে মূল প্রকৃতিগত প্রয়োজনীয় ক্রিয়া তাহার বর্জন নহে। মানুষকে চতুষ্পার্শ্বস্থ বস্তু-সকলের মধ্যে বিচরণ করিতে হইবে এবং ইন্দ্রিয়-ক্ষেত্রের বিষয়সমূহের উপর শুদ্ধ, সত্য ও প্রগাঢ়, সহজ ও নিরালম্ব ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া লইয়া কর্ম করিতে হইবে দিব্য কর্মে আত্মার প্রয়োজন মিটাইতে তাহাদের উপযোগিতার জন্য, পরন্তু আদৌ বাসনা চরিতার্থতার জন্য নহে। বৈরাগ্য চাই, সাধারণ অর্থে জীবনের প্রতি বিরাগ বা সাংসারিক কর্মের উপর বিতৃষ্ণা নহে, পরন্তু "রাগ" বর্জন এবং তাহার বিপরীত "দ্বেষ" বর্জন। মন ও প্রাণের সকল প্রকার অনুরাগ বর্জন করিতে হইবে, তেমনি মন ও প্রাণের সকল প্রকার বিদ্বেষও বর্জন করিতে হইবে। আর এইরূপ করিতে বলা হইতেছে নির্বাণের জন্য নহে পরন্তু এমন সিদ্ধতম ও সামর্থ্যপ্রদ সমতার জন্য যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আত্মা বস্তুসকল সম্বন্ধে সমগ্র ও ব্যাপক দৃষ্টি এবং প্রকৃতির মধ্যে সমগ্র দিব্য কর্ম উভয়েরই প্রতি অবাধ ও অপরিমেয় সম্মতি প্রদান করিতে পারে। ধ্যানযোগপরো-নিত্যং, সর্বদা ধ্যানে রত থাকা হইতেছে সুদৃঢ় পন্থা যাহার দ্বারা মানুষের অন্তর্পুরুষ তাহার শক্তিময় সত্তা এবং তাহার নৈঃশব্দ্যময় সত্তা সিদ্ধ করিতে পারে। অথচ শুধুই ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিবার জন্য কর্মময় জীবন পরিত্যাগ করা চলিবে না; পরম পুরুষের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে সকল কর্মই করিতে হইবে। সন্ন্যাস মার্গে এই বৈরাগ্যের সাধনা ব্যষ্টিগত জীবকে শাশ্বত সত্তার মধ্যে মগ্ন হইয়া নিজেকে লয় করিয়া দিবার জন্য প্রস্তুত করিয়া তোলে, আর সাংসারিক জীবন ও কর্মের পরিত্যাগ হইতেছে এই প্রণালীতে একটি অপরিহার্য্য সোপান। কিন্তু গীতার যে ত্যাগ পন্থা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে এইটি হইতেছে আমাদের সমস্ত জীবন ও সত্তাকে এবং সমস্ত কর্মকে ভগবানের শাশ্বতম ও অপরিমেয় সত্তা ও চৈতন্য ও ইচ্ছার সহিত সর্বোতোমুখী ঐক্যে পরিণত করার আয়োজন, এবং ইহার দ্বারা প্রস্তুত হইয়া জীবের পক্ষে নীচের অহং হইতে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতি পরা প্রকৃতির অনির্বচনীয় সিদ্ধির মধ্যে প্রশস্ত ও সমগ্রভাবে উঠিয়া যাওয়া সম্ভব হয়।

গীতার চিন্তার এই সুস্পষ্ট নূতন ধারাটি পরের দুইটি শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে প্রথমটির পারম্পর্য্য বিশেষ অর্থসূচক। "যিনি ব্রহ্ম হইয়াছেন, যিনি শোক করেন না, আকাঙ্ক্ষাও করেন না, যিনি সর্ব-ভূতে সমভাবাপন্ন, আমার উপর তাঁহার হয় পরম প্রেম ও ভক্তি"।* কিন্তু জ্ঞানযোগের যে সঙ্কীর্ণ পন্থা তাহাতে সগুণ ঈশ্বরের উপর ভক্তি কেবল একটি নিম্নতন ও প্রথম প্রক্রিয়া হইতে পারে; শেষ, চূড়ান্ত পরিণতি হইতেছে নির্গুণ নির্ব্যক্তিক ব্রহ্মের সহিত নির্বিশেষ ঐক্যে ব্যক্তিক সত্তার বিলয়, সেখানে ভক্তির কোন স্থান থাকিতে পারে না: কারণ সেখানে কাহাকে ভক্তি করিতে হইবে, কেই বা ভক্তি করিবে? সেখানে আর সব কিছুই আত্মার সহিত জীবের নীরব নিশ্চল তাদাত্ম্যের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। গীতায় আমাদিগকে নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম হইতেও বড় কিছু দেওয়া হইয়াছে,—এখানে রহিয়াছেন পরম আত্মা, তিনিই পরম ঈশ্বর, এখানে রহিয়াছেন পরম পুরুষ এবং তাঁহার পরমা প্রকৃতি, এখানে রহিয়াছেন পুরুষোত্তম, তিনি সগুণ ও নির্গুণ উভয়েরই ঊর্দ্ধে এবং তাঁহার শাশ্বত সমুচ্চ পদে তাহাদের সমন্বয় করিয়াছেন। অহং সত্তা এখানেও নির্ব্যক্তিক নীরবতার মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে পশ্চাতে এই নিশ্চল নীরবতাকে

* ব্রহ্মভূত প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আশ্রয় করিয়াই থাকে পরম পুরুষের কর্ম, তিনি নির্ব্যক্তিক ব্রহ্ম অপেক্ষা মহত্তর। তখন আর অহং এবং গুণত্রয়ের নিম্নতন অন্ধ ও পঙ্গু ক্রিয়া থাকে না, পরন্তু তাহার পরিবর্তে আইসে এক অনন্ত অধ্যাত্ম শক্তির, এক মুক্ত অপরিমেয় শক্তির বিশাল স্ব-নিয়ন্ত্রণশীল ক্রিয়া। সকল প্রকৃতি হয় এক অদ্বিতীয় ভগবানের শক্তি, সকল কর্ম হয় আধার ও নিমিত্তস্বরূপ ব্যষ্টি সত্তার ভিতর দিয়া ভগবানের কর্ম। অহংয়ের স্থলে সত্য অধ্যাত্ম ব্যষ্টি-সত্তাটি সচেতন ও প্রকট হইয়া সম্মুখে আইসে তাহার প্রকৃত স্বরূপের স্বাধীনতায়, তাহার স্থিতির শক্তিতে, ভগবানের সহিত তাহার চিরন্তন সম্বন্ধের মহিমা ও জ্যোতিতে, তাহা পরম ঈশ্বরের অক্ষয় অংশ, পরা প্রকৃতির অবিনশ্বর শক্তি, মমৈবাংশঃ সনাতনঃ, পরাপ্রকৃতির্জীবভূতা। মানুষের অন্তর্পুরুষ তখন এক পরম আধ্যাত্মিক নির্ব্যক্তিকতায় নিজেকে পুরুষোত্তমের সহিত এক বলিয়া অনুভব করে এবং তাহার বিশ্ব-প্রসারিত ব্যক্তিত্বে নিজেকে ভগবানের একটি প্রকট শক্তি রূপে অনুভব করে। তাহার জ্ঞান হয় ভগবানেরই জ্ঞানের একটা জ্যোতি; তাহার ইচ্ছা হয় ভগবানেরই ইচ্ছার একটা শক্তি; বিশ্বের সব কিছুর সহিত তাহার ঐক্য হয় ভগবানেরই শাশ্বত ঐক্যের একটি লীলা। এই যে যুগ্ম সিদ্ধি, এই যে এক অনির্বচনীয় সত্যের দুইটি দিকের মিলন (এই দুইটির যে-কোনটি অথবা দুইটিরই দ্বারা মানুষ তাহার নিজ অনন্ত সত্তার দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহার ভিতরে প্রবেশ করিতে পারে),—ইহার মধ্যেই মুক্ত মানবকে বাস করিতে হইবে, কর্ম করিতে হইবে, অনুভব করিতে হইবে, সকলের সহিত এবং তাহার আত্মার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ক্রিয়াসমূহের সহিত তাহার সম্বন্ধ নির্দ্ধারিত করিতে হইবে অথবা তাহার হইয়া তাহার শ্রেষ্ঠতম সত্তার মহত্তম শক্তিই তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া দিবে। আর সেই ঐক্যসাধক সিদ্ধিতে উপাসনা, প্রেম, ভক্তি যে তখনও সম্ভব হয় শুধু তাহাই নহে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু তাহারা হয় উচ্চতম উপলব্ধির উদার, অবশ্যম্ভাবী ও কিরীটস্বরূপ অংশ। এক অদ্বিতীয় সত্তা অনন্তকাল ধরিয়া বহু হইতেছে, বহু তাহাদের দৃশ্য বিভেদের মধ্যেও চিরকাল এক, পরমতম পুরুষ আমাদের মধ্যে জগতের এই নিগূঢ় তত্ত্ব ও রহস্য প্রকট করিতেছেন, তিনি তাঁহার বহুত্বের দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়েন না, তাঁহার একত্বের দ্বারাও সীমাবদ্ধ নহেন,—এই যে সমগ্র জ্ঞান, এই যে সমন্বয়-সাধক উপলব্ধি, ইহাই মানুষকে মুক্তস্য কর্ম, মুক্ত কর্মে সমর্থ করিয়া তোলে।

গীতা বলিয়াছে, এই জ্ঞান আইসে পরমতম ভক্তি হইতে। ইহা লব্ধ হয় যখন মন বস্তু-সকল সম্বন্ধে অতিমানস ও সমুচ্চ অধ্যাত্ম দৃষ্টির দ্বারা নিজেকে অতিক্রম করে, যখন সেই সঙ্গে হৃদয়ও আমাদের প্রেম ও ভক্তির অপেক্ষাকৃত অজ্ঞান ও মানসিক রূপকে ছাড়াইয়া এমন প্রেমে উন্নীত হয় যাহা শান্ত গভীর এবং প্রশান্ততম জ্ঞানে জ্যোতির্ময়, ভগবানে পরম প্রীতি এবং অপরিমেয় ভক্তি লাভ করে, অবিচল পুলক,অধ্যাত্ম আনন্দ লাভ করে। জীব যখন তাহার ভেদাত্মক ব্যক্তিকতাকে লয় করিয়াছে, ব্রহ্ম হইয়াছে, তখনই সে সত্য পুরুষের মধ্যে বাস করিতে পারে এবং পুরুষোত্তমের প্রতি পরম দৃষ্টিপ্রদ ভক্তি লাভ করিতে পারে এবং তাহার গভীর ভক্তির, তাহার হৃদয়ের জ্ঞানের শক্তি দ্বারা পুরুষোত্তমকে পূর্ণতমভাবে জানিতে পারে। সেইটিই হইতেছে সমগ্র জ্ঞান, যখন হৃদয়ের অতলস্পর্শ দৃষ্টি মনের চরমতম উপলব্ধিকে পূর্ণ করিয়া তোলে,—সমগ্রং মাং জ্ঞাত্বা। গীতা বলিয়াছে, "আমি কি এবং কতখানি তাহা তিনি জানিতে পারেন, আমার সত্তার সকল সত্যে ও তত্ত্বে তিনি আমাকে জানিতে পারেন, যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ" *। এই যে সমগ্র জ্ঞান, ইহা হইতেছে ব্যষ্টির মধ্যে অবস্থিত ভগবানের জ্ঞান; ইহা মানুষের হৃদয়ে গুপ্তভাবে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের

* ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥১৮।৫৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পূর্ণ উপলব্ধি, তিনি এখন প্রকাশিত হন তাহার জীবনের পরমতম সত্তা-রূপে, তাহার সকল জ্ঞানালোকিত চৈতন্যের সূর্য্যরূপে, তাহার সকল কর্মের অধীশ্বর ও শক্তি রূপে, তাহার অন্তরাত্মার সকল প্রেম ও প্রীতির দিব্য উৎসরূপে, তাহার পূজা ও উপাসনার দিব্য প্রেমিক ও প্রিয়রূপে। এই জ্ঞান বিশ্বমাঝে ব্যাপ্ত ভগবানেরও জ্ঞান, এই জ্ঞান সেই শাশ্বত পুরুষের যাঁহা হইতে সব কিছুর প্রবৃত্তি এবং যাঁহার মধ্যে সব কিছু বাস করিতেছে, সকলের সত্তা বিধৃত রহিয়াছে, এই জ্ঞান বিশ্বের অন্তর্পুরুষ ও আত্মার, এই জ্ঞান বাসুদেবের যিনি যাহা কিছু আছে সবই হইয়াছেন, এই জ্ঞান বিশ্বের অধীশ্বরের যিনি প্রকৃতির সকল কর্মের উপর অধ্যক্ষতা করিতেছেন। এই জ্ঞান আপন বিশ্বাতীত শাশ্বত পদে জ্যোতিষ্মান দিব্য পুরুষের জ্ঞান, তাঁহার সত্তার রূপ মনের চিন্তার অগোচর কিন্তু মনের নৈঃশব্দ্যের অগোচর নহে ; ইহা হইতেছে কৈবল্যা-ত্মক সত্তারূপে, পরম ব্রহ্ম, পরম পুরুষ পরম ভগবান রূপে পূর্ণভাবে, জীবন্তভাবে তাঁহাকে উপলব্ধি করা ; কারণ সেই আপাত-অজ্ঞেয় কৈবল্যাত্মক সত্তা সেই সঙ্গেই এবং সেই উচ্চতম পদেই হইতেছেন বিশ্ব-কর্মধারার উৎপত্তিস্বরূপ আত্মা এবং এই সর্বভূতের ঈশ্বর। মুক্ত পুরুষের অন্তরাত্মা এইভাবে পুরুষোত্তমের মধ্যে প্রবেশ করে সমন্বয়সাধক জ্ঞানের দ্বারা এবং তাঁহার অন্তঃস্থলে স্থান পায় বিশ্বাতীত ভগবানে, ব্যষ্টিগত ভগবানে এবং বিশ্বগত ভগবানে পূর্ণতম যুগপৎ প্রীতির দ্বারা। সে তাহার আত্মজ্ঞানে এবং আত্মোপলব্ধিতে তাঁহার সহিত এক হয়, তাহার সত্তায় ও চৈতন্যে ও ইচ্ছায় ও জগৎ-জ্ঞানে ও জগৎ-প্রেরণায় তাঁহার সহিত এক হয়, বিশ্বে এবং বিশ্ববাসী সকল জীবের সহিত তাহার ঐক্যে সে তাঁহার সহিত এক হয়, এবং জগতের ও ব্যষ্টির অতীতে অব্যয় শাশ্বত পদে তাঁহার সহিত এক হয়। যে পরম ভক্তি পরম জ্ঞানের অন্তরতম, ইহাই হইতেছে তাহার চরম পরিণতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এখন ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যায় কেমন করিয়া কর্ম, জীবনের কর্ম-রাজির কোন অংশের হ্রাস বা বর্জন না করিয়া নিরবচ্ছিন্ন ও অবিরাম ও সকল প্রকার কর্ম পরমতম আধ্যাত্মিক উপলব্ধির সম্পূর্ণ অবিরুদ্ধ হইতে পারে শুধু তাহাই নহে, পরন্তু ভক্তি বা জ্ঞানের ন্যায়ই এই উচ্চতম অধ্যাত্ম স্থিতিতে পৌঁছিবার একটি শক্তিশালী সাধন হইতে পারে। এ-বিষয়ে গীতার উক্তি অতিশয় সুস্পষ্ট। "আর আমাকে আশ্রয় করিয়া সর্বদা সর্ব কর্ম করিয়াও তিনি আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হন।"* এই যে মুক্তিপ্রদ কর্ম ইহা স্বরূপতঃ হইতেছে আমাদের মধ্যে এবং বিশ্বের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সহিত আমাদের সঙ্কল্পের এবং আমাদের প্রকৃতির সকল কর্মপ্রবণ অংশের গভীরতম যোগে সম্পাদিত কর্ম। প্রথমে ইহা করা হয় যজ্ঞরূপে, তখন আমাদের "আমি কর্তা" এইরূপ ভাব থাকে। তাহার পর ইহা করা হয় ঐ ভাব হইতে মুক্ত হইয়া এবং প্রকৃতিই সব করিতেছে এই উপলব্ধি লইয়া। শেষকালে প্রকৃতি ভগবানের পরা শক্তি এই জ্ঞান লইয়া এবং আমাদের সকল কর্ম তাঁহাতে সন্ন্যাস করিয়া, সমর্পণ করিয়া, ব্যক্তিগত সত্তাকে কেবল মাত্র যন্ত্র করিয়া, আধার করিয়া কর্ম করা হয়। আমাদের কর্ম তখন সাক্ষাৎ-ভাবে আমাদের অন্তরস্থ আত্মা ও ভগবান হইতে প্রবর্তিত হয়, তাহা হয় অবিভক্ত বিশ্বকর্মেরই একটি অংশ, তাহা আরব্ধ হয়, সম্পাদিত হয় আমাদের দ্বারা নহে পরন্তু এক বিশাল বিশ্বাতীত শক্তির দ্বারা। আমরা যাহা কিছু করি সে-সবই করা হয় আমাদের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত ঈশ্বরের জন্য, ব্যষ্টির মধ্যে ভগবানের জন্য, আমাদের মধ্যে তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য, জগতের মধ্যে ভগবানের জন্য, সর্বভূতের কল্যাণের জন্য, বিশ্ব-কর্ম এবং বিশ্ব-উদ্দেশ্য সম্পন্ন করিবার জন্য, অথবা

* সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্॥ ১৮।৫৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এক কথায় পুরুষোত্তমের জন্য এবং তাহা বস্তুতঃ তাঁহারই দ্বারা তাঁহার বিশ্ব-শক্তির ভিতর দিয়া সম্পাদিত হয়। এই সকল দিব্য কর্ম, তাহাদের রূপ বা বাহ্য স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, বদ্ধ করিতে পারে না, পরন্তু তাহারাই হয় এই ত্রিগুণাত্মিকা নিম্নতন প্রকৃতি হইতে পরমা, দিব্য ও অধ্যাত্ম প্রকৃতির পূর্ণতার মধ্যে উঠিবার শক্তিশালী সাধন। এই সকল মিশ্রিত ও সঙ্কীর্ণ ধর্ম হইতে বিমুক্ত হইয়া আমরা অমৃত ধর্মে উত্তীর্ণ হইতে পারি, তাহা আমাদিগকে অধিকার করে যখন আমরা আমাদের সকল চৈতন্যে ও কর্মে নিজেদিগকে পুরুষোত্তমের সহিত এক করিয়া দিই। এখানে সেই ঐক্য সেখানে কালের অতীতে অমৃতত্বের মধ্যে উঠিবার শক্তি লইয়া আইসে। সেখানে আমরা তাঁহার শাশ্বত অব্যয় পদে বাস করিব।

অতএব গুরু ইতিপূর্বেই যে জ্ঞান দিয়াছেন তাহার আলোকে এই সাতটি শ্লোক অভিনিবেশ সহকারে পঠিত হইলে এইগুলির মধ্যেই আমরা গীতার যোগের সমগ্র তত্ত্বটি, সম্পূর্ণ মূল পদ্ধতিটি, সমস্ত সার মর্মটি সংক্ষেপে অথচ ব্যাপক ভাবে প্রাপ্ত হই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরম রহস্য

দিব্য গুরু শিষ্যকে তাহার কর্ম ও যুদ্ধের ক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে তাঁহার শিক্ষা ও যোগের সার তত্ত্বটি এইভাবে প্রদান করিয়াছেন, এখন তিনি সেইটি তাহার কর্ম সমস্যার মীমাংসায় প্রয়োগ করিতে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু এমন ভাবে যেন উহা সকল কর্মের মীমাংসাতেই প্রযুক্ত হইতে পারে। একটি বিশিষ্ট দৃষ্টান্তের সহিত সংশ্লিষ্ট, কুরুক্ষেত্রের নায়কের প্রতি উক্ত এই কথাগুলির সার্থকতা অনেক বেশী ব্যাপক এবং যাহারা সাধারণ মানসপ্রকৃতির ঊর্দ্ধে উঠিতে এবং উচ্চতম অধ্যাত্ম চৈতন্যের মধ্যে বাস করিতে, কর্ম করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহাদের পক্ষে এই গুলি হইতেছে একটি সার্বভৌমিক সাধারণ বিধান। অহং এবং ব্যক্তিগত মনের গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং সব কিছুকেই আত্মার প্রসারতার মধ্যে দর্শন করা, ভগবানকে জানা এবং তাঁহাকে তাঁহার সমগ্র সত্যে এবং তাঁহার সকল ভাবে উপাসনা করা, প্রকৃতি ও বিশ্বসত্তার বিশ্বাতীত অন্তর্পুরুষের নিকট নিজেকে সমগ্রভাবে সমর্পণ করা, দিব্য চৈতন্যকে অধিকার করা এবং তাহার দ্বারা অধিকৃত হওয়া, প্রেম ও আনন্দ ও সঙ্কল্প ও জ্ঞানের সর্ব-ব্যাপকতায় অদ্বিতীয় একের সহিত এক হওয়া, তাঁহার মধ্যে সকল জীবের সহিত এক হওয়া, যেখানে সবই ভগবান সেই জগতের দিব্য ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া এবং মুক্ত আত্মার দিব্য স্থিতি লাভ করিয়া উপাসনা ও যজ্ঞরূপে কর্ম করা—ইহাই হইতেছে গীতার যোগের মর্মকথা। ইহা হইতেছে আমাদের সত্তার আপাতদৃষ্ট সত্য হইতে পরম অধ্যাত্ম ও প্রকৃত সত্যে সংক্রমণ, এবং সাধক ইহার মধ্যে প্রবেশ করে ভেদাত্মক চৈতন্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু খণ্ডতা বর্জন করিয়া এবং রিপুর বিক্ষোভ ও অস্থিরতা ও অজ্ঞানের প্রতি, ন্যূনতর জ্যোতি ও জ্ঞানের প্রতি, পাপ ও পুণ্যের প্রতি, নিম্নতন প্রকৃতির দ্বৈধ ধর্ম ও আদর্শের প্রতি মনের আসক্তি বর্জন করিয়া। অতএব গুরু বলিলেন, "নিজেকে সম্পূর্ণভাবে আমাতে অভিনিবিষ্ট করিয়া, তোমার সচেতন মনে তোমার সকল কর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া এবং বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সর্বদা হৃদয়ে ও চৈতন্যে আমার সহিত এক হইয়া থাক।* যদি তুমি সকল সময়ে ঐ ভাবে থাক, তাহা হইলে আমার প্রসাদে তুমি সকল দুর্গম ও সঙ্কটময় পথ নিরাপদে অতিক্রম করিবে; কিন্তু অহংভাবের বশে যদি না শুন, তুমি বিনষ্ট হইবে। অহংভাবের বশে তুমি যে মনে করিতেছ "আমি যুদ্ধ করিব না", তোমার এ সঙ্কল্প বৃথা, তোমার প্রকৃতি তোমাকে তোমার কর্মে নিযুক্ত করিবেই। মোহের বশে তুমি যাহা না করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তোমার স্বভাবজাত নিজ কর্মের দ্বারা বদ্ধ হইয়া অবশভাবে তোমাকে তাহা করিতেই হইবে। হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদ্দেশে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন এবং নিজ মায়া

---

* চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রাসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা যন্ত্রারূঢ় সর্বভূতকে ঘুরাইতেছেন। তোমার সত্তার সকল ভাবে তাঁহারই শরণাগত হও, তাঁহার অনুগ্রহে তুমি পরম শান্তি ও শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইবে।"

এই পংক্তিগুলির মধ্যেই এই যোগের অন্তরতম মর্মটি নিহিত রহিয়াছে এবং ইহার চূড়ান্ত উপলব্ধির নির্দেশও এখানে রহিয়াছে এবং আমাদিগকে এইগুলিকে ইহাদের অন্তরতম অর্থে ও সেই সমুচ্চ উপলব্ধির সমগ্র ব্যাপকতায় হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে। এই কথাগুলির দ্বারা ভগবানের সহিত মানবের পূর্ণতম, ঘনিষ্ঠতম ও জীবন্ত সম্বন্ধটি অভিব্যক্ত হইয়াছে; এইগুলি সেই হৃদ্‌গত ধর্মভাবের সংহত শক্তিতে নিবিড়ভাবে অনুপ্রাণিত যাহা মানুষের পরা অনুরক্তি হইতে—যে বিশ্বাতীত ও বিশ্বময় ভগবান হইতে সে আসিয়াছে এবং যাঁহার মধ্যে সে বাস করিতেছে তাঁহার প্রতি তাহার সমগ্র জীবনের উর্দ্ধমুখী সমর্পণ ও পূর্ণতম আত্মনিবেদন হইতে উদ্ভূত হয়। গীতা শ্রেষ্ঠতম কর্মের অন্তরতম ভাব ও প্রেরণারূপে এবং শ্রেষ্ঠতম জ্ঞানের চূড়া ও সারবস্তুরূপে ভক্তিকে, ভগবানের প্রতি প্রেমকে, পরমতমের উপাসনাকে যে সমুচ্চ ও স্থায়ী স্থান দিয়াছে তাহার সহিত এই হৃদয়াবেগের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য রহিয়াছে। যে-সকল বাক্য ব্যবহৃত হইয়াছে এবং সে-গুলি যে অধ্যাত্ম ভাবাবেগে স্পন্দিত তাহারা ভগবানের ব্যক্তিগত সম্বন্ধের সত্য এবং ব্যক্তিগত সত্তাকেই প্রগাঢ়তম ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছে এবং উচ্চতম সার্থকতা দিয়াছে বলিয়া মনে হয়। দাশনিকদের পরিকল্পিত কোন নির্বিশেষ ব্রহ্ম অথবা কোন উদাসীন নির্ব্যক্তিক সত্তা অথবা সকল প্রকার সম্বন্ধ অগ্রাহ্য করে এমন কোন অনির্বচনীয় নৈঃশব্দ্যের নিকট আমাদের সকল কর্মের এইরূপ পরিপূর্ণ সমর্পণ করা যায় না এবং আমাদের সচেতন সত্তার সকল অংশে তাহার সহিত এইরূপ ঘনিষ্ঠতা এবং একত্বের অন্তরঙ্গতাকে আমাদের পূর্ণতালাভের সর্ত্ত ও বিধান করা যায় না অথবা তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট হইতে এইরূপ দিব্য সাহায্য ও অভয়দান ও উদ্ধার-সাধনের প্রতিজ্ঞাবাণী আশা করা যায় না। যিনি আমাদের সকল কর্মের অধিনেতা, আমাদের অন্তরাত্মার সুহৃদ ও প্রিয়, আমাদের জীবনের অন্তরস্থ অধ্যাত্ম সত্তা ও প্রকৃতির অন্তর্বাসী ও উর্দ্ধবাসী অধীশ্বর কেবল তিনিই আমাদিগকে এই অন্তরঙ্গ ও মর্মস্পর্শী আশার বাণী শুনাইতে পারেন। অথচ সাত্ত্বিক কিম্বা অন্যরূপে অহংভাবাপন্ন মনের মধ্যে যে মানুষ রহিয়াছে তাহার সহিত ইষ্টদেবতার যে সম্বন্ধ লৌকিক ধর্মসকল স্থাপন করে ইহা সেই সাধারণ সম্বন্ধ হইতে বিভিন্ন বস্তু ; ভগবানের কোন বিশেষ রূপ ও ভাবকে ইষ্টদেবতারূপে ঐ মনের দ্বারাই সৃষ্ট করা হয় অথবা তাহার সীমাবদ্ধ আদর্শ, অভীপ্সা বা বাসনাকে তৃপ্ত করিবার জন্য তাহাকে দেওয়া হয়। সাধারণ মানস-ধর্মী মানবের যে ভগবদ্ ভক্তি ইহাই হইতেছে তাহার সাধারণ অর্থ ও বাস্তব রূপ ; কিন্তু এখানে রহিয়াছে একটি ব্যাপকতর জিনিষ, তাহা মন এবং তাহার সীমা ও ধর্ম-সকলের অতীত। যে মন অর্পণ করে তাহা অপেক্ষা ইহা গভীরতর এবং যে ইষ্ট দেবতা এই সমর্পণ গ্রহণ করে তাহা অপেক্ষাও ইহা মহত্তর।

এখানে আত্ম-সমর্পণ করে জীব, মানুষের মূল আত্মা, তাহার আদি, কেন্দ্রীয় ও অধ্যাত্ম সত্তা, ব্যষ্টি পুরুষ। খণ্ডতাসাধক ও অজ্ঞান অহংভাব হইতে মুক্ত জীবই এই আত্মসমর্পণ করে, সে নিজেকে জানিতে পারে পৃথক ব্যক্তিসত্তা নহে পরন্তু ভগবানের সনাতন অংশ ও শক্তি ও অধ্যাত্ম বিবর্ত্তন, অংশঃ সনাতনঃ, এইরূপ জীব অজ্ঞানের অপসরণের ফলে মুক্ত ও উন্নীত, তাহার যে নিজ সত্য ও পরম প্রকৃতি শাশ্বতের প্রকৃতির সহিত এক তাহারই জ্যোতি ও স্বাধীনতায় প্রতিষ্ঠিত। আমাদের মধ্যে এই কেন্দ্রীয় অধ্যাত্ম সত্তাই এইভাবে আমাদের জীবনের মূল ও আধার ও নিয়ন্তা আত্মা ও শক্তির সহিত আনন্দ ও মিলনের পূর্ণ ও নিবিড়ভাবে সত্য সম্বন্ধে আবদ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। আর যিনি আমাদের আত্মসমর্পণ গ্রহণ করেন তিনি কোন খণ্ড দেবতা নহেন, পরন্তু তিনি পুরুষোত্তম, এক অদ্বিতীয় শাশ্বত ভগবান, যাহা কিছু আছে সে-সবের এবং সকল প্রকৃতির পরাৎপর আত্মা, জগতের আদি, বিশ্বাতীত অধ্যাত্ম সত্তা। আমাদের বিমুক্ত জ্ঞানের উপলব্ধির সম্মুখে তাঁহার প্রথম স্পষ্ট অধ্যাত্ম প্রকটন হইতেছে এক অক্ষর নির্ব্যক্তিক স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা, ইহাই তাঁহার উপস্থিতির প্রথম লক্ষণ, তাঁহার সারসত্তার প্রথম স্পর্শ ও চিহ্ন। তাঁহার নিজ সত্তার দুর্জ্ঞেয় গুপ্ত রহস্য হইতেছে এক বিশ্বময় ও বিশ্বাতীত অনন্ত ব্যক্তি বা পুরুষ, মনের স্পষ্ট রূপে তাঁহাকে চিন্তা করা যায় না, অচিন্ত্য-রূপ, কিন্তু তিনি আমাদের চৈতন্যের শক্তিরাজি, ভাবাবেগ, সঙ্কল্প ও জ্ঞানের নিকট অতি অন্তরঙ্গ ও প্রত্যক্ষ হন যখন এই গুলি নিজদিগকে অতিক্রম করিয়া, তাহাদের অন্ধ ও ক্ষুদ্র রূপ-সকলকে অতিক্রম করিয়া এক ভাস্বর অধ্যাত্ম, এক অপরিমেয় অতিমানস আনন্দ ও শক্তি ও দৃষ্টির মধ্যে উন্নীত হয়। যিনি অনির্বচনীয় কৈবল্যাত্মক সত্তা, অথচ সুহৃদ, ঈশ্বর, জ্ঞানদাতা, প্রেমিক, তিনিই এই পূর্ণতম ভক্তি ও উপাসনার, এই ঘনিষ্ঠতম আভ্যন্তরীণ বিবর্ত্তন ও সমর্পণের পাত্র। এই মিলন, এই সম্বন্ধ,—ইহা খণ্ডতাসাধক মনের রূপ ও নিয়ম-সকলের উর্দ্ধে উন্নীত বস্তু, এই সব নিম্নতন ধর্মের অতি উচ্চে ; ইহা হইতেছে আমাদের আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার সত্য। অথচ, অথবা সেই জন্যই, যাহা কিছু মন এবং প্রাণের লক্ষ্যের বিষয়, যাহা কিছু তাহারা নিজেদের মধ্যে প্রচ্ছন্ন এবং অপূর্ণ সার্থকতারূপে বহন করে, এই সত্য সে-সবের বিরোধী নহে, পরন্তু এইটিই হইতেছে তাহাদের সংসিদ্ধি, কারণ ইহা আমাদের আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তার সত্য, যে পরমাত্মা হইতে সব কিছু আসিয়াছে, যাঁহার দ্বারা এবং যাঁহার সম্ভূতি ও আভাসরূপে সব কিছু বর্তিয়া রহিয়াছে, কর্ম ও আয়াস করিতেছে তাঁহার সহিত ইহার একত্বের সত্য। অতএব আমরা এখন যাহা কিছু হইয়াছি সে-সবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্বাণের দ্বারা নহে, বর্জন ও প্রত্যাখ্যানের দ্বারা নহে, পরন্তু অজ্ঞান ও অহংয়েরই নির্বাণের দ্বারা, বর্জন ও প্রত্যাখানের দ্বারা, এবং তাহারই পরিণাম স্বরূপ আমাদের জ্ঞান ও সঙ্কল্প ও হৃদয়াকাঙ্ক্ষার অনির্বচনীয় সংসিদ্ধির দ্বারা আমাদের সবকিছু লইয়া ভগবানের মধ্যে, শাশ্বতের মধ্যে উন্নত ও সীমাহীন ভাবে বাস করিয়া, নিবসিষ্যসি ময্যেব, এক মহত্তর আভ্যন্তরীণ স্থিতিতে আমাদের সকল চৈতন্যের রূপান্তর ও প্রতিষ্ঠা করিয়াই এই পরম সিদ্ধি এবং আত্মার মধ্যে এই বিমুক্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

নিম্নতন প্রকৃতিতে অহংয়ের যে অজ্ঞান জীবন এবং বিমুক্ত জীবের তাহার নিজ সত্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে যে উদার ও জ্যোতির্ময় জীবন, এতদুভয়ের মধ্যে নিরতিশয় পার্থক্যটিকে ধরিয়াই হইতেছে অধ্যাত্ম সমস্যাটির নিগূঢ়তা এবং ইহার জন্যই এই রূপান্তরের প্রকৃত স্বরূপটি সাধারণ মানব মনের পক্ষে ধারণা করা এত কঠিন হয়। প্রথমটির পরিবর্জন সম্পূর্ণ হওয়া চাই। দ্বিতীয়টিতে উত্তরণ চূড়ান্ত হওয়া চাই। এই পার্থক্যটির উপরেই গীতা এখানে যতদূর সম্ভব জোর দিয়াছে। একদিকে রহিয়াছে চৈতন্যের এই ক্ষুদ্র ত্রস্ত দাম্ভিক অহমিকা, অহঙ্কৃত ভাব, এই ক্ষুদ্র নিঃসহায় ভেদাত্মক ব্যক্তি-সত্তার পঙ্গুকর সঙ্কীর্ণতা, ইহারই দৃষ্টি লইয়া আমরা সাধারণতঃ চিন্তা করি, কর্ম করি, অনুভব করি, জীবনের স্পর্শসমূহে সাড়া দিই। আর অপর দিকে রহিয়াছে মৃত্যুহীন পূর্ণতা, আনন্দ ও জ্ঞানের বিশাল অধ্যাত্ম ভূমি, সেখানে আমরা প্রবেশলাভ করিতে পাই ভগবানের সহিত মিলনের ভিতর দিয়া, তখন আমরা হই শাশ্বত জ্যোতির মধ্যে তাঁহারই প্রকটন ও অভিব্যক্তি, তখন আর আমরা অহং-প্রকৃতির অন্ধকারের মধ্যে প্রচ্ছন্ন নহি। গীতায় সততম্ মচ্চিত্তঃ বলিতে এই মিলনের সম্পূর্ণতাই বুঝান হইয়াছে। অহংয়ের জীবনের প্রতিষ্ঠা হইতেছে মন প্রাণ দেহ লইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গঠিত বাহ্য সত্যের উপর, প্রকৃতির সহিত ব্যষ্টিগত আত্মার ব্যবহারিক সম্বন্ধসমূহের গ্রন্থির উপর, আমাদের মধ্যে ক্ষুদ্র সীমাবদ্ধ "আমি" বিশ্বের বিরাট কর্মধারার মধ্যে তাহার সঙ্কীর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার ধারণা ও বাসনা-সকলকে রক্ষা করিবার জন্য, তৃপ্ত করিবার জন্য বস্তুসকলের যে বুদ্ধিগত, ভাবগত ও ইন্দ্রিয়ানুভূতিগত অর্থ করে তাহারই উপর। আমাদের সকল ধর্মরাজি, যে-সব সাধারণ প্রতিমানের দ্বারা আমরা বস্তু সম্বন্ধে আমাদের দৃষ্টি এবং আমাদের জ্ঞান এবং আমাদের কর্ম নির্দ্ধারণ করি, সে-সবই চলে এই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ ভিত্তির উপর, আর তাহাদের অনুসরণে আমাদের অহংকে কেন্দ্র করিয়া আমরা যত বিস্তৃত ভাবেই ঘুরি না কেন, আমরা কিছুতেই এই ক্ষুদ্র গণ্ডীর বাহিরে যাইতে পারি না। এই গণ্ডীর মধ্যেই জীবাত্মা হইতেছে চিরকাল প্রকৃতির মিশ্র প্রেরণা-সমূহের অধীন, সে সন্তুষ্টভাবে বন্দী হইয়া থাকে অথবা মুক্তির জন্য সংগ্রাম করে।

কারণ এই চক্রে পুরুষ নিজকে আবৃত রাখে, নিজের দিব্য ও অমৃত সত্তাকে অজ্ঞানে আবৃত রাখে, এবং এক নির্বন্ধপরা সীমাবদ্ধকরণী প্রকৃতির নিয়মের বশবর্তী হয়। সেই নিয়ম হইতেছে গুণত্রয়ের দুর্লঙ্ঘ্য নীতি। ইহা হইতেছে ত্রিধা সোপান, দিব্য জ্যোতির দিকে উঠিতে অক্ষম প্রয়াস করে কিন্তু সেখানে পৌঁছিতে পারে না। ইহার ভিত্তিতে রহিয়াছে জড়ত্বের নিয়ম বা ধর্ম; তামসিক মানব আচারমূলক গতানুগতিক ক্রিয়ায় তাহার জড় প্রকৃতির এবং তাহার আংশিক মানস-ধর্মী প্রাণিক ও ঐন্দ্রিয় প্রকৃতির ইঙ্গিত ও প্রেরণা-সকল এবং প্রবৃত্তি-চক্র জড়ের মত অনুসরণ করে। মধ্য-স্থলে গতির ধর্ম আসিয়া কাজ করে; রাজসিক মানব হইতেছে প্রাণগত, বেগময়, সক্রিয়—সে নিজেকে তাহার জগৎ ও পরিবেষ্টনীর উপর চাপাইয়া দিতে প্রয়াস করে, পরন্তু কেবল তাহার দুরন্ত রিপু, বাসনা এবং অহমিকা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের পীড়াদায়ক ভার এবং দুঃসহ প্রভুত্ব বাড়াইয়া তোলে, তাহার অস্থির স্বৈর ইচ্ছার বোঝা তাহার রাজসিক প্রকৃতির প্রভুত্ব বাড়াইয়া তোলে। উর্দ্ধ স্তরে সুসমঞ্জস নিয়ন্ত্রণের ধর্ম্ম জীবনের উপর চাপ দেয়; সাত্ত্বিক মানব তাহার যুক্তিমূলক জ্ঞান, উদার হিতকারিতা বা গতানুগতিক পুণ্যের আদর্শ-সকল স্থাপন করিতে ও অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে, তাহার ধর্মশাস্ত্র দর্শনশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র, মনের দ্বারা সৃষ্ট বিধিবিধান, চিন্তা ও আচরণের বাঁধাধরা পথ অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে—জীবনের সমগ্র অর্থের সহিত এ-সবের মিল হয় না, সেজন্য বৃহত্তর বিশ্ব উদ্দেশ্যের গতি-ধারায় তাহারা পুনঃ পুনঃ ভাঙ্গিয়া পড়ে। গুণত্রয়ের পরিধির মধ্যে সাত্ত্বিক মানবের ধর্ম্মই হইতেছে শ্রেষ্ঠতম; কিন্তু উহাও হইতেছে একটা সঙ্কীর্ণ দৃষ্টি, একটা খণ্ডিত আদর্শ। ইহার অপূর্ণ ইঙ্গিতগুলি কেবল একটা ক্ষুদ্র ও আপেক্ষিক পূর্ণতার দিকেই লইয়া যাইতে পারে; উদারভাবাপন্ন ব্যক্তিগত অহং সাময়িক ভাবে ইহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারে, কিন্তু ইহা আত্মার সমগ্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, প্রকৃতিরও সমগ্র সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে।

আর প্রকৃত পক্ষে মানুষের যে বাস্তব জীবন তাহা কখনও এই জিনিষগুলির কেবল কোন একটিই নহে, তাহা প্রকৃতির প্রথম স্থূল নিয়মের যন্ত্রবৎ গতানুগতিক অনুসরণ নহে, অথবা কর্ম্মিষ্ঠ সত্তার দ্বন্দ্বময় প্রয়াসও নহে অথবা সচেতন জ্যোতি ও বুদ্ধি ও শুভ ও জ্ঞানের বিজয়ী অভ্যুদয়ও নহে। সেখানে রহিয়াছে এই সব ধর্ম্মগুলিরই একটা মিশ্রণ, ইহার মধ্য হইতে আমাদের সঙ্কল্প ও বুদ্ধি অল্পাধিক যথেচ্ছভাবেই একটা আদর্শ রচনা করিয়া সেইটিকে কার্য্যতঃ সিদ্ধ করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করে, কিন্তু বিশ্ব-প্রকৃতির অন্যান্য অনিবার্য্য জিনিষ-সকলের সহিত একটা আপোষ না করিলে তাহা বস্তুতঃ কখন সিদ্ধ হয় না। আমাদের জ্ঞানদীপ্ত সঙ্কল্প ও বুদ্ধির যে-সব সাত্ত্বিক আদর্শ সে-গুলি হয়ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেরাই অসম্পূর্ণ, বড় জোর ক্রমশঃ সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়, অনবরত তাহাদের ত্রুটি বাহির হয়, তাহাদিগকে পরিবর্তিত করিয়া চলিতে হয়, নতুবা যদিই তাহারা স্বরূপতঃ পূর্ণ হয়, সেগুলিকে কেবল অনধিগম্য আদর্শরূপেই অনুসরণ করা যায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কার্য্যতঃ তাহারা অবহেলিত হয় অথবা কেবলমাত্র আংশিক প্রভাব বিস্তার করিতেই কৃতকার্য্য হয়। আর কখনো কখনো আমরা যে মনে করি আমরা সে-সব সম্পূর্ণভাবেই অধিগত করিয়াছি, তাহার কারণ আমরা আমাদের মধ্যে অন্যান্য শক্তি ও প্রেরণাসকলের অবচেতন ও অর্দ্ধচেতন মিশ্রণকে দেখি না, আমাদের কার্য্যের পশ্চাতে এইগুলি হইতেছে আদর্শেরই সমান বাস্তব শক্তি, অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক। সেই আত্ম-অজ্ঞান হইতেই আইসে মানবীয় বুদ্ধি ও পুণ্যাভিমানের ব্যর্থতা ; মানুষের সাধুতার নিকলঙ্ক শুভ্রবেশের পশ্চাতে থাকে এই প্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ আবরণ এবং ইহার দ্বারাই জ্ঞান ও সুকৃতির ভ্রান্ত অহমিকা সম্ভব হয়। মানুষের যে সর্বোত্তম জ্ঞান তাহাও অর্দ্ধজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নহে, আর মানুষের যে উচ্চতম সুকৃতি তাহাও হয় একটি মিশ্রিত জিনিষ, এমন কি আদর্শ হিসাবে যখন তাহাতে কোন ত্রুটিই রাখা হয় না তখনও কার্য্যতঃ ব্যবহারে তাহা হয় খুবই আপেক্ষিক ও অপূর্ণ। জীবনের সাধারণ নীতি হিসাবে চরম সাত্ত্বিক আদর্শসকল কার্য্যতঃ ব্যবহারে অনুসৃত হইতে পারে না, ব্যক্তিগত অভীপ্সা ও আচরণের সংস্কার ও উন্নতির জন্য তাহারা অপরিহার্য্য হইলেও তাহাদের প্রতি নিষ্ঠা জীবনকে কেবল কতকটা পরিবর্তিত করিতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ রূপান্তরিত করিতে পারে না, আর তাহাদের পূর্ণতম সিদ্ধি কেবল ভবিষ্যতের স্বপ্নরূপেই থাকিয়া যায় অথবা তাহার কল্পনা করা যায় এমন এক স্বর্গীয় প্রকৃতির জগতে যাহা আমাদের এই পার্থিব প্রকৃতির মিশ্রিত ধারা হইতে মুক্ত। আর এইরূপ না হইয়াই পারে না কারণ, কি এই জগতের প্রকৃতি আর কি মানুষের প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুই বিশুদ্ধ সত্ত্বের উপাদানে এক অখণ্ড সত্তা রূপে গঠিত নহে, হইতেও পারে না।

আমাদের সম্ভাবনা-সকলের এই প্রতিবন্ধক হইতে, ধর্ম-সকলের এই বিশৃঙ্খল মিশ্রণ হইতে মুক্তি পাইবার প্রথম পথ আমরা দেখিতে পাই নির্ব্যক্তিকতার দিকে একটা সমুচ্চ প্রবৃত্তিরূপে, যে একটি উদার, বিশ্বগত, শান্ত, মুক্ত, সত্য ও শুদ্ধ সত্তা এখন অহংয়ের সীমাবদ্ধ মনের দ্বারা প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে তাহার দিকে অন্তর্মুখী গতিরূপে। সমস্যা হইতেছে এইটিই যে, যদিও আমরা আমাদের সত্তার স্থিরতা ও নৈঃশব্দ্যের মুহূর্ত্তে এই নির্ব্যক্তিকতার মুক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব করিতে পারি, তথাপি নির্ব্যক্তিক সক্রিয়তা আদৌ সহজে আয়ত্ত করা যায় না। নির্ব্যক্তিক সত্যের অনুসরণ বা আমাদের কর্মে নির্ব্যক্তিক সঙ্কল্পের অনুসরণ ততক্ষণ খাঁটি হয় না যতক্ষণ আমরা আদৌ সাধারণ মনের মধ্যে বাস করি এবং সেই মনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য—আমাদের ব্যক্তিকতার নীতি, আমাদের প্রাণিক প্রকৃতির সূক্ষ্ম প্রেরণা, অহংয়ের রং, এই সমুদয়ের অধীন থাকি। নির্ব্যক্তিক সত্যের অনুসরণ ঐ সকল প্রভাবের দ্বারা একটা ছলনায় পরিণত হয়, তাহার অন্তরালে আমরা আমাদের বুদ্ধির প্রিয় ধারণাগুলিকেই পোষণ করি, আমাদের মনের সঙ্কীর্ণ নির্বন্ধপরতা দ্বারা সে-সব সমর্থিত হয়; নিঃস্বার্থ নির্ব্যক্তিক কর্ম অনুসরণের সমুচ্চ দোহাই দিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিগত ইচ্ছার স্বার্থপর নির্বাচন ও অন্ধ খেয়াল-সকলই সমর্থন করি। অন্যপক্ষে পূর্ণতম নির্ব্যক্তিকতা পূর্ণতম নিষ্ক্রিয়তাকেই অবশ্যম্ভাবী করে বলিয়া মনে হয়, এবং ইহার অর্থ হয় এই যে, সকল কর্মই হইতেছে অহং এবং গুণত্রয়ের শৃঙ্খলে আবদ্ধ, আর এই চক্র হইতে মুক্তি পাইবার একটি মাত্র পন্থা হইতেছে জীবন ও তাহার কর্ম হইতে সরিয়া যাওয়া। কিন্তু এই নির্ব্যক্তিক নীরবতাই এ-বিষয়ে জ্ঞানের চরম কথা নহে, কারণ আমাদের সাধনার অধিগম্য আত্ম-সিদ্ধির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইটিই একমাত্র পথ ও চূড়া নহে অথবা সব পথ এবং শেষ চূড়া নহে। ইহা অপেক্ষা মহত্তর, পূর্ণতর এবং অধিকতর প্রত্যক্ষ অধ্যাত্ম অনুভূতি আছে, তাহাতে আমাদের অহংভাবাত্মক ব্যক্তিত্বের গণ্ডী এবং মনের অপূর্ণতা-সকলের চক্র মহত্তম আত্মা ও অধ্যাত্মসত্তার বাধাহীন আনন্ত্যের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া যায় অথচ জীবন ও কর্ম যে তখনও গ্রহণীয় ও সম্ভাব্য থাকে শুধুই তাহাই নহে পরন্তু তাহাদের প্রশস্ততম অধ্যাত্ম পরিপূর্ণতায় উপনীত ও প্রসারিত হয় এবং এক সুমহান উর্দ্ধমুখী সার্থকতা লাভ করে।

পূর্ণতম নির্ব্যক্তিকতা এবং আমাদের প্রকৃতির ক্রিয়াত্মক সম্ভাবনা সমূহ—এই দুইয়ের সামঞ্জস্য স্তরে স্তরে সাধিত হইয়াছে। চিন্তায় ও ব্যবহারে মহাযান এই দুরূহ সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াস এইভাবে করিয়াছে,—একদিকে গভীর নিষ্কামতা এবং মানসিক ও প্রাণিক আসক্তি ও সংস্কার সমূহ হইতে উদার বিলয়কারী মুক্তি এবং অন্য দিকে জগৎ ও তাহার জীবনসমূহের প্রতি বিশ্বজনীন হিতকারিতা এবং অতলস্পর্শ করুণা, ইহা যেন জীবন ও কর্মের উপর সমুচ্চ নির্বাণের উচ্ছ্বসিত পরিপ্লাবন। ঐরূপ সামঞ্জস্য সাধন আরও একটি আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নিগূঢ় অর্থ ছিল, তাহা বিশ্বলীলার সার্থকতা সম্বন্ধে অধিকতর সজ্ঞান ছিল, তাহা অধিকতর গভীর, প্রেরণাময়, কর্ম্মে বহুমুখী ও ব্যাপক ছিল, গীতার চিন্তাধারার আরও এক পদ নিকটবর্তী ছিল। এই উপলব্ধির পরিচয় আমরা তাওপন্থী (Taoist) মনীষীগণের বাক্যে পাই, অন্ততঃ তাহাদের বাক্যের এইরূপ অর্থ করা যাইতে পারে। সেখানে দেখা যায়—এক নির্ব্যক্তিক অনির্বচনীয় শাশ্বত, তাহা আত্মা এবং সেই সঙ্গে তাহাই বিশ্বের প্রাণ; তাহা নিরপেক্ষভাবে সকল জিনিষকে ধরিয়া রহিয়াছে, সকলের মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, সমম্ ব্রহ্ম; তাহা অদ্বিতীয় এক, তাহা অসৎ, কারণ আমরা যাহা কিছু প্রত্যক্ষ করি তাহা সে-সমুদয় হইতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভিন্ন অথচ তাহা হইতেছে এই সর্বভূতের সমষ্টি। এই অনন্তের উপর ফেনের ন্যায় সৃষ্ট হইয়াছে যে অন্ধ ব্যক্তিত্ব, যে পরিবর্তনশীল অহং তাহা হইতেছে তাহার আসক্তি ও বিতৃষ্ণা, তাহার রাগ ও দ্বেষ, তাহার বদ্ধমূল মানসিক ভেদজ্ঞানসমূহকে লইয়া একটি শক্তিশালী রূপায়ণ—ইহা আমাদের নিকট এক মাত্র সত্য বস্তুটিকে আবৃত করিয়া রাখে, বিকৃত করিয়া দেখায়, সেই সত্য বস্তু হইতেছে "তাও" (Tao), তাহা পরম সর্ব এবং পরম শূন্য। তাহাকে স্পর্শ করিতে পারা যায় কেবল অনধিগম্য বিশ্বব্যাপী ও শাশ্বত সত্তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং ইহার ক্ষুদ্র রূপায়ণগুলিকে বিলীন করিয়া এবং একবার এইটি সিদ্ধ হইলে আমরা তাহার মধ্যে সত্য জীবন যাপন করি এবং অন্য এক মহত্তর চৈতন্য লাভ করি, তাহা আমাদিগকে সর্বভূতের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট করায়, আমাদিগকে সকল শাশ্বত প্রভাবের দিকে উন্মুক্ত করিয়া ধরে। গীতার ন্যায় এখানেও মনে হয় যে, উচ্চতম পন্থা হইতেছে শাশ্বতের নিকট সম্পূর্ণ উন্মুক্ততা ও আত্মসমর্পণ। তাও-পন্থী মনীষী বলেন, তোমার শরীর তোমার নিজের নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত বিগ্রহ; তোমার প্রাণ তোমার নিজের নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত সুসঙ্গতি, তোমার ব্যক্তিত্ব তোমার নহে, ইহা হইতেছে ভগবান হইতে প্রাপ্ত ভাগবত বৈচিত্র্য। আর এই শিক্ষাতেও এক বিরাট সংসিদ্ধি ও মুক্ত কর্ম হইতেছে জীবের আত্মসমর্পণের ওজস্বান পরিণতি। অহং-ময় ব্যক্তিত্বের কর্ম হইতেছে বিশ্ব-প্রকৃতির বিপরীত দিকে বিচ্ছেদের অভিযান। এই মিথ্যার খেলাকে বন্ধ করিয়া ইহার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে বিশ্বগত ও শাশ্বত শক্তির অধীনে জ্ঞানময় ও শান্ত নিশ্চেষ্টতা —এমন নিশ্চেষ্টতা যাহা আমাদিগকে অনন্ত কর্মধারার সহিত মিলনক্ষম করিবে, ইহার সত্যের সহিত সুসঙ্গত করিবে, ভগবানের সংগঠনী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্রিয়ার নিকট নমনীয় করিয়া দিবে। এই সুসঙ্গতি যে-মানুষের আছে, তিনি ভিতরে নিশ্চল এবং নৈঃশব্দ্যে নিমগ্ন হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহার আত্মা সকল ছদ্মবেশ হইতে মুক্ত হইয়া প্রকট হইবে, তাঁহার মধ্যে ভাগবত প্রভাব কার্য্য করিবে, এবং তিনি স্থিরতা ও আভ্যন্তরীণ নৈষ্কর্ম্যের মধ্যে বাস করিয়াও অদম্য শক্তিতে কর্ম করিবেন এবং লক্ষ লক্ষ বস্তু ও জীব তাঁহার প্রভাবের অধীনে চালিত হইবে, সম্মিলিত হইবে। আত্মার নির্ব্যক্তিক শক্তি তাঁহার সকল কর্মের ভার গ্রহণ করিবে (সে-সব আর তখন অহংয়ের বিকৃত ক্রিয়া থাকিবে না) এবং তাঁহার ভিতর দিয়া অপ্রতিহতভাবে কার্য্য করিবে জগত ও তাহার লোক-সকলকে সংহত রাখিবার জন্য, নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য, লোক সংগ্রহার্থায়।

গীতা যে প্রথম নির্ব্যক্তিক কর্মের শিক্ষা দিয়াছে তাহার সহিত এই সকল অনুভূতির প্রভেদ খুবই কম। গীতাও আমাদিগকে বলে, আসক্তি ও অহং ত্যাগ করিতে হইবে, নিম্নতন প্রকৃতিকে ছাড়াইয়া উর্দ্ধে উঠিতে হইবে এবং আমাদের ব্যক্তিত্ব ও তাহার ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলিকে ভাঙ্গিয়া দিতে হইবে। গীতাও আমাদিগকে বলে, আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে বাস করিতে হইবে, সকলের মধ্যে আত্মা ও ব্রহ্মকে এবং আত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে সকলকে দেখিতে হইবে এবং সকলকেই আত্মা ও ব্রহ্ম বলিয়া দেখিতে হইবে। তাওপন্থী মনীষীর ন্যায়ই গীতা আমাদিগকে বলে আত্মার মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে, শাশ্বতের মধ্যে আমাদের প্রাকৃত ব্যক্তিত্ব ও তাহার কর্মসমূহ সন্ন্যাস করিতে হইবে, আত্মনি সন্ন্যস্য ব্রহ্মণি। আর এইরূপ মিল রহিয়াছে তাহার কারণ হইতেছে এই যে, গতিময়, ক্রিয়াময় জীবনের সহিত অবিরোধী শান্তিময় আভ্যন্তরীণ উদারতা ও নীরবতার এইটিই হইতেছে মানুষের পক্ষে যথাসম্ভব উচ্চতম ও মুক্ততম উপলব্ধি,—এক অব্যয় শক্তি ও অদ্বিতীয় শাশ্বত সত্তার নির্ব্যক্তিক অনন্ত সত্য ও অপরিমেয় কর্মের মধ্যে দুইটিই যুগপৎ অবস্থিত অথবা একত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিশ্রিত। কিন্তু গীতা ইহার সহিত এমন আর একটি অতীব অর্থপূর্ণ কথা যোগ করিয়া দিয়াছে যাহাতে সবই পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে,—আত্মনি অথো ময়ি। গীতা চায়, সকল জিনিষকে আত্মার মধ্যে, তাহার পর "আমার" মধ্যে, ঈশ্বরের মধ্যে দেখিতে হইবে, সকল কর্ম্ম আত্মার মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে এবং সেখান হইতে পরম পুরুষ পুরুষোত্তমের মধ্যে সমর্পণ করিতে হইবে। এখানে রহিয়াছে অধ্যাত্ম অনুভূতির আরও মহত্তর ও গভীরতর পূর্ণতা, মানব-জীবনের অর্থের এক বৃহত্তর রূপান্তর, সমুদ্রের মধ্যে স্রোতস্বতীর প্রত্যাবর্তনের ন্যায় এক রহস্যময় ও প্রগাঢ় আবেগ, অনাদি শাশ্বত কর্ম্মীর নিকট সকল ব্যক্তিগত কর্ম ও বিশ্ব-কর্মের প্রত্যর্পণ। স্তব্ধ নির্ব্যক্তিকতার উপরেই জোর দিলে আমাদের পক্ষে এই সঙ্কট ও ত্রুটি হয় যে, ইহা অন্তর্পুরুষটিকে, অধ্যাত্ম ব্যক্তিটিকে, আমাদের আশ্চর্য্যরূপে চিরস্থায়ী অন্তরতম সত্তাটিকে অনন্তের মধ্যে একটি ক্ষণস্থায়ী, ভ্রান্তিময় এবং পরিবর্তনশীল রূপে পরিণত করে। একমাত্র অনন্তই রহিয়াছে, আর সাময়িক একটা খেলা ব্যতীত জীবের অন্তরাত্মার অন্য কোন মূল্যই তাহার নিকটে নাই। মানুষের অন্তরাত্মার সহিত শাশ্বতের কোন সত্য ও স্থায়ী সম্বন্ধ হইতে পারে না, যদি সেই আত্মা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনশীল দেহেরই ন্যায় অনন্তের মধ্যে কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী ব্যাপারমাত্র হয়।

ইহা সত্য যে অহং এবং তাহার সীমাবদ্ধ ব্যক্তিত্ব হইতেছে প্রকৃতির এইরূপই একটি ক্ষণস্থায়ী ও পরিবর্তনশীল রূপ এবং সেইজন্য ইহাকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেই হইবে এবং আমাদিগকে সকলের সহিত এবং অনন্তের সহিত ঐক্য উপলব্ধি করিতেই হইবে। কিন্তু অহংই প্রকৃত ব্যক্তি নহে; যখন ইহা লয়প্রাপ্ত হইবে তখনও অধ্যাত্ম ব্যক্তিটি থাকিবে, তখনও সনাতন জীবটি থাকিবে। অহংয়ের সীমাবন্ধন লুপ্ত হইবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং জীবাত্মা অদ্বিতীয় একের সহিত গভীর ঐক্যে বাস করিবে এবং সর্বভূতের সহিত তাহার বিশ্বগত ঐক্য উপলব্ধি করিবে। অথচ এই বিস্তারতা ও ঐক্য যে উপভোগ করিবে সে হইতেছে আমাদের নিজেদেরই অন্তর্পুরুষ। যদিও বিশ্ব কর্ম্মধারা সকলের মধ্যে একই শক্তির ক্রিয়া বলিয়া অনুভূত হয়, উহা ঈশ্বরেরই প্রবর্তন ও গতি বলিয়া উপলব্ধ হয়, তথাপি উহা বিভিন্ন মানবাত্মায় (অংশঃ সনাতনঃ) বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে, তাহাদের প্রকৃতিতে বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করে। অধ্যাত্ম জ্ঞানের জ্যোতি, বিচিত্র বিশ্ব-শক্তি, সত্তার শাশ্বত আনন্দ আমাদের মধ্যে এবং চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইয়া আইসে, অন্তরাত্মায় কেন্দ্রীভূত হয় এবং প্রত্যেকের মধ্য হইতে চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতে ছড়াইয়া পড়ে, যেন প্রত্যেকেই জীবন্ত অধ্যাত্ম চৈতন্যের কেন্দ্র—তাহার পরিধি অনন্তের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া অধ্যাত্ম ব্যক্তিটি থাকে দিব্য জীবনের একটি ক্ষুদ্র জগৎ স্বরূপ, তাহা একই সঙ্গে স্বতন্ত্র অথচ ভাগবত আত্ম-অভিব্যক্তির যে সমগ্র অনন্ত জগতের ক্ষুদ্র অংশ আমরা আমাদের চতুর্দ্দিকে দেখিতে পাই তাহা হইতেও অচ্ছেদ্য। বিশ্বাতীত সত্তার একটি অংশ সে, সে সৃজনশীল, সে নিজেই নিজের চতুষ্পার্শ্বস্থ জগৎ সৃষ্টি করে অথচ এই যে বিশ্ব-চৈতন্যের মধ্যে অন্য সকলেই রহিয়াছে সে চেতনাও তাহার থাকে। আপত্তি করা যাইতে পারে যে, ইহা একটা ভ্রান্তি মাত্র, যখন আমরা বিশ্বাতীত কৈবল্যাত্মক সত্তায় ফিরিয়া যাইব তখন ইহা বিলুপ্ত হইয়া যাইবেই ; কিন্তু এ-বিষয়েও যে বেশী নিশ্চিত নিশ্চয়তা আছে তাহা নহে। কারণ তখনও মানুষের অন্তরাত্মাই সেই মুক্তি উপভোগ করে, যে অন্তরাত্মা ভাগবত কর্ম্ম ও অভিব্যক্তির জীবন্ত কেন্দ্র ছিল সেই ঐ মুক্তির ভোক্তা হয়। উহা শুধুই এরূপ নহে যে ব্যক্তিত্ব রূপ একটা মিথ্যা আকার অনন্তের মধ্যে আপনি ভাঙ্গিয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল—উহা আরও কিছু

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী। আমাদের জীবনের এই রহস্যের অর্থ হইতেছে এই যে, আমরা যাহা হইয়াছি তাহা একমেবাদ্বিতীয়ং সত্তার কেবল একটা ক্ষণিক নামরূপ মাত্র নহে, পরন্তু বলিতে পারা যায় যে, আমরা ভাগবত অদ্বৈত সত্তারই এক একটি বিশিষ্ট সত্তা ও চেতনা। অহং হইতেছে অজ্ঞানের মধ্যে আমাদের অধ্যাত্ম ব্যষ্টিসত্তার ভ্রান্তিজনক ছায়া ও প্রতিরূপ, কিন্তু সেই ব্যষ্টিসত্তা হইতেছে এমন একটি সত্য অথবা তাহার মধ্যে এমন একটি সত্য রহিয়াছে যাহা অজ্ঞানের ঊর্দ্ধেও বর্তমান থাকে; আমাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যাহা পুরুষোত্তমের পরম প্রকৃতির মধ্যে চিরকাল বাস করে, নিবসিষ্যসি ময্যেব। গীতার শিক্ষার গভীর ব্যাপকতা এইখানেই যে, ইহা যেমন একদিকে বিশ্বভাবাপন্ন নির্ব্যক্তিকতার সত্য স্বীকার করে—অহংএর নির্বাণ করিয়া আমরা ইহার মধ্যেই প্রবেশ করি, ব্রহ্ম-নির্বাণ, বস্তুতঃ ইহা ভিন্ন মুক্তি নাই, অন্ততঃ পুর্ণতম মুক্তি নাই—তেমনিই অন্য দিকে ইহা উচ্চতম উপলব্ধির অঙ্গরূপে আমাদের ব্যক্তিত্বের স্থায়ী অধ্যাত্ম সত্যকেও স্বীকার করে। এই প্রাকৃত সত্তাটি নহে পরন্তু আমাদের মধ্যে সেই ভাগবত কেন্দ্রীয় সত্তাটিই হইতেছে সনাতন জীব। ঈশ্বর, বাসুদেব, যিনি সব—বাসুদেবঃ সর্বম্, তিনিই আমাদের মন ও প্রাণ ও দেহ স্বীকার করেন নীচের প্রকৃতিকে ভোগ করিবার জন্য; যে পরমা প্রকৃতি হইতেছে পরম পুরুষের আদ্যা অধ্যাত্ম প্রকৃতি তাহাই এই জগতকে ধারণ করিয়া আছে এবং তাহার মধ্যে জীবরূপে আবির্ভূত হইয়াছে। তাহা হইলে জীব হইতেছে পুরুষোত্তমের আদ্য ভাগবত অধ্যাত্ম সত্তারই অংশ, জীবন্ত শাশ্বতের একটি জীবন্ত শক্তি। সে নিম্নতন প্রকৃতির কেবল একটি ক্ষণস্থায়ী রূপ নহে পরন্তু পরমতমের পরমা প্রকৃতিরই শাশ্বত অংশ, ভাগবত সত্তার একটি শাশ্বত চৈতন্যময় রশ্মি, এবং সেই পরম প্রকৃতির ন্যায়ই তুল্যরূপে চিরস্থায়ী। তাহা হইলে আমাদের বিমুক্ত চৈতন্যের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চতম সিদ্ধি ও স্থিতির একটা দিক অবশ্যই হইবে পরমা অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে জীবের সত্য স্থানটি গ্রহণ করা, সেখানে পরম পুরুষের মহিমার মধ্যে বাস করা এবং সেখানে শাশ্বত অধ্যাত্ম ঐক্যের আনন্দ লাভ করা।

আমাদের সত্তার এই যে রহস্য ইহার মূলে রহিয়াছে পুরুষোত্তমের সত্তার এইরূপই এক পরম রহস্য, উত্তমম্ রহস্যম্। পরব্রহ্মের শুদ্ধ নির্ব্যক্তিকতাই উচ্চতম নিগূঢ় তত্ত্ব নহে। উচ্চতম তত্ত্ব হইতেছে এই অত্যাশ্চর্য্য রহস্য যে, পরম পুরুষ এবং প্রতীয়মান বিরাট নির্ব্যক্তিক সত্তা —এই দুইই এক, সর্বভূতের এক অক্ষর বিশ্বাতীত আত্মা এবং সেই পুরুষ যিনি এখানে বিশ্বের মূলেই নিজেকে অনন্ত ও বহুল ব্যক্তিরূপে প্রকট করিতেছেন, সর্বত্র কর্ম্ম করিতেছেন,—আত্মা ও পুরুষ আমাদের চরমতম, অন্তরতম, গভীরতম অনুভূতিতে একই অপরিমেয় সত্তারূপে প্রতিভাত, তিনি আমাদিগকে গ্রহণ করিতেছেন, নিজের সান্নিধ্যে লইতেছেন, নিরাকারের শূন্য গর্ভে নহে, পরন্তু তাঁহার ও আমাদের সচেতন জীবনের সকল ধারায় আমাদিগকে প্রত্যক্ষতম ভাবে, গভীরতম ভাবে, অত্যাশ্চর্য্যভাবে তাঁহার নিজের সমগ্রতার মধ্যে লইতেছেন। এই উচ্চতম অনুভূতি এবং দেখিবার এই উদারতম ধারা আমাদের প্রকৃতির বিভিন্ন অংশের, আমাদের জ্ঞানের, সঙ্কল্পের, হৃদ্‌গত প্রেম ও ভক্তির গভীর, মর্ম্মস্পর্শী, সীমাহীন সার্থকতা প্রকট করিয়া দেয়,—কিন্তু যদি আমরা নির্ব্যক্তিকের উপরেই সম্পূর্ণ ঝোঁক দিই তাহা হইলে এই সার্থকতা লুপ্ত হয় অথবা তাহা হ্রাস পায়, কারণ ঐ ঝোঁক যে-সব বৃত্তি ও শক্তি হইতেছে আমাদের গভীরতম প্রকৃতির অংশ, যে-সব আবেগ ও দীপ্তি হইতেছে আমাদের আত্ম-অনুভূতির নিবিড়তম, মুখ্যতম তন্ত্রী-সকলের সহিত জড়িত সে-সবকে অবদমিত বা ক্ষীণ করিয়া দেয় অথবা তাহাদের প্রগাঢ়তম বিকাশ হইতে দেয় না। শুধু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জ্ঞানের কঠোরতা আমাদিগকে সাহায্য করিতে পারে না, জ্ঞানের দ্বারা উদ্ভাসিত ও সমুন্নত হৃদ্‌গত প্রেম ও অভীপ্সারও স্থান আছে, অসীম স্থান আছে—সে জ্ঞান আরও নিগূঢ়ভাবে স্বচ্ছ, আরও প্রশান্ত আবেগে পূর্ণ। আমাদের হৃদয়-চৈতন্য, মানস-চৈতন্য, সকল চৈতন্যের নিরন্তর সম্মিলিত অন্তরঙ্গতার দ্বারাই, সততং মচ্চিত্তঃ, আমরা শাশ্বত পুরুষের সহিত আমাদের একত্বের উদারতম, গভীরতম, পূর্ণতম উপলব্ধি লাভ করি। সকল সত্তায় ঘনিষ্ঠতম একত্ব, বিশ্বভাবের মধ্যে এমন কি বিশ্বাতীতভাবের শিখরেও তাহা দিব্য প্রেমাবেগে গভীরভাবে ব্যক্তিগত, মানবাত্মাকে এখানে সমুচ্চতমে পৌঁছিবার এই পথই দেখান হইয়াছে; অধ্যাত্ম সত্তা রূপে যে সিদ্ধি ও দিব্য চৈতন্য লাভ তাহার প্রকৃতির নির্দ্দেশ, এই পথেই সে তাহার অধিকারী হইবে। বুদ্ধি ও সঙ্কল্প সমগ্র সত্তাকে সমগ্র সত্তার যিনি ভাগবত আত্মা ও ঈশ্বর তাঁহার অভিমুখ করিয়া দিবে, বুদ্ধিযোগম্ উপাশ্রিত্য। হৃদয় আর সব আবেগকেই তাঁহার সহিত ঐক্যের আনন্দে পরিণত করিবে, সর্বভূতে অবস্থিত তাঁহার প্রতি প্রেমে পরিণত করিবে। অধ্যাত্মভাবাপন্ন ইন্দ্রিয় সর্বত্র তাঁহাকেই দর্শন করিবে, শ্রবণ করিবে, অনুভব করিবে। জীবন হইবে জীবের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে তাঁহারই জীবন। সঙ্কল্পে, জ্ঞানে, কর্মেন্দ্রিয়ে, জ্ঞানেন্দ্রিয়ে, প্রাণে, শরীরে সকল ক্রিয়াই উৎসারিত হইবে একমাত্র তাঁহারই শক্তি হইতে, একমাত্র তাঁহারই প্রবর্তনা হইতে। এই পন্থা গভীরভাবেই নির্ব্যক্তিক কারণ বিশ্বভাবাপন্ন এবং বিশ্বাতীত সত্তায় পুনর্প্রতিষ্ঠিত জীবাত্মার পক্ষে অহংয়ের স্বাতন্ত্র্য লুপ্ত হইয়া যায়। অথচ ইহা হইতেছে নিবিড়ভাবেই ব্যক্তিগত কারণ ইহা সালোক্য ও একাত্মতার পরমতম আবেগ ও শক্তিতে উত্তীর্ণ হয়। মনের যুক্তি অনুসারে নির্বিশেষ লয়ই আত্ম-নির্বাণের একমাত্র যথাসঙ্গত পরিণতি হইতে পারে, কিন্তু উহাই উত্তম রহস্যের চরম কথা নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্জুন যে ভগবৎ-নিয়োজিত কর্মে উদ্‌যোগী হইতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, সেটি আসিয়াছিল তাঁহার অহংভাব হইতে, অহঙ্কারং আশ্রিত্য। সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক অহংয়ের ধারণা ও প্রেরণা সকল, পাপ ও তাহার ব্যক্তিগত ফলভোগে প্রাণ-প্রকৃতির ভীতি, ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখের প্রতি হৃদয়ের বিমুখতা, অহংমুখী প্রবৃত্তিগুলিকে পুণ্য ও ন্যায়ের দোহাই দিয়া সমর্থন করিতে মোহাচ্ছন্ন বুদ্ধির আত্মপ্রবঞ্চনাময় চেষ্টা, ভগবানের কর্মধারাসমূহ মানুষের ধারা হইতে বিভিন্ন মনে হয় বলিয়া এবং উহারা তাহার স্নায়ুমণ্ডলী, তাহার হৃদয়, তাহার বুদ্ধির উপর ভীষণ ও অপ্রীতিকর জিনিষ-সকলের দুর্বহ ভার আনিয়া দেয় বলিয়া সে-সবের প্রতি আমাদের প্রকৃতির বিরাগ—এই সকলের মিশ্রণ, বিশৃঙ্খলা ও জটিল ভ্রান্তি অর্জুনের ঐ অহঙ্কারের পিছনে ছিল। এখন অর্জুনের নিকট এক উচ্চতর সত্য, কর্মের এক মহত্তর ধারা প্রকট করা হইল, এখনও যদি সে তাহার অহংভাবকেই ধরিয়া থাকে, যুদ্ধ না করিবার বৃথা ও অসম্ভব সঙ্কল্পেই রত থাকে—তাহা হইলে তাহার আধ্যাত্মিক পরিণাম পূর্বাপেক্ষা অনন্তগুণে অধিক অশুভ হইবে। কারণ এই সঙ্কল্প বৃথা, এই বৈরাগ্য নিষ্ফল, যেহেতু এইটির উদ্ভব হইয়াছে সাময়িক শক্তিহীনতা হইতে, ইহা তাহার অন্তরতম চরিত্রের বীরত্ব হইতে প্রবল কিন্তু ক্ষণস্থায়ী বিচ্যুতি, ইহা তাহার প্রকৃতির সত্য সঙ্কল্প ও ধারা নহে। এখন যদি সে অস্ত্র পরিত্যাগ করে, তথাপি সেই প্রকৃতির দ্বারাই সে আবার অস্ত্র গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে যখন সে দেখিতে পাইবে যে, তাহার অভাবেও যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড চলিতেছে, তাহার বিরতির ফলে তাহার জীবনের সকল আশা আকাঙ্ক্ষার পরাজয় ঘটিতেছে, যে ব্রত সাধন করিতে সে জন্মগ্রহণ করিয়াছে প্রধান কর্মীর অনুপস্থিতি বা নিষ্ক্রিয়তার জন্য তাহা দুর্বল ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িতেছে, অহংমন্য অধর্ম ও অন্যায়ের সমর্থকগণের বিদ্বেষপূর্ণ ও কুণ্ঠাহীন শক্তি দ্বারা পরাজিত ও বিধ্বস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে। আর এইভাবে ফিরিলে তাহার কোন আধ্যাত্মিক মূল্যই থাকিবে না। অহঙ্কৃত মনের ধারণা ও অনুভব সমূহের বিশৃঙ্খলাই তাহাকে যুদ্ধে বিমুখ করিয়াছিল; প্রকৃতি ঐ অহঙ্কৃত মনেরই স্বভাব-সিদ্ধ ধারণা ও অনুভবগুলিকে ফিরাইয়া আনিয়া তাহাকে তাহার যুদ্ধে অসম্মতি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিবে। কিন্তু যে-ভাবেই হউক না কেন, অবিরত এইরূপ অহংয়ের বশে থাকার অর্থ হইবে আরও খারাপ, আরও সাংঘাতিক অধ্যাত্ম প্রত্যাখ্যান, বিনষ্টি; কারণ তিনি তাঁহার নীচের প্রকৃতির অজ্ঞানে এতদিন তাঁহার সত্তার যে সত্য অনুসরণ করিয়াছেন এখন তাহা অপেক্ষা এক মহত্তর সত্য হইতে নিশ্চিত স্খলন হইবে। তাঁহাকে এক উচ্চতর চৈতন্যে, এক নূতন আত্ম-অনুভূতিতে প্রবেশাধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাঁহাকে অহংমন্য কর্ম্মের পরিবর্তে দিব্য কর্ম্মের সম্ভাবনা দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে; তাঁহার সম্মুখে কেবলমাত্র বুদ্ধিগত, ভাবগত, ইন্দ্রিয়গত ও প্রাণগত জীবনের পরিবর্ত্তে এক দিব্য ও অধ্যাত্ম জীবনের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন আর তাহাকে একটি শক্তিমান অন্ধ যন্ত্র হইতে হইবে না, পরন্তু সচেতন পুরুষ হইতে হইবে, ভগবানের জ্ঞানদীপ্ত শক্তি ও আধার হইতে হইবে।

কারণ আমাদের মধ্যে এই সম্ভাবনা রহিয়াছে: আমাদের মানবতার যাহা উচ্চতম শিখর সেখানেও এই পরিণতি ও সমুত্তরণ আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত রহিয়াছে। মানুষের যে সাধারণ মন ও জীবন তাহা হইতেছে অর্দ্ধ-সজ্ঞান এবং প্রধানতঃ অজ্ঞান অভিবিকাশ, তাহার মধ্যে লুক্কায়িত কোন বস্তুর আংশিক অসম্পূর্ণ অভিব্যক্তি। সেখানে তাহার চেতনার অন্তরালে এক গুপ্ত দেবতা রহিয়াছেন, তিনি এমন একটি প্রক্রিয়ার গাঢ় আবরণের পিছনে নিশ্চলভাবে অবস্থিত যাহা সম্পূর্ণভাবে তাহার নিজের নহে, তাহার নিগূঢ় তত্ত্ব এখনও সে আয়ত্ত করিতে পারে নাই। সে দেখে এই জগতে সে চিন্তা করিতেছে, সঙ্কল্প করিতেছে, সুখ দুঃখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বোধ করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে, আর সে সহজাত সংস্কারের বশে অথবা বুদ্ধিবিচারের দ্বারা ধরিয়া লয় যে, সে হইতেছে একটি স্বতন্ত্র স্ব-প্রতিষ্ঠ জীব, তাহার আছে চিন্তায়, সঙ্কল্পে, অনুভবে ও কর্ম্মে স্বাধীনতা—অন্ততঃ এইভাব লইয়াই সে জীবন যাপন করে। সে তাহার পাপ ও ভ্রান্তি ও দুঃখের বোঝা নিজেই বহিয়া চলে এবং সে তাহার জ্ঞান ও পুণ্যের দায়িত্ব ও কৃতিত্ব নিজেরই বলিয়া গ্রহণ করে; সে তাহার সাত্ত্বিক বা রাজসিক বা তামসিক অহংকে তৃপ্ত করিবার অধিকার দাবী করে এবং আত্মম্ভরিতার বশে মনে করে যে নিজের শক্তিতেই সে তাহার ভাগ্য গড়িয়া তুলিবে এবং জগৎকে নিজের কাজে লাগাইবে। তাহার নিজের এই অহংবোধের ভিতর দিয়াই প্রকৃতি তাহার মধ্যে কাজ করে এবং তাহার নিজ ধারণা অনুসরণ করিয়াই প্রকৃতি তাহাকে পরিচালিত করে, কিন্তু প্রকৃতির নিজের মধ্যে যে মহত্তর ভাগবত সত্তা রহিয়াছে, সকল সময়ে প্রকৃতি তাহারই ইচ্ছা পূর্ণ করে। মানুষের আত্ম-দৃষ্টির এই যে ভ্রান্তি ইহা হইতেছে তাহার অধিকাংশ ভ্রান্তিরই ন্যায় একটি সত্যের বিকৃতি, এই বিকৃতি হইতে এক সমগ্র পর্য্যায়ের প্রতিমান (values) সৃষ্টি হয়, সেগুলি ভ্রান্ত হইলেও কার্য্যকরী। যাহা তাহার আত্মার পক্ষে সত্য সেইটিকে সে তাহার অহংরূপ ব্যক্তিত্বের সত্য বলিয়া মনে করে এবং তাহার মিথ্যা প্রয়োগ করে, তাহাকে মিথ্যা রূপ প্রদান করে, তাহা হইতে বহু অজ্ঞান সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। অজ্ঞানটি হইতেছে তাহার বহিশ্চৈতন্যের এই ত্রুটি যে, তাহার যে বাহ্য যন্ত্রবৎ অংশটুকু প্রকৃতিরই একটি কৌশল তাহার সহিত, এবং এই বাহ্য প্রক্রিয়াসকল আত্মায় যেরূপ প্রতিফলিত হয় এবং তাহারা আত্মাকে যতটুকু প্রতিফলিত করে আত্মার কেবল ততটুকুর সহিত সে নিজেকে এক করিয়া দেখে। ভিতরে যে মহত্তর আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্তা তাহার সকল মন, প্রাণ, সৃষ্টি ও কর্ম্মকে এক অনাগত সিদ্ধির আশা ও প্রচ্ছন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সার্থকতা প্রদান করিতেছে তাহার সন্ধান সে পায় না। এখানে বিশ্ব-প্রকৃতি বিশ্বের অধীশ্বর পুরুষের শক্তি অনুসরণ করিতেছে, প্রত্যেক জীবকে তাহার নিজ প্রকৃতির ধর্ম অনুযায়ী গঠন করিতেছে, তাহার কর্ম নিরূপিত করিয়া দিতেছে, মানুষকেও তাহার মানবতার সাধারণ ধর্ম অনুযায়ী গঠন করিতেছে, তাহার কর্ম নিরূপিত করিতেছে,—সে ধর্ম হইতেছে প্রাণ ও দেহে আবদ্ধ অজ্ঞান মনোময় সত্তার ধর্ম,—আবার প্রত্যেক ব্যষ্টিগত মানুষকেও তাহার বিশেষ শ্রেণীর ধর্ম অনুযায়ী এবং তাহার নিজ মূল স্বভাবের বিভিন্ন বৈচিত্র্য অনুযায়ী গঠন করিতেছে এবং তাহার ব্যষ্টিগত কর্ম নিরূপিত করিয়া দিতেছে। এই বিশ্ব-প্রকৃতিই শরীরের যান্ত্রিক ক্রিয়া-সকল এবং আমাদের প্রাণিক ও স্নায়বীয় অংশ-সমূহের সহজাত প্রক্রিয়া-সকল গড়িয়া তোলে, পরিচালিত করে, আর সেখানে যে আমরা তাহার অধীন তাহা খুবই সুস্পষ্ট। আর আমাদের ইন্দ্রিয়ানুগ-মন, সঙ্কল্প ও বুদ্ধির যে-ক্রিয়া বর্তমানে প্রায় ঐরূপই যন্ত্রবৎ তাহাকেও সে গড়িয়া তুলিয়াছে এবং পরিচালিত করিতেছে। কেবল প্রভেদ এই যে, পশুতে মনের ক্রিয়া-সকল হইতেছে সম্পূর্ণভাবেই প্রকৃতির যন্ত্রবৎ অনুসরণ, কিন্তু মানুষের এই বিশেষত্ব—তাহার আধারে যে সচেতন বিকাশ হইতেছে তাহাতে তাহার অন্তরাত্মার অধিকতর সক্রিয় সহযোগ রহিয়াছে, এবং তাহার ফলে তাহার বাহ্য মনে কতকটা স্বাধীনতার অনুভূতি এবং তাহার যান্ত্রিক প্রকৃতির উপর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভুত্বের বোধ উৎপন্ন হয়—সে-বোধ তাহার পক্ষে প্রয়োজনীয়, অপরিহার্য্য, কিন্তু সেটি হইতেছে অধিকাংশই একটি ভ্রান্ত বোধ। আর ইহা বিশেষভাবে ভ্রান্তিজনক এই জন্য যে, ইহা তাহার বন্ধনরূপ কঠোর সত্যের প্রতি তাহাকে অন্ধ করিয়া রাখে এবং তাহার স্বাধীনতা সম্বন্ধে মিথ্যা ধারণা তাহাকে সত্য স্বাধীনতা ও প্রভুত্বের সন্ধান করিতে দেয় না। কারণ মানুষের যে স্বাধীনতা এবং তাহার প্রকৃতির উপর প্রভুত্ব,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাকে বাস্তব সত্য বলা যায় না এবং তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে না যতক্ষণ না সে তাহার অন্তরস্থ ভাগবত সত্তা সম্বন্ধে সজ্ঞান হয় এবং তাহার অহং হইতে ভিন্ন তাহার যে নিজ প্রকৃত সত্তা ও আত্মা রহিয়াছে তাহাকে লাভ করে, আত্মবান। সেইটিকেই প্রকৃতি মন, প্রাণ ও দেহে প্রকট করিবার প্রয়াস করিতেছে, সেইটিই তাহার স্বভাব ও স্বধর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেয়, সেইটিই আমাদের অন্তরস্থ চৈত্যপুরুষের বাহ্য নিয়তি ও ক্রমবিকাশ গঠন করিয়া দেয়। অতএব যখন সে তাহার প্রকৃত আত্মা ও সত্তাকে লাভ করে কেবল তখনই তাহার প্রকৃতি ভগবানের সচেতন যন্ত্র এবং জ্ঞানদীপ্ত শক্তি হইতে পারে।

যখন আমরা আমাদের অন্তরতম সত্তার মধ্যে প্রবেশ করি তখন আমরা অবগত হই যে, আমাদের মধ্যে এবং সকলেরই মধ্যে রহিয়াছে এক আত্মা ও ভগবান, সকল প্রকৃতি তাহারই কাজ করে, তাহাকেই প্রকট করে, আমরা নিজেরাও হইতেছি এই আত্মারই আত্মা, এই সত্তারই সত্তা, আমাদের শরীর তাহার প্রতিভূস্বরূপ প্রতিমা, আমাদের জীবন তাহার জীবন-ছন্দের একটি গতি, আমাদের মন তাহারই চৈতন্যের একটি কোষ, আমাদের ইন্দ্রিয়-সকল তাহারই যন্ত্র, আমাদের ভাবাবেগ ও ইন্দ্রিয়ানুভূতি-সকল তাহারই আত্ম-আনন্দের অন্বেষণ, আমাদের কর্ম্ম তাহারই উদ্দেশ্য সাধনের উপায়, যতক্ষণ আমরা অজ্ঞান ততক্ষণ আমাদের স্বাধীনতা হইতেছে কেবল একটা ছায়া, একটা ইঙ্গিত বা আভাস, কিন্তু যখন আমরা তাহাকে এবং নিজদিগকে জানিতে পারি তখন তাহা হয় তাহারই অমর স্বাধীনতার অংশ ও উপযোগী যন্ত্র। আমাদের প্রভুত্ব-সকল হইতেছে তাহারই কর্ম্ম-রত শক্তির প্রতিচ্ছায়া, আমাদের সর্বোত্তম জ্ঞান তাহারই আংশিক জ্যোতি, আমাদের আত্মার উচ্চতম ও প্রবলতম ইচ্ছাশক্তি বিশ্বের ঈশ্বর ও প্রাণ-স্বরূপ, সর্বভূতে অবস্থিত সেই পরমাত্মারই ইচ্ছাশক্তির অবতীর্ণ অংশ ও প্রতিভূ। ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদিগকে অজ্ঞানের অবস্থায় আমাদের সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ কর্ম্মে এই নিম্নতন প্রকৃতির মায়া দ্বারা পরিচালিত করিতেছেন।* আর অজ্ঞানের অন্ধকারেই হউক অথবা জ্ঞানের জ্যোতিতেই হউক আমরা আমাদের মধ্যে অবস্থিত এবং জগতের মধ্যে অবস্থিত সেই ঈশ্বরের জন্যই জীবন ধারণ করি। এই জ্ঞানে এবং এই সত্যে সচেতন ভাবে বাস করা—ইহাই হইতেছে অহং হইতে মুক্তি এবং মায়ার গণ্ডী ভাঙ্গিয়া বাহির হওয়া। অন্য সকল শ্রেষ্ঠতম ধর্ম্ম হইতেছে কেবল এই "ধর্ম্মের"ই আয়োজন, এবং সকল যোগসাধনা হইতেছে কেবল একটি উপায় যাহা দ্বারা আমরা আমাদের সত্তার ঈশ্বরের সহিত, আমাদের সত্তার অন্তর্পুরুষ ও আত্মার সহিত প্রথমে কোনরূপ মিলনে উপনীত হই এবং শেষে পূর্ণ জ্যোতি লাভ করিতে পারিলে তাঁহার সহিত সমগ্রভাবেই যুক্ত হই। সর্বশ্রেষ্ঠ যোগ হইতেছে আমাদের প্রকৃতির সকল বিভ্রান্তি, সকল সমস্যায় সকল প্রকৃতির অন্তর্বাসী এই ঈশ্বরেরই শরণাপন্ন হওয়া, আমাদের সমগ্র সত্তা লইয়া, প্রাণ ও দেহ ও ইন্দ্রিয় ও মন ও হৃদয় লইয়া, আমাদের সকল উৎসর্গীকৃত জ্ঞান ও সঙ্কল্প ও কর্ম লইয়া, সর্বভাবেন, আমাদের সচেতন আত্মার এবং আমাদের করণভূতা প্রকৃতির সকল ধারায় তাঁহার অভিমুখ হওয়া। আর যখন আমরা সকল সময়ে এবং সম্পূর্ণভাবে ইহা করিতে পারি তখন ভাগবত জ্যোতি ও প্রেম ও শক্তি আমাদিগকে অধিকার করিয়া লয়, আত্মা ও করণ উভয়কেই পূর্ণ করিয়া দেয়, আমাদের অন্তর্পুরুষ ও আমাদের জীবন যে-সকল সংশয়, সমস্যা, ভ্রান্তি ও বিপদের দ্বারা আক্রান্ত হয় সে-সবের ভিতর দিয়া আমাদিগকে নির্বিঘ্নে লইয়া যায়, আমাদের অবিনাশী ও শাশ্বত পদের পরম শান্তি ও অধ্যাত্ম মুক্তির মধ্যে লইয়া যায়, পরাং শান্তিম্, স্থানম্ শাশ্বতম্।

---

* ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া ॥ ১৮।৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কারণ গীতা নিজ যোগের সকল নিয়ম ও ধর্ম এবং গভীরতম মর্ম দিবার পর, অধ্যাত্ম জ্ঞানের রূপান্তরকারী জ্যোতির দ্বারা মানুষের মনের নিকট যে-সকল প্রথম রহস্য প্রকট হয় তাহাদের উর্দ্ধে একটি আরও গভীরতর গুহ্যতর সত্য আছে ইহা বলিবার পর সহসা বলিয়া উঠিল, আরও একটি পরম বাক্য, পরমম্ বচঃ এবং সর্বগুহ্যতম সত্য এখনও বলিতে বাকী রহিয়াছে। এই গুহ্য হইতেও গুহ্য সত্যটি গুরু অর্জুনকে তাহার পরম শ্রেয়ের জন্য ব্যক্ত করিবেন, কারণ সে হইতেছে নির্বাচিত ও প্রিয়, ইষ্টোঽসি মে। কারণ ইহা সুস্পষ্ট যে, উপনিষদে যেমন বলা হইয়াছে, ভগবান তাঁহার নির্বাচিত যে মহাত্মার নিকট নিজের শরীরকেই প্রকট করেন কেবল তাঁহাকেই এই রহস্য ব্যক্ত করা যায়, কারণ কেবল তিনিই হৃদয়ে ও মনে ও প্রাণে ভগবানের এত নিকটবর্তী যে তিনি তাঁহার সকল সত্তায় ইহাতে যথার্থভাবে সাড়া দিতে পারেন এবং ইহাকে বাস্তব জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে পারেন। গীতার শেষ কথা, যে পরম বাক্যে শ্রেষ্ঠতম রহস্যটি প্রকাশ করিয়া গীতার শিক্ষা সমাপ্ত করা হইয়াছে, তাহা দুইটিমাত্র সংক্ষিপ্ত, সুস্পষ্ট, সরল শ্লোকে কথিত হইয়াছে, এবং তাহাদের আর কোন টীকা বা ব্যাখ্যা করা হয় নাই যেন তাহারা আপনা হইতেই মনের গভীরে প্রবেশ করে এবং অন্তরাত্মার প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে নিজেদের অর্থের পূর্ণতা প্রকট করে। কারণ দৃশ্যতঃ এত সামান্য ও সহজ এই কথাগুলি যে অসীম অর্থগৌরবে নিত্য পূর্ণ তাহা কেবলমাত্র এই আভ্যন্তরীণ সদা-প্রসারমান অনুভূতির দ্বারাই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতে পারে। আর এই কথাগুলি উচ্চারিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা অনুভব করি যে, এইটির জন্যই শিষ্যের অন্তরাত্মাকে এতক্ষণ ধরিয়া প্রস্তুত করা হইতেছিল, আর বাকী যাহা কিছু তাহা ছিল কেবল উদ্বুদ্ধ ও সমর্থ করিবার সাধনা ও শিক্ষা। ঈশ্বরের সেই গুহ্য হইতেও গুহ্য বাণীটি হইতেছে এই, "আমাতে মন দাও, আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্ত হও, আমার উদ্দেশে যজ্ঞ কর, আমাকে নমস্কার কর, তুমি আমাকে পাইবে, তোমার নিকট ইহা আমার প্রতিজ্ঞা ও প্রতিশ্রুতি, কারণ তুমি আমার প্রিয়। সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ লও। আমি তোমাকে সকল পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিব, শোক করিও না।"*

গীতা বরাবর যোগের একটি মহৎ এবং সুনির্দ্দিষ্ট সাধন-প্রণালী, একটি উদার ও সুস্পষ্ট দার্শনিক মত দিতে চাহিয়াছে, স্বভাব ও স্বধর্মের উপর জোর দিয়াছে, সাত্ত্বিক ধর্ম কেমন করিয়া আত্ম-অতিক্রমণের দ্বারা নিজেকে ছাড়াইয়া এই উচ্চতম গুণেরও সীমার উর্দ্ধে সমুন্নীত এবং পরম উদার অমৃতময় জীবনের মুক্ত অধ্যাত্ম ধর্মে লইয়া যায় তাহা দেখাইয়া দিয়াছে, সিদ্ধিলাভের বহু নিয়ম, সাধন, বিধি ও বিধান দিয়াছে, আর এখন সহসা যেন নিজেরই সেই কাঠামোটিকে ভাঙ্গিয়া দিয়া মানবাত্মাকে কহিল, "সকল ধর্ম পরিত্যাগ কর, কেবল ভগবানের নিকট, তোমার উর্দ্ধে, তোমার চতুষ্পার্শ্বে, তোমার মধ্যে যে ঈশ্বর রহিয়াছেন তাঁহার নিকট নিজেকে সমর্পণ কর, তোমার পক্ষে আর কিছুরই প্রয়োজন নাই, ঐটিই হইতেছে সত্যতম, মহত্তম পন্থা, ঐটিই হইতেছে প্রকৃত মুক্তি।" জগতের অধীশ্বর কুরুক্ষেত্রের দিব্য সারথিরূপে, দিব্য গুরুরূপে মানুষের নিকট ভগবান ও পুরুষ ও আত্মা সম্বন্ধে মহান সত্য সমূহ ব্যক্ত করিয়াছেন, বহুল বৈচিত্র্যময় জগতের স্বরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন, ভগবানের সহিত মানুষের মন ও প্রাণ ও হৃদয় ও ইন্দ্রিয়নিচয়ের সম্বন্ধ ব্যক্ত করিয়াছেন এবং যে সর্বজয়ী সাধনার দ্বারা মানুষ তাহার নিজ অধ্যাত্ম আত্ম-সংযম

---

* মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও প্রয়াসের ভিতর দিয়া মরজীবন হইতে অমৃতত্বের মধ্যে উঠিতে পারে, তাহার সীমাবদ্ধ মানসিক জীবন হইতে অনন্ত অধ্যাত্ম জীবনের মধ্যে উঠিতে পারে তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন। আর এখন মানুষের মধ্যে, সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা ও ভগবান রূপে তিনি তাহাকে বলিলেন, "পরিশেষে এই সব ব্যক্তিগত প্রয়াস ও আত্ম-সংযমের কোন প্রয়োজন হইবে না, নিয়ম ও ধর্মের সর্ববিধ অনুসরণ, সর্ববিধ গণ্ডীকে প্রতিবন্ধক ও ভার বলিয়া অবশেষে বর্জন করিতে পারিবে যদি তুমি আমার নিকট নিজকে সম্পূর্ণভাবে সমর্পণ করিতে পার, তোমার মধ্যে ও সর্বভূতের মধ্যে অবস্থিত আত্মা ও ভগবানের উপরেই নির্ভর করিতে পার। তোমার সমগ্র মনকে আমার দিকে ফিরাও, ইহাকে আমার চিন্তায় এবং আমার সান্নিধ্যের অনুভূতিতে পুর্ণ করিয়া তোল। তোমার সমগ্র হৃদয়কে আমার দিকে ফিরাও, তুমি যে-কোন কর্মই কর না কেন সবকে আমার প্রতি যজ্ঞ ও নিবেদনে পরিণত কর। তাহা করা হইলে তোমার জীবন ও অন্তরাত্মা ও কর্ম লইয়া আমাকে আমার ইচ্ছা সম্পাদন করিতে দাও; তোমার মন ও হৃদয় ও প্রাণ ও কার্য্যাবলী লইয়া আমি যাহাই করি না কেন তাহাতে তুমি ব্যথিত বা বিভ্রান্ত হইও না যদিও তাহা মানুষ নিজের সীমাবদ্ধ ইচ্ছা ও বুদ্ধিকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য নিজের উপর যে-সব নীতি ও ধর্ম আরোপ করে সে-সবের অনুযায়ী নহে বলিয়াই মনে হয়। আমার ধারা—সকল হইতেছে পূর্ণতম জ্ঞান ও শক্তি ও প্রেমের ধারা, তাহা সব জিনিষ জানে এবং সব জিনিষের এমন যোগাযোগ করে যেন পরিণামফলটি হয় সর্বাঙ্গসুন্দর, কারণ তাহা সর্বাঙ্গসম্পন্ন পূর্ণতার বহুল সূত্রগুলিকে শোধন করিতেছে, একত্র বয়ন করিতেছে। তোমার সহিত এখানে তোমার যুদ্ধরথে অবস্থিত আমিই তোমার ভিতরে ও বাহিরে জগতের অধীশ্বররূপে প্রকট হইয়াছি, আমি পুনরায় তোমাকে অমোঘ আশ্বাস, অব্যথ প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি তোমাকে সকল দুঃখ, সকল অশুভের ভিতর দিয়া আমার নিকটেই লইয়া আসিব। যত বাধা বা বিভ্রান্তিই আসুক না কেন, এ-বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকিও যে, আমি তোমাকে বিশ্বসত্তার মধ্যে এক পরিপূর্ণ দিব্য-জীবনে এবং বিশ্বাতীত পুরুষের মধ্যে এক অমৃতময় প্রতিষ্ঠায় লইয়া যাইতেছি।

সকল গভীর অধ্যাত্ম বিদ্যা যে গুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করে, যাহা বিভিন্ন শিক্ষায় প্রতিফলিত হয় এবং অন্তর্পুরুষের অভিজ্ঞতায় সমর্থিত হয়, গীতার পক্ষে সেইটি হইতেছে আমাদের মধ্যে লুক্কায়িত অধ্যাত্ম সত্তার তত্ত্ব, মন ও বাহ্য প্রকৃতি হইতেছে কেবল তাহার প্রকাশ বা রূপ। এইটি হইতেছে পুরুষের সহিত প্রকৃতির নিত্য সম্বন্ধের তত্ত্ব, যে অন্তর্য্যামী ভগবান হইতেছেন সকল জগতের অধীশ্বর এবং জগতের রূপ ও গতিসমূহের মধ্যে আমাদের নিকট অদৃশ্য রহিয়াছেন তাঁহার তত্ত্ব। বেদান্ত ও সাংখ্য ও যোগ নানা ভাবে এই সকল সত্যই শিক্ষা দিয়াছে, গীতার প্রথম অধ্যায়গুলিতে ইহাদেরই সমন্বয় করা হইয়াছে। আর তাহাদের সকল বাহ্যদৃষ্ট বিভিন্নতার মধ্যে তাহারা হইতেছে একই সত্য, আর যোগের সকল বিভিন্ন পন্থা হইতেছে অধ্যাত্ম অনুশীলনের বিভিন্ন সাধনা, তাহাদের দ্বারা আমাদের চঞ্চল মন ও অন্ধ প্রাণ প্রশান্ত হয়, এই বহির্মুখী অদ্বিতীয় একের দিকে ফিরিতে পারে, এবং আত্মা ও ভগবানের নিগূঢ় সত্য আমাদের নিকট এতই বাস্তব ও অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে যে আমরা হয় তাহাদের মধ্যে সজ্ঞানে বাস করিতে পারি অথবা অনন্তের মধ্যে আমদের স্বতন্ত্র সত্তাকে বিলুপ্ত করিয়া দিতে পারি, তখন আর মনের অজ্ঞান আদৌ আমাদিগকে অভিভূত করিতে পারে না।

গীতা যে গুহ্যতর তত্ত্বটি প্রকাশ করিয়াছে সেইটি হইতেছে দিব্য পুরুষোত্তমের গভীর সামঞ্জস্যকারী সত্য, তিনি একই সঙ্গে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা এবং পুরুষ, পরব্রহ্ম এবং একমাত্র, অন্তরতম, রহস্যময়, অনির্বচনীয় ভগবান। উহা চিন্তাকে আনিয়া দেয় চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য বিশালতর ও গভীরতর ভিত্তি, এবং অধ্যাত্ম অনুভূতিকে আনিয়া দেয় এক মহত্তর যোগ, তাহা পূর্ণতর ভাবে সমন্বয়কারী ও ব্যাপক। এই গভীরতর রহস্যটি হইতেছে পরা অধ্যাত্ম প্রকৃতি ও জীবের নিগূঢ় তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত, জীব হইতেছে সেই শাশ্বত এবং এই ব্যক্ত প্রকৃতি উভয়ত্র ভগবানের অংশ এবং তাঁহার অক্ষর আত্ম-প্রতিষ্ঠাতে তাঁহার সহিত অধ্যাত্ম সত্তায় এবং মূলতঃ এক। অধ্যাত্ম অনুভূতির গোড়ায় ইহসংসার ও বিশ্বাতীত সত্যের মধ্যে যে প্রভেদ করা হয় তাহাতে এই গভীরতর জ্ঞানটি ধরা পড়ে না, কারণ যিনি বিশ্বের অতীত সত্তা তিনিই আবার বাসুদেবঃ সর্বম্, সর্বজীবের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত ঈশ্বর, সর্বভূতের আত্মা, তিনি তাঁহার প্রকৃতিতে যে-সকল বস্তু অভিব্যক্ত করিয়াছেন সে-সবের তিনিই আদি, তিনিই পরম অর্থ। তিনি তাঁহার বিভূতি-সকলের মধ্যে প্রকট হইয়াছেন, তিনি সেই কালপুরুষ যাঁহার বশে জগতের সকল ক্রিয়া চলিতেছে, তিনি সকল জ্ঞানের সূর্য্য, জীবাত্মার প্রেমিক ও প্রিয় এবং সকল কর্ম ও যজ্ঞের অধীশ্বর। এই গভীরতর, সত্যতর, গুহ্যতর রহস্যের অন্তরতম অনুভবের ফল হইতেছে গীতার সমগ্র জ্ঞান, সমগ্র কর্ম, সমগ্র ভক্তির যোগ। ইহা হইতেছে একই সঙ্গে অধ্যাত্ম বিশ্বভাবের এবং মুক্ত ও সর্বাঙ্গসিদ্ধ অধ্যাত্ম ব্যক্তিত্বের উপলব্ধি, ইহা হইতেছে ভগবানের সহিত পূর্ণ ভাবে সংযুক্ত হওয়ার এবং তাঁহার মধ্যে সমগ্রভাবে বাস করার উপলব্ধি—তাহাই জীবের অমৃতত্বের আশ্রয় আবার সেই সঙ্গেই জগতে এবং শরীরে আমাদের মুক্ত কর্মের আধার ও শক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আর এখন বলা হইল পরম বাক্যটি, সর্বাপেক্ষা গুহ্য, গুহ্যতমম্—তাহা এই যে, পরমাত্মা ও ভগবান হইতেছেন সকল ধর্ম হইতে মুক্ত এক অসীম অনন্ত, আর যদিও তিনি নির্দ্দিষ্ট বিধান অনুযায়ী জগৎ পরিচালনা করেন এবং মানুষকে তাহার জ্ঞান ও অজ্ঞান, পাপ ও পুণ্য, ন্যায় ও অন্যায়, রাগ ও দ্বেষ ও উদাসীনতা, সুখ ও দুঃখ, হর্ষ ও শোক ও বৈরাগ্য—এই সব ধর্মের ভিতর দিয়া, তাহার দেহগত, প্রাণগত, বুদ্ধিগত, হৃদয়গত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রীতি, নীতি ও আদর্শের ভিতর দিয়া লইয়া চলিয়াছেন, তথাপি পরমাত্মা ও ভগবান হইতেছেন এই সবেরই বহু উর্দ্ধে, আর আমরাও যদি ধর্ম-সকলের উপর নির্ভরতা বর্জন করিয়া এই মুক্ত ও শাশ্বত পুরুষের নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারি, এবং যাহাতে আমরা পূর্ণতম ভাবে, অনন্যভাবে তাঁহার দিকে নিজদিগকে উন্মুক্ত রাখি শুধু সেই বিষয়ে যত্নবান হই এবং আমাদের অন্তরস্থ ভগবানের জ্যোতি ও শক্তি ও আনন্দের উপর নির্ভর করি, ভয়শূন্য ও শোক-শূন্য হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই পথনির্দেশ মানিয়া চলি, তাহা হইলে সেইটিই হইবে সত্যতম, মহত্তম মুক্তি এবং তাহাই লইয়া আসিবে আমাদের সত্তার ও প্রকৃতির পূর্ণতম ও অবশ্যম্ভাবী সিদ্ধি। যাহারা ভগবানের নির্বাচিত তাহাদিগকে এই পথই দেখান হয়, কেবল তাহা-দিগকে যাহারা তাঁহার প্রিয়তম, কারণ তাহারাই হইতেছে তাঁহার নিকটতম এবং তাহারাই তাঁহার সহিত এক হইতে সর্বাপেক্ষা সমর্থ এবং তাঁহারই ন্যায় প্রকৃতির উচ্চতম শক্তি ও ক্রিয়ায় স্বাধীনভাবে সম্মত ও সম্মিলিত হইয়া জীব-চৈতন্যে বিশ্ব-প্রসারী এবং অধ্যাত্ম সত্তায় বিশ্বাতীত হইতে সর্বাপেক্ষা অধিক সমর্থ।

কারণ অধ্যাত্ম অভিবিকাশে এমন এক সময় আসে যখন আমরা জ্ঞাত হই যে, আমাদের মধ্যে ও চতুর্দিকে যে মহত্তর সত্তা বিরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছে তাহারই নীরব ও নিগূঢ় প্রেরণার ফলে আমাদের মনে ও প্রাণে যে প্রতিক্রিয়ার উদ্ভব হয়, আমাদের সকল চেষ্টা ও কর্ম হইতেছে তাহাই। আমাদের উপলব্ধি হয় যে, আমাদের সকল যোগ, আমাদের অভীপ্সা ও প্রয়াস হইতেছে অপূর্ণ বা সঙ্কীর্ণ কারণ সে সবই মনের সংস্কার, দাবী, বদ্ধ ধারণা, পক্ষপাতিত্ব দ্বারা এবং বৃহত্তর সত্যের ভ্রান্ত বা অসম্পূর্ণ অর্থের দ্বারা বিকৃত হয়, অন্ততঃ সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। আমাদের ধারণা ও অভিজ্ঞতা ও প্রয়াস হইতেছে মহত্তম জিনিষের কেবল মানসিক প্রতিরূপ মাত্র, সে সমুদয় অধিকতর পূর্ণভাবে, সাক্ষাৎভাবে, মুক্তভাবে, উদারভাবে বিশ্বগত ও শাশ্বত ইচ্ছার সহিত অধিকতর সামঞ্জস্যে সম্পাদিত হইবে কেবল যদি আমরা পরমতম ও পূর্ণতম শক্তি ও প্রজ্ঞার হস্তে নিজদিগকে নির্বিরোধে অর্পণ করিয়া দিতে পারি। সেই শক্তি আমাদের হইতে পৃথক নহে, তাহা হইতেছে অন্য সকলের আত্মার সহিত এক আমাদের নিজেদেরই আত্মা এবং সেই সঙ্গেই তাহা বিশ্বাতীত সত্তা এবং বিশ্বগত পুরুষ। আমাদের সত্তা, আমাদের কর্ম এই মহত্তম সত্তার মধ্যে গৃহীত হইলে তখন আর তাহা এখন যেমন মনে হইতেছে এইরূপ মানসিক ভেদে ব্যষ্টিগত ভাবে আমাদের নিজেদের থাকিবে না। তাহা হইবে এক অনন্তের, এক অন্তরঙ্গ অনির্বচনীয় ভাগবত সত্তার বিরাট ক্রিয়া ; তাহা হইবে আমাদের মধ্যে এই গভীর বিশ্বগত আত্মা এবং এই বিশ্বাতীত পুরুষের নিত্য স্বতঃস্ফূর্ত রূপায়ণ ও অভিব্যক্তি। গীতার শিক্ষা হইতেছে এই যে, উহা সমগ্রভাবে হইতে পারে কেবল যদি কোন কিছু অবশেষ না রাখিয়া আত্ম-সমর্পণ করা হয় ; আমাদের যোগ, আমাদের জীবন, আমাদের আভ্যন্তরীণ সত্তার অবস্থা সবকেই এই জাগ্রত অনন্তের দ্বারা অবাধে নির্দ্ধারিত হইতে হইবে, এই ধর্ম্ম বা ঐ ধর্ম্ম বা অন্য কোন ধর্ম্মের দিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদের মনের আগ্রহের দ্বারা যেন তাহা পূর্ব হইতেই নির্দ্ধারিত না হয়। তখন যোগেশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং আমাদের যোগ গ্রহণ করিবেন, আমাদিগকে আমাদের পরমতম সিদ্ধিতে তুলিয়া লইবেন, তাহা কোন বাহ্য বা মানসিক আদর্শ বা সঙ্কীর্ণ বিধির সিদ্ধি নহে, পরন্তু তাহা বিশাল ও ব্যাপক, মনের নিকট অপরিমেয়। সে-সিদ্ধি এক সর্বদর্শী প্রজ্ঞা দ্বারা সমগ্র সত্যের অনুসরণে বিকশিত হইবে, প্রথমে অবশ্য তাহা হইবে আমাদের মানবীয় স্বভাবেরই সত্য, কিন্তু পরে এক মহত্তর জিনিষের সত্য, তাহাতে আমাদের স্বভাব রূপান্তরিত হইবে—সেই মহত্তর সত্য হইতেছে এক অপরিমেয়, অমর, মুক্ত ও সর্বরূপান্তরসাধক সত্তা ও শক্তি, তাহা ভাগবত ও অনন্ত প্রকৃতির জ্যোতি ও দীপ্তি।

সেই রূপান্তরের উপাদানরূপে সব কিছুকেই অর্পণ করিয়া দিতে হইবে। এক সর্বদর্শী চৈতন্য আমাদের জ্ঞানকেও লইবে, আমাদের অজ্ঞানকেও লইবে, আমাদের সত্যকেও লইবে, আমাদের ভ্রান্তিকেও লইবে, তাহাদের অসম্পূর্ণ রূপগুলি পরিহার করিবে, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার অনন্ত জ্যোতিতে রূপান্তরিত করিয়া লইবে। এক সর্বজয়ী শক্তি আমাদের পাপ পুণ্য, আমাদের সৎ অসৎ, আমাদের শক্তি এবং আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করিবে, তাহাদের জটিল রূপগুলি পরিহার করিবে, সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার লোকোত্তর শুচিতা ও সার্বভৌম শুভ ও অব্যর্থ শক্তিতে রূপান্তরিত করিবে। এক অনির্বচনীয় আনন্দ আমাদের ক্ষুদ্র সুখ দুঃখ, আমাদের দ্বন্দ্বসঙ্কুল হর্ষ ও ব্যথা গ্রহণ করিবে, তাহাদের অসঙ্গতি ও অপূর্ণ ছন্দসকল পরিহার করিবে, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য, এবং সবকে তাহার বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত অকল্পনীয় আনন্দে রূপান্তরিত করিবে। সমস্ত যোগ মিলিয়া যাহা কিছু করিতে পারে সে-সমুদয় এবং তাহা অপেক্ষাও অধিক সম্পাদিত হইবে, কিন্তু কোন মানবীয় গুরু, সাধু বা জ্ঞানী ব্যক্তি আমাদিগকে যাহা দিতে পারে তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপেক্ষা এক মহত্তর দৃষ্টিসম্পন্ন ধারায়, এক মহত্তর জ্ঞান ও সত্যের আলোকে তাহা সম্পাদিত হইবে। এই পরমতম যোগ আমাদিগকে যে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম অবস্থায় লইয়া যাইবে তাহা এখানকার সব কিছুরই উর্দ্ধে হইবে অথচ এখানকার এবং অন্য জগৎ-সকলের সকল জিনিষই তাহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু সবেরই হইবে অধ্যাত্ম রূপান্তর, কোন বাধা থাকিবে না, কোন বন্ধন থাকিবে না, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য। ভগবানের অনন্ত সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ নিজ স্থির নীরবতায় এবং উজ্জ্বল সীমাহীন ক্রিয়ায় সেখানে থাকিবে, সেইটিই হইবে তাহার মূলগত, ভিত্তিগত, সর্বগত উপাদান, রূপায়ণ ও স্বরূপ। অনন্তের সেই রূপায়ণের মধ্যে ভগবান প্রকটিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে বাস করিবেন, আর তাঁহার যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত থাকিবেন না, এবং তাঁহার যখন যেমন ইচ্ছা হইবে তিনি আমাদের মধ্যে অনন্তের যে-কোন আকার গড়িয়া তুলিবেন, তাঁহার স্বয়ংসিদ্ধ সঙ্কল্প ও অবিনশ্বর আনন্দ অনুসারে জ্ঞান, চিন্তা, প্রেম, অধ্যাত্ম আনন্দ, শক্তি ও কর্মের জ্যোতির্ময় রূপসমূহ সৃষ্টি করিবেন। আর মুক্ত আত্মা ও অবিকৃত প্রকৃতির উপর কোন বাধা বন্ধনের সৃষ্টি হইবে না, কোনও একটা নিম্নতন রূপায়ণে তাহা চির-বদ্ধ হইয়া পড়িবে না। কারণ সমগ্র ক্রিয়াটি আত্মার শক্তিতে দিব্য স্বাধীনতায় সম্পাদিত হইবে, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য। পরম আত্মায়, পরম ধামে বিচ্যুতিহীন নিবাসই হইবে সেই অধ্যাত্ম অবস্থার ভিত্তি এবং দৃঢ় প্রতিষ্ঠা। সিদ্ধিপ্রদ শক্তি হইবে বিশ্বসত্তা এবং সকল জীবের সহিত এমন অন্তরঙ্গ জ্ঞানময় একত্ব যাহা ভেদাত্মক মনের অশুভ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে অথচ সকল সত্য প্রভেদকে যথাযথ ভাবে স্বীকার করিয়া লইবে। এই পূর্ণাঙ্গ মুক্তির ফল হইবে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ এবং এখানে ভগবানের সহিত এবং ভগবান যাহা কিছু হইয়াছেন সে-সবের সহিত সনাতন জীবের একত্ব ও সুসঙ্গতি। আমাদের মানব-জীবনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে-সকল সমস্যার সমাধান খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, অর্জুনের সমস্যা হইতেছে যাহাদের একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, সে-সমুদয়ই সৃষ্ট হইয়াছে অজ্ঞানের মধ্যে আমাদের ভেদাত্মক ব্যক্তিত্বের দ্বারা। এই যোগ মানুষের আত্মাকে ভগবানের সহিত এবং বিশ্ব-জীবনের সহিত তাহার যথার্থ সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করে, আমাদের কর্ম হয় ভগবানের কর্ম, তাঁহারই জ্ঞান ও ইচ্ছা দ্বারা গঠিত ও প্ররোচিত, আমাদের জীবন হয় ভাগবত আত্ম-অভিব্যক্তির সুসঙ্গতি—সেই জন্যই ইহা হইতেছে ঐ সকল সমস্যার সম্পূর্ণ নিরসনের প্রকৃত পন্থা।

সমগ্র যোগটি প্রকাশ করা হইল, শিক্ষার পরম বাক্যটি কথিত হইল এবং ভগবৎ-নির্বাচিত মানব অর্জুন পুনরায় দিব্য কর্মটিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তবে আর তাঁহার অহংভাবপূর্ণ মন লইয়া নহে পরন্তু শ্রেষ্ঠতম আত্মজ্ঞান লইয়া। ভগবানের বিভূতি এখন মানবজীবনের মধ্যেই দিব্যজীবনের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তাঁহার সচেতন আত্মা মুক্তপুরুষের কর্মের জন্য প্রস্তুত হইল, মুক্তস্য কর্ম। মনের মোহ বিনষ্ট হইল, নিজ আত্মা ও নিজ সত্য সম্বন্ধে জীবের যে স্মৃতি আমাদের জীবনের ভ্রান্তিকর দৃশ্য ও রূপ-সকলের দ্বারা এযাবৎ প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা ফিরিয়া আসিল এবং সেই স্মৃতিই হইল তাঁহার সাধারণ চৈতন্য, সকল সংশয় ও বিভ্রান্তি বিদূরিত হইল, এখন তিনি ভগবদ্ আজ্ঞা পালন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন, আমাদের এবং আমাদের সত্তার ঈশ্বর, দেশ ও কালে প্রকট বিশ্ব-পুরুষ তাঁহাকে যে-কোন কর্মে নিযুক্ত করুন, তাঁহার উপর যে-কোন কর্মের ভার অর্পণ করুন তিনি এখন নিষ্ঠার সহিত ভগবানের জন্য, জগতের জন্য সেই কর্ম করিতে অগ্রসর হইতে পারেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতা-শিক্ষার সারমর্ম্ম

তাহা হইলে গীতার বাণীটি কি, ইহা যখন লিখিত হইয়াছিল তাহার পর বহু দীর্ঘ যুগ অতীত হইয়া গিয়াছে, মানুষের চিন্তার ও অভিজ্ঞতার বিপুল রূপান্তর ঘটিয়া গিয়াছে, আজিকার মানবীয় মনের পক্ষে ইহার ব্যবহারিক মূল্য কি? মানুষের মন সর্বদাই সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইতেছে। তাহার দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তিত করিতেছে, আর ঐ সকল পরিবর্তনের ফল হইতেছে এই যে, প্রাক্তন চিন্তাধারা-সকল অচল হইয়া পড়িতেছে, অথবা যখন তাহারা সংরক্ষিত হইতেছে তখনও তাহারা প্রসারিত, সংশোধিত হইতেছে এবং সূক্ষ্মভাবেই হউক আর প্রকাশ্যভাবেই হউক তাহাদের মূলের পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে। কোন প্রাচীন শিক্ষা স্বভাবতঃ এইরূপ পরিবর্তনের কতখানি উপযোগী তাহাতেই তাহার জীবনীশক্তির পরিচয়; কারণ তাহার অর্থ হয় এই যে, তাহার চিন্তার বাহ্যরূপে যতই অপূর্ণতা বা অনুপযোগিতা থাকুক না কেন, সারবস্তুর যে-সত্য, জীবন্ত দৃষ্টির ও উপলব্ধির যে-সত্য তাহার ভিত্তিস্বরূপ ছিল তাহা এখনও অক্ষত রহিয়াছে, স্থায়ী উপযোগিতা ও সার্থকতা বজায় রাখিয়াছে। গীতা-গ্রন্থখানি আশ্চর্যভাবে টিকিয়া আছে, ইহা যখন প্রথমে মহাভারতে প্রকাশিত হইয়াছিল অথবা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল প্রায় তখনকার ন্যায়ই ইহা এখনও তেমনিই অম্লান রহিয়াছে, ইহার প্রকৃত সার বস্তুতে তেমনিই নূতন রহিয়াছে, কারণ সকল সময়েই অনুভূতি উপলব্ধিদ্বারা ইহাকে নূতন করিয়া পাওয়া যায়। ভারতে যে-সকল মহান শাস্ত্র ধর্মবিষয়ে সর্বাপেক্ষা প্রামাণ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া পরিগণিত, গীতা এখনও তাহাদের মধ্যেই গণ্য হয় এবং প্রায় সকল ধর্মমত ও পথই ইহাকে সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে না পারিলেও গীতার শিক্ষাকে পরম মূল্যবান বলিয়া স্বীকার করে। ইহার প্রভাব যে শুধু দর্শন ও বিদ্যার অনুশীলনেই সীমাবদ্ধ তাহা নহে, চিন্তা ও কর্ম উভয় ক্ষেত্রেই ইহার প্রভাব সাক্ষাৎ ও জীবন্ত, একটা জাতির, একটা সভ্যতার পুনরুজ্জীবনে ইহার ভাবগুলি প্রবল গঠনশক্তিরূপে বাস্তবিক কার্য্য করিতেছে। একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্প্রতি এমন পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, আমাদের পক্ষে অধ্যাত্ম-জীবনের জন্য যাহা কিছু অধ্যাত্ম সত্য প্রয়োজন সে-সবই গীতার মধ্যে পাওয়া যাইবে। এই কথাটি বর্ণে বর্ণে গ্রহণ করিলে গীতা সম্বন্ধে অন্ধ বিশ্বাসকেই প্রশ্রয় দেওয়া হয়। তত্রাচ ইহা বলা যাইতে পারে যে, মূল সূত্রগুলির অধিকাংশই উহার মধ্যে রহিয়াছে, আর পরবর্তী অধ্যাত্ম উপলব্ধি ও আবিষ্কারের সকল অভিবিকাশের পরও আমরা উদার অনুপ্রেরণা ও পথ-নির্দেশের জন্য গীতাকেই অবলম্বন করিতে পারি। তাহা হইলে গীতার শিক্ষার, গীতার সত্যের এই যে প্রাণশক্তি ইহা কোথা হইতে আসিল ?

গীতার দর্শন ও যোগের প্রধান লক্ষ্য হইতেছে আভ্যন্তরীণ অধ্যাত্ম সত্যের পূর্ণতম ও সমগ্রতম উপলব্ধির সহিত মানবীয় জীবন ও কর্মের বাহ্য বাস্তবতার সামঞ্জস্য সাধন, এমন কি এক প্রকার ঐক্য সাধন—এই পরিকল্পনা লইয়াই গীতার আরম্ভ, মধ্য ও শেষ। এই দুইয়ের মধ্যে সাধারণতঃ একটা আপোষ করা হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা কখনই চরম এবং সন্তোষজনক সমাধান হইতে পারে না। আধ্যাত্মিকতাকে নৈতিক রূপও সাধারণতঃ দেওয়া হয় এবং সদাচারের নীতি হিসাবে ইহার মূল্য আছে ; কিন্তু উহা হইতেছে একটা মানসিক সমাধান, উহাতে আত্মার সমগ্র সত্যের সহিত জীবনের সমগ্র সত্যের পূর্ণ ব্যবহারিক সামঞ্জস্য হয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না, আর উহাতে যত সমস্যার সমাধান হয় তত নূতন সমস্যারও উদ্ভব হয়। বস্তুতঃ এইরূপ একটি সমাধান লইয়াই গীতার আরম্ভ; যে দ্বন্দ্ব হইতে উত্থিত একটি সমস্যা লইয়া গীতা-শিক্ষার সূত্রপাত হইয়াছে তাহার এক দিকে রহিয়াছে কর্মীর ধর্ম, ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, রাজপুত্র, যোদ্ধা ও নেতার ধর্ম, এক যুগসন্ধির প্রধান নায়কের ধর্ম, বাহ্য জগতের বাস্তব-জীবনের ক্ষেত্রে ন্যায় ও ধর্মের শক্তি-সকলের সহিত অন্যায় অধর্মের শক্তি-সকলের সংগ্রামে প্রধান নায়কের ধর্ম, তিনি বাধা দিবেন, যুদ্ধ করিবেন, ভীষণ বাহ্য সংগ্রাম ও বিরাট হত্যাকাণ্ডের ভিতর দিয়াও জগতে সত্য ও ন্যায় ও ধর্মের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবেন—তাঁহার প্রতি মানবজাতির ভাগ্যনির্ণয়ের এই মহান্ আহ্বান, আর অন্য দিকে রহিয়াছে নৈতিক বোধ, তাহা এই পন্থা ও কর্মকে পাপ বলিয়া নিন্দা করিতেছে, ব্যক্তিগত দুঃখ ও সামাজিক দ্বন্দ্ব, বিশৃঙ্খলা, বিক্ষোভরূপ মূল্য দিতে পশ্চাৎপদ হইতেছে এবং যুদ্ধ ও হিংসা হইতে নিবৃত্তিকেই একমাত্র পন্থা ও প্রকৃত নৈতিক ও ন্যায়সঙ্গত আচরণ বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। অধ্যাত্মভাবাপন্ন নৈতিকতা অধ্যাত্ম আচরণের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধিস্বরূপ অহিংসার উপর, অনিষ্ট না করা এবং হত্যা না করার উপরই জোর দেয়। যদি যুদ্ধ করিতেই হয় তাহা হইলে অধ্যাত্ম স্তরেই যুদ্ধ করিতে হইবে এবং তাহা করিতে হইবে কোন রকমের অপ্রতিরোধ বা অসহযোগের দ্বারা, আর যদি ইহার দ্বারা বাহ্য ক্ষেত্রে ফল না পাওয়া যায়, যদি অন্যায়ের শক্তি জয়লাভই করে তাহা হইলেও ব্যক্তিবিশেষ নিজের ধর্ম বজায় রাখিতে পারিবে এবং নিজ দৃষ্টান্তের দ্বারা উচ্চতম আদর্শটিকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবে। অন্যপক্ষে আধ্যাত্মিক অন্তর্মুখীনতার দাবী যদি আরও চরমে উঠে, সামাজিক কর্তব্য এবং অলঙ্ঘ্য নৈতিক আদর্শের এই দ্বন্দ্বকে ছাড়াইয়া যাইতে চায় তাহা হইলে তাহা বৈরাগ্যের দিকে ঝুঁকিতে পারে, জীবন ও তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মের আদর্শ ও নীতি-সকলকে দূরে রাখিয়া অন্য এক স্বর্গীয় অথবা বিশ্বাতীত অবস্থার দিকে নির্দেশ করিতে পারে, কেবল সেইখানেই মানুষের জন্ম ও জীবন ও মৃত্যুর বিভ্রান্তিকর অসারতা ও মিথ্যার উর্দ্ধে শুদ্ধ অধ্যাত্ম-জীবন সম্ভব হয়। গীতা ইহাদের প্রত্যেকটিকেই যথা-স্থানে গ্রহণ করিয়াছে, কারণ উহা সামাজিক কর্তব্য পালনের উপর জোর দিয়াছে, যে-মানুষকে সার্বজনীন কর্মে যোগদান করিতে হইবে তাহার পক্ষে ধর্ম অনুসরণ করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়াছে, উচ্চতম অধ্যাত্ম-নৈতিক আদর্শের অঙ্গ-স্বরূপ অহিংসাকে স্বীকার করিয়াছে এবং অধ্যাত্ম-মুক্তির পন্থা-স্বরূপ সন্ন্যাসের উপযোগিতা স্বীকার করিয়াছে। অথচ গীতা নিঃসঙ্কোচে এই সকল পরস্পর-বিরোধী আদর্শের উর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছে; বিপুল সাহসের সহিত সমস্ত জীবনকেই এক অদ্বিতীয় ভগবানের অর্থপূর্ণ অভিব্যক্তি বলিয়া তাহার সহিত আত্মার সামঞ্জস্য করিয়াছে, এবং অনন্তের সহিত যোগে, পরমতম আত্মার সহিত সামঞ্জস্যে, সিদ্ধতম ভগবানের অভিব্যক্তিরূপে যে পরিপূর্ণ অধ্যাত্ম-জীবন যাপন করা যায় তাহার সহিত পরিপূর্ণ মানবীয় কর্মের সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিয়াছে।

মানবজীবনের সকল সমস্যার উদ্ভব হইতেছে আমাদের সত্তার বহুলাঙ্গতা হইতে, ইহার মূল তত্ত্বের দুর্জ্ঞেয়তা হইতে, আর যে অন্তরতম শক্তি ইহার রূপ-সকল নির্দ্ধারণ করিতেছে, উহার উদ্দেশ্য ও পদ্ধতি-সমূহ নিয়ন্ত্রণ করিতেছে তাহার গুহ্যতা হইতে। যদি আমাদের সত্তা হইত একই উপাদানে গঠিত, শুধুই জড়গত প্রাণ বা শুধুই মন বা শুধুই আত্মা, এমন কি যদি ইহাদের একটিরই মধ্যে অন্যগুলি সম্পূর্ণভাবে কিম্বা প্রধানতঃ নিহিত থাকিত অথবা আমাদের অবচেতন বা অতিচেতন অংশে সম্পূর্ণ সুপ্ত থাকিত, তাহা হইলে আমাদিগকে কিছুতে আদৌ বিভ্রান্ত হইতে হইত না; জড় ও প্রাণের ধর্মই একান্ত প্রবল হইত অথবা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনের ধর্ম তাহার নিজ শুদ্ধ ও বিরোধশূন্য সত্তার নিকট সুস্পষ্ট হইত অথবা অধ্যাত্ম ধর্ম আত্মার নিকট স্ব-প্রতিষ্ঠ ও স্বতঃসিদ্ধ হইত। পশুরা কোন সমস্যার খবর রাখে না, শুদ্ধ মনের জগতের কোন মনোময় দেবতা কোন সমস্যাকেই আমল দিবে না অথবা বিশুদ্ধ মানসিক নীতির দ্বারাই সকল সমস্যার সমাধান করিয়া ফেলিবে কিম্বা বুদ্ধিগত সুসঙ্গতি পাইলেই তৃপ্ত হইবে। শুদ্ধ আত্মা এ-সকল সমস্যার ঊর্দ্ধে থাকিবে, অনন্তের মধ্যে আত্ম-তুষ্ট হইয়া থাকিবে। কিন্তু মানুষের জীবন হইতেছে তিন জিনিষের মিশ্রণ, উহা একই সঙ্গে ভৌতিক-প্রাণময়, মনোময় এবং আধ্যাত্মিক এক রহস্যপূর্ণ জিনিষ, আর মানুষ জানে না যে, এই সকল জিনিষের মধ্যে সত্যিকারের সম্বন্ধ কি, তাহার জীবনের এবং তাহার প্রকৃতির প্রকৃত সত্য কোন্‌টি, তাহার ভাগ্যের আকর্ষণ কোন্ দিকে, তাহার সিদ্ধির ক্ষেত্র কোথায়।

জড় এবং প্রাণ হইতেছে তাহার বাস্তব ভিত্তি, ঐটি লইয়াই সে আরম্ভ করে, ঐটির উপরেই তাহার প্রতিষ্ঠা, তাহাকে যদি আদৌ এই পৃথিবীতে এবং এই শরীরের মধ্যে টিকিয়া থাকিতে হয় তাহা হইলে তাহাকে উহার প্রয়োজন মিটাইতেই হইবে, উহার বিধান পালন করিতে হইবে। জড় ও প্রাণের ধর্ম হইতেছে উদ্বর্তনের নীতি, দ্বন্দ্বের নীতি, বাসনা ও পরিগ্রহের নীতি, শরীর, প্রাণ ও অহংয়ের আত্ম-প্রতিষ্ঠা ও তৃপ্তির নীতি। যত যুক্তি, যত নৈতিক আদশবাদ এবং চরম আধ্যাত্মিকতা মানুষের উচ্চতর বৃত্তিগুলির পক্ষে সম্ভব সে-সব দিয়াও আমাদের ভিত্তিস্বরূপ প্রাণ ও দেহের সত্য ও দাবীকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, মানবজাতি প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য প্রেরণায় যে উহাদের লক্ষ্য-সকল অনুসরণ করিতে, উহাদের প্রয়োজন সকল মিটাইতে চায়, অথবা উহাদের গুরুতর সমস্যাগুলিকে মানবীয় ভবিষ্যতের, মানবীয় আকিঞ্চন ও প্রচেষ্টার গুরুত্বপূণ ও বৈধ অংশ করিতে চায় তাহা নিবারণ করা যায় না। এমন কি যে-সব আধ্যাত্মিক ও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদর্শবাদমূলক সমাধান আর সব কিছুরই সমাধান করে, কেবল আমাদের বাস্তব মানবজীবনের আসন্ন প্রয়োজনীয় সমস্যাগুলির কোন সমাধান করিতে পারে না। মানুষের বুদ্ধি সে-সব সমাধানে তৃপ্তি না পাইয়া প্রায়ই তাহাদের প্রতি বিমুখ হয়, একান্তভাবে প্রাণ ও দেহের জীবনকেই গ্রহণ করে এবং যুক্তি অথবা সহজাত প্রেরণার অনুসরণে তাহারই যতদূর সম্ভব সাফল্য, স্বাচ্ছন্দ্য ও সুব্যবস্থিত পরিতৃপ্তি চায়। জীবনকে বরণ করিতে হইবে অথবা বুদ্ধি-অনুগত প্রাণ ও জড়দেহের সিদ্ধি-শক্তিলাভ করিতে হইবে—এইরূপ মতবাদই মানবজাতির সাধারণ-সম্মত ধর্ম হইয়া পড়ে, আর অন্য যাহা কিছু সে-সবই মিথ্যা আড়ম্বর বলিয়া অথবা একান্ত অপ্রধান বস্তু বলিয়া, সামান্য ও আপেক্ষিক ভাবে উপযোগী গৌণ বিষয় বলিয়া বিবেচিত হয়।

কিন্তু জড়দেহ ও প্রাণের দাবি যতই তীব্র হউক এবং তাহাদের প্রয়োজনীয়তা যতই বড় হউক তাহারাই মানুষের সব নহে, আর ইহাও সে পুরাপুরি মানিয়া লইতে পারে না যে, মন কেবল প্রাণ ও দেহের ভৃত্য মাত্র, তাহাকে যে নিজস্ব শুদ্ধ ভোগ কিছু দেওয়া হয় সেটা কেবল তাহার কাজের পুরস্কার স্বরূপ, অথবা ভাবিতে পারে না যে, মন কেবল প্রাণ-শক্তির প্রসারণ বা স্ফুরণ মাত্র, দৈহিক জীবনের তৃপ্তি সাধন করিবার পর উহা কেবল একটা আদর্শ-বিলাস মাত্র। দেহ ও প্রাণ অপেক্ষাও অনেক বেশী অন্তরঙ্গভাবে মনই হইতেছে মানুষ, আর এই মন যত বিকশিত হয় তত সে নিজের ধর্মানুযায়ী তৃপ্তি ও আত্ম-বিকাশের জন্য দেহ ও প্রাণকে একটা যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিতে চায়,—সে যন্ত্র অপরিহার্য্য অথচ প্রবল বাধা-স্বরূপ, নতুবা কোন সমস্যাই থাকিত না। মানুষের মন কেবলই প্রাণগত ও দেহগত বুদ্ধি নহে, তাহা হইতেছে যুক্তিশীল, রসাশ্রয়ী, নৈতিক, আত্মিক, ভাবাবেগময় ও কর্ম্মময় বুদ্ধি, এই সকল প্রবৃত্তির প্রতি ক্ষেত্রেই ইহার উর্দ্ধ্বতম ও বলবত্তম প্রকৃতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতেছে তাহাদের এমন কোনরূপ চরম বিকাশের জন্য তীব্র প্রয়াস করা যাহাকে প্রাণের কাঠামোর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে ধরা যায় না, যাহাকে এখানে রূপ দিয়া সম্পূর্ণভাবে সত্য করিয়া তোলা যায় না। মনের এই যে চরম আদর্শ আমাদের আকাঙ্ক্ষার বস্তু তাহা আংশিকভাবে উপলব্ধ প্রোজ্জ্বল বা জ্বলন্ত আদর্শরূপেই থাকিয়া যায়, মন সেটিকে অন্তরের মধ্যে বেশ প্রত্যক্ষ করিতে পারে, তাহার জন্য প্রযাস করিবার তাগিদ অন্তরের মধ্যে অনিবার্য্য করিতে পারে, এমন কি আংশিক ভাবে সেটিকে সিদ্ধ করিয়া তুলিতে পারে, কিন্তু জীবনের সকল বাস্তব অংশকে তাহার অনুযায়ী হইতে বাধ্য করিতে পারে না। এইরূপ একটি চরম আদশ হইতেছে বুদ্ধিগত সত্য ও যুক্তির অলঙ্ঘ্য নীতি, আমাদের তর্কবুদ্ধি ইহারই সন্ধান করে; আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে ন্যায় ও আচরণের অলঙ্ঘ্য নীতি, এইটি হইতেছে নৈতিক বোধের লক্ষ্য; আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে প্রেম, সহানুভূতি, করুণা, ঐক্যের অলঙ্ঘ্য নীতি, এইটি হইতেছে আমাদের হৃদয় ও অন্তঃপুরুষের আকাঙ্ক্ষার বস্তু ;আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের অলঙ্ঘ্য নীতি, রসগ্রাহী সত্তা ইহাতেই স্পন্দিত হয়; আর একটি চরম আদর্শ হইতেছে আভ্যন্তরীণ আত্ম-সংযম এবং জীবন-জয়ের অলঙ্ঘ্য নীতি, কর্ম্মময়ী ইচ্ছা-শক্তি ইহার জন্য প্রয়াস করে; এই সবই এক সঙ্গে রহিয়াছে, আমাদের প্রাণগত ও দেহগত মন যে স্বাধিকার, ভোগ ও নির্বিঘ্ন দৈহিক জীবনযাত্রাকেই চরম আদশ, অলঙ্ঘ্য নীতি বলিয়া ধরিয়া থাকে, পূর্বোক্ত আদশগুলি ইহার মধ্যে আসিয়া প্রতিষ্ঠার দাবী করিতেছে। মানুষের বুদ্ধি ইহাদের কোন একটিকেও পূর্ণভাবে সিদ্ধ করিতে পারে না, সবগুলিকে ত দূরের কথা, সেই হেতু উহা প্রতি ক্ষেত্রে নানা আদর্শ ও ধর্ম খাড়া করে, সত্য ও যুক্তির আদর্শ, ন্যায় ও সদাচারের আদর্শ, আনন্দ ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ, প্রেম, সহানুভূতি ও ঐক্যের আদর্শ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজয় ও সংযমের আদর্শ, আত্মরক্ষা ও স্বাধিকার ও প্রাণিক দক্ষতা ও ভোগের আদর্শ—এবং সেই সব দিয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিতে চায়। চরম সমুজ্জ্বল আদর্শগুলি বহু উর্দ্ধে আমাদের সামর্থ্যের অতীত থাকিয়া যায়, ক্বচিৎ কেহ যথাসাধ্য তাহাদের নিকটবর্তী হয়; জনসাধারণ কোন অপেক্ষাকৃত কম গৌরবময় প্রতিমান, কোন গতানুগতিক সুসাধ্য ও সীমাবদ্ধ নীতিই অনুসরণ করে। মানবজীবন মোটের উপর আদর্শটির আকর্ষণ অনুভব করে, অথচ উহাকে প্রত্যাখ্যান করে। প্রাণের আছে তাহার নিজস্ব একটি অস্পষ্ট অনন্ত সত্তা, তাহারই শক্তিতে সে সকল প্রতিষ্ঠিত মানসিক বা নৈতিক বিধিবিধানকে বাধা দেয়, তাহাদিগকে ক্ষয় করিয়া দেয়, বা ভাঙ্গিয়া দেয়। আর এইরূপই হইতে বাধ্য কারণ মন ও প্রাণ দুইটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও বিসদৃশ তত্ত্ব হইয়াও পরস্পরের সংস্পর্শে আসিয়া পরস্পরের উপর ক্রিয়া করে অথবা প্রাণের যে সমগ্র সত্য মন তাহার প্রকৃত সূত্রের সন্ধান জানে না। সে সূত্রের সন্ধান করিতে হইবে মহত্তর কোন বস্তুর মধ্যে, মানুষের মন ও নৈতিকতার উর্দ্ধে কোন অজ্ঞাত তত্ত্বের মধ্যে।

এইরূপ কোন একটি উর্দ্ধতন তত্ত্ব সম্বন্ধে মনের একটা অস্পষ্ট অনুভূতি আছে, মন তাহার বিভিন্ন চরম আদর্শ-সকলের অনুসরণ করিতে গিয়া প্রায়ই ইহার সংস্পর্শে আসিয়া পড়ে। সে এমন এক অবস্থা, এক শক্তি, এক প্রভাবের আভাস পায় যাহা তাহার সন্নিকট, তাহার অন্তরস্থিত ও অন্তরতম, অথচ তাহা অপেক্ষা অমিতভাবে মহত্তর এবং বিশেষভাবে তাহা হইতে দূরবর্তী ও তাহার উর্দ্ধে স্থিত; সে এমন একটি জিনিষ দেখিতে পায় যাহা তাহার নিজের পূর্ণতম আদর্শ-সকল অপেক্ষাও অধিকতর সারভূত, অধিকতর পূর্ণ, অন্তরতম, অনন্ত, অদ্বিতীয়, এবং সেইটিকেই আমরা ভগবান, আত্মা বা ব্রহ্ম বলিয়া অভিহিত করি। তখন মন এইটিকে জানিতে, ইহার মধ্যে প্রবেশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে, ইহাকে স্পর্শ করিতে এবং সমগ্রভাবে ধরিতে প্রয়াস করে, ইহার সন্নিকটবর্ত্তী হইতে অথবা ইহাই হইয়া উঠিতে প্রয়াস করে, সেই আশ্চর্য্যময় বস্তুর সহিত কোনরূপ ঐক্যে উপস্থিত হইতে অথবা তাহার সহিত সম্পূর্ণ একাত্মতায় সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বিলীন করিতে প্রয়াস করে। সমস্যা হইতেছে এই যে, মনের চরম আদর্শগুলি অপেক্ষাও এই আত্মা নিজ বিশুদ্ধ সত্তায় জীবনের বাস্তব পরিস্থিতিসকল হইতে অধিকতর দূরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়; মন তাহাকে নিজের ভাবে প্রকট করিতে পারে না, জীবন ও কর্ম্মের মধ্যে প্রকট করা ত দূরের কথা। সেই জন্যই আমরা দেখিতে পাই, চরম অধ্যাত্মবাদীগণ মানসিক সত্তাকে প্রত্যাখ্যান করেন, শারীরিক সত্তাকে ধিক্কৃত করেন, এবং প্রাণ ও মন লইয়া আমরা যাহা কিছু হইয়াছি সে-সবকে লয় করিয়া বিনিময়ে যে শুদ্ধ অধ্যাত্ম সত্তা লাভ করা যায়, নির্বাণ লাভ করা যায়, তাহারই জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন। এই সব গোঁড়া অধ্যাত্মবাদীর নিকট অধ্যাত্ম সাধনার আর সব কিছু হইতেছে মনকে প্রস্তুত করা অথবা একটা আপোষ করা, প্রাণ ও মনকে যতদূর সম্ভব অধ্যাত্মভাবাপন্ন করিয়া তোলা। আর কার্য্যতঃ যে সমস্যাটি মানুষের মনকে সর্বাপেক্ষা বেশী বিব্রত করে সেটি হইতেছে তাহার প্রাণ-সত্তার বিভিন্ন দাবী, তাহার জীবন ও আচরণ ও কর্ম্মের সমস্যা, সেইজন্য ঐরূপ প্রস্তুত হইয়া উঠিবার সাধনায় প্রধান লক্ষ্য হয় হৃদয়বৃত্তির দ্বারা সমর্থিত নৈতিক মনকে আধ্যাত্মভাবাপন্ন করিয়া তোলা,—অথবা উহা আধ্যাত্মিক শক্তি ও শুচিতা আনিয়া নৈতিক মনকে ও হৃদয়কে তাহাদের নিজ নিজ চরম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে সাহায্য করে, ন্যায় ও সত্য আচরণের নৈতিক আদর্শকে অথবা প্রেম ও সহানুভূতি ও ঐক্যের হৃদ্‌গত আদশকে জীবন যে মর্য্যাদা দেয় তাহা অপেক্ষা এক মহত্তর মর্য্যাদা আনিয়া দেয়। এই গুলিকে এক উচচতম অভিব্যক্তি দেওয়া যায়, তাহাদের এক প্রশস্ততম জ্ঞানময় ভিত্তি পাওয়া যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন বুদ্ধি ও সঙ্কল্প ইহাদের অন্তরতম সত্য রূপে আত্মার চরম একত্বকে স্বীকার করিয়া লয়, এবং সেইজন্য সকল জীবের মূলগত একত্বকে স্বীকার করিয়া লয়। এই রকমের আধ্যাত্মিকতাকে মানুষের সাধারণ মনের দাবীর সহিত কোনরূপে যুক্ত করা হয়, তাহা হিতকর সামাজিক কর্তব্য এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের প্রচলিত বিধিবিধানকে স্বীকার করিয়া লয়, বিশিষ্ট মতবাদ ও অনুষ্ঠান ও রূপকের সাহায্যে তাহাকে জনপ্রিয় করা হয়; এইরূপ আধ্যাত্মিকতা এই ভাবেই জগতের মহত্তর ধর্মগুলির বাহ্য তত্ত্ব হইয়াছে। এই সকল ধর্ম ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে সিদ্ধিপ্রদ হয়, এক উচ্চতর জ্যোতির আভাস আনিয়া দেয়, এক বৃহত্তর আধ্যাত্মিক বা অর্দ্ধ-আধ্যাত্মিক বিধানের প্রতিচ্ছায়া লইয়া আইসে, কিন্তু তাহা কখনও সম্পূর্ণভাবে সিদ্ধিপ্রদ হয় না, শেষ পর্য্যন্ত কোনরূপ একটা আপোষেই পরিণত হয়, এবং সেইরূপ আপোষ করিতে গিয়া জীবনের নিকট পরাজিত হয়। জীবনের সমস্যাগুলি থাকিয়াই যায়, এমন কি তীব্রতম রূপ লইয়া পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত হয়—কুরুক্ষেত্রের ঘোর সমস্যা ইহারই একটি দৃষ্টান্ত। আদর্শবাদী বুদ্ধি এবং নৈতিক মন সকল সময়েই আশা করে এই সমস্ত সমস্যা দূর করিয়া দিবে, তাহাদের নিজ অভীপ্সা হইতে উদ্ভূত কোন শুভ কৌশল আবিষ্কার করিবে এবং তাহাদের নির্বন্ধাতিশয়তার দ্বারা তাহাকে কার্য্যে পরিণত করিবে, তাহাই জীবনেরএই নিম্নতন অশুভ দিকটাকে বিনষ্ট করিয়া দিবে; কিন্তু এইটি থাকিয়াই যায়, বিদূরিত হয় না। অন্যপক্ষে অধ্যাত্মভাবাপন্ন বুদ্ধি ধর্মের ভিতর দিয়া পরকালে এক পরম সুখময় জীবনের আশা দেয় বটে, কিন্তু ইতিমধ্যে পার্থিব জীবনের অক্ষমতা সম্বন্ধে এক রকম নিশ্চিত হইয়া, জীব পৃথিবীতে পথ ভুলিয়া আসিয়া পড়িয়াছে, এখানে তাহার স্থান নহে এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া ঘোষণা করে যে, বস্তুতঃ পক্ষে এখানে এই দেহের জীবনে বা নর-মানবের সমষ্টিগত জীবনে নহে, পরন্তু ইহজগতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊর্দ্ধ্বে কোন অমর লোকেই স্বর্গ বা নির্বাণ রহিয়াছে, কেবল সেইখানেই প্রকৃত অধ্যাত্ম জীবন লাভ করা যাইতে পারে।

এইখানে গীতা ভগবান সম্বন্ধে, আত্মা সম্বন্ধে, ঈশ্বর ও জগৎ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যের এক নূতন পরিকল্পনা আনিয়া দিয়াছে। প্রাচীন উপনিষদ হইতে পরবর্তী দার্শনিক চিন্তা যে-সত্যের বিকাশ করিয়াছিল গীতা তাহাকে প্রসারিত করিয়াছে, নূতন রূপ দিয়াছে, এবং তাহার আলোকে জীবন ও কর্ম্মের সমস্যার সমাধান করিতে নিশ্চিত পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়াছে। গীতা যে সমাধান উপস্থিত করিয়াছে তাহাতে আধুনিক মানবের সম্মুখে সমস্যাটি যে-ভাবে উঠে তাহার সমগ্র মীমাংসা হয় না; গীতার শিক্ষা অপেক্ষাকৃত প্রাচীন মনের জন্য কথিত হইয়াছিল, অতএব সমষ্টিগত প্রগতির জন্য আধুনিক মনের যে প্রবল দাবী গীতায় তাহার কোন সমাধান করা হয় নাই; এখন এক মহত্তর বুদ্ধিগত ও নৈতিক আদর্শকে এবং সম্ভব হইলে এক জীবন্ত অধ্যাত্ম আদর্শকে সমষ্টিগত জীবনের মধ্যে মূর্ত করিয়া তুলিবার জন্য আধুনিক মানব-মন যে আন্দোলন করিতেছে গীতা তাহাতে কোন সাড়া দেয় নাই। গীতার আবেদন হইতেছে ব্যক্তির প্রতি, পূর্ণ অধ্যাত্মজীবন লাভ করিতে সমর্থ হইয়া উঠিয়াছে এমন ব্যক্তির প্রতি, পরন্তু মানবজাতির অবশিষ্ট অংশের জন্য গীতার ব্যবস্থা—ক্রমিক প্রগতি, নিষ্ঠার সহিত ক্রমবর্দ্ধমান বুদ্ধির আলোক ও নৈতিক প্রেরণা লইয়া এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিকতার দিকে অগ্রসর হইয়া নিজ নিজ স্বভাবের অনুসরণ করিলে ইহা সুসঙ্গত ভাবে সিদ্ধ হইবে। গীতার বাণী অন্যান্য ক্ষুদ্রতর সমাধানকেও স্পর্শ করিয়াছে, কিন্তু তাহাদিগকে যখন আংশিকভাবে গ্রহণও করা হইয়াছে তখনও তাহা করা হইয়াছে তাহাদের ঊর্দ্ধ্বে যে উচ্চতর ও অধিকতর সমগ্র রহস্য রহিয়াছে তাহা নির্দেশ করিবার জন্য—সেই গূঢ় সত্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার যোগ্যতা এখনও খুব কম লোকেই অর্জন করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে-বুদ্ধি প্রাণ ও দেহের জীবন অনুসরণ করিতে চায় তাহার প্রতি গীতার বাণী হইতেছে এই যে, সত্য বটে সকল জীবনই হইতেছে ব্যষ্টির মধ্যে বিশ্ব-শক্তির প্রকাশ, তাহা আত্মা হইতে সমুদ্ভূত, ভগবানের একটি স্ফুলিঙ্গ, কিন্তু বস্তুত তাহার মধ্যে আত্মার ও ভগবানের প্রকাশ হইতেছে আবরণকারী মায়া দ্বারা সমাচ্ছন্ন, আর শুধুই নীচের জীবন অনুসরণ করার অর্থ হইতেছে বিপথে বিচরণ করা এবং আমাদের প্রকৃতির তমোময় অজ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া, পরন্তু তাহাতে জীবনের সত্যিকারের সত্যকে এবং পরিপূর্ণ ধর্মকে আবিষ্কার করা হয় না। জীবনের স্পৃহা, ক্ষমতার স্পৃহা, বাসনার পরিতৃপ্তি, কেবল তেজ ও বিক্রমকেই গৌরব দেওয়া, অহংএর উপাসনা করা এবং ইহার দুর্বার স্বেচ্ছাচারী অর্জন-প্রবৃত্তি ও অক্লান্ত অহংমুখী বুদ্ধির উপাসনা করা—ইহা হইতেছে অসুরের ধর্ম, ইহা মানুষকে মহতী বিনষ্টির দিকেই লইয়া যায়। প্রাণ ও দেহের বশ মানবকে নিজের নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন শাস্ত্রের অনুসরণ করিতে হইবে, ধর্মগত, সমাজগত, আদর্শগত নীতির অনুসরণ করিতে হইবে, এইভাবে সে বিধিনিষেধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কাম উপভোগ করিয়া তাহার নীচের প্রকৃতিকে সংস্কৃত ও সংযত করিতে পারিবে, এবং তাহাকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের এক উচ্চতর ধর্মের সহিত নিখুঁতভাবে সুসঙ্গত করিতে পারিবে।

যে-বুদ্ধি যুক্তিগত, নীতিগত ও সামাজিক আদর্শের অনুসরণেই ব্যাপৃত, যে-বুদ্ধি প্রচলিত ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, সামাজিক কর্তব্য ও অনুষ্ঠানের দ্বারা অথবা বিমুক্ত বুদ্ধি যে-সব সমাধান দেয় সেই সবের দ্বারাই পরমার্থ লাভ করিতে চায় তাহার প্রতি গীতার বাণী হইতেছে,—এইটি যে এক অবস্থায় অতি প্রয়োজনীয় সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই, ধর্মকে পালন করিতে হইবে এবং যথাযথভাবে উহা পালিত হইলে উহা আন্তর সত্তাকে সমুন্নত করিতে পারে এবং অধ্যাত্ম জীবনকে প্রস্তুত করিতে ও সাহায্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে পারে, তথাপি এইটিই জীবনের সমগ্র ও চরম সত্য নহে। মানবীয় আত্মাকে উহা ছাড়াইয়া মানবের অধ্যাত্ম ও অমৃতময় প্রকৃতির এক পূর্ণতর ধর্মের মধ্যে উঠিতে হইবে। আর ইহা সাধিত হইতে পারে কেবল যদি আমরা নিম্নতন মনের অজ্ঞান সৃষ্টি-সকলকে এবং অহমাত্মক মিথ্যা ব্যক্তিত্বকে দমিত করি, বর্জন করি, বুদ্ধি ও সঙ্কল্পের ক্রিয়াকে নির্ব্যক্তিকভাবাপন্ন করি, সর্বভূতের মধ্যে যে এক আত্মা রহিয়াছে তাহার সহিত এক হইয়া বাস করি, অহংয়ের সকল গণ্ডীকে ভাঙ্গিয়া নির্ব্যক্তিক আত্মার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হই। মনকে ত্রিগুণাত্মিকা নীচের প্রকৃতির সীমাবদ্ধকারী প্রভাবের অধীনে চলিতে হয়, সে তাহার আদর্শ-সকল তমোগুণ কিম্বা রজোগুণ অথবা উচ্চতম অবস্থায় সত্ত্বগুণের অনুসরণে গঠন করে, কিন্তু মানবাত্মার ভবিতব্য হইতেছে এক দিব্য সিদ্ধি ও মুক্তি এবং তাহা কেবল আমাদের উর্দ্ধ্বতম আত্মার স্বাধীনতার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে, কেবল ইহার বিশাল নির্ব্যক্তিকতা ও সর্বব্যাপকতার ভিতর দিয়া মনের উর্দ্ধ্বে যাইয়া অপরিমেয়, সর্বধর্মের অতীত ভগবান ও পরম অনন্তের সমগ্র জ্যোতির মধ্যেই তাহা লাভ করা যাইতে পারে।

অনন্তের যে-সব চরম-পন্থী উপাসক নির্ব্যক্তিকতাকে চূড়ান্ত সীমায় লইয়া যায়, জীবন ও কর্মকে নির্মূল করিবার জন্য অসহিষ্ণু আবেগ পোষণ করে, অনির্বচনীয় পরমাত্মার শুদ্ধ নীরবতায় সকল ব্যষ্টিগত সত্তার লয় করার প্রয়াসকেই একমাত্র চরম লক্ষ্য ও আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করে তাহাদের প্রতি গীতার বাণী হইতেছে এই যে, অবশ্য এইটিও হইতেছে একটি পন্থা এবং অনন্তের মধ্যে প্রবেশের দ্বার, কিন্তু এইটি হইতেছে সর্বাপেক্ষা দুরূহ, উপদেশ বা দৃষ্টান্তের দ্বারা জগতের সম্মুখে নিষ্ক্রিয়তার আদর্শ ধরা বিপজ্জনক, এই পন্থা মহৎ হইলেও এইটিই শ্রেষ্ঠ পন্থা নহে, এই জ্ঞান সত্য হইলেও এইটি সমগ্র সত্য নহে। পরম সদ্বস্তু, সর্বচৈতন্যময় আত্মা, ভগবান, অনন্ত কেবল দূরবর্তী ও অনির্বচনীয় অধ্যাত্ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সত্তা নহেন, তিনি এইখানে এই বিশ্বমাঝেই বিরাজিত রহিয়াছেন মানুষের মধ্যে, দেবতার মধ্যে, সকল জীবের মধ্যে, যাহা কিছু আছে সকলের মধ্যে তিনি যুগপৎ প্রকট ও অপ্রকট। তাঁহাকে শুধু কোন অক্ষর নীরবতার মধ্যেই নহে পরন্তু জগতের মধ্যে, জগতের সকল জীবের মধ্যে, সকল আত্মা ও সকল প্রকৃতির মধ্যেই তাঁহাকে লাভ করিয়া, বুদ্ধি, হৃদয়, সঙ্কল্প, প্রাণের সকল ক্রিয়াকে উন্নীত করিয়া, তাঁহার সহিত সর্বাঙ্গীন ও সর্বোচ্চ যোগে যুক্ত করিয়াই মানুষ একই সঙ্গে আত্মা ও ভগবানের আন্তর রহস্যের এবং নিজ সক্রিয় মানবজীবনের বাহ্য সমস্যার সমাধান করিতে পারে। ভগবত্তুল্য হইয়া, ভগবানের সাধর্ম্যলাভ করিয়া সে যে পরম অধ্যাত্ম চৈতন্যের অনন্ত প্রসারতা উপভোগ করিতে পারে তাহা যেমন প্রেম ও জ্ঞানের ভিতর দিয়া তেমনিই সমান ভাবে কর্মের ভিতর দিয়া লব্ধ হয়। এইভাবে অমৃত ও মুক্ত হইয়া সেই উচ্চতম ভূমি হইতে সে তাহার মানবীয় কর্মে রত থাকিতে পারে এবং ইহাকে পরম ও সর্বতোমুখী দিব্য কর্মে পরিণত করিতে পারে—বস্তুতঃ সেইটিই হইতেছে ইহলোকে সকল কর্ম ও জীবনযাত্রা ও আত্মত্যাগের, সংসারের সকল প্রয়াসের চরম পরিণতি ও সার্থকতা।

এই উচ্চতম বাণী প্রথমতঃ হইতেছে তাঁহাদের জন্য যাঁহাদের ইহা অনুসরণ করিবার শক্তি আছে, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ মানব, যাঁহারা মহাত্মা, ভগবদ্‌-জ্ঞানী, ভগবদ্‌-কর্মী, ভগবদ্‌-প্রেমী, যাঁহারা ভগবানের মধ্যে এবং ভগবানের জন্য জীবন ধারণ করিতে এবং জগতে সানন্দে তাঁহার জন্য কর্ম করিতে পারেন—সে-কর্ম মানব-মনের অশান্ত অন্ধকার এবং অহং-এর মিথ্যা বন্ধন-সকলের উর্দ্ধে উন্নীত দিব্য কর্ম। সেই সঙ্গেই গীতা বলিয়াছে যে, ইচ্ছা করিলে সকল মানুষই, মানুষের মধ্যে যাহারা সর্বাপেক্ষা অধম ও পাপী তাহারাও এই যোগের পথে প্রবেশ করিতে পারে; এইখানেই আমরা একটি উদারতর আশ্বাসের ইঙ্গিত পাই, সেটিকে আমরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমষ্টিগত সিদ্ধির আশ্বাস বলিয়াও গ্রহণ করিতে পারি—কারণ যদি মানবের আশা থাকে তবে মানবজাতিরই বা আশা থকিবে না কেন? আর আত্মসমর্পণ যদি যথার্থ হয় এবং অন্তর্য্যামী ভগবানের উপর যদি একান্ত অহংশূন্য বিশ্বাস থাকে তাহা হইলে এই পথে সফলতা অবশ্যম্ভাবী। সুনিশ্চিত পরিবর্তনটি প্রয়োজন, অধ্যাত্মের উপর অটল বিশ্বাস চাই, ভগবানের মধ্যে বাস করিবার, আত্মায় তাঁহার সহিত এক হইবার এবং প্রকৃতিতে (এখানেও আমরা তাঁহার সত্তার অংশ, মমৈবাংশঃ) তাঁহার মহত্তর অধ্যাত্ম প্রকৃতির সহিত এক হইবার, আমাদের সত্তার সকল স্তরে ভগবান কর্তৃক অধিকৃত এবং ভগবত্তুল্য হইবার আন্তরিক ও অব্যভিচারী সঙ্কল্প চাই।

গীতা তাহার মতটির বিকাশ করিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে প্রকৃতির নিয়ন্তৃত্ব, বিশ্বলীলার অর্থ, মুক্ত পুরুষের চরম গতি প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন তুলিয়াছে—এই সব প্রশ্ন লইয়া অন্তহীন বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন শেষ মীমাংসা হয় নাই। এই প্রবন্ধমালায় সে-সব প্রশ্নের আলোচনায় বেশী দূর অগ্রসর হইবার আবশ্যকতা নাই, এখানে আমাদের উদ্দেশ্য হইতেছে গীতার সারশিক্ষার অনুসন্ধান করা এবং সেইটিকে সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা, আর মানবজাতির সনাতন অধ্যাত্ম চিন্তাধারায় ও জীবন্ত সাধনায় গীতার অবদান কি সেইটি দেখাইয়া দেওয়া। গীতার দৃষ্টিভঙ্গী, গীতার সিদ্ধান্তের সহিত আমাদের মতভেদ কোন-খানে, কোনখানে আমরা গীতার মতে সায় দিতে পারি না, এমন কি পরবর্তী অনুভূতি উপলব্ধির জোরে কোনখানে আমরা গীতার দার্শনিক মত বা গীতার যোগকেও ছাড়াইয়া যাইতে পারি—সে-সবের আলো-চনারও এখানে প্রয়োজন নাই। চির-সন্ধানী চির-আবিষ্কারক মানবকে তাহার বর্তমান পরিক্রমণে এবং তাহার আত্মার জ্যোতির্ময় শিখরে তাহার জীবনকে উন্নীত করিবার যে সম্ভাবনা রহিয়াছে সেই দুরূহতর ঊর্দ্ধ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভিযানে পথ দেখাইবার জন্য গীতা এখনও যে জীবন্ত বাণী বহন করিয়া আনিতেছে সেইটি বিবৃত করিয়াই এই গ্রন্থ সমাপ্ত করা যথেষ্ট হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গীতার বাণী

গীতার বাণীটি, গীতার দিব্যগুরুর কথাটি আমরা এইভাবে সংক্ষেপে বিবৃত করিতে পারি—"কর্মের রহস্য এবং সমস্ত জীবন ও জগতের রহস্য একই। জগৎ প্রকৃতির কেবল একটা যন্ত্রমাত্র নহে, এমন একটা নিয়মের চক্র নহে যাহার মধ্যে জীব ক্ষণিকের জন্য অথবা যুগ যুগান্তের জন্য বাঁধা পড়িয়াছে; ইহা হইতেছে অধ্যাত্মের নিরন্তর অভিব্যক্তি। জীবন শুধু জীবনের জন্যই নহে, পরন্তু ভগবানের জন্য, আর মানুষের জীবাত্মা হইতেছে ভগবানেরই সনাতন অংশ। কর্মের উদ্দেশ্য হইতেছে আত্ম-সন্ধান, আত্ম-পূর্তি, আত্ম-সংসিদ্ধি; বর্তমান মুহূর্তে বা ভবিষ্যতে কর্মের যে বাহ্য ও দৃশ্য ফল শুধু তাহার জন্যই কর্ম নহে। সকল জিনিষেরই একটি আভ্যন্তরীণ ধর্ম আছে, অর্থ আছে—তাহা অধ্যাত্ম সত্তার পরমা প্রকৃতি ও ব্যক্ত প্রকৃতি উভয়েরই উপর নির্ভর করে; কর্মের প্রকৃত সত্য রহিয়াছে সেইখানে, মন ও কর্মের বাহ্যরূপে সেটি কেবল গৌণভাবে, অপূর্ণভাবে এবং অজ্ঞানের দ্বারা প্রচ্ছন্ন হইয়া প্রতিফলিত হইতে পারে। অতএব কর্মের পরম নির্দোষ উদারতম নীতি হইতেছে তোমার নিজের সত্তার উচ্চতম ও অন্তরতম সত্যটি আবিষ্কার করা এবং সেই সত্যেই জীবন যাপন করা, পরন্তু কোন বাহ্যিক আদর্শ বা ধর্ম অনুসরণ করা নহে। যতক্ষণ না তাহা হইতেছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত সকল জীবন, সকল কর্ম ত্রুটিযুক্ত ও অসম্পূর্ণ থাকিবে, একটা দুরূহতা, একটা দ্বন্দ্ব, একটা সমস্যাস্বরূপ হইয়া থাকিবে। কেবল মাত্র তোমার প্রকৃত সত্তাকে আবিষ্কার করিয়া এবং তাহার প্রকৃত সত্য অনুসারে জীবন যাপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াই সমস্যাটি চূড়ান্তভাবে মীমাংসিত হইতে পারে, দুরূহতা ও দ্বন্দ্ব অতিক্রান্ত হইতে পারে এবং তোমার কর্মাবলী আবিষ্কৃত আত্ম ও অধ্যাত্ম সত্তার নির্বিঘ্ন প্রতিষ্ঠায় সর্বাঙ্গসিদ্ধ হইয়া প্রকৃত দিব্য কর্মে পরিণত হইতে পারে। অতএব তোমার আত্মাকে জান; তোমার প্রকৃত আত্মাকে ভগবান বলিয়া এবং অন্য সকলের আত্মার সহিত এক বলিয়া জান; তোমার ব্যষ্টিগত সত্তাকে, অন্তঃপুরুষকে ভগবানের অংশ বলিয়া জান। আর যাহা জান সেই জ্ঞানে জীবন যাপন কর; আত্মায় জীবন যাপন কর, তোমার পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে জীবন যাপন কর, ভগবানের সহিত যুক্ত ও ভগবত্তুল্য হও। প্রথমে তোমার সকল কর্ম যজ্ঞরূপে উৎসর্গ করিয়া দাও তাঁহাকে যিনি তোমার অভ্যন্তরে সর্বোত্তম ও এক-মেব সত্তা, যিনি জগতের মধ্যেও সর্বোত্তম ও একমেব সত্তা; অবশেষে তুমি যাহা কিছু এবং তুমি যাহা কিছু কর সে-সবকেই তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া দাও যেন পরম ও বিশ্বপুরুষ তোমার ভিতর দিয়া জগতে তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার কর্ম সম্পন্ন করেন। তোমার সমস্যার এই সমাধানই আমি দিতেছি এবং তুমি দেখিবে যে ইহা ভিন্ন আর অন্য কোন সমাধানই নাই।

যে মূলগত বিরোধ লইয়া ভারতের সকল শিক্ষার ন্যায় গীতারও আরম্ভ সেই সম্বন্ধে গীতার মতটি এখানে বিবৃত করা আবশ্যক। এই যে সত্য আত্মার সন্ধান লাভ, আমাদের মধ্যে ও সকলের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ ইহা সহজ জিনিষ নহে; আর এই জ্ঞান যদিও বা মনের দ্বারা দেখা যায়, ইহাকে আমাদের চৈতন্যের উপাদানে পরিণত করা, আমাদের কর্মের সমগ্র ভিত্তি করাও সহজ নহে। সকল কর্মই নির্দ্ধারিত হয় আমাদের সত্তার কার্য্যকরী অবস্থা দ্বারা, আর আমাদের সত্তার কার্য্যকরী অবস্থা নির্দ্ধারিত হয় আমাদের নিত্য আত্মদর্শী সঙ্কল্প ও সক্রিয় চৈতন্যের অবস্থা দ্বারা এবং তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মশীলতার ভিত্তি দ্বারা। আমরা নিজেরা কি, জগতের সহিত আমাদের সম্বন্ধ সমূহের অর্থ কি তাহা আমরা আমাদের সমগ্র সক্রিয় চৈতন্য লইয়া যে-ভাবে দেখি ও বিশ্বাস করি, আমাদের শ্রদ্ধা যেরূপ হয় তাহাই আমাদের স্বরূপ গঠিত করিয়া দেয়। কিন্তু মানুষের চৈতন্য হইতেছে দ্বিবিধ এবং জগতের দ্বিবিধ সত্যের সহিত তাহার সামঞ্জস্য আছে; এক হইতেছে আভ্যন্তরীণ সত্তার সত্য এবং অপরটি হইতেছে বাহ্য দৃশ্যের সত্য। এই উভয় সত্যের যেটির মধ্যে মানুষ বাস করে তদনুসারে সে হয় মানবীয় অজ্ঞানের মধ্যে অধিবাসী মনোময় সত্তা অথবা দিব্যজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত অধ্যাত্ম সত্তা।

বাহ্যতঃ দেখিলে মনে হয় যে, জগতের সত্য হইতেছে কেবল মাত্র তাহাই যাহাকে আমরা প্রকৃতি বলি; উহা সেই শক্তি যাহা সত্তার সমগ্র ধারা ও যন্ত্ররূপে কার্য্য করে, আমাদের মন ও ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত এই সমগ্র জগৎকে সৃষ্টি করে, আবার জীব যে বাহ্য জগতে বাস করে তাহার সহিত জীবের সম্বন্ধ স্থাপনের উপায়রূপে মন এবং ইন্দ্রিয়গণকেও সৃষ্টি করে। এই বাহ্য দৃশ্যে মানুষ তাহার আত্মা, তাহার মন, তাহার প্রাণ, তাহার শরীর লইয়া মনে হয় যেন প্রকৃতিরই সৃষ্টি, শরীর, প্রাণ এবং মনের ভেদের দ্বারা, বিশেষতঃ তাহার অহংবোধের দ্বারা সে অন্যান্য মানব হইতে ভিন্ন—এই অহংবোধ হইতেছে একটি সূক্ষ্ম যন্ত্র, মানুষের জন্য প্রকৃতি এইটি গঠন করিয়া দিয়াছে যেন সে এই সব প্রবল পার্থক্য ও বিভেদের চেতনাকে দৃঢ় ও কেন্দ্রীভূত করিতে পারে। মানুষের মধ্যে যাহা কিছু আছে, তাহার মনোময় সত্তা এবং ইহার কর্ম্ম, তাহার প্রাণ ও শরীরের ক্রিয়া এ-সবই যে তাহার নিজ প্রকৃতির ধর্ম্মের দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়, ইহার বাহিরে যাইতে পারে না, অন্যভাবে কার্য্য করিতে পারে না তাহা খুবই সুস্পষ্ট। অবশ্য সে মনে করে যে, তাহার ব্যক্তিগত ইচ্ছার, তাহার অহংয়ের ইচ্ছার কতকটা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বাধীনতা আছেই ; কিন্তু বস্তুতঃ ঐ স্বাধীনতার মূল্য বিশেষ কিছুই নহে, কারণ তাহার অহং হইতেছে কেবল একটা অনুভূতি যাহার বশে সে প্রকৃতি তাহাকে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছে সেইটির সহিত নিজেকে এক করিয়া দেখে, প্রকৃতি যে পরিবর্তনশীল মন, প্রাণ ও দেহ রচনা করিয়াছে তাহাদের সহিত নিজকে এক করিয়া দেখে। তাহার অহং-টিও প্রকৃতির কর্মধারা হইতে উৎপন্ন, আর তাহার অহংয়ের স্বরূপ যেমন, অহংয়ের ইচ্ছার স্বরূপও সেই প্রকার হইবে এবং তদনুযায়ী সে কর্ম করিতে বাধ্য, অন্য কিছু সে করিতে পারে না।

তাহা হইলে মানুষের নিজ সম্বন্ধে এইটি হইতেছে সাধারণ চেতনা, তাহার আপন সত্তা সম্বন্ধে এইটিই হইতেছে তাহার শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস যে, সে প্রকৃতির সৃষ্ট একটি জীব; সে পৃথক অহং, অপরের সহিত এবং জগতের সহিত সে যে-কোন সম্বন্ধ স্থাপন করে, নিজের যে-কোন বিকাশ সাধন করে, তাহার যে-কোন সঙ্কল্প, বাসনা, মানসিক পরিকল্পনা প্রকৃতির গণ্ডীর মধ্যে সম্ভব এবং তাহার জীবনে প্রকৃতির যে উদ্দেশ্য বা ধারা তাহার অনুগত সে-সবকে সে চরিতার্থ করে।

তবে মানুষের চৈতন্যের মধ্যে এমন একটা জিনিষ রহিয়াছে যাহা এই সূত্রের কঠিন নিগড়ে বাঁধা পড়ে না ; জগতের অন্য এক তত্ত্বের উপর, এক আভ্যন্তরীণ তত্ত্বের উপর তাহার শ্রদ্ধা আসে, তাহার অন্তরাত্মার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেই শ্রদ্ধাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই আভ্যন্তরীণ তত্ত্বে জগতের সত্য আর প্রকৃতি নহে, আত্মা—প্রকৃতি অপেক্ষা পুরুষই অধিকতর সত্য। প্রকৃতি নিজেই আত্মার শক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে, প্রকৃতি হইতেছে পুরুষের শক্তি। আত্মা, পুরুষ, সর্বভূতের মধ্যে এক অদ্বিতীয় সত্তাই হইতেছে জগতের ঈশ্বর, জগৎ তাহারই কেবল আংশিক অভিব্যক্তি। সেই পুরুষই হইতেছে প্রকৃতির এবং তাহার কর্মের ধারক এবং অনুমন্তা, পুরুষের অনুমতির কল্যাণেই প্রকৃতির নিয়ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয় অলঙ্ঘনীয়, তাহার শক্তি ও শক্তির ধারাসকল হয় কার্য্যকরী। প্রকৃতির অন্তঃস্থিত সেই পুরুষই হইতেছেন জ্ঞাতা, ক্ষেত্রজ্ঞ, তিনিই প্রকৃতিকে আলোকিত করেন এবং আমাদের মধ্যে তাহাকে সচেতন করেন, তাঁহারই অনুস্যূত ও অতিচেতন ইচ্ছা প্রকৃতির কর্মাবলীকে অনুপ্রাণিত করে, চালিত করে। মানুষের অন্তরাত্মা এই ভাগবত সত্তার অংশ এবং উহারই স্বভাবযুক্ত। আমাদের প্রকৃতি হইতেছে আমাদের অন্তরাত্মার অভিব্যক্তি, তাহারই অনুমতি অনুযায়ী কর্ম করে, নিজ গতি ও রূপ ও পরিবর্তনসকলের ভিতর দিয়া অন্তরাত্মার নিগূঢ় আত্মজ্ঞান, আত্মচেতনা ও জীবন-সঙ্কল্পকে স্থূলে প্রকট করে।

আমাদের প্রকৃত সত্তা ও আত্মা আমাদের বুদ্ধির নিকট লুক্কায়িত কারণ সে-বুদ্ধি আভ্যন্তরীণ বস্তুসকল সম্বন্ধে অজ্ঞান, দেহ প্রাণ মনকেই আত্মা বলিয়া ভ্রম করে, আমাদের এই সকল বাহ্য যন্ত্রেই অভিনিবিষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যদি মানুষের সক্রিয় সত্তা নিজ প্রাকৃত যন্ত্রসকলের সহিত একাত্মবুদ্ধি প্রত্যাহার করিতে পারে এবং নিজ আভ্যন্তরীণ সদ্‌বস্তুকে দেখিতে পায়, তাহার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস লইয়া জীবন যাপন করিতে পারে তাহা হইলে তাহার নিকট সবই পরিবর্তিত হইয়া যায়, জীবন ও জগৎ এক নূতন রূপ লইয়া দেখা দেয়, কর্মও এক অন্য অর্থ ও স্বরূপ প্রাপ্ত হয়। তখন আমাদের সত্তা আর প্রকৃতির এই ক্ষুদ্র অহংময় সৃষ্টি থাকে না পরন্তু এক ভাগবত অবিনাশী অধ্যাত্ম শক্তির বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়। আমাদের চেতনা আর সীমাবদ্ধ ও পদে পদে বাধাপ্রাপ্ত মনোময় ও প্রাণময় জীবের চেতনা থাকে না, পরন্তু তাহা অনন্ত ভাগবত অধ্যাত্ম চেতনা হইয়া উঠে। আর আমাদের সঙ্কল্প ও কর্মও আর এই সীমাবদ্ধ ব্যক্তিরূপ ও ইহার অহংয়ের থাকে না, পরন্তু তাহা হইয়া উঠে ভাগবত ও অধ্যাত্ম সঙ্কল্প ও কর্ম, মানবরূপের ভিতর দিয়া অবাধে ক্রিয়মান বিশ্বাত্মক পরম সর্বময় অধ্যাত্ম সত্তার সঙ্কল্প ও শক্তি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানবরূপী ভগবান অবতার দিব্যগুরুর বাণী—"এই মহান পরিবর্তন ও রূপান্তরের জন্য আমি প্রকৃত অধিকারীদিগকে আহ্বান করিতেছি, আর সেই সকল লোকই অধিকারী যাহারা প্রাকৃত যন্ত্রসকলের অজ্ঞান হইতে তাহাদের সঙ্কল্পকে সরাইয়া লইতে পারে, অন্তঃপুরুষের গভীরতম অনুভবের দিকে, আত্মা ও অধ্যাত্ম সত্তা সম্বন্ধে তাহার জ্ঞানের দিকে, ভগবানের সহিত তাহার সংস্পর্শের দিকে, ভগবানের মধ্যে প্রবেশ করিবার তাহাদের শক্তির দিকে তাহার সঙ্কল্পকে ফিরাইতে পারে। অবশ্য মানবীয় বুদ্ধির পক্ষে এই পন্থা গ্রহণ করা কঠিন, কারণ তাহা সর্বদা নিজের অজ্ঞানজাত খোঁয়াটে রচনা ও অর্দ্ধ আলোকে আসক্ত এবং মানবীয় মন, প্রাণ, শরীরের অন্ধতর অভ্যাস-সকলে আসক্ত; কিন্তু একবার গ্রহণ করিতে পারিলে এইটিই হইতেছে মহান সুনিশ্চিত শ্রেয়স্কর পন্থা, কারণ এইটি হইতেছে মানুষের সত্তার প্রকৃত সত্যের সহিত এক এবং তাহার অন্তরতম ও পরমতম প্রকৃতির যথার্থ নিজস্ব প্রেরণা।

"কিন্তু এই পরিবর্তনটি হইতেছে অতিশয় মহান, এক বিরাট রূপান্তর, তোমার সমগ্র সত্তা ও প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও ধর্মান্তর ব্যতীত ইহা সম্পন্ন হইতে পারে না। তোমার সত্তা, তোমার প্রকৃতি, তোমার জীবন সম্পূর্ণভাবে নিবেদন করিয়া দিতে হইবে উর্দ্ধতমের নিকটে, উর্দ্ধতম ব্যতীত অন্য কাহারও নিকটে নহে; কারণ সব কিছুকেই রাখিতে হইবে কেবল উর্দ্ধতমের জন্য, যাহা কিছু গ্রহণ করিতে হইবে, ভগবানের মধ্যে তাহা যে-ভাবে আছে, ভগবানেরই একটি রূপ হিসাবে, ভগবানেরই নিমিত্ত গ্রহণ করিতে হইবে। এক নূতন সত্যকে স্বীকার করিতে হইবে, আপন ও পর সম্বন্ধে, জগৎ ও ভগবান সম্বন্ধে, পুরুষ ও প্রকৃতি সম্বন্ধে এক নূতন জ্ঞানের দিকে, একত্বের জ্ঞানের দিকে, বিশ্বাত্মক ভাগবত সত্তার জ্ঞানের দিকে তোমার মনকে সম্পূর্ণভাবে ফিরাইতে হইবে, নিবিষ্ট করিতে হইবে, প্রথমে সে-জ্ঞান বুদ্ধি দ্বারাই গৃহীত হইবে, পরন্তু শেষ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পর্য্যন্ত তাহাকে হইতে হইবে আত্মার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি, আত্মার চৈতন্য ও স্থায়ী অবস্থা এবং তাহার ক্রিয়াবলীর আধার।

"এমন সঙ্কল্প প্রয়োজন যাহাতে এই নূতন জ্ঞান, দৃষ্টি, চেতনাই হয় কর্ম্মের হেতু এবং একমাত্র হেতু। আর উহা যে কর্ম্মের হেতু হইবে তাহা যেন কুণ্ঠিত, গণ্ডীবদ্ধ কর্ম না হয়, স্বাভাবিক প্রয়োজনের কয়েকটি মাত্র প্রক্রিয়া না হয় অথবা যে কয়েকটি ক্রিয়া আনুষ্ঠানিক সিদ্ধিলাভের সহায় বলিয়া মনে হয়, ধর্মভাবের অনুকূল বা ব্যক্তিগত মুক্তিলাভের উপযোগী মনে হয় কেবল সেইগুলিই নহে, পরন্তু মানব-জীবনের সকল কর্মকেই সমতার সহিত গ্রহণ করিতে হইবে এবং ভগবদর্থে ও সর্বভূতের হিতার্থে সম্পাদন করিতে হইবে। হৃদয়কে পরমতমের দিকে অনন্য আস্পৃহায়, ভগবানের অনন্য প্রেমে, অনন্য ভগবদ্-ভক্তিতে সমুন্নীত করিতে হইবে। সেই সঙ্গেই চাই প্রশান্ত ও প্রবুদ্ধ হৃদয়ের প্রসারণ যাহা সর্বভূতের মধ্যে ভগবানকে আলিঙ্গন করিবে। মানুষ এখন যেমন রহিয়াছে তাহার সেই অভ্যাস-গত সাধারণ প্রকৃতিকে পরিবর্তিত করিয়া এক পরম ও দিব্য অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে পরিণত করিতে হইবে। এক কথায় চাই এমন যোগ-সাধনা যাহা হইবে একই সঙ্গে পূর্ণ জ্ঞানের যোগ, পর্ণ সঙ্কল্প ও কর্মের যোগ, পূর্ণ প্রেম, উপাসনা ও ভক্তির যোগ এবং সকল অংশ, অবস্থা, শক্তি ও গতি সহ সমগ্র সত্তার পূর্ণ অধ্যাত্ম সিদ্ধির যোগ।

"এই যে-জ্ঞানকে বুদ্ধির দ্বারা স্বীকার করিতে হইবে, অন্তরাত্মার শ্রদ্ধার দ্বারা সমর্থন করিতে হইবে, এবং মন, হৃদয় ও প্রাণে বাস্তব ও জীবন্ত করিয়া তুলিতে হইবে, ইহা হইতেছে পরম পুরুষ ও পরমাত্মাকে তাঁহার ঐক্যে এবং তাঁহার সমগ্রতায় জানা। ইহা হইতেছে সেই একমেবাদ্বিতীয়ম্‌কে জানা যিনি শাশ্বত, যিনি কাল ও দেশ ও নাম ও রূপ ও প্রপঞ্চের অতীত, যিনি নিজের ব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিক উভয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদেরই বহু উর্দ্ধে অথচ যাহা হইতে এই সব কিছু প্রবর্তিত হইয়াছে—এই সব যাঁহাকে বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতি ও তাহার অসংখ্য রূপের মধ্যে প্রকট করিতেছে। ইহা হইতেছে তাঁহাকে নির্ব্যক্তিক শাশ্বত অক্ষর সত্তা বলিয়া জানা, এই শান্ত ও সীমাহীন বস্তুকেই আমরা আত্মা বলিয়া অভিহিত করি, ইহা অনন্ত, সম এবং সর্বদা একই ভাবে অবস্থিত, এই সব নিরন্তর পরিবর্তনের মধ্যে, এইসব বহুল ব্যক্তিক সত্তা, অধ্যাত্ম সত্তা, প্রাকৃত সত্তার মধ্যে, এই অনিত্য ও আপাতদৃশ্য জগতের বহু রূপ ও শক্তি ও ঘটনাপরম্পরার মধ্যে সেই আত্মা রহিয়াছে চির অবিকৃত ও অপরিবর্তনীয়। সেই সঙ্গেই আবার এই জ্ঞান হইতেছে তাঁহাকে ক্ষর পুরুষ বলিয়া জানা, মনে হয় প্রকৃতির মধ্যে তিনি নিত্য পরিবর্তনশীল, তিনি প্রকৃতি-স্থ পুরুষ, প্রত্যেক রূপে নিজেকে রূপায়িত করিতেছেন, তাঁহার শক্তির প্রত্যেক ক্রম, প্রত্যেক মাত্রা এবং প্রত্যেক ক্রিয়া অনুযায়ী নিজকে পরিবর্তিত করিতেছেন, তিনি যাহা কিছু আছে সে-সব অপেক্ষা চিরকাল অনন্তগুণে অধিক হইয়াও নিজেই সেই সব হইতেছেন, মানুষের মধ্যে, জন্তুর মধ্যে, বস্তুর মধ্যে বাস করিতেছেন, তিনি বিষয়ী ও বিষয়, অন্তরাত্মা ও মন ও প্রাণ ও দেহ, তিনিই প্রত্যেক সত্ত্ব, প্রত্যেক শক্তি এবং প্রত্যেক জীব।

"সত্যের কোন একটিমাত্র দিকের উপরই ঝোঁক দিলে তুমি এই যোগ অভ্যাস করিতে পারিবে না। যে-ভগবানকে তুমি লাভ করিতে চাও, যে-আত্মাকে তুমি আবিষ্কার করিতে চাও, তোমার জীবাত্মা যে পরমপুরুষের অংশ তিনি একই সঙ্গে এই সব কিছু হইয়াছেন; এক পরম ঐক্যে এই সবকে যুগপৎ জানিতে হইবে, একই সঙ্গে সকলের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইবে, সকল অবস্থায়, সকল বস্তুর মধ্যে একমাত্র তাঁহাকেই দেখিতে হইবে। তিনি যদি কেবল প্রকৃতি-স্থ ক্ষর পুরুষই হইতেন তাহা হইলে থাকিত শুধু চিরন্তন ও বিশ্বব্যাপী সংভূতি,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

becoming. যদি তুমি তোমার শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে ঐ একটি দিকেই নিবদ্ধ কর তাহা হইলে তুমি কখনই তোমার ব্যক্তি-রূপ ও ইহার চির-পরিবর্তনশীল আকার-সকলের উর্দ্ধে যাইতে পারিবে না, এইরূপ প্রতিষ্ঠায় তুমি সম্পূর্ণ ভাবে প্রকৃতির আবর্তনের মধ্যে আবদ্ধ হইয়া থাকিবে। কিন্তু তুমি শুধুই কালস্রোতে চৈতন্যের ক্ষণপরম্পরা (soul moments) নহ। তোমার মধ্যে এক নির্ব্যক্তিক আত্মা রহিয়াছে, তাহা তোমার পরিবর্তনশীল ব্যক্তিরূপের প্রবাহকে আধাররূপে ধরিয়া রহিয়াছে এবং সেইটি হইতেছে ভগবানের বিশাল নির্ব্যক্তিক সত্তার সহিত অভিন্ন। আর এখানে তোমার সত্তার সর্বদা এই যে দুইটি দিক, ব্যক্তিক ও নির্ব্যক্তিক, ইহাদিগকে অতিক্রম করিয়া, ইহাদের উর্দ্ধে চির বিশ্বাতীত সত্তায় তুমি হইতেছে অপরিমেয় শাশ্বত ও বিশ্বাতীত।

"আবার ইহাই যদি সত্য হয় যে, একমাত্র শাশ্বত নির্ব্যক্তিক সত্তাই আছে, তাহা কোন কর্ম করে না, সৃষ্টিও করে না, তাহা হইলে জগৎ ও তোমার জীবাত্মা হয় মিথ্যা মায়া, তাহাদের কোন বাস্তব ভিত্তি থাকে না। আর এই একমাত্র অদ্বৈতভাবেই যদি তুমি তোমার শ্রদ্ধা ও জ্ঞানকে সীমা-বদ্ধ কর, তাহা হইলে তোমার পক্ষে জীবন ও কর্ম পরিত্যাগ করা ভিন্ন অন্য কোন গতি নাই। কিন্তু এই জগতের মধ্যে ভগবান বাস্তব সত্য, জগতের মধ্যে তুমিও বাস্তব সত্য; জগৎ ও তুমি সেই পরমতমের সত্য ও বাস্তব শক্তি ও অভিব্যক্তি। অতএব জীবন ও কর্মকে গ্রহণ কর, উহাদিগকে বর্জন করিও না। তোমার নির্ব্যক্তিক মূল সত্তায় ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করিয়া, তোমার যে অধ্যাত্ম ব্যষ্টি সত্তা ভগবানের সনাতন অংশ তাহাকে প্রেম ও ভক্তিতে ভগবানের দিকে, তাহারই নিজ অনন্তের দিকে অভিমুখী করিয়া তোমার প্রাকৃত সত্তাকে ভগবৎকর্মের নিমিত্ত করিয়া দাও, ভগবানের একটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যন্ত্র, একটি শক্তি করিয়া দাও—প্রাকৃত সত্তার সৃষ্টিই হইয়াছে সেই জন্য। বস্তুতঃ পক্ষে উহা সকল সময়েই ঐরূপ যন্ত্র, কিন্তু উহা যন্ত্র অজ্ঞানে ও অসম্পূর্ণভাবে, নীচের প্রকৃতির অধীনে, এই অবস্থায় তোমার অহংয়ের দ্বারা ভাগবতভাব বিকৃত হইয়া যায়। উহাকে অহংভাবের বিকৃতি হইতে মুক্ত করিয়া সজ্ঞানে ও পূর্ণভাবে ভগবানের পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিরই একটি শক্তি করিয়া দাও, তাঁহার ইচ্ছার, তাঁহার কর্মের একটি যন্ত্র করিয়া দাও। এইভাবে তুমি তোমার নিজেরই সত্তার সমগ্র সত্যে বাস করিবে এবং তুমি পূর্ণ ভগবদ্ মিলন লাভ করিবে, সমগ্র ও অনবদ্য যোগ লাভ করিবে।

"পরমতম হইতেছেন পুরুষোত্তম, তিনি সকল অভিব্যক্তির উর্দ্ধে শাশ্বত সত্তা, তিনি অনন্ত—দেশ কাল নিমিত্তের কিম্বা তাঁহার নিজ অসংখ্য গুণ, অসংখ্য লক্ষণের কোন একটির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। কিন্তু ইহার অর্থ এই নহে যে, এখানে যাহা কিছু ঘটিতেছে তাহার সহিত তাঁহার পরম শাশ্বত সত্তার কোনও সম্বন্ধ নাই, সেই সত্তায় তিনি জগৎ ও প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন, এই সব জীব হইতে পৃথক। তিনি পরম অনির্বচনীয় ব্রহ্ম, তিনি নির্ব্যক্তিক আত্মা, তিনি সকল ব্যক্তিগত সত্তা। ইহ জগতে আত্মা ও প্রাণ ও জড় সত্তা, অন্তঃপুরুষ ও প্রকৃতি ও প্রকৃতির কার্য্যাবলী—এ-সবই হইতেছে তাঁহার অনন্ত ও শাশ্বত সত্তার বিভিন্ন রূপ ও ক্রিয়া। তিনি বিশ্বাতীত পরমাত্মা, সব কিছু তাঁহা হইতেই আবির্ভূত হইয়াছে, সবই হইতেছে তাঁহার রূপ, তাঁহার আত্ম-বিভূতি। এক আত্মা রূপে তিনি ইহজগতে সর্বব্যাপী ; মানব, পশু, স্থাবর, জঙ্গম, প্রকৃতির প্রত্যেক শক্তি—সব কিছুর মধ্যেই তিনি সমান ও নির্ব্যক্তিক ভাবে অধিষ্ঠিত। তিনি পরম পুরুষ, সকল পুরুষ হইতেছে সেই একই পুরুষের অনির্বাণ শিখা। সকল প্রাণী তাহাদের অধ্যাত্ম ব্যক্তি-সত্তায় সেই এক পুরুষেরই সনাতন অংশ। তিনি সর্বভূতের চিরন্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভু, জগৎ ও জাগতিক জীবসকলের অধীশ্বর। সকল কর্মের তিনিই সর্বশক্তিমান উৎস, নিজের কর্মের দ্বারা তিনি বদ্ধ নহেন, সকল কর্ম, সকল প্রয়াস, সকল যজ্ঞ তাঁহারই নিকট যাইতেছে। তিনি সকলের মধ্যে রহিয়াছেন, সকলে তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে, তিনিই এই সব হইয়াছেন, অথচ তিনি এই সবেরই উর্দ্ধে, নিজের সৃষ্টির মধ্যে তিনি সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি বিশ্বাতীত ভগবান; অবতাররূপে তিনি ভূতলে অবতীর্ণ হন; নিজ শক্তি দ্বারা তিনি বিভূতিতে প্রকট হইয়াছেন; সকল মানুষের মধ্যে তিনি প্রচ্ছন্ন দেবতা। মানুষ যে-সকল দেবতার পূজা করে, সে-সবই হইতেছে সেই এক ভগবানের বিভিন্ন নাম ও রূপ ও মনোময় শরীর।

"পরমতম তাঁহার অধ্যাত্ম মূলতত্ত্ব হইতে জগৎকে নিজের অনন্ত সত্তার মধ্যে প্রকট করিয়াছেন এবং নিজেকেও নানাভাবে জগতের মধ্যে প্রকট করিয়াছেন। সব জিনিষ হইতেছে তাঁহারই শক্তি, তাঁহারই রূপ, আর তাঁহার শক্তি ও রূপের অন্ত নাই, কারণ তিনি নিজে অনন্ত। সর্বব্যাপী ও সর্বাধার নির্ব্যক্তিক স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তারূপে তিনি এই অনন্ত কালের অভিব্যক্তিকে এবং বিশ্বকে সমভাবে ধরিয়া রহিয়াছেন, অনুপ্রাণিত করিতেছেন, কোন ব্যক্তি বা বস্তু বা ঘটনা বা রূপের প্রতি তাঁহার কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব বা আসক্তি নাই, কেহ তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয় নহে। এই শুদ্ধ ও সম আত্মন্ কর্ম করে না, পরন্তু নিরপেক্ষভাবে বস্তুসকলের ক্রিয়াকে ধরিয়া থাকে। তথাপি পরমতমই বিশ্বপুরুষ ও কালপুরুষ রূপে নিজ বহুমুখী সৃজনীশক্তির ভিতর দিয়া জগতের সকল ক্রিয়া পরিচালন ও নির্দ্ধারণ করিতেছেন, বিশ্বপুরুষের সেই শক্তিকেই আমরা প্রকৃতি বলিয়া অভিহিত করি। তিনি সৃষ্টি করিতেছেন, পালন করিতেছেন আবার নিজ সৃষ্ট বস্তুসকল ধ্বংস করিতেছেন। তিনি প্রত্যেক প্রাণীর হৃদয়েও অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যেমন বিশ্বব্যাপী সত্তারূপে তেমনই ব্যষ্টির মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিগূঢ়ভাবে লুক্কায়িত সত্তারূপে প্রকৃতির শক্তি দ্বারা উদ্ভব করিতেছেন, তাঁহার রহস্যের কোন ধারা প্রকৃতির গুণ ও কর্মে প্রকট করিতেছেন, প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক জীবকে তাহার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী গঠন করিতেছেন, সকল কর্মের সূচনা করিতেছেন, সকল কর্মকে ধরিয়া রহিয়াছেন। পরমতমই হইতেছেন এইরূপে জগতের বিশ্বাতীত আদি উৎপত্তিস্থল, সমষ্টিগত ও ব্যষ্টিগতভাবে তিনিই বস্তু ও জীব-সকলের মধ্যে নিত্য প্রকট হইতেছেন—তাই দেখিতে পাই জগতের স্বরূপ এমন অনন্ত বৈচিত্র্যময়।

সকল সময়েই ভগবানের এই তিনটি শাশ্বত স্থিতি রহিয়াছে—অক্ষর, ক্ষর ও পুরুষোত্তম। সর্বভূতের ভিত্তি ও আধাররূপে সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছে এই এক শাশ্বত অক্ষর স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তা। প্রকৃতির দ্বারা সর্বভূতরূপে প্রকট সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছে এই এক প্রকৃতি-স্থ ক্ষরপুরুষ। আর একই সঙ্গে যিনি এই অক্ষর ও ক্ষর উভয়ই হইতে পারেন এমন এই বিশ্বাতীত পুরুষোত্তম সর্বদা ও চিরকাল রহিয়াছেন—তিনি শুদ্ধ নীরব আত্মা হইতে পারেন আবার সেই সঙ্গেই বিশ্বের বিবর্তনের সক্রিয় আত্মা ও প্রাণ হইতে পারেন, কারণ তিনি ক্ষরেরও অতীত, অক্ষরেরও অতীত, আবার ক্ষর অক্ষর উভয়েরই অতীত। আমাদের মধ্যে যে জীবাত্মা রহিয়াছে তাহা এই আত্মারই একটি সত্তা, এই পরমপুরুষেরই একটি চেতন শক্তি। তিনি তাঁহার গভীরতম সত্তায় অন্তঃস্থ ভগবানকে সমগ্রতায় বহন করিতেছেন, আবার প্রকৃতিতে বিশ্বগত ভাগবত সত্তার মধ্যে বাস করিতেছেন—এই সত্তা কোন সাময়িক সৃষ্টি নহে, ইহা শাশ্বত আত্মার মধ্যে, শাশ্বত অনন্তের মধ্যে চিরকাল কর্ম করিতেছে, বিহার করিতেছে।

আমাদের মধ্যে রহিয়াছে এই যে চৈতন্যময় জীব ইহা আত্মার উল্লিখিত তিনটি স্থিতির যে-কোন একটিকে অবলম্বন করিতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ এখানে প্রকৃতির ক্ষরভাবের মধ্যে এবং কেবল তাহাতেই বাস করিতে পারে, নিজের প্রকৃত আত্মা সম্বন্ধে অজ্ঞান, তাহার মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার সম্বন্ধে অজ্ঞান—সে জানে শুধুই প্রকৃতিকে, সে দেখে প্রকৃতি একটা যন্ত্রবৎ কার্য্যকারিণী ও সৃজনকারিণী শক্তি এবং নিজকে এবং অন্যান্য সকলকে প্রকৃতিরই সৃষ্ট বস্তু বলিয়া দেখে, তাহারা প্রকৃতির জগতেরই ভিন্ন ভিন্ন জীব, ভিন্ন ভিন্ন অহং। এখন সে এইরূপ স্থূল দৃষ্টি লইয়াই জীবন যাপন করিতেছে, আর যতক্ষণ এইরূপই চলিবে, যতক্ষণ না সে তাহার বহির্মুখী চৈতন্যকে অতিক্রম করিবে এবং তাহার ভিতরে কি রহিয়াছে দেখিতে পাইবে, ততক্ষণ তাহার সকল চিন্তা, সকল বিজ্ঞান হইবে কেবল পর্দার উপর বিকীর্ণ আলোর ছায়া মাত্র। এই অজ্ঞান সম্ভব হইয়াছে, এমন কি অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে, কারণ তাহার অন্তরস্থ ভগবান নিজ শক্তির আবরণের দ্বারা নিজকে লুক্কায়িত রাখিয়াছেন, যোগমায়াসমাবৃত। তাঁহার মহত্তের বাস্তবতা আমাদের অগোচর থাকিয়া যায় কারণ তিনি তাঁহার আংশিক অভিব্যক্তিতে নিজেকে নিজের সৃষ্টি ও প্রতিকৃতি-সমূহের সহিত সম্পূর্ণভাবে এক করিয়া দিয়াছেন, এবং সৃষ্ট মনকে নিজের প্রকৃতির মায়াময় ক্রিয়াসকলের মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। আর ইহা সম্ভব হইয়াছে আরও এই জন্য যে, যে সত্য শাশ্বত অধ্যাত্ম প্রকৃতি হইতেছে বস্তু-সকলের নিগূঢ় সত্তা তাহা তাহাদের বাহ্য রূপের মধ্যে প্রতীয়মান নহে। বহির্মুখী হইয়া আমরা যে প্রকৃতিকে দেখিতে পাই, যে প্রকৃতি আমাদের মনে ও দেহে ও ইন্দ্রিয়ে ক্রিয়া করিতেছে, তাহা হইতেছে একটি নীচের শক্তি, অন্য বস্তু হইতে উদ্ভূত—যাদুকরের মত সে আত্মার নানা রূপ সৃষ্টি করিতেছে, কিন্তু আত্মাকে তাহার রূপসকলের মধ্যে লুকাইয়া রাখিতেছে, সত্যকে লুকাইয়া রাখিয়া লোককে শুধু মুখোসটি দেখাইতেছে—সে-শক্তি দিতে পারে কেবল যাহা অপকৃষ্ট ও মন্দীভূত,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্ত ভাগবত অভিব্যক্তির পূর্ণ শক্তি ও মহিমা ও উল্লাস ও মাধুর্য্য তাহার সামর্থ্যের বাহিরে। আমাদের মধ্যে এই প্রকৃতি হইতেছে অহংয়ের মায়া, দ্বন্দ্বের জট, অজ্ঞান ও গুণত্রয়ের জাল। আর যতদিন মানুষের অন্তঃপুরুষ মন, প্রাণ ও দেহের বাহ্য সত্তায় বাস করিবে, তাহার আত্মায় নহে, ততদিন সে ভগবানকে দেখিতে পারিবে না, সে নিজে ও এই জগৎ প্রকৃত পক্ষে যাহা তাহা সে দেখিতে পারিবে না, এই মায়াকেও জয় করিতে পারিবে না। পরন্ত এই মায়ার সৃষ্ট বস্তু ও রূপ-সকলকে লইয়াই যতদূর যাহা পারে করিতে হইবে।

এই যে আলো প্রকৃত পক্ষে অন্ধকার ইহা হইতে জাগিয়া উঠিয়া শাশ্বত ও অক্ষর স্বপ্রতিষ্ঠ সত্তার জ্যোতির্ম্ময় সত্যের মধ্যে বাস করা সম্ভব হইতে পারে, যদি মানুষ তাহার প্রকৃতির যে নীচের খেলার মধ্যে এখন বাস করিতেছে ইহা হইতে সে প্রতিনিবৃত্ত হয়। মানুষ আর তখন তাহার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ কারার মধ্যে আবদ্ধ থাকে না, এই যে ক্ষুদ্র "আমি" চিন্তা করিতেছে, কর্ম্ম করিতেছে, অনুভব করিতেছে, সংগ্রাম করিতেছে, স্বল্পের জন্য কতই প্রয়াস করিতেছে, নিজেকে আর কেবল এই "আমি" বলিয়াই দেখে না। সে শুদ্ধ আত্মার বিশাল ও মুক্ত নির্ব্যক্তিকতার মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়; সে ব্রহ্ম হয়, সর্বভূতের যে এক আত্মা তাহার সহিত সে নিজেকে এক বলিয়াই জানিতে পারে। তার আর অহংজ্ঞান থাকে না, দ্বন্দ্বের দ্বারা আর সে ব্যথিত হয় না, দুঃখের বেদনা বা সুখের চাঞ্চল্য আর সে অনুভব করে না, আর কামনার বেগে সে আকর্ষিত হয় না, পাপের দ্বারা বিক্ষুব্ধ হয় না, পুণ্যের দ্বারাও সীমাবদ্ধ হয় না। আর যদিই বা এই সব জিনিষের আভাস বর্ত্তমান থাকে, সে দেখে, সে জানে যে সে-সব হইতেছে প্রকৃতির গুণত্রয়ের ক্রিয়া, সে নিজে যে-সত্যের মধ্যে বাস করিতেছে ঐ সবকে আর তাহার অঙ্গ বলিয়া অনুভব করে না। প্রকৃতিই কর্ম্ম করিতেছে এবং তাহার যন্ত্রবৎ রূপ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে, কিন্তু শুদ্ধ আত্মা হইতেছে নীরব, নিষ্ক্রিয় ও মুক্ত। শান্ত, প্রকৃতির কার্য্যাবলীর দ্বারা অস্পৃষ্ট, সে সে-সবকে পূর্ণ সমতার সহিত দেখে, এবং নিজকে সে-সব জিনিষ হইতে পৃথক বলিয়া জানে। এই অধ্যাত্ম স্থিতি লইয়া আসে এক নিথর শান্তি ও মুক্তি, ওজস্বান দিব্য জীবন নহে, পূর্ণ ও সমগ্র সিদ্ধি নহে ; ইহা অনেক উচ্চ অবস্থা, তথাপি ইহা সমগ্র ভাগবত-জ্ঞান ও আত্মজ্ঞান নহে।

পূর্ণতম পূর্ণতা আসিতে পারে কেবল পরমতম ও সমগ্র ভাগবতে বাস করিয়া। তখন মানুষের অন্তঃপুরুষ যে-ভগবানের সে একটি অংশ তাঁহার সহিত যুক্ত হয় ; তখন সে আত্মায় ও অন্তরে সকল জীবের সহিত এক হয়, ভগবানে এবং প্রকৃতিতেও তাহাদের সহিত একত্ব উপলব্ধি করে। তখন সে আর শুধুই মুক্ত নহে, সে পূর্ণ, পরম আনন্দে নিমজ্জিত, চরম সিদ্ধির জন্য প্রস্তুত। তখনও সে আত্মাকে দেখে এক শাশ্বত ও অপরিবর্তনীয় সত্তা নীরবে সব বস্তুকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সে প্রকৃতিকেও একটা যান্ত্রিক শক্তি বলিয়া দেখে না, যন্ত্রবৎ গুণত্রয়ের দ্বারাই সব কিছু করিতেছে বলিয়া দেখে না, পরন্তু আত্মার শক্তি বলিয়া, আত্ম-প্রকাশশীল ভগবানের শক্তি বলিয়া দেখে। সে দেখিতে পায় যে, এই নীচের প্রকৃতি আত্মার কর্মের আভ্যন্তরীণ সত্য নহে ; এক উচ্চ-তম অধ্যাত্ম ভাগবত প্রকৃতি সম্বন্ধে সে সজ্ঞান হয়, এখন যাহা কিছু মনে, প্রাণে ও দেহে বিকলাঙ্গ রূপ গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের মূল ও মহত্তর সত্য রহিয়াছে ঐ ভাগবত প্রকৃতির মধ্যে, সে-সত্য এখনও পূর্ণ ভাবে প্রকট হয় নাই। নীচের মানস প্রকৃতি হইতে এই পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যে উঠিয়া সে সমস্ত অহং হইতে মুক্তি লাভ করে। সে নিজেকে একটি অধ্যাত্ম সত্ত্ব বলিয়া জানিতে পারে, তাহার মূল সত্তায় সে সর্বভূতের সহিত এক এবং তাহার সক্রিয় প্রকৃতিতে সে ভগবানেরই একটি শক্তি, বিশ্বা-তীত অনন্তেরই এক সনাতন অংশ। সে ভগবানের মধ্যে সব কিছুকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে এবং সব কিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখে; সে দেখে বাসুদেবঃ সর্বম্। সে সুখ দুঃখের দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হয়, প্রিয় ও অপ্রিয় হইতে, আশা ও নিরাশা হইতে, পাপ ও পুণ্য হইতে মুক্ত হয়। এখন হইতে তাহার জাগ্রত দৃষ্টি ও বোধের সম্মুখে সব কিছুই ভগবানের ইচ্ছা, ভগবানের কর্মধারা বলিয়া প্রতিভাত হয়। সে বিশ্বচৈতন্য ও বিশ্বশক্তিরই একটি শিখা ও অংশরূপে জীবন যাপন করে, কর্ম করে, সে পরম ভাগবত আনন্দে, অধ্যাত্ম আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠে। তাহার কর্ম হয় দিব্য কর্ম এবং তাহার পদ হয় উচ্চতম অধ্যাত্ম পদ।

"ইহাই সমাধান, ইহাই মুক্তি, ইহাই হইতেছে পরমোৎকর্ষ, যাহারা অন্তরের মধ্যে দিব্য বাণী শ্রবণ করিতে পারে এবং এই শ্রদ্ধা ও জ্ঞানলাভে সমর্থ তাহাদিগকে আমি ইহা প্রদান করি। কিন্তু এই সমুচ্চ শিখায় উঠিতে হইলে প্রথম প্রয়োজন, প্রথম মূলীভূত প্রয়াস হইতেছে তোমার নিম্নতর প্রকৃতির যাহা কিছু সে-সব হইতে প্রত্যাবৃত্ত হওয়া এবং নিজেকে সঙ্কল্প ও বুদ্ধির একাগ্রতা দ্বারা সঙ্কল্প বা বুদ্ধির উর্দ্ধে যাহা রহিয়াছে, মন ও হৃদয় ও ইন্দ্রিয় ও দেহের উর্দ্ধে যাহা রহিয়াছে, তাহাতে স্থির নিবদ্ধ করা। আর সর্ব প্রথমেই তোমাকে দেখিতে হইবে তোমার নিজের শাশ্বত ও অক্ষর আত্মাকে—তাহা নির্ব্যক্তিক এবং সর্বভূতের মধ্যে এক। যতক্ষণ তুমি অহংয়ের মধ্যে, মানসিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে বাস করিবে, তোমাকে অন্তহীন ভাবে একই চক্রে ঘুরিতে হইবে, তুমি প্রকৃত মুক্তির পথ পাইবে না। তোমার সঙ্কল্পকে ভিতর দিকে হৃদয় ও হৃদয়ের কামনাসকলের অতীতে, ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়ের আকর্ষণসকলের অতীতে ফিরাও; উহাকে উর্দ্ধদিকে মন এবং মনের সংস্কার ও আসক্তি-সকলের অতীতে, মনের সঙ্কীর্ণ ইচ্ছা ও চিন্তা ও প্রেরণার অতীতে উত্তোলন কর। তোমার মধ্যে এমন একটা কিছুতে উপনীত হও যাহা শাশ্বত, চির-অপরিবর্তনীয়, শান্ত, অচঞ্চল, সর্বত্র সম-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাবাপন্ন, সকল বস্তু ও ব্যক্তি ও ঘটনার প্রতি পক্ষপাতশূন্য, কোন কর্ম তাহাকে ক্ষুণ্ন করিতে পারে না, প্রকৃতির কোন রূপায়ণে তাহার কোন ইতর বিশেষ হয় না। সেইটিই হও, শাশ্বত আত্মা হও, ব্রহ্ম হও, ব্রহ্ম-ভূতঃ। যদি তুমি স্থায়ী অধ্যাত্ম উপলব্ধিতে তাহা হইতে পার তাহা হইলে তুমি এক নিশ্চিত ভিত্তি পাইবে, তোমার মন-সৃষ্ট ব্যক্তিত্বের গণ্ডী হইতে মুক্ত হইয়া, অহং হইতে মুক্ত হইয়া সেখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারিবে, শান্তি ও জ্ঞান হইতে বিচ্যুতির আর কোন আশঙ্কাই থাকিবে না।

এইভাবে তোমার সত্তাকে নির্ব্যক্তিকভাবাপন্ন করা সম্ভব হইবে না যতক্ষণ তুমি তোমার অহংয়ের প্রতি এবং অহংএর সহিত যাহা কিছুর সম্বন্ধ আছে সে-সবের প্রতি আসক্ত ও অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। কামনা এবং যে-সকল রিপুর আবেগ কামনা হইতে উদ্ভূত হয়—এইগুলিই হইতেছে অহংয়ের প্রধান চিহ্ন ও গ্রন্থি। কামনাই তোমাকে "আমি" "আমার" করিয়া ঘুরাইয়া মারে, দৃঢ়ানুবদ্ধ অহংভাবের ভিতর দিয়া তোমাকে তৃপ্তি ও অতৃপ্তি, রাগ ও দ্বেষ, আশা ও নিরাশা, সুখ ও দুঃখ—এই সব দ্বন্দ্বের অধীন করিয়া রাখে, তোমাকে তুচ্ছ ভালবাসা ও ঘৃণার বশ করে, সাফল্য ও প্রিয় জিনিষে তোমাকে আসক্ত করে, অসাফল্য ও অপ্রিয় জিনিষে তোমাকে দুঃখ ও ব্যথার অধীন করে। কামনা সকল সময়েই মনে ভ্রান্তি আনিয়া দেয়, সঙ্কল্পে সঙ্কীর্ণতা আনিয়া দেয়, সকল জিনিষকে অহংভাবের বশে বিকৃত করিয়া দেখায়, জ্ঞানকে মোহা-চ্ছন্ন ও বিফল করে। কামনা ও তাহার আনুষঙ্গিক আসক্তি ও উগ্রতা হইতেছে পাপ ও ভ্রান্তির প্রথম সুদৃঢ় মূল। যতক্ষণ তুমি কামনা পোষণ করিবে ততক্ষণ নিষ্কলুষ শান্তির নিশ্চয়তা নাই, জ্যোতির স্থিরতা নাই, স্থির বিশুদ্ধ জ্ঞান নাই। ততক্ষণ শুদ্ধ সত্তা নাই—কারণ কামনা হইতেছে আত্মার বিকৃতি—এবং শুদ্ধ চিন্তা ও কর্ম ও অনুভবের কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুদৃঢ় ভিত্তি নাই। যে-কোন রূপ ধরিয়াই কামনাকে থাকিতে দেওয়া হউক, অতি বড় জ্ঞানীদেরও তাহা হইতে সতত বিপদের কারণ, যে-কোন মুহূর্তে তাহা মনকে সুদৃঢ়তম ও নিশ্চিততম লব্ধ ভূমিকা হইতে সূক্ষ্মভাবে কিম্বা উগ্রভাবে বিচ্যুত করিতে পারে। কামনা হইতেছে অধ্যাত্ম সংসিদ্ধির প্রধান শত্রু।

"অতএব কামনাকে বধ কর; বাহ্যতঃ জিনিষ-সকলকে অধিকার করিবার ও ভোগ করিবার আসক্তি বর্জন কর। যাহা কিছু তোমার কাছে বাহ্যস্পর্শ বা প্রলোভনরূপে আসিতেছে, মন বা ইন্দ্রিয়ের বিষয়রূপে আসিতেছে সে-সমুদয় হইতে নিজেকে পৃথক কর। ষড়রিপুর সকল বেগকে সহ্য করিতে ও বর্জন করিতে অভ্যাস কর, যখন তাহারা তোমার আধারে বিক্ষোভ সৃষ্টি করিতেছে তখনও তোমার আভ্যন্তরীণ আত্মায় স্থিরপ্রতিষ্ঠ থাকা অভ্যাস কর, যতক্ষণ না তাহারা আর তোমার প্রকৃতির কোন অংশকেই ক্ষুব্ধ করিতে না পারে। ঠিক সেই ভাবেই সুখ দুঃখের প্রবল আক্রমণ সহ্য কর, এমন কি তাহাদের সূক্ষ্মতম ইঙ্গিতমাত্র স্পর্শ-কেও সরাইয়া দাও। রাগ ও দ্বেষ পরিত্যাগ কর, অনুরক্তি বা ঘৃণা বিনষ্ট কর, সঙ্কোচ ও বিতৃষ্ণা নির্মূল কর। তোমার সমস্ত প্রকৃতিতে এই সব জিনিষের প্রতি এবং সকল কাম্য বস্তুর প্রতি থাকুক শুধু শান্ত উপেক্ষা। নির্ব্যক্তিক আত্মার নীরব ও শান্ত দৃষ্টি লইয়া সে-সবকে দেখ।

"ইহার ফল হইবে সেই পূর্ণতম সমতা এবং অবিকম্প শান্তির শক্তি যাহা বিশ্বাত্মা তাহার সৃষ্টির সম্মুখে, সর্বদা প্রকৃতির বিচিত্র কার্য্যাবলীর সম্মুখে অটুট রাখে। সমদৃষ্টি লইয়া দেখ; সফলতা ও বিফলতা, মান ও অপমান, মানুষের প্রশংসা ও প্রেম এবং তাহাদের ঘৃণা ও নির্য্যাতন, যে-কোন ঘটনা অপরকে সুখ আনিয়া দেয় এবং যে-কোন ঘটনা অপরকে দুঃখ আনিয়া দেয়—সে-সমুদয়কে সমতাপূর্ণ মন ও হৃদয়ের সহিত গ্রহণ কর। সাধু ও অসাধু, জ্ঞানী ও মূর্খ, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল, উচ্চতম মনুষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও ক্ষুদ্রতম জীব—সকলকে সমান দৃষ্টি লইয়া দেখ। তোমার সঙ্গে মানুষের যে সম্বন্ধই থাকুক, বন্ধু ও মিত্র, মধ্যস্থ ও উদাসীন, প্রতিদ্বন্দ্বী ও শত্রু, প্রেমিক ও দ্বেষ্টা—সমান ভাব লইয়া সকলের সম্মুখীন হও। এই সব জিনিষ অহংকে স্পর্শ করে, কিন্তু তোমাকে হইতে হইবে অহং-শূন্য। এই সব হইতেছে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ, কিন্তু তোমাকে সব কিছুকেই নির্ব্যক্তিক আত্মার গভীর ভাব লইয়া দেখিতে হইবে। এই সব হইতেছে সাময়িক ও ব্যক্তিগত ভেদ বৈষম্য, এই সব তুমি লক্ষ্য করিবে, কিন্তু এ-সবের দ্বারা তোমার প্রভাবিত হওয়া চলিবে না ; কারণ তোমাকে মন দিতে হইবে এই সব ভেদবৈষম্যের উপরে নহে—পরন্তু সবের মধ্যে যাহা সমান, সব কিছু হইতেছে যে এক আত্মা, প্রত্যেকের মধ্যেই যে ভগবান রহিয়াছেন সেই দিকেই তোমার মন দিতে হইবে। সর্বত্র দেখিতে হইবে প্রকৃতির এক ক্রিয়া, তাহা হইতেছে সকল মানুষ ও বস্তু ও শক্তি ও ঘটনায় ভগবানেরই সমান ইচ্ছার অভিব্যক্তি, দেখিতে হইবে যে, বিশ্বব্যাপী কর্মধারার সকল প্রয়াসে, সকল ফলে, সকল পরিণতিতে একমাত্র ভগবানের ইচ্ছাই পূণ হইতেছে।

"তখনও তোমার মধ্যে কর্ম চলিবে, কারণ প্রকৃতি সকল সময়েই কাজ করিতেছে ; কিন্তু তোমাকে শিখিতে হইবে এবং অনুভব করিতে হইবে যে তোমার আত্মা ঐ কর্মের কর্তা নহে। শুধু দেখিয়া যাও, অবিচলিত থাকিয়া প্রকৃতির ক্রিয়া, তাহার গুণত্রয়ের খেলা, এবং তাহাদের ভোজবাজি শুধু দেখিতে থাক। অবিচলিতভাবে নিজের মধ্যে এই ক্রিয়া দেখ ; তোমার চারিদিকে যাহা ঘটিতেছে তাহা দেখ এবং দেখ যে অপরের মধ্যে সেই একই ক্রিয়া চলিতেছে। লক্ষ্য কর যে, তোমার বা তাহাদের কাজের ফল তুমি বা তাহারা যাহা ইচ্ছা কর প্রায়ই তাহা হইতে ভিন্ন হইতেছে ; সে-ফল নির্দ্ধারিত হইতেছে তোমার ইচ্ছার দ্বারা নহে, তাহাদের ইচ্ছার দ্বারা নহে, পরন্তু এক মহত্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির দ্বারা—এই বিশ্বপ্রকৃতিতে সেই শক্তিই সঙ্কল্প করিতেছে, কর্ম করিতেছে। ইহাও লক্ষ্য কর যে, তোমার কর্মের মধ্যে যে সঙ্কল্প রহিয়াছে সেটাও তোমার নহে, পরন্তু প্রকৃতির। ঐ সঙ্কল্প হইতেছে তোমার অহংয়ের সঙ্কল্প, তোমার প্রকৃতিতে কোন গুণের প্রাধান্য রহিয়াছে তদনুসারে উহা নির্দ্ধারিত হয়—প্রকৃতিই অতীতে ঐ গুণের বৃদ্ধি করিয়াছে অথবা বর্তমানে সেইটিকে সম্মুখে আনিয়াছে। উহা তোমার প্রাকৃত ব্যক্তিরূপের ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে—কিন্তু প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্ট ঐ রূপ তোমার স্বরূপ নহে। এই বাহ্য রূপ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া তোমার আভ্যন্তরীণ নীরব আত্মার দিকে এস; তুমি দেখিতে পাইবে তুমি পুরুষ, তুমি নিষ্ক্রিয়, পরন্তু প্রকৃতিই সর্বদা নিজ গুণাবলী অনুসারে কাজ করিয়া চলিয়াছে। এই অভ্যন্তরীণ নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতায় নিজেকে নিবিষ্ট কর; নিজেকে আর কর্তা বলিয়া দেখিও না। প্রকৃতির খেলার উর্দ্ধে নিজের মধ্যে সমাসীন থাক, গুণত্রয়ের বিক্ষুব্ধ ক্রিয়া হইতে বিমুক্ত থাক। নির্ব্যক্তিক আত্মার শুদ্ধ সত্তায় নিশ্চিতভাবে বাস কর, তোমার আধারে মরজীবনের যে তরঙ্গভঙ্গ চলে তাহাতে বিক্ষুব্ধ হইও না।

"যদি তুমি ইহা করিতে পার, তাহা হইলে নিজেকে এক মহান বিমুক্তির মধ্যে, এক বিশাল স্বাধীনতা ও এক গভীর শান্তির মধ্যে উন্নীত দেখিতে পাইবে। তখন তুমি ভগবানকে জানিতে পারিবে এবং অমৃতত্ব লাভ করিবে, নিজের আদিঅন্তহীন স্ব-প্রতিষ্ঠ সত্তাকে লাভ করিবে, মন, প্রাণ ও দেহের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে, প্রকৃতির প্রতিক্রিয়ায় অবিচলিত থাকিবে, রিপুর আবেগ ও পাপ ও যন্ত্রণা ও দুঃখ আর তোমাকে স্পর্শও করিতে পারিবে না। তখন তুমি তোমার সুখ ও কামনার জন্য কোন মরণশীল বা বাহ্য বা পার্থিব বস্তুর উপর নির্ভর করিবে না, পরন্তু এক শান্ত ও শাশ্বত আত্মায় আপনাতে আপনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্ণ আনন্দ চিরকালের জন্য লাভ করিবে। তখন আর তুমি একটি মনোময় জীব থাকিবে না, তখন তুমি হইবে অপরিমেয় আত্মা, তুমি হইবে ব্রহ্ম। আর মন হইতে সমস্ত চিন্তাবীজ এবং সমস্ত বাসনা-মূল দূর করিয়া দিয়া প্রয়াণকালে শুদ্ধ শাশ্বত সত্তায় চিত্তকে নিবিষ্ট করিয়া তুমি পুনর্জন্ম বর্জন করিয়া এই নীরব আত্মার শাশ্বততায় প্রবেশ করিতে পার, তোমার চৈতন্যকে অনন্ত কৈবল্যাত্মক সত্তার মহান ভাবে উত্তোলিত করিতে পার।

* * * *
* *

"তবে এইটিই যোগসাধনার সমগ্র তত্ত্ব নহে, আর এই পরিণতি, এইভাবে মহাপ্রয়াণ যদিও ইহা মহান পরিণতি, মহান পন্থা—আমি তোমার নিকট ইহা প্রস্তাব করিতেছি না। কারণ আমি হইতেছি তোমার মধ্যে চিরন্তন কর্মী এবং আমি তোমার কাছে কর্ম চাই। তোমার প্রকৃতির যন্ত্রবৎ ক্রিয়ায় তুমি নিষ্ক্রিয়ভাবে সায় দিবে, নিজের আত্মায় তুমি এই ক্রিয়া হইতে পৃথক থাকিবে, উদাসীন ও অনাসক্ত থাকিবে—তোমার কাছে আমি ইহা চাহি না, আমি চাই পরিপূর্ণ ও দিব্য কর্ম, সে-কর্ম ভগবানের যন্ত্ররূপে স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে করা হইবে, তোমার মধ্যে এবং অপরের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্য সেই কর্ম করা হইবে, জগতের কল্যাণের জন্য সেই কর্ম করা হইবে। আমি তোমাকে এই কর্ম করিতে বলি প্রথমে অবশ্য পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে সংসিদ্ধিলাভের একটি উপায় হিসাবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উহা হইবে ঐ সংসিদ্ধিরই একটি অঙ্গ। কর্ম হইতেছে ভগবান সম্বন্ধে সমগ্র জ্ঞানের অঙ্গ, তাঁহার মহত্তর রহস্যময় সত্যের অঙ্গ, পূর্ণ ভাগবত জীবনের অঙ্গ; সিদ্ধি ও মুক্তি লাভের পরও কর্ম করা যায় এবং করা উচিত। আমি তোমার কাছ হইতে চাই জীবন্মুক্তের কর্ম, সিদ্ধ মহাপুরুষের কর্ম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইতিপূর্বে যে যোগের কথা বলা হইয়াছে তাহাতে আরও কিছু যোগ করিতে হইবে—কারণ সেটি হইতেছে কেবল প্রাথমিক জ্ঞানযোগ। ভগবদ্-উপলব্ধিতে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাহার মধ্যেও কর্মযোগের স্থান আছে; কর্মই জ্ঞানস্বরূপ হইতে পারে। কারণ পূর্ণ আত্ম-জ্ঞানে ও ভগবদ্-জ্ঞানে যে কর্ম করা যায়, জগতের মধ্যে ভগবানকে দেখিয়া এবং ভগবানের মধ্যে জগৎকে দেখিয়া যে-কর্ম করা যায়—তাহা এক-প্রকার জ্ঞানই, তাহা জ্যোতির ক্রিয়া, তাহা অধ্যাত্ম সংসিদ্ধির অপরিহার্য্য উপায় এবং অন্তরঙ্গ অংশস্বরূপ।

"অতএব এক সমুচ্চ নির্ব্যক্তিকতার উপলব্ধির সহিত এখন এই জ্ঞান-টিও যোগ করিয়া দাও যে, যে-পরমতমকে আমরা শুদ্ধ নীরব আত্মারূপে পাই, তাহাকেই আবার এক বিরাট ওজস্বান পুরুষরূপে পাইতে পারি—তাহা হইতেই সকল কর্মের উৎপত্তি, তিনিই সর্বলোকমহেশ্বর, তিনিই মানুষের সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা। এই যে প্রকৃতিকে একটি স্বয়ং-চালিত যন্ত্র বলিয়া দেখা যায়, ইহার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে এক অন্তর্বাসী ভাগবত ইচ্ছাশক্তি, তাহাই প্রকৃতিকে চালাইতেছে, নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার উদ্দেশ্য-সকলকে রূপ দিতেছে। কিন্তু তুমি ঐ ভাগবত ইচ্ছাশক্তিকে উপলব্ধি করিতে বা জানিতে পারিবে না যতক্ষণ তুমি তোমার ব্যক্তিত্বের সঙ্কীর্ণ কোষের মধ্যে আবদ্ধ রহিয়াছ, অহং ও অহংয়ের বাসনা কামনায় অন্ধ ও বন্দী হইয়া রহিয়াছ। কারণ তুমি কেবল তখনই উহাতে সম্পূর্ণভাবে সাড়া দিতে পারিবে যখন তুমি জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্যক্তিকভাব লাভ করিবে, চৈতন্যের প্রসারের দ্বারা সব জিনিষকে আত্মা ও ভগবানের মধ্যে দেখিবে, এবং আত্মা ও ভগবানকে সব জিনিষের মধ্যে দেখিবে। এখানে সব কিছুর উদ্ভব হইতেছে আত্মার শক্তি হইতে; ভগবান সর্বত্র অনুস্যূত রহিয়াছেন, প্রত্যেক জীবের হৃদ্দেশে তিনি বাস করিতেছেন, তাই সকলে আপন আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম করিতে পারিতেছে। জগতের স্বষ্টিকর্তা নিজের স্বষ্টির দ্বারা সীমাবদ্ধ নহেন ; কর্মের যিনি অধীশ্বর, তিনি নিজ কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না ; ভাগবত ইচ্ছাশক্তি নিজ ক্রিয়ায় এবং নিজ ক্রিয়ার ফলে আসক্ত হয় না ; কারণ তাহা সর্বশক্তিমান, সর্বেশ্বর এবং সর্বানন্দ। তথাপি ভগবান তাঁহার বিশ্বাতীত পদ হইতে নিজ স্বষ্টির উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছেন ; তিনি অবতার রূপে নীচে নামিয়া আসিতেছেন ; এখানে তোমার মধ্যে তিনি রহিয়াছেন ; তিনি ভিতর হইতে সকল জিনিষকে তাহাদের প্রকৃতির ধারা অনুসারে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। আর তোমাকেও তাঁহার মধ্যে কর্ম করিতে হইবে দিব্য প্রকৃতির ধারা ও ক্রম অনুসারে, সকল সঙ্কীর্ণতা ও আসক্তি ও বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া। সকলের শ্রেষ্ঠ কল্যাণের জন্য কর্ম কর, জগতের প্রগতিকে ঠিক রাখিবার জন্য কর্ম কর, লোকসকলকে তাহাদের লক্ষ্যের দিকে চলিতে সাহায্য কর, পথ দেখাও। তোমাকে যে কর্ম করিতে বলা হইতেছে তাহা মুক্ত যোগীর কর্ম ; উহা হইতেছে ভগবদ্-অনুপ্রাণিত শক্তির স্বতঃস্ফুরণ ; উহা সমতাযুক্ত মন লইয়া করা হয়, উহা নিঃস্বার্থ ও নিষ্কাম কর্ম।

"এই মুক্ত, সমভাবাপন্ন, দিব্য কর্মধারার প্রথম ধাপ হইতেছে তোমার মধ্য হইতে ফল ও প্রতিদানের প্রতি সকল রকম আসক্তি বর্জন করা, কাজটি করিতে হইবে বলিয়াই কাজটি করা। কারণ তোমাকে গভীর ভাবেই অনুভব করিতে হইবে যে, ফলে অধিকার একমাত্র জগদীশ্বরের, তোমার তাহাতে কোন অধিকার নাই। তোমার সকল শ্রম উৎসর্গ করিয়া দাও, যে-ভগবান নিজেকে এই বিশ্বলীলায় প্রকট করিতেছেন, নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছেন তাঁহারই হস্তে সব ফলাফল ছাড়িয়া দাও। তোমার কর্মের ফল কি হইবে তাহা একমাত্র তাঁহারই ইচ্ছার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হইবে। আর তাহা শুভই হউক আর অশুভই হউক, সফলতাই হউক আর বিফলতাই হউক, তিনি সেইটিকে বিশ্বমাঝে নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ্য সিদ্ধির সহায় করিয়া লইবেন। ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নিমিত্তস্বরূপ প্রকৃতির সম্পূর্ণ নিষ্কাম ও নিঃস্বার্থ ক্রিয়া—এইটিই হইতেছে কর্মযোগের প্রথম বিধি। কোনও ফল দাবী করিও না, যে ফলই তোমাকে দেওয়া হউক তাহাই স্বীকার করিয়া লও সমতার সহিত, শান্ত সন্তোষের সহিত; কৃতকার্য্য হও বা অকৃত-কার্য্য হও, সম্পদ আসুক বা বিপদ আসুক, নির্ভীক, অবিক্ষুব্ধ, অবিকম্প হইয়া দিব্য কর্মের কঠিন পথে অগ্রসর হও।

"এই মার্গে এইটি হইতেছে কেবল মাত্র প্রথম ধাপ। কারণ শুধু ফলে অনাসক্ত হইলেই চলিবে না, তোমাকে কর্মেও অনাসক্ত হইতে হইবে। তোমার কাজকে তোমার বলিয়া ভাবা বর্জন কর; তুমি যেমন তোমার কর্মে ফলকামনা পরিত্যাগ করিয়াছ, তেমনিই কর্মটিকেও সকল যজ্ঞ ও কর্মের অধীশ্বর ভগবানে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে। জান যে তোমার প্রকৃতিই তোমার কর্ম নির্দ্ধারণ করে; এখনই তোমার স্বভাবের গতি কোন দিকে হইবে প্রকৃতিই তাহা নিয়ন্ত্রণ করে, প্রকৃতির কার্য্যনির্বাহিকা শক্তির ধারায় তোমার আত্মার বিকাশ কোন রূপ গ্রহণ করিবে তাহা নির্দ্ধারণ করে। ভগবদ্‌মুখী পথে চলিতে তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছাকে আনিয়া তোমার মনে গোলমালের সৃষ্টি করিও না। তোমার প্রকৃতির অনুযায়ী যে-কর্ম তাহাই স্বীকার করিয়া লও। তুমি যাহা কিছু কর, তাহা অতি মহান ও অসাধারণই হউক অথবা দৈনন্দিন কোন ক্ষুদ্রতম কর্মই হউক, তোমার মনের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, তোমার হৃদয়ের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, তোমার শরীরের প্রত্যেকটি ক্রিয়া, সব বাহ্যিক বা আভ্যন্তরীণ প্রয়াস, প্রত্যেক চিন্তা, সঙ্কল্প ও অনুভব, প্রত্যেক পদক্ষেপ, গতি ও বিরতি—সবকেই সকল যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা ভগবানের উদ্দেশে যজ্ঞরূপে অর্পণ কর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাহার পর জান যে, তুমি হইতেছ শাশ্বত পুরুষেরই অংশ, তাঁহাকে ছাড়িয়া তোমার প্রকৃতির শক্তিসকলের কোন অস্তিত্ব নাই, তাঁহার আংশিক আত্ম-অভিব্যক্তি ভিন্ন সে-সব আর কিছুই নহে। তোমার প্রকৃতির ভিতর দিয়া অনন্ত ভগবানের প্রকাশই ক্রমশঃ উত্তরোত্তর পূর্ণ হইতেছে। ভগবানের পরম সৃজনীশক্তি তোমার স্বভাবকে গড়িয়া দিতেছে, তোমার স্বভাবের মধ্যে রূপ গ্রহণ করিতেছে। অতএব তুমি কর্তা এই ধারণা সম্পূর্ণভাবে বর্জন কর; একমাত্র ভগবানকেই কর্মের কর্তা বলিয়া দেখিতে শিক্ষা কর। তোমার প্রাকৃত সত্তা হউক একটি নিমিত্ত, একটি যন্ত্র, শক্তির ক্রিয়ার একটি আধার স্বরূপ, অভিব্যক্তির একটি উপকরণ। তোমার সঙ্কল্প তাঁহাকে অর্পণ করিয়া দাও, তাঁহার শাশ্বত সঙ্কল্পের সহিত এক করিয়া দাও; তোমার আত্মার নীরবতায় তোমার সকল কর্ম তোমার প্রকৃতির সর্বাতীত প্রভুকে সমপণ কর। ইহা বস্তুতঃ করা যায় না অথবা পূণভাবে করা যায় না যতক্ষণ তোমার এতটুকু অহংভাব থাকে, এতটুকু মানসিক দাবী বা প্রাণিক লালসা থাকে। লেশমাত্র অহংয়ের জন্য যে-কর্ম করা যায়, যে-কর্মে কামনা বা ব্যক্তিগত ইচ্ছার বিন্দুমাত্র থাকে তাহা পূর্ণ যজ্ঞস্বরূপ হয় না। আবার কোথাও এতটুকু অসমতা থাকিলে অথবা অজ্ঞান রাগ বা দ্বেষের ছাপ থাকিলেও এই মহান জিনিষটি যথাথভাবে, প্রকৃষ্টভাবে সম্পন্ন করা যায় না। কিন্তু যেখানে সকল কর্ম, ফল, বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি পূণতম সমতার ভাব আছে, কামনা বা অহংয়ের নিকটে নহে পরন্তু পরমতমের নিকট আত্মসমর্পণ আছে, সেখানে ভগবদ্ ইচ্ছা তোমার রূপান্তরিত প্রকৃতির শুদ্ধ ও নির্বিঘ্ন সত্তার সকল কর্ম নির্দ্ধারণ করিয়া দেয়, ত্রুটি বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকে না, এবং ভগবদ্-শক্তি নিম্ন হইতে কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাধা না পাইয়া, কোনরূপ প্রতিক্রিয়ায় ব্যাহত না হইয়া স্বচ্ছন্দে সকল কর্ম সম্পন্ন করিয়া দেয়। ভাগবত ইচ্ছা নিখুঁত প্রাধান্যে তোমার ভিতর দিয়া তোমার প্রত্যেক কর্ম গড়িয়া দিবে—কর্ম-যোগের এইটিই হইতেছে পরমতম সিদ্ধি। এইটি হইলে তোমার প্রকৃতি এই বিশ্বমাঝে পরমতমের সহিত পূর্ণ ও নিত্য যোগে নিজ পথে চলিতে পারিবে, উচ্চতম অধ্যাত্ম সত্তাকে প্রকট করিতে পারিবে, ঈশ্বরের অনুবর্ত্তী হইতে পারিবে।

"এই যে দিব্য কর্মের পথ, ইহা জীবন ও কর্মের বাহ্য ত্যাগ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর মুক্তি এবং মহত্তর পন্থা। বাহ্য ত্যাগ সম্পূর্ণভাবে কখনই সম্ভব নহে, আর উহা যতটা সম্ভব ততটা করাও আত্মার মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য্য নহে; তাহা ছাড়া ইহা হইতেছে একটি বিপজ্জনক দৃষ্টান্ত, কারণ ইহা সাধারণ মানুষের বুদ্ধিভেদ ঘটায়। যাঁহারা উত্তম, যাঁহারা শ্রেষ্ঠ তাঁহারা যে আদর্শ দেখান, অবশিষ্ট মানুষ তাহাই অনুসরণ করিতে চেষ্টা করে। অতএব, যখন কর্ম হইতেছে দেহধারী জীবের স্বভাব, যখন কর্ম হইতেছে চিরন্তন কর্মী ভগবানেরই ইচ্ছা, যাঁহারা মহাত্মা, মহৎবুদ্ধিসম্পন্ন তাঁহাদের কর্তব্য হইতেছে এই দৃষ্টান্তই দেখান। তাঁহাদিগকে হইতে হইবে বিশ্ব-কর্মী, কোনরূপ সঙ্কোচ না করিয়া সংসারের প্রয়োজনীয় যাবতীয় কর্মই তাঁহাদিগকে করিতে হইবে,—তাঁহাদিগকে হইতে হইবে স্বাধীন, সানন্দ, নিষ্কাম ভগবদ্-কর্মী, আত্মায় ও প্রকৃতিতে সকল প্রকার বন্ধন হইতে চির-মুক্ত।

* * * * * *

"মন চায় জ্ঞান, সঙ্কল্প চায় কর্ম—কিন্তু ইহারাই সব নহে; তোমার মধ্যে রহিয়াছে হৃদয় এবং তাহা চাহে আনন্দ। এখানেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃদয়ের শক্তি ও দীপ্তিতে, তাহার আনন্দ আকাঙ্ক্ষায় আত্মাকে তৃপ্ত করিতে হইলে তোমার প্রকৃতিকে ঘুরাইয়া, রূপান্তরিত করিয়া ভগবানের সহিত যোগের সজ্ঞান আনন্দে উত্তোলিত করিতে হইবে। নির্ব্যক্তিক আত্মার যে জ্ঞান তাহার নিজস্ব আনন্দ আছে। নির্ব্যক্তিকতার একটা আনন্দ আছে, শুদ্ধ আত্মার ঐক্যরসের একটা আনন্দ আছে। কিন্তু সমগ্র জ্ঞান লইয়া আসে একটা মহত্তর ত্রিবৃত্ত আনন্দ। ইহা বিশ্বাতীত আনন্দের দ্বার খুলিয়া দেয়; ইহা বিশ্বগত নির্ব্যক্তিকতার অপরিসীম আনন্দের ভিতর লইয়া যায়; আর এই বহু-বিচিত্র সৃষ্টির মধ্যে যে উল্লাস রহিয়াছে তাহার সন্ধান আনিয়া দেয়—কারণ প্রকৃতির মধ্যেও শাশ্বতের আনন্দ রহিয়াছে। এখানে ভগবানের অংশ যে জীব তাহার পক্ষে এই আনন্দের স্বরূপ হয় তাহার মূল উৎস ভগবানে প্রতিষ্ঠিত আনন্দ, তাহার নিজ উচ্চতম সত্তার আনন্দ, তাহার জীবনের যিনি অধীশ্বর তাঁহাতে আনন্দ। ভগবানের প্রতি একাগ্র প্রেম ও ভক্তি জগতের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়, জগতের মধ্যে সকল রূপ, সকল শক্তি, সকল জীবের প্রতি প্রেমে পরিণত হয়; সকলের মধ্যেই ভগবানকে দেখা যায়, পাওয়া যায়, ভালবাসা যায়, সেবা করা যায়, সকলের মধ্য দিয়াই ভগবানের সহিত একত্ব উপলব্ধি করা যায়। জ্ঞান ও কর্মের উপর এই অনন্ত ত্রিবৃত্ত আনন্দের মুকুট পরাইয়া দাও; এই প্রেমকে স্বীকার কর, এই উপাসনা শিক্ষা কর; কর্ম ও জ্ঞানের সহিত ইহাকে সত্তায় এক করিয়া দাও। পূর্ণতম পূর্ণতার উহাই হইতেছে শিখর স্বরূপ।

"এই প্রেমযোগ তোমাকে আধ্যাত্মিক বিশালতা, ঐক্য ও মুক্তিলাভের উচ্চতম শক্তি আনিয়া দিবে। কিন্তু এই প্রেম ভগবদ্‌জ্ঞানের সহিত এক হওয়া চাই। একরকম ভক্তি আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহা দুঃখ বিপদে পড়িয়া ভগবানকে চায় সান্ত্বনার জন্য, সাহায্যের জন্য, উদ্ধারের জন্য; একরকম ভক্তি আছে তাহা ভগবানকে চায়—ভোগ্য বস্তুর জন্য, বিপদ হইতে নিরাপত্তার জন্য, বাসনা-কামনার তৃপ্তির জন্য; এক প্রকার ভক্তি আছে তাহা অজ্ঞানের মধ্য হইতেই ভগবানকে চায়—আলোক ও জ্ঞানের জন্য। আর যতক্ষণ মানুষ এইরূপ সব ভক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে ততদিন তাহাদের উচ্চতম ও উদারতম ভগবদ্‌মুখী ভাবের মধ্যেও গুণ-ত্রয়ের খেলা চলিতে পারে। কিন্তু যখন ভগবদ্ প্রেমিক হন আবার ভগবদ্‌জ্ঞানী, তখনই প্রেমিক প্রেমপাত্রের সহিত এক হইয়া যান, জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্—কারণ তিনি হন পরমতমের নির্বাচিত, ভগবানের প্রিয়। ভগবানের প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রেম তোমার মধ্যে বিকাশ কর; হৃদয় অধ্যাত্মভাবাপন্ন হইয়া এবং উহার নিম্নতন স্বভাবের ক্ষুদ্রতা হইতে উত্তোলিত হইয়া তোমার নিকট ভগবানের অপরিমেয় সত্তার রহস্যসকল অতি অন্তরঙ্গভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবে, তোমার মধ্যে তাঁহার দিব্য শক্তির পূর্ণ স্পর্শ, প্রবাহ ও মহিমা আনিয়া দিবে এবং তোমার জন্য অনন্ত উল্লাসের নিগূঢ় উৎস খুলিয়া দিবে। পূর্ণতম প্রেমই হইতেছে পূর্ণতম জ্ঞানের চাবি।

আবার এই সমগ্র ভগবদ্ প্রেমের দাবী হইতেছে তোমার মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার উদ্দেশে সমগ্র কর্ম করা। সাধারণ মনুষ্য কর্ম করে কোন পাপময় বা পুণ্যময় বাসনার অনুসরণ করিয়া অথবা কোন নীচ বা উচ্চ প্রাণিক উত্তেজনায় চালিত হইয়া অথবা কোন সাধারণ বা সমুচ্চ মানসিক মতের অনুবর্তী হইয়া, অথবা কোন মিশ্রিত মন ও প্রাণের প্রেরণা অনুসরণ করিয়া। কিন্তু তোমাকে যে কাজ করিতে হইবে তাহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হওয়া চাই মুক্ত ও নিষ্কাম; কামনাশূন্য হইয়া যে কর্ম্ম করা যায় তাহা কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না, কোন বন্ধন চাপাইয়া দেয় না। যখন পূর্ণতম সমতা ও অবিচল শান্তিতে কর্ম্ম করা যায়, কিন্তু তাহার মধ্যে দিব্য আবেগ থাকে না, তখন তাহা হয় সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক বাধ্যতা, কর্ত্তব্যম্ কর্ম্ম, পরে তাহাই দিব্য যজ্ঞে পরিণত হয়; ইহারই উচ্চতম স্তরে ইহা হয় কর্ম্মের ভিতর দিয়া ভগবানের সহিত একত্বের শান্ত ও প্রসন্ন অভিব্যক্তি। কিন্তু প্রেমের ভিতর দিয়া একত্ব ইহা অপেক্ষাও বড়; সেই প্রাথমিক আবেগহীন শান্তির পরিবর্তে ইহা লইয়া আসে প্রবল ও গভীর উল্লাস—তাহা অহমাত্মক কামনার ক্ষুদ্র উদ্দীপনা নহে, পরন্তু তাহা হইতেছে অনন্ত আনন্দের সাগর। ইহা তোমার কর্ম্মের মধ্যে লইয়া আসিবে প্রিয়তমের সান্নিধ্যের মর্ম্মস্পর্শী অনুভূতি এবং শুদ্ধ ও দিব্য হৃদয়াবেগ। তোমার মধ্যে এবং সর্বভূতের মধ্যে যে-ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার জন্য শ্রম করিবার আনন্দ নিরন্তর জাগিয়া থাকিবে। প্রেমই হইতেছে কর্ম্মের মুকুট, এবং জ্ঞানের মুকুট।

"এই যে প্রেম জ্ঞানের সহিত এক, এই যে প্রেম তোমার কর্ম্মেরও সারতত্ত্ব হইতে পারে—ইহার সার্থক শক্তিতেই তোমার সমর্পণ হইবে সমগ্র, তোমার সিদ্ধি হইবে পূর্ণতম। সর্বাঙ্গসিদ্ধ অধ্যাত্ম জীবনের জন্য চাই ভগবানের সহিত জীবের পূর্ণ মিলন। অতএব সর্বতোভাবে ভগবানের অভিমুখী হও; তোমার প্রকৃতিকে জ্ঞানে, প্রেমে ও কর্ম্মে তাঁহার সহিত এক করিয়া দাও। সম্পূর্ণ-ভাবে তাঁহার দিকে ফের, কোনরূপ কুণ্ঠা না করিয়া তাঁহারই হস্তে তোমার মনকে, তোমার হৃদয়কে, তোমার সঙ্কল্পকে তুলিয়া দাও, তোমার সমস্ত চেতনা, এমন কি তোমার ইন্দ্রিয় ও দেহ পর্য্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার হস্তে তুলিয়া দাও। তিনি পূর্ণতম শক্তির সহিত তোমার চৈতন্যকে তাঁহার দিব্য চৈতন্যের আধার রূপে গড়িয়া তুলুন। তোমার হৃদয় হইয়া উঠুক ভগবানেরই দীপ্ত বা প্রেমময় হৃদয়। তোমার সঙ্কল্প হউক ভগবানেরই সঙ্কল্পের অভ্রান্ত ক্রিয়া। এমন কি তোমার ইন্দ্রিয় ও শরীরও হইয়া উঠুক ভগবানেরই উল্লাসময় ইন্দ্রিয় ও শরীর। তোমার যাহা কিছু আছে সব লইয়া তাঁহার উপাসনা কর, তাঁহার নিকট আত্মোৎসর্গ কর; প্রত্যেক চিন্তা ও অনুভবে তাঁহাকে স্মরণ কর, প্রত্যেক প্রেরণা ও কর্মে তাঁহাকে স্মরণ কর। লাগিয়া থাক যতক্ষণ না এই সবই সম্পূর্ণ ভাবে তাঁহার হয়, যতক্ষণ না তিনি যেমন তোমার অন্তরতম হৃদয়-মন্দিরে তেমনই তুচ্ছতম ও বাহ্যতম জিনিষেও নিজেকে নিত্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া সবকিছুকে দিব্য ভাবে রূপান্তরিত করিয়া দেন।

* * * *
* *

এই ত্রয়ী পন্থাই হইতেছে সাধনা যাহা দ্বারা তুমি তোমার নিম্ন প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণভাবে উঠিয়া পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত হইতে পার। সেইটিই হইতেছে গুপ্ত অতিচেতন প্রকৃতি যেখানে জীব—অনন্ত ভগবানের অংশস্বরূপ এবং তাঁহারই সমধর্মী জীব—নিজ সত্যের মধ্যে বাস করে, আর বাহ্য মায়ার মধ্যে নহে। এই যে সিদ্ধি, এই ঐক্য—পরম বিশ্বাতীত স্তরে ইহার নিজ ধামে ইহা উপভোগ করা যায়; কিন্তু এখানে, এই মানবশরীর এবং জড়জগতেও তুমি ইহা লাভ করিতে পার এবং করা উচিত। তাহার জন্য কেবল ইহাই যথেষ্ট নহে যে তুমি তোমার অভ্যন্তরীণ আত্মায় শান্ত, নিষ্ক্রিয়, গুণাতীত হইয়াছ এবং বাহ্য আধারে গুণসকলের যন্ত্রবৎ ক্রিয়া চলিলেও তুমি উদাসীন রহিয়াছ। কারণ শুধু অন্তরাত্মাকে নহে, বাহিরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্রিয় প্রকৃতিকেও ভগবানকে দিতে হইবে, ভাগবত করিতে হইবে। তোমার সকল সত্তা লইয়া তোমাকে পুরুষোত্তমের সাধর্ম্য লাভ করিতে হইবে; সব কিছুকেই রূপান্তরিত হইয়া আমার ভাব লাভ করিতে হইবে, মদ্‌ভাবমাগতাঃ। চাই পূর্ণতম আত্মসমর্পণ। তোমার প্রকৃতির সকল বিচিত্র ভাবে, এবং সকল জীবন্ত ধারায় আমার শরণ লও; কারণ একমাত্র ইহার দ্বারাই তুমি এই মহান রূপান্তর ও পূর্ণসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে।

"যোগের এই যে সমুচ্চ পরিণতি, ইহাই কর্ম্ম-সমস্যার সমাধান করিয়া দিবে, এমন কি ঐ সমস্যার মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট করিয়া উহাকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করিবে। মানুষের কর্ম্ম হইতেছে বাধা ও সমস্যায় পূর্ণ, এমন গহন অরণ্যের মত যেখানে কোন-রকমে কয়েকটা পথ কাটা হইয়াছে কিন্তু সে-পথ ধরিয়া অরণ্য অতিক্রম করা যায় না; কিন্তু এই সব বাধা ও জটিলতার উৎপত্তি হইতেছে কেবল এই একটি জিনিষ হইতে যে মানুষ তাহার মানসিক, প্রাণিক ও দৈহিক প্রকৃতির অজ্ঞানের মধ্যে বন্দী হইয়া রহিয়াছে। সে প্রকৃতির গুণ-সকলের দ্বারাই অবশে চালিত হয় অথচ একটা দায়িত্বজ্ঞান তাহাকে পীড়িত করে—কারণ তাহার মধ্যে একটা বোধ রহিয়াছে যে, সে আত্মা, তাহার পক্ষে প্রকৃতির প্রভু ও নিয়ন্তা হওয়া উচিত, কিন্তু বর্ত্তমানে সে বস্তুতঃ তাহা নহে অথবা খুব সামান্যই। এইরূপ পরিস্থিতিতে তাহার জীবনের সকল বিধান, তাহার সকল ধর্ম্ম অসম্পূর্ণ ও সাময়িক হইতে বাধ্য, বড়জোর সে-সব হইতে পারে কেবল আংশিক ভাবে ঠিক ও সত্য। মানুষের ত্রুটি ও অপূর্ণতা-সকল কেবল তখনই দূর হইবে যখন সে নিজেকে জানিবে, যে-জগতের মধ্যে তাহাকে বাস করিতে হইতেছে সেই জগতের প্রকৃত স্বরূপটি জানিবে এবং সর্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজনীয় যখন সে সেই শাশ্বতকে জানিবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাহা হইতে সে উৎপন্ন হইয়াছে এবং যাহার মধ্যে যাহাকে ধরিয়া সে বিদ্যমান আছে। যখন সে একবার সত্য চৈতন্য ও জ্ঞান লাভ করিবে তখন আর কোন সমস্যাই থাকিবে না ; কারণ তখন সে নিজের মধ্য হইতে স্বাধীন ভাবে কর্ম করিবে এবং তাহার আত্মা ও তাহার উচ্চতম প্রকৃতির সত্য অনুসারে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জীবন যাপন করিবে। এই জ্ঞানের সম্যক পূর্ণতায় এবং উচ্চতম উচ্চতায় বস্তুতঃ সে আর কর্ম করে না পরন্তু ভগবানই কর্ম করেন, তাহার মুক্ত প্রজ্ঞা ও শক্তি ও পূর্ণতায় তাহার মধ্যে এবং তাহার ভিতর দিয়া একমাত্র শাশ্বত ও অনন্ত ঈশ্বরই কর্ম করেন।

মানুষ তাহার প্রাকৃত সত্তায় হইতেছে প্রকৃতি-সৃষ্ট সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক জীব। প্রকৃতির যে গুণ যখন তাহার মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে, তাহার জীবন ও কর্মের ধারা হয় সেই গুণ অনুযায়ী। তাহার তামসিক জড়ানুগত ইন্দ্রিয়ানুগত মন জড়তা, ভয় ও অজ্ঞানের অধীন, তাহা হয় আংশিকভাবে পারিপার্শ্বিকের চাপ মানিয়া চলে, আংশিকভাবে কামনার আকস্মিক আবেগে চালিত হয় অথবা মূঢ় গতানুগতিক বুদ্ধি অনুযায়ী অভ্যস্ত কর্মধারার আশ্রয় গ্রহণ করে। রাজসিক মন কামনার অধীন, যে-জগতে সে বাস করিতেছে তাহার সহিত সে সংগ্রাম করে, সর্বদা নূতন জিনিষ অধিকার করিতে চেষ্টা করে, নেতৃত্ব করিতে, যুদ্ধ করিতে, সৃষ্টি করিতে, ধ্বংস করিতে, সঞ্চয় করিতে যত্নবান হয়। সকল সময়েই সে সফলতা ও বিফলতার মধ্যে, সুখ ও দুঃখের মধ্যে, উল্লাস ও হতাশার মধ্যে আন্দোলিত হইতে হইতে অগ্রসর হয়। কিন্তু বাহ্যতঃ সে যে-কোন নীতিই অনুসরণ করুক না-কেন, বস্তুতঃ সে সর্বত্র নিম্নতন সত্তা ও অহংয়ের নীতিই অনুসরণ করে, আসুরিক ও রাক্ষসী প্রকৃতির অশান্ত, অক্লান্ত, আত্মগ্রাসী এবং সর্বগ্রাসী মনকেই অনুসরণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া থাকে। সাত্ত্বিক বুদ্ধি কতকটা এই অবস্থার উর্দ্ধে উঠে, বুঝে যে কামনা ও অহংয়ের নীতি অপেক্ষা একটা উচ্চতর নীতি অনুসরণ করিতে হইবে এবং নিজেকে সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক শাস্ত্রের অনুগত করে, ধর্মের অনুসরণ করে। মানুষের সাধারণ মন এই পর্য্যন্তই উঠিতে পারে—মন ও সঙ্কল্পকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য একটা আদর্শ বা কার্য্যকরী বিধান দাঁড় করান এবং জীবনে ও কর্মে যতদূর সম্ভব নিষ্ঠার সহিত তাহা অনুসরণ করা। এই সাত্ত্বিক মনকে তাহার উচ্চতম স্তরে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে, সেখানে সে অহংভাবের মিশ্রণকে সম্পূর্ণভাবেই বর্জন করিবে, ধর্মকে ধর্মের জন্যই নির্ব্যক্তিক সামাজিক, নৈতিক বা ধর্ম্মীয় আদর্শরূপে পালন করিবে, এটা করা কর্ত্তব্য এইরূপ জ্ঞানে নিঃস্বার্থভাবে কর্ম করিবে।

"তবে প্রকৃতির এইসব ক্রিয়ার যাহা প্রকৃত সত্য তাহা বাহ্য মানসিক সত্য মাত্র নহে, তাহা বেশীর ভাগই হইতেছে অভ্যন্তরীণ সত্য। তাহা এই যে, মানুষ হইতেছে দেহধারী আত্মা, ভৌতিক ও মানসিক প্রকৃতির মধ্যে বদ্ধ হইয়াছে, সেখানে সে এক ক্রমবিকাশের ধারা অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে—সে ধারা তাহার সত্তার অভ্যন্তরীণ ধারার দ্বারাই নির্দ্ধারিত হয়; তাহার আত্মার যাহা স্বরূপ তাহাই তাহার মন ও প্রাণের স্বরূপ গড়িয়া দেয়, তাহার স্বভাব গড়িয়া দেয়। প্রত্যেক মানুষেরই একটি স্বধর্ম আছে, সেইটি তাহাকে সন্ধান করিতে হইবে, আবিষ্কার করিতে হইবে, অনুসরণ করিতে হইবে। যে কর্ম মানুষের অভ্যন্তরীণ প্রকৃতির দ্বারা নির্দ্ধারিত হয় সেইটিই তাহার প্রকৃত ধর্ম। সেইটি অনুসরণ করাই তাহার আত্মবিকাশের সত্য পন্থা, তাহা হইতে বিচ্যুত হইলেই আসিবে বিশৃঙ্খলা, গতিরোধ, ভ্রান্তি। তাহার পক্ষে সেই সামাজিক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নৈতিক, ধর্মীয় বা অন্য নীতি বা আদর্শ শ্রেষ্ঠ যাহা তাহাকে সর্বদা তাহার স্বধর্মের অনুসরণ করিতে সাহায্য করে।

"তবে এই সব কর্ম তাহাদের শ্রেষ্ঠ স্বরূপেও হইতেছে মনের অজ্ঞানের অধীন, গুণত্রয়ের খেলার অধীন। কেবল যখন মানুষ নিজ আত্মার সন্ধান পায় তখনই সে এই অজ্ঞানকে এবং গুণত্রয়ের বিভ্রান্তিকে অতিক্রম করিতে পারে, নিজ চৈতন্য হইতে মুছিয়া ফেলিতে পারে। ইহা সত্য যে, যখন তুমি নিজ আত্মার সন্ধান পাইয়াছ এবং আত্মার মধ্যেই বাস করিতেছ তখনও তোমার প্রকৃতি তাহার পুরাতন ধারা অনুসরণ করিয়াই চলিতে পারে এবং কিছুকাল নিম্নতন গুণসকলের বশেই কর্ম করিতে পারে। কিন্তু তখন তুমি পূর্ণ আত্মজ্ঞানে ঐ কর্ম লক্ষ্য করিতে পারিবে এবং তোমার জীবনের যিনি প্রভু তাঁহার উদ্দেশে যজ্ঞরূপে উহা অর্পণ করিতে পারিবে। অতএব তোমার স্বধর্মের ধারা অনুসরণ কর, তোমার স্বভাব যে কর্ম চায় তাহাই কর, তাহা যাহাই হউক না কেন। বর্জন কর সকল অহমাত্মক প্রেরণা, সকল স্বার্থপর আরম্ভ, সকল কামনার বিধান যতক্ষণ না তুমি তোমার সমস্ত জীবনকে সমগ্র ভাবে ভগবানের নিকট সমর্পণ করিতে পার।

"আর যখন তুমি একবার তাহা ঐকান্তিকভাবে করিতে পারিবে, তখনই নিঃশেষে তোমার সকল কর্মের আরম্ভ তোমার মধ্যে যে পরম ভগবান রহিয়াছেন তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবার সময় হইবে। তখন তুমি কর্তব্যাকর্তব্যের সকল বিধি হইতে মুক্ত হইবে, সকল ধর্ম হইতে মুক্ত হইবে। তোমার অন্তরস্থিত ভগবদ্‌শক্তি ও ভগবদ্-সান্নিধ্য তোমাকে পাপ ও অশুভ হইতে মুক্ত করিয়া দিবে এবং পুণ্য সম্বন্ধে মানুষের বিচারের অনেক ঊর্দ্ধে তুলিয়া দিবে। কারণ তুমি তখন অধ্যাত্ম সত্তা ও ভাগবত প্রকৃতির পূর্ণতম ও স্বতস্ফূর্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋতম্ ও পবিত্রতার মধ্যে বাস করিবে, কর্ম করিবে। তুমি নহ পরন্তু ভগবানই তখন তোমার মধ্য দিয়া তাঁহার ইচ্ছা ও কর্ম সম্পন্ন করিবেন, তোমার অধস্তন ব্যক্তিগত সুখ ও কামনা-তৃপ্তির জন্য নহে, পরন্তু জগদ্ধিতায় এবং তোমার দিব্য কল্যাণের জন্য এবং সকলেরই দৃষ্ট বা অ-দৃষ্ট কল্যাণের জন্য। জ্যোতির দ্বারা উদ্‌ভাসিত হইয়া তুমি জগতে এবং কালের কর্মধারায় ভগবানের রূপ দর্শন করিবে, তাঁহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে, তাঁহার আদেশ শ্রবণ করিবে। ভগবানের ইচ্ছা যাহাই হউক না কেন তোমার প্রকৃতি যন্ত্ররূপে তাহা গ্রহণ করিবে এবং বিনা প্রশ্নে তাহা সম্পন্ন করিবে, কারণ উর্দ্ধ্ব হইতে এবং তোমার ভিতর হইতে তোমার প্রত্যেকটি কর্ম-প্রেরণার সহিত আসিবে একটা অবশ্যম্ভাবী জ্ঞান এবং ভাগবত প্রজ্ঞা ও তাহার সাথকতাতে সজ্ঞান সম্মতি। যুদ্ধটি হইবে তাঁহার, বিজয়ও তাঁহার, সাম্রাজ্যও তাঁহার।

"ইহ সংসারে এই দেহে ইহাই হইবে তোমার পরম সিদ্ধি, আর এই নশ্বরজগতের উর্দ্ধ্বে তুমি লাভ করিবে পরম শাশ্বত অতিচেতনা এবং চিরকালের জন্য ভগবানের পরম ধামে বাস করিবে। পুনঃ পুনঃ জন্মমৃত্যুর ব্যথা আর তোমার থাকিবে না; কারণ ইহ জীবনে ভগবানের অভিব্যক্তি তুমি সম্পন্ন করিবে, আর তোমার আত্মা মন ও শরীরের মধ্যে অবতীর্ণ হইলেও এইখানেই আত্মার চিরন্তন অসীমতার মধ্যে বাস করিবে।

"তাহা হইলে এইটিই হইতেছে শ্রেষ্ঠ সাধনা—তোমার সকল সত্তা ও প্রকৃতির পূর্ণ সমর্পণ, যে-ভগবান তোমার নিজেরই শ্রেষ্ঠ স্বরূপ তাঁহার জন্য সর্বধর্ম পরিত্যাগ, পরম অধ্যাত্ম প্রকৃতির দিকে তোমার সকল অঙ্গ ও অংশের অনন্য অভীপ্সা। একবার যদি তুমি এইটি করিতে পার, প্রথমেই হউক বা অনেক দূর গিয়াই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হউক, তাহা হইলে তোমার বাহ্য প্রকৃতিতে অতীতে বা বর্ত্তমানে যাহাই থাকুক না কেন, তোমার পথ নির্বিঘ্ন, তোমার পূর্ণসিদ্ধি অবশ্যম্ভাবী। পরম ভগবান তোমার ভিতরে অধিষ্ঠিত থাকিয়া স্বয়ং তোমার যোগসাধনাকে গ্রহণ করিবেন এবং তোমারই স্বভাবের ধারা অনুসরণ করিয়া দ্রুত চরম সিদ্ধির দিকে লইয়া যাইবেন। তাহার পর তোমার জীবনের ধারা, তোমার কর্মের রূপ যাহাই হউক না কেন, তুমি সজ্ঞানে ভগবানের মধ্যে বাস করিবে, কর্ম করিবে, বিচরণ করিবে এবং তোমার সকল বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ গতিতে ভাগবত শক্তিই তোমার মধ্য দিয়া কাজ করিবে। এইটিই হইতেছে সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, কারণ এইটি হইতেছে উচ্চতম গুহ্য সত্য ও পরম রহস্য, অথচ ইহা হইতেছে একটি আভ্যন্তরীণ সাধনা যাহা সকলেই অনুসরণ করিতে পারে। তোমার বাস্তব অধ্যাত্ম সত্তার এইটিই হইতেছে গভীরতম অন্তরতম সত্য।

সমাপ্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীঅরবিন্দের ব্যাখ্যা অবলম্বনে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

শ্রীঅনিলবরণ রায় সম্পাদিত বিরাট সংস্করণ। এই গ্রন্থে গীতার প্রায় প্রত্যেক কথা ধরিয়াই বিশদ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে এবং সেই সূত্রে বেদ, উপনিষদ প্রভৃতি ভারতের সকল অধ্যাত্ম শাস্ত্র ও সাধনার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দশ খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। প্রতি খণ্ডের মূল্য এক টাকা মাত্র।

"অতি প্রাঞ্জল ভাষায় লিখিত, শাস্ত্রপ্রমাণিত ও সুযুক্তির দ্বারা প্রত্যেক তত্ত্ব ও জ্ঞাতব্য বিষয় সমর্থিত। পাঠকের অন্তর্দৃষ্টি স্বতঃই খুলিয়া যাইবে এবং মনে দিব্য প্রেরণা আসিবে। আমরা বর্ত্তমান যুগের গীতার এই শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা পাঠ করিতে সকলকে অনুরোধ করি।"—*The Teachers' Journal.*

The Message of the Gita

—As interpreted by Sri Aurobindo—

Edited by Anilbaran Roy with text, translation and copious notes compiled from Sri Aurobindo's **Essays on the Gita**. Published by Allen & Unwin. Price Rs 10/ only.

"An ideal book both for study and for reference"

—*H. T. Homblen*, England.

Abridged Edition. Price Rs 3/12 only.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Books by Anilbaran Roy

The Message of the Gita
The Gita
Songs from the Soul
The World Crisis—Sri Aurobindo's Vision of the Future
Mother India

112—'47—1500

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No...........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANA

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

5.4.75

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi